আল কুরআনের শিক্ষা

১

আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী

আল কুরআনের শিক্ষা-১

আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী

অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা-চট্টগ্রাম-খুলনা

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ২৩ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ২৫৮

১ম সংস্করণ

রবিউল আউয়াল	১৪২০
আষাঢ়	১৪০৬
জুলাই	১৯৯৯

বিনিময় ঃ ১৫০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

AL QURANER SHEKAH by Mohammad Khalelur Rahman Momin. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 150.00 Only.

দু'আ

সাত্তার ও গাফ্‌ফার আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ তিনি যেন আমার এ কুরআনী খেদমতটুকুর বিনিময় ও সওয়াব আমার মুহ্‌তারামা মরহুম আম্মা এবং আমার মুহ্‌তারাম ও মুকাররম আব্বাজানের আমলনামায় লিখে দেন। যাদের দু'আয়, ইচ্ছায় এবং প্রচেষ্টায় এ খেদমতটুকু করার উপযুক্ত হয়েছি।

আর আমার স্নেহশীল মেহেরবান উস্তাদ হযরত মাওলানা আখতার আহসান ইসলাহীর ওপরও এর সওয়াব পৌঁছে দিন। যার চেষ্টা, প্রশিক্ষণ ও ফায়েজের বরকতে এ মহান কাজটুকু সম্পাদন করতে পেরেছি।

—মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী

অভিমত

কুরআন মজীদ হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে হিদায়াতের সর্বশেষ নিদর্শন। যা তিনি মানব সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে দিয়ে আসছিলেন। এটি এমন একটি গ্রন্থ যা আপন মর্যাদায় ও মহিমায় নিজেই নিজের উদাহরণ। শুধুমাত্র সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞানদান করেই এটি বিরত থাকেনি বরং যুক্তি ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় এর দলিল-প্রমাণও উপস্থিত করেছে, যা মানুষকে নির্বাক করে দেয়। আল কুরআনের এ আহ্বান মানুষের চিন্তা ও কর্মকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। শুধু তাই নয়, মানুষের প্রকৃতিকে পর্যন্ত জাগ্রত করে আল্লাহ্‌র হুকুমের অনুসারী বানিয়ে তুলে। এটি নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ড কিংবা নির্দিষ্ট কোন জনপদের অধিবাসীদেরকে আহ্বান করে না, এটি গোটা মানব সমাজকে আহ্বান করে যেন তারা আল্লাহর পুরোপুরি অনুগত হয়ে যায়। কুরআন মানুষের জীবনের কোন বিশেষ দিকের সমস্যা নিয়ে কথা বলে না বরং মানুষের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় সমস্যা নিয়েই কথা বলে। সমাধান দেয়।

গোটা পৃথিবীতে এটিই একমাত্র সংরক্ষিত আসমানী কিতাব যার সামান্যতম অংশও রদবদল হয়নি কিংবা ভবিষ্যতে হবেও না। যার ইতিহাসে একটি পাতাও কালের গর্ভে হারিয়ে যায়নি বরং দ্বিপ্রহরের রৌদ্রোজ্জল সূর্যের মতোই জাজ্বল্যমান। এটি শুধুমাত্র হিদায়াত দিয়েই ক্ষ্যান্ত হয়নি, এটি কল্যাণ ও মুক্তির বাস্তব পথ বাতলে দিয়েছে। যা মানুষকে মন্‌জিলে মাকসুদ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এটি এমন একটি গ্রন্থ যার পথ নির্দেশ মেনে চললে দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের মুক্তির পথ সুগম হয়। তাই দেখা যায় এটি কোন জাতির পথ নির্দেশ নয়, সমস্ত মানব জাতিকেই এটি পথ নির্দেশনা দেয়।

এ রকম একটি অসাধারণ গ্রন্থ থেকে কল্যাণ লাভের জন্য মানুষ এর ব্যাখ্যা ও ভাষ্যগ্রন্থের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে তা হতে পারে না। তাছাড়া এটি কী বলে তা যদি না-ই বুঝা গেল তবে এর হক আদায় করবে কিভাবে? তাই বলে সকলেই এ কুরআনের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝে ফেলবে তাও হতে পারে না। এজন্যই যাদেরকে আল্লাহ্ ইল্‌ম দিয়েছেন তাদের কর্তব্য এ মহাগ্রন্থটিকে সহজ-সরল ভাষায় সাধারণের সামনে উপস্থাপন করা। বিভিন্নভাবেই তা হতে পারে। কারণ এটি কোন রচনা কিংবা প্রবন্ধ নয় এটি হচ্ছে দাওয়াতী ভাষণের সমষ্টি। এজন্যই এ গ্রন্থে বিষয়বস্তুর কিংবা বর্ণনার ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ করা হয়নি। সত্যিকথা বলতে কি, এটি স্বয়ং আহ্বানকারী হিসেবে মানুষকে আহ্বান করে থাকে। এজন্য এর দৃষ্টি সর্বদা মানুষের ওপর নিবদ্ধ থাকে। বক্তব্যের

সময় মুখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মানুষের সাথে কথা বলে, যাতে সেই আবেদন মন-মস্তিষ্ককে আলোড়িত করতে পারে। কিন্তু অনেক সময় বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা না থাকায় সাধারণ মানুষের বুঝতে কষ্ট হয়। এজন্যই বিষয়বস্তু অনুযায়ী সবগুলো আয়াতকে ভাগ করে যদি তাদের সামনে পেশ করা যায় তবে এক নজরে তারা পুরো বিষয়টিকে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে।

আলহামদুলিল্লাহ ! ওলামায়ে কেরাম এ গুরুত্বপূর্ণ দিকে সর্বদা দৃষ্টি দিয়ে এসেছেন। কখনো গুরুত্বপূর্ণ এ দিকটিকে তারা অবহেলার চোখে দেখেননি। এ গ্রন্থখানা 'আল কুরআনের শিক্ষা' যা আপনার হাতে বিদ্যমান এটিও সেই ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ। এ পুস্তকের মধ্যে আল কুরআনের হিদায়াত, শিক্ষা ও নির্দেশাবলী বিভিন্ন শিরোনামে বিন্যাসিত হয়েছে। বর্ণনা পদ্ধতিও অত্যন্ত সাদামাঠা। অতি সাধারণ একজন লোকও এ গ্রন্থখানা থেকে অনায়াসে কল্যাণ লাভ করতে পারবে।

আমার বিশ্বাস এ গ্রন্থখানা সর্বস্তরের লোককেই আল কুরআনের অত্যন্ত নিকটবর্তী করে দেবে। ফলে কুরআনের দাওয়াত তাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কেও তারা অবহিত হতে পারবে। উপরন্তু কুরআন অধ্যয়নের আগ্রহ তাদের নিকট বেড়ে যাবে। সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে—আল কুরআনের অনুশীলনীর দিকে তাদের অন্তর খুলে যাবে।

আল্লাহ্ যেন এ ইচ্ছেটাকে পূরণ করেন এবং এ মুবারক খেদমতটুকু কবুল করে নেন। আমীন।

—সদরুদ্দীন ইসলাহী

২৭শে জিলহাজ্জ, ১৩৮৫ হিজরী।

লেখকের অভিব্যক্তি

আল কুরআনের দাওয়াত ও প্রশিক্ষণকে সার্বজনীন করে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা অত্যন্ত মহৎ ও সৌভাগ্যের কাজ। যুগে যুগে বহু ওলামায়ে কেরাম এ প্রচেষ্টা করে গেছেন।

আমার এ গ্রন্থখানা ইল্‌ম ও মর্যাদায় তাদের সেই খেদমতের ধারে কাছেও পৌঁছুতে পারবে না। তবু আমার সান্ত্বনা একটিই, তা হচ্ছে এ গ্রন্থখানা কুরআনের বিশেষ কিছু অংশের সন্নিবেশিত একটি রূপ। যা মানুষকে আল কুরআনের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করবে। সাথে আমাকেও যেন মহান গরিয়ান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আল কুরআনের নগণ্য এক খাদেম হিসেবে কবুল করে নেন।—আমীন।

আল কুরআন মানব সমাজের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা এবং যাবতীয় সমস্যার সমাধান ক্ষেত্র। তা একদিকে যেমন পার্থিব কল্যাণের আকর অন্যদিকে পরকালিন মুক্তি ও সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। মানুষের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় নেই যার সমস্যার সমাধান আল কুরআন দিতে পারে না।

'আল কুরআনের শিক্ষা'র মধ্যে সেইসব সমস্যার সমাধান ও প্রয়োজনীয় হিদায়াত সম্বলিত আয়াতগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। নির্দিষ্ট শিরোনামের নিচে সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোকে একত্রিত করা হয়েছে এবং তা সহজে বুঝানোর লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করা হয়েছে।

- সহজ ও সরল অনুবাদ।
- প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।
- কোথাও কোথাও ব্যাখ্যাটিকে আরো সুস্পষ্ট করার জন্য হাদীসে রাসূল আনা হয়েছে।
- ভাষার দূর্বোধ্যতা পরিহার করে সহজ-সরল ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।
- ফিক্‌হী ও ইল্‌মী বির্তককে এড়িয়ে চলা হয়েছে।
- কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা কুরআনের আয়াত দিয়েই করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আশা করি যারা সঠিকভাবে আল কুরআনকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন তারাও এ গ্রন্থখানা পড়ার পর কুরআনের প্রতি উৎসুক হয়ে ওঠবেন। আল কুরআনের দাওয়াত ও তা'লীমের সাথে পরিচিত হতে পারবেন। তাছাড়া আয়াতগুলো বিষয়ভিত্তিক সাজানোর ফলে প্রতিটি হুকুম-আহকাম তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে। তারা বুঝতে পারবেন কোন্ বিষয়ের আয়াত আল কুরআনের কোথায় কোথায় আছে।

সব ধরনের লোক-ই (মুসলিম কিংবা অমুসলিম) এ গ্রন্থখানা থেকে উপকৃত হতে পারবেন এবং আল কুরআনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি তা জানতে পারবেন। বিশেষ করে যারা লেখক, চিন্তাবিদ, বক্তা, শিক্ষক কিংবা ছাত্র তারা সবাই সমানভাবে উপকৃত হবেন।

যাতে মানুষ এ গ্রন্থখানাকে সহজে ক্রয় করতে পারেন এবং বহন করে স্থানান্তরে নিয়ে যেতে পারেন সে জন্য দু' খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশ করা হলো। প্রথম খণ্ডে তিনটি অধ্যায় [ঈমানিয়াত, আত্মশুদ্ধি ও ইবাদাত] সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় খণ্ডে চারটি অধ্যায় [সুন্দর আচার-আচরণ, সামাজিক আচার-আচরণ, পারস্পরিক লেন-দেন এবং তাবলীগে দীন] রাখা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট খুঁটিনাটি সব ব্যাপারেই আলোচনা এসেছে।

এ গ্রন্থখানা রামপুর থেকে প্রকাশিত 'মাসিক জিন্দেগী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তখনই বিভিন্ন মহল থেকে একে পুস্তকাকারে রূপ দেয়ার জন্য অনুরোধ আসতে থাকে। নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা থাকার পরও আজ তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো।

পরম কৃপানিধান আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ আল কুরআনের এ খেদমত-টুকুকে যেন তিনি কবুল করেন এবং তাঁর বান্দাদেরকে যেন এ থেকে উপকৃত হবার তওফিক দান করেন। আর এ অধম খাদেমের আখিরাতকে উজ্জ্বল ও কল্যাণময় বানিয়ে দেন। আমীন।

—মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী
২৮, জিলহাজ্জ, ১৩৮৫ হিজরী

শিরোনাম বিন্যাস

প্রথম অধ্যায়

ম ঈমানিয়াত ২১

☆ প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা ২৩

○ প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র ২৩

○ সকল বস্তু-ই একমাত্র আল্লাহ্‌র তাসবীহ্ করছে ২৩

○ নিয়ামতের শোকর করাই প্রকৃত সৌজন্য ২৪

○ নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রকৃতিরই দাবী ২৫

○ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই বুদ্ধিমানের কাজ ২৫

○ কৃতজ্ঞতা ঈমানের ভিত্তি ২৬

☆ ঈমান ২৮

○ সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম ২৮

○ ঈমানের বিনিময় ধারা অব্যাহত ২৯

○ ঈমানের প্রতিদানের বিশালতা ২৯

○ উচ্চমর্যাদা ২৯

○ পছন্দসই নজরকাড়া নিয়ামত ৩০

○ ঈমান অবিচ্ছিন্ন এক অবলম্বন ৩০

○ ঈমান হাশরের ময়দানের নূর ৩০

○ ঈমানদারগণ আলোর পথের পথিক ৩১

○ ঈমানদারগণ শয়তানের প্রভাবমুক্ত ৩১

○ ঈমান বর্জিত সকল পুণ্য নিষ্ফল ৩২

○ প্রকৃত মর্যাদা ঈমানদারদের জন্য ৩২

○ ঈমান শাস্তি থেকে বাঁচার ব্যবসা ৩৩

○ ঈমান দুনিয়ার শাস্তি থেকেও বাঁচিয়ে রাখে ৩৪

○ ঈমান ভালো ও কল্যাণের মাধ্যম ৩৪

○ আল্লাহ্‌র নিয়ামতের প্রকৃত হকদার ৩৪

○ মু'মিনগণ প্রকৃতির পরতে পরতে তাঁর নিদর্শন দেখেন ৩৫

○ ঈমানী আবেগ-অনুভূতির চিত্র ৩৫

☆ কুফর ৩৭

○ কুফ্‌র মূর্খতারই নামান্তর ৩৭

○ কাফিররা অন্ধকারে ঘুরপাক খায় ৩৮

○ কাফিররা সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্টতম ৩৮

○ কুফ্‌র উভয় জগতে ধ্বংসের কারণ ৩৮

○ কাফিররা হিদায়াত ও মাগফিরাত থেকে বঞ্চিত ৩৮

○ কাফিররা নির্বোধ জন্তু-জানোয়ারের মতো ৩৯

○ কাফিরদের আমল নিষ্ফল ৩৯

○ কাফিরদের লাঞ্ছনাময় পরিণতির চিত্র ৪০

○ কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীর প্রতি আল্লাহ্ ও সমস্ত সৃষ্টির অভিসম্পাত ৪১

○ মৃত্যুর পর কাফিরদের আর্তচিৎকার ৪১

☆ ঈমানিয়াতের বিস্তারিত বর্ণনা ৪৩

১. আল্লাহ্ ৪৪

○ সুন্দর এ পৃথিবী ৪৪

○ সুদৃশ্য আসমান ৪৫

○ মৃত জমিন ৪৫

○ উজ্জ্বল সূর্য ও আলোকিত চাঁদ ৪৬

○ দিনের আলো এবং রাতের আঁধার ৪৭

○ পানি ভরা বাতাস ৪৮

○ জমিনে উৎপাদিত ফল-ফসল ৪৯

○ মানুষের খাদ্য ৪৯

○ দুধেল পশু ৫০

○ মৌমাছি ৫০

○ সবুজ-শ্যামল শস্যক্ষেত ৫১

○ সুস্বাদু পানি ৫১

○ আগুন—যা মানুষের একান্ত প্রয়োজন ৫২

○ নিকৃষ্ট বস্তু থেকে উত্তম সৃষ্টি ৫২

○ মানব সৃষ্টির বিস্ময়কর পর্যায়ক্রম ৫২

○ আঁধারপুরীতে মনোরম সৃষ্টি ৫৩

○ তুচ্ছ বস্তু থেকে মর্যাদাবান সৃষ্টির অবতারণা ৫৩

○ মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ৫৪

○ ভাষা ও বর্ণের পার্থক্য ৫৪

○ অসহায়ত্ব ৫৫

১.১ আল্লাহর গুণাবলী ৫৫

○ আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম গুণের অধিকারী ৫৫

○ আল্লাহ্‌র গুণ ও প্রশংসা লিখে শেষ করা যাবে না ৫৬

১.২ সৃষ্টি ৫৬

○ সকল কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ্ ৫৬

০ সৃষ্টির ব্যতিক্রমী ধরন ৫৬
০ সর্বোত্তম স্রষ্টার সুন্দরতম সৃষ্টি ৫৭

১.৩ প্রতিপালন ৫৭
০ আল্লাহ্ রিযিকদাতা ও প্রতিপালক ৫৭
০ তাঁর হাতেই রিযিকের চাবি ৫৮
০ আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই রিযিকের সংকীর্ণতা ও প্রশস্ততা ৫৮
০ সকল প্রাণীর জীবনোপকরণ দাতা আল্লাহ্ ৫৮

১.৪ পূর্ণ জ্ঞানের আধার ৫৯
০ আল্লাহ্র জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে ৫৯
০ কোন জিনিস আল্লাহ্র জানার বাইরে নয় ৫৯
০ তিনি অদৃশ্য সকল বিষয়ে পরিজ্ঞাত ৫৯
০ অন্তরের অন্তঃস্থলের খবর তিনি জানেন ৬০
০ মনের চিন্তা ও কল্পনার খবরও তিনি রাখেন ৬০
০ সর্বদা তিনি বান্দার সাথেই থাকেন ৬০
০ তিনি অতীত ও ভবিষ্যতের সকল অবস্থা সম্পর্কে অবহিত ৬১
০ আল্লাহ্র জ্ঞানের সার্বিক চিত্র ৬১

১.৫ আল্লাহ্র কর্তৃত্ব ৬১
০ আল্লাহ্ সবকিছুর মালিক ৬১
০ বাদশাহী একমাত্র তাঁর ৬২
০ সমস্ত সৃষ্টিতে তাঁর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ৬২
০ সকল কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার উৎস আল্লাহ ৬২
০ স্থান ও কালের সবকিছু তাঁর মুঠোয় ৬২
০ গোটা সৃষ্টিলোকের পরিচালনা তাঁর হাতে ৬৩
০ তাঁর হুকুমেই চলছে বিশাল এ কারখানা ৬৩
০ আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো হাতেই কোন ক্ষমতা নেই ৬৪
০ একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়া তো তাঁর-ই সাজে ৬৪

১.৬ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ৬৪
০ সবকিছু আল্লাহ্র তরফ থেকে ৬৪
০ তিনি যাকে ইচ্ছে মাফ করে দেন এবং যাকে ইচ্ছে শাস্তি দেন ৬৫
০ যাকে চান কর্তৃত্ব প্রদান করেন এবং যার থেকে ইচ্ছে ছিনিয়ে নেন ৬৫
০ তিনিই সম্মান ও প্রতিপত্তির উৎস ৬৫
০ আল্লাহ্ হচ্ছেন সকল কল্যাণের উৎস ৬৫
০ কোন কিছু তাঁর ক্ষমতার বাইরে নয় ৬৫
০ জীবন মৃত্যুর একমাত্র মালিক আল্লাহ্ ৬৬
০ সবকিছুর ভাণ্ডার আল্লাহ্র নিকট ৬৬
০ সন্তান দেয়া না দেয়া তাঁর ইচ্ছে ৬৬

১.৭ আদল ও ইনসাফ ৬৭
০ আল্লাহ্ সঠিক ফায়সালা করেন ৬৭
০ কারো কোন বিনিময় তিনি নষ্ট করে দেন না ৬৭
০ যতটুকু অপরাধ ততটুকু শাস্তিই তিনি দেন ৬৭
০ পাপ ও পুণ্যের পরিণতি এক নয় ৬৭
০ প্রত্যেককে তার আমল অনুযায়ী বিনিময় দেয়া হবে ৬৭
০ তিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী ৬৮

১.৮ আল্লাহ যে কোন ধরনের ত্রুটি থেকে মুক্ত ৬৮
০ তিনি চিরঞ্জীব ৬৮
০ তাঁর কোন সন্তান নেই ৬৯
০ স্ত্রী গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আল্লাহ্র নেই ৬৯
০ তিনি অনুপম ৬৯
০ সর্বদা পাক ও পবিত্র ৬৯

১.৯ রহমত ও মাগফিরাত ৭০
০ আল্লাহ্র রহমত সবকিছুকে ঢেকে রেখেছে ৭০
০ তাঁর রহমতের ধারা অব্যাহত ৭০
০ বান্দাদেরকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসেন ৭০
০ তিনি বান্দার অপরাধকে লুকিয়ে রাখেন ৭০
০ তিনি তাওবা কবুলকারী ৭১
০ তিনি দয়া ও সৌজন্যতার উৎসাহ প্রদানকারী ৭১
০ আল্লাহ থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয় ৭১

১.১০ তাওহীদ ৭২
০ আল্লাহ্র সত্তা-ই হচ্ছে তাওহীদের সবচেয়ে বড়ো সাক্ষ্য ৭২
০ সৃষ্টিজগতে তাওহীদের সাক্ষ্য ও নিদর্শন ৭৩
০ মানব প্রকৃতিতে তাওহীদের সাক্ষ্য ৭৪
০ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দলিল-প্রমাণ ৭৫
০ একতার ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ ৭৬

১.১১ তাওহীদের বিস্তারিত ধারণা ৭৬
০ আল্লাহ্ একক ও অমুখাপেক্ষী ৭৬

০ আল্লাহ্ সার্বিক দুর্বলতা থেকে পবিত্র ৭৭
০ সৃষ্টির পরতে পরতে তাওহীদের নিদর্শন ৭৭
০ আল্লাহ্ এককভাবেই গোটা সৃষ্টিজগতকে নিয়ন্ত্রণ করছেন ৭৮
০ দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ ও প্রতিটি সৃষ্টিই আল্লাহ্র তাওহীদের সাক্ষ্য বহন করছে ৭৮

১.১২ তাওহীদের দাবী ৭৯
০ আল্লাহ্র সাথেই ভালোবাসা রাখা ৭৯
০ শুধু আল্লাহ্রই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ৮০
০ একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করা ৮০
০ শুধু আল্লাহ্কেই সিজদা করা ৮১
০ নামায কায়েম করা ৮১
০ একান্তভাবেই আল্লাহ্র বাধ্যগত থাকা ৮১
০ শুধু আল্লাহ্কেই ভয় করা ৮২
০ আল্লাহ্র কাছেই সাহায্য চাওয়া ৮২
০ আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ সাহায্যকারী নেই ৮৩
০ শুধু আল্লাহ্র ওপর-ই ভরসা রাখা ৮৩
০ মু'মিনের জন্য আল্লাহ্র আশ্রয়-ই যথেষ্ট ৮৩
০ শুধু আল্লাহ্র আইনের অনুসরণ করা ৮৪
০ আল্লাহ্র কাছে হিদায়াত চাওয়া ৮৪
০ হিদায়াতের মালিক আল্লাহ্ ৮৫
০ পুরোপুরিভাবে আল্লাহ্র বান্দা হওয়া ৮৫

১.১৩ শির্ক ৮৫
০ শির্কের কোন ভিত্তি নেই ৮৫
০ শির্কের ভিত্তি মনের কল্পনার ওপর ৮৬
০ শির্ক হচ্ছে অন্ধ অনুকরণের ফসল ৮৬
০ শির্কের পক্ষে কোন দলিল-প্রমাণ নেই ৮৬
০ শির্ক মিথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ৮৭
০ শির্ক হচ্ছে বড়ো যুলুম ৮৭
০ ইহ্সানের বিনিময়ে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের নাম শির্ক ৮৮
০ শির্কের জেন্দেগী লাঞ্ছিত জেন্দেগী ৮৮
০ মুশরিকরা শিকড়হীন ৮৯
০ মুশরিকদের অবলম্বন খুবই দুর্বল ৮৯
০ আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছে কোন ক্ষমতা নেই ৯০
০ আল্লাহ্র কোন উপমা নেই ৯১
০ শির্কের পার্থিব শাস্তি ৯১
০ শির্কের পরকালিন পরিণতি ৯২
০ মুশরিকদের জন্য জান্নাত হারাম ৯২
০ শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ ৯২

২. ফেরেশতা ৯৩
০ আল্লাহর ক্ষমতায় ফেরেশতাদের কোন অংশীদারীত্ব নেই ৯৩
০ তারা সর্বদা হাম্দ ও তাসবীহ্ বর্ণনায় নিয়োজিত ৯৩
০ তারা আল্লাহ্র দরবারে সিজদাবনত ৯৪
০ তারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসরণ করে চলে ৯৪

৩. রিসালাত ৯৪
০ রাসূলগণ প্রকৃত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী ৯৪
০ রাসূলগণ আল্লাহ্র মুখপাত্র ৯৫
০ রিসালাত আল্লাহ্ মনোনীত একটি পদ ৯৬
০ নবী-রাসূলগণ মানুষ ছিলেন ৯৬
০ রাসূলগণ ছিলেন তাঁদের দাওয়াতের মডেল ৯৭
০ মানুষকে রাসূল বানানোর হিকমত ৯৭
০ প্রত্যেক উম্মতের জন্যই রাসূল এসেছেন ৯৭
০ সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম একই দলভুক্ত ৯৮
০ সকল নবী একই দাওয়াত নিয়ে এসেছেন ৯৮
০ সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি ঈমান আনতে হবে ৯৮
০ নবীদের মধ্যে পার্থক্য করা কুফরী ৯৯
০ একজন নবীকে অস্বীকার করা মানে সকল নবীকে অস্বীকার করা ৯৯
০ নবী-রাসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য ৯৯
০ নবীর ওপর ঈমান আনার উদ্দেশ্য ১০০
০ নবীর আনুগত্যই আল্লাহ্র আনুগত্য ১০০

৩.১ খতমে নবুওয়ত ১০১
০ শেষ নবী ১০১
০ ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ প্রদান ১০১
০ তাওরাতের সাক্ষ্য ১০২
০ শেষ নবীই হচ্ছেন বিশ্বনবী ১০২
০ নবী রহমতের প্রতিভূ ১০৩
০ উত্তম চরিত্রের অধিকারী ১০৩
০ উম্মতের দুঃখে ভারাক্রান্ত হৃদয় ১০৪
০ লোকদেরকে ঈমানের পথে আনার জন্য পেরেশান ১০৪

৩.২ রাসূলের মর্যাদা ১০৪
০ উত্তম আদর্শ ১০৪
০ রাসূলের আনুগত্য ১০৪

০ রাসূলের নির্দেশ না শোনা মুনাফেকী ১০৫
০ রাসূলের অনুসরণ ঈমানের মাপকাঠি ১০৫
০ রাসূলের অনুসরণ-ই আল্লাহ্‌র ভালোবাসা পাবার প্রথম শর্ত ১০৫
০ রাসূলকে আদব ও সম্মান প্রদর্শন ১০৬
০ রাসূলের ভালোবাসা ১০৬
০ দরূদ ও সালাম ১০৭
০ রাসূলের সহযোগিতা ১০৭
০ রাসূলের প্রতি বিশ্বাসীদের করণীয় ১০৮
০ শেষ নবীর ওপর ঈমান ঃ মুক্তির শর্ত ১০৮
০ রিসালাত অস্বীকারকারীদের পরিণতি ১০৯
০ রাসূলের অনুসরণের পুরস্কার ১০৯

৪. আসমানী কিতাব ১১০
০ সমস্ত আসমানী কিতাবের শিক্ষা-ই এক ছিলো ১১০
০ আল কুরআন পেছনের সমস্ত কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী ১১০
০ সমস্ত আসমানী কিতাবের ওপর ঈমান আনার নির্দেশ ১১০

৪.১ আল কুরআনুল হাকীম ১১১
০ আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ ১১১
০ বাড়ানো কমানোর কোন ক্ষমতা নবীর নেই ১১১
০ বিরোধীদের প্রতি আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ ১১২
০ আসমানী কিতাবসমূহ আল কুরআনের সত্যতা প্রমাণ করে ১১৩
০ সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য হিদায়াত ১১৩
০ স্রষ্টা কর্তৃক সংরক্ষিত গ্রন্থ ১১৩
০ মানসিক রোগের একমাত্র প্রতিষেধক ১১৩
০ আল কুরআনের অনুসরণ ১১৪
০ আল কুরআনের অনুসরণ-ই মুক্তির পথ ১১৪
০ সত্যায়নকারী ও সংরক্ষক ১১৪

৫. আখিরাত ১১৫
৫.১ আখিরাত বিশ্বাসের গুরুত্ব ১১৫
০ সত্য গ্রহণের মূল চালিকা শক্তি ১১৫
০ অবস্থা পরিবর্তনের গ্যারান্টি ১১৬
০ আমলে সালেহ্ এর প্রতি উদ্বুদ্ধকারী ১১৭
০ আখিরাত অস্বীকারকারীদের আমল নিষ্ফল ১১৮
০ আখিরাত অস্বীকার করা মানে আল্লাহকেই অস্বীকার করা ১১৮

৫.২ আখিরাতের বিশ্বাস সম্পর্কে বিভ্রান্তি ১১৮
০ সাম্প্রদায়িক উচ্চ ধারণা ১১৮
০ মুক্তি বংশগত অধিকার মনে করা ১১৯
০ স্বয়ংসিদ্ধভাবে প্রতারণায় পড়া ১২০
০ শাফায়াত সম্পর্কে ভিত্তিহীন ধারণা ১২১

৫.৩ আখিরাত অস্বীকারের কারণ ১২১
০ চিন্তার সীমাবদ্ধতা ১২১
০ আল্লাহ্‌র ক্ষমতা সম্পর্কে অসম্পূর্ণ ধারণা ১২২
০ দুনিয়ার মোহ ১২৩
০ বিত্ত বৈভবের মোহে মোহাচ্ছন্ন ১২৩

৫.৪ আখিরাতের সম্ভাবনার প্রমাণ ১২৩
০ মৃত জমিনে প্রাণের স্পন্দন ১২৩
০ আল্লাহ্‌র ইল্‌ম ও ক্ষমতার পরিধি ১২৪
০ পুনরায় সৃষ্টির ব্যাপারে প্রথম সৃষ্টিই প্রমাণ ১২৫
০ পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টিকে ধারাবাহিকভাবে পুনরাবৃত্তি করা ১২৫
০ প্রথম সৃষ্টির চেয়ে তার পুনরাবৃত্তি করা সহজ ১২৫
০ মানব সৃষ্টিতে সাক্ষ্য ১২৬
০ অকাট্য প্রমাণ ১২৬

৫.৫ আখিরাত এক বাস্তব প্রয়োজন ১২৭
০ সৃষ্টিকূলের নীরব ঘোষণা ১২৭
০ সমস্ত সৃষ্টির পেছনেই একটি উদ্দেশ্য আছে ১২৭
০ মানুষ ঃ এক দায়িত্বশীল সৃষ্টির নাম ১২৮
০ বিচার-বুদ্ধির দাবী ১২৮
০ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ফায়সালা ১৩০
০ আল্লাহ্‌র রহমতের বাধ্যবাধকতা ১৩০
০ যাবতীয় কাজের রেকর্ড সংরক্ষণ ১৩০
০ দুনিয়ার জীবন মাত্র ক'দিনের বসন্তকাল ১৩১

৫.৬ কিয়ামতের দৃশ্য ১৩১
০ যখন সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে ১৩১
০ সমস্ত সৃষ্টি লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে ১৩২
০ ভয়ঙ্কর দিন ১৩৩
০ প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে ১৩৩
০ অন্তর কেঁপে ওঠবে ১৩৩
০ শিশুরা বুড়ো হয়ে যাবে ১৩৪

○ মানুষ বলবে ঃ কোথায় যাবো ? ১৩৪
○ দীর্ণ-বিদীর্ণকারী ভূমিকম্প ১৩৪

৫.৭ হাশরের ময়দান ১৩৫
○ আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না ১৩৫
○ আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সবাই উপস্থিত হবে ১৩৫
○ সেদিন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবেন আল্লাহ্ ১৩৫
○ পরমাণু পরিমাণ আমলও সেদিন উপস্থিত করা হবে ১৩৬
○ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আমলের বিনিময়ও সেদিন দেয়া হবে ১৩৬
○ যার হিসেব তাকেই দিতে হবে ১৩৬
○ প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হবে ১৩৭
○ জমিন সবকিছু উগড়ে দেবে ১৩৭
○ অপরাধীদের অসহায়ত্ব ১৩৮
○ তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দেবে ১৩৮
○ নবীগণ অপরাধীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন ১৩৮
○ সমস্ত মানুষ দু'দলে বিভক্ত হয়ে যাবে ১৩৮
○ হাস্যোজ্জ্বল ও কালিমালিপ্ত চেহারা ১৩৯
○ যখন আমলনামা প্রদান করা হবে ১৩৯
○ ডান হাতে প্রাপ্ত আমলনামা ১৪০
○ বাম হাতে প্রাপ্ত আমলনামা ১৪০
○ ভণ্ড প্রতারকদের অসহায়ত্ব ১৪১
○ শয়তানের ভর্ৎসনা ও ভাষণ ১৪১

৫.৮ জান্নাতের দৃশ্য ১৪২
○ চিরন্তনী ও অনুপম নিয়ামত ১৪২
○ চতুর্দিকে শান্তি আর শান্তি ১৪৩
○ ব্যতিক্রমী নদী ও ঝর্ণা ১৪৩
○ আরাম-আয়েশের চিরস্থায়ী জায়গা ১৪৪
○ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সালাম (নিরাপত্তা) ১৪৪

৫.৯ জাহান্নামের ভয়াবহতা ১৪৪
○ প্রজ্জ্বলিত আগুন যা থেকে পালানো সম্ভব নয় ১৪৪
○ সেখানে মৃত্যু হবে না ১৪৫
○ রুক্ষ স্বভাবের ফেরেশতা ১৪৫
○ জান্নাহামের আগুন কখনো নিভে যাবে না ১৪৫
○ জাহান্নাম রাগে ফেটে পড়বে ১৪৫
○ চামড়া ঝলসে যাবে ১৪৬
○ ফুটন্ত পানি যা নাড়ী-ভূড়িকে গলিয়ে দেবে ১৪৬
○ মুখমণ্ডল দগ্ধ হয়ে যাবে ১৪৬
○ পানীয় গলায় আটকে যাবে ১৪৬
○ কাঁটাযুক্ত ঘাস তাদের খাদ্য ১৪৬
○ আগুনের পোশাক ১৪৭
○ কণ্ঠবেড়ি ১৪৭

৫.১০ আখিরাত বিশ্বাসের প্রভাব ১৪৭
○ সর্বদা আল্লাহ্‌র ভয় অন্তরে জাগ্রত থাকে ১৪৭
○ সবসময়ে চিন্তা ১৪৮
○ নিষ্কলুষ ইবাদাত ও আনুগত্য ১৪৮
○ আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন ১৪৮
○ আল্লাহ্‌র পথে বের হওয়া ১৪৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

❑ আত্মশুদ্ধি (তাযকিয়ায়ে নফস) ১৫১
○ আত্মশুদ্ধির দীনি গুরুত্ব ১৫১
○ রাসূল প্রেরণের আসল উদ্দেশ্য ১৫১

☆ আত্মশুদ্ধির উপায় ১৫২
১. তওবা ও ইস্তিগফার ১৫২
১.১ আল্লাহই তওবা কবুল করেন ১৫৩
১.২ প্রকৃত তওবা ১৫৪
১.৩ প্রকৃত ক্ষমাপ্রার্থনা ১৫৪
১.৪ অবস্থার সংশোধন ১৫৫

২. আল্লাহ্‌র যিকির ১৫৫
২.১ যিকিরের সঠিক পদ্ধতি ১৫৬
২.২ আল্লাহর যিকিরের সুফল ১৫৭

৩. তিলাওয়াতে কালাম ১৫৭
৩.১ গভীরভাবে অধ্যয়ন ও চিন্তা-ভাবনা ১৫৭
৩.২ হক আদায় করে তিলাওয়াত ১৫৮

৪. তাকওয়া ১৫৮
৪.১ তাকওয়া ঃ আমল কবুলের মাপকাঠি ১৫৮
৪.২ তাকওয়া ঃ হিদায়াতের ভিত্তি ১৫৯
৪.৩ তাকওয়া ঃ মর্যাদার মাপকাঠি ১৫৯
৪.৪ তাকওয়ার বিনিময় ১৬০

৫. আমলে সালেহ্ ১৬০
৬. দানশীলতা ১৬১
৬.১ দানের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা ১৬১
৬.২ গোপনে দানের মাহাত্ম ১৬১
৭. দু'আ ১৬২
৭.১ আল্লাহর নিকটই প্রার্থনা করা উচিত ১৬২
৭.২ আল্লাহ দু'আ কবুল করেন ১৬২
৭.৩ দু'আ কবুলের শর্ত ১৬৩

তৃতীয় অধ্যায়

❑ ইবাদাত ১৬৭
০ আল কুরআনের মূল দাওয়াত ১৬৭
০ মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ১৬৭
০ রাসূল পাঠানোর আসল উদ্দেশ্য ১৬৮
☆ নামায ১৬৮
০ নামায-ই হচ্ছে প্রকৃত দীন ১৬৮
০ নামাযের দাবী জীবনের বিপ্লব ১৬৯
০ ঈমানের পর প্রথম দাবী নামায ১৭০
০ নামায ঈমান ও কুফরের ফায়সালাকারী ১৭০
০ নামায-ই প্রকৃত জীবন ১৭১
০ ইসলামী জীবনের গণ্ডিতে প্রবেশের প্রমাণ হচ্ছে নামায ১৭২
০ ক্ষমতালাভের পর প্রথম দায়িত্ব নামায কায়েম করা ১৭২
০ নামায আল্লাহ্র সাহায্যের মাধ্যম ১৭৩
০ নামায আধ্যাত্মিকতার মূল উৎস ১৭৪
০ নামায ধৈর্য ও স্থৈর্যের মূল চালিকাশক্তি ১৭৪
০ নামায মানুষকে সত্যান্বেষী করে ১৭৫
০ নামায শরীয়াতের অনুসরণের গ্যারান্টি ১৭৬
০ নামায অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে ১৭৮
০ মুনাফিকের নামায ১৭৯
০ নামায না পড়ার ভয়ঙ্কর পরিণতি ১৭৯
০ হাশরের ময়দানে বিড়ম্বনা ১৮০
০ লাঞ্ছনার প্রকৃত কারণ ১৮০
০ তাহাজ্জুদ নামায ১৮১
০ তাহাজ্জুদ মুত্তাকীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ১৮১
০ যারা আল্লাহর দিকে লোকদেরকে আহ্বান করে তাদের জন্য তাহাজ্জুদ বাধ্যতামূলক ১৮২
০ নফল নামাযের গুরুত্ব ১৮২
০ তাহাজ্জুদ নামাযের হিকমত ১৮৩
০ জুম্'আর নামায ১৮৩
০ কসর নামায ১৮৪
০ যুদ্ধের ময়দানে নামায ১৮৪
০ বৃষ্টি কিংবা অসুস্থতার কারণে অস্ত্র পরিত্যাগ করে নামায পড়ার অনুমতি ১৮৫
০ যানবাহনের ওপর নামায ১৮৫
নামাযের আদব ১৮৫
১. আল্লাহ্র স্মরণ ১৮৬
২. আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন ১৮৭
৩. আল্লাহ্কে শক্তভাবে ধরা ১৮৮
৪. আল্লাহ্র নৈকট্য ১৮৮
৫. খুশু' ১৮৮
৬. আকাংখা ও ভালোবাসা ১৮৯
৭. পূর্ণ মনোযোগ ১৯০
৮. আনুগত্যের স্পৃহা ১৯০
৯. নামাযের সংরক্ষণ ১৯০
১০. নামাযে মধ্যমপন্থা অবলম্বন ১৯২
১১. কুরআন তিলাওয়াত ১৯২
১২. বুঝে-শুনে তারতীলের সাথে নামায পড়া ১৯৩
১৩. নিয়মানুবর্তিতা ১৯৩
১৪. জামায়াতের গুরুত্ব ১৯৩
১৫. জামায়াতের সাথে নামাযের জন্যই মসজিদ ১৯৪
১৬. শারীরিক পবিত্রতা ১৯৫
১৭. পোশাকের গুরুত্ব ১৯৭
১৮. ওয়াক্তের অনুসরণ ১৯৭
☆ রোযা ২০০
০ রোযা ফরয ২০১
০ রোযা অতীতেও ফরয ছিলো ২০১
০ হিসেবের ক'দিন মাত্র রোযা ২০২
০ রমযানের পূর্ণ মাস রোযা রাখতে হবে ২০২
০ কুরআন অবতীর্ণের কারণে রোযার মর্যাদা বেড়ে গেছে ২০৩

০ রোযার আসল উদ্দেশ্য ২০৩
০ ভ্রমণকারী ও রোগীর জন্য অবকাশ ২০৪
০ বিপত্তিকর অবস্থায় অবকাশ ২০৫
০ সাময়িক অবকাশের হিকমত ২০৫
০ সাধারণ প্রতিবন্ধকতার কারণে অবকাশ ২০৬
০ রোযা ও তাকওয়ার কুরআনী ধারণা ২০৬
০ সাহ্‌রী ও ইফতারের সময় ২০৭
০ লাইলাতুল কদর ২০৮

☆ যাকাত ও সাদাকাত ২০৯
আল কুরআনে যাকাতের গুরুত্ব ২১১
০ অন্যান্য নবীদের দীনে যাকাত ২১১
০ বনী ইসরাঈল থেকে প্রতিশ্রুতি ২১১
০ হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি ওসিয়ত ২১২
০ হযরত ইসমাঈল (আ)-এর তাকিদ ২১৩
০ যাকাতদানে বিরত থাকা মানে হিদায়াত থেকে বঞ্চিত হওয়া ২১৩
০ যাকাত ও শাহাদাতে হক ২১৩
০ যাকাত ঃ কল্যাণের উৎস ২১৪
০ যাকাত ঃ লাভজনক ব্যবসা ২১৫
০ যাকাতের বৃহৎ প্রতিদান ২১৬
০ যাকাত ও সুদের বিপরীত ধর্মী পরিণতি ২১৬
০ যাকাতের প্রতিদান চিরস্থায়ী প্রশান্তি ২১৭

যাকাতের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ২১৮
০ মাগফিরাত ও হিকমত ২১৮
০ আত্মার পরিশুদ্ধি ২১৮
০ আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম ২১৯
০ অসহায়ের অবলম্বন ২২০
০ আল্লাহ্‌র দীনের সাহায্য ২২০
০ আল্লাহ্‌র পথে দান না করা ধ্বংসের নামান্তর ২২১
০ যাকাত না দেয়ার ভয়ঙ্কর পরিণতি ২২১

যাকাতের আদব ২২২
১. আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা ২২২
২. প্রদর্শনেচ্ছা পরিত্যাগ করা ২২৩
৩. আত্মক্ষীতি থেকে মুক্ত থাকা ২২৫
৪. প্রশংসা পাবার লোভ পরিহার ২২৬
৫. দান করে খোঁটা না দেয়া ২২৭
৬. সদাচার ২২৭
৭. মনের প্রশস্ততা ২২৮
৮. হালাল উপার্জন থেকে দান ২২৯
৯. উত্তম মাল থেকে দান ২২৯
১০. একটি দৃষ্টান্তমূলক উপমা ২৩০

যাকাত দানের খাত ২৩১
১. অভাবী ২৩১
২. মিসকীন ২৩১
৩. যাকাত আদায়কারী ২৩২
৪. ইসলামের দিকে প্রভাবিত করার জন্য ২৩২
৫. ক্রীতদাস মুক্তি ২৩২
৬. ঋণ পরিশোধের জন্য ২৩২
৭. আল্লাহ্‌র পথে ২৩৩
৮. বিপর্যস্ত ভ্রমণকারী ২৩৩
০ উপসংহার ২৩৩

☆ হাজ্জ ২৩৩
০ কা'বা শরীফের দীনি গুরুত্ব ২৩৫
০ ইবাদাতের সর্বপ্রথম ঘর ২৩৫
০ হিদায়াত ও বরকতের উৎস ২৩৫
০ ইবরাহীম (আ)-এর ইবাদাতস্থল ২৩৬
০ দীনের আধার ২৩৬
০ মানুষের সম্মিলনস্থল ২৩৬
০ বিশ্বশান্তি কেন্দ্র ২৩৭
০ কা'বা নির্মাতার দু'আ ও আকাঙ্খা ২৩৮
০ কা'বা ঘর প্রতিষ্ঠাকারীর প্রতি নির্দেশ ২৩৯
০ কা'বা নির্মাণের উদ্দেশ্য ২৪০

হাজ্জের অপরিহার্যতা ২৪০
০ হাজ্জের দীনি গুরুত্ব ২৪১

হাজ্জের বরকত ২৪১
সাম্যের অনুপম দৃষ্টান্ত ২৪২
হাজ্জের আদব ২৪৩
১. নিয়তের পরিশুদ্ধি ২৪৩
২. দু' জাহানের কল্যাণ কামনা ২৪৪
৩. আল্লাহ্‌র স্মরণ ২৪৪
৪. সর্বোত্তম পাথেয় ২৪৫
৫. আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর সম্মান প্রদর্শন ২৪৫
৬. হাজ্জের রুকনগুলোর তাৎপর্য অনুধাবন ২৪৬
৭. যৌন অবদমন ২৪৬
৮. নাফরমানী থেকে বাঁচা ২৪৭
৯. ঝগড়া-বিবাদ থেকে দূরে থাকা ২৪৭

হাজ্জের আহকাম ২৪৭
০ হাজ্জের মাস হওয়া ২৪৭

০ হাজ্জে বাধাপ্রাপ্ত হলে কুরবানী দেয়া ২৪৭
০ কুরবানীর পূর্বে মাথামুণ্ডন না করা ২৪৮
০ অপারগতায় ফিদিয়া প্রদান ২৪৮
০ হাজ্জের সফরে ওমরা করা ২৪৮
০ হাজ্জের সফরে ব্যবসা ২৪৯
০ কা'বা শরীফ তাওয়াফ করা ২৪৯
০ মুযদালিফায় অবস্থান ২৫০
০ আরাফাতে যাওয়া ২৫০
০ মিনায় অবস্থান ২৫০
০ সাফা-মারওয়া সাঈ করা ২৫১
০ ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার না করা ২৫১
০ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ওমরা করা ২৫২
০ ওমরা করার সময় সাফা-মারওয়া সাঈ করা ২৫২

প্রথম অধ্যায়

ঈমানিয়াত

প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা

প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

"প্রশংসা ও শোকর একমাত্র আল্লাহ্‌র, যিনি সমস্ত সৃষ্টিকূলের প্রতিপালক।"
–(সূরা আল ফাতিহা ঃ ১)

মানুষের অসাধারণ দেহ সংযোজন ও পরিচালন। সৌন্দর্য সুষমায় ভরা মন মাতানো পৃথিবী। বিশাল সাম্রাজ্য জুড়ে শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যবস্থাপনা। সমস্ত সৃষ্টিজগত ব্যাপী স্রষ্টার অগণিত নিয়ামত ও রহমত। প্রতিটি বস্তুর দিকে দৃষ্টি দিলেই মনে হয় কে যেন স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিচ্ছেন সবকিছুর গায়। মানুষ যখন এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তখন নিজের অজান্তেই তার মন-মগজের ওপর এর প্রভাব পড়ে। আচ্ছন্ন হয়ে যায় সমস্ত চিন্তা-চেতনা। তখন সে স্বতস্ফূর্তভাবে বলে ওঠে সমস্ত প্রশংসা ও শোকর একমাত্র আল্লাহ্‌র। তিনিই বিশ্বজাহানের প্রতিপালক।

সকল বস্তু-ই একমাত্র আল্লাহ্‌র তাসবীহ করছে

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ط وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ط اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ○

"সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যাকিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। এমন কিছু নেই যা তাঁর তাসবীহ্ করছে না। কিন্তু তাদের এ তাসবীহ্ ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারো না।"–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৪৪)

পৃথিবীর সবকিছুই অবিরাম আল্লাহ্‌র তাসবীহ্ ও মহিমা ঘোষণা করছে। আল্লাহ্ তা'আলাই যে তাদের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা একথা প্রকৃতিগতভাবেই তাদের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা যদি কেউ প্রাপ্য হোন, তিনি তো আল্লাহ্। কিন্তু মানুষের মধ্যে এমন কিছু বেওকুফ আছে যারা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা থেকে বিমুখ। এ নিয়ে যেন তাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। তাই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে চিন্তা-ভাবনা করার ও সংশোধিত হওয়ার সুযোগ দিচ্ছেন। কারণ তিনি তো অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও মার্জনাকারী।

নিয়ামতের শোকর করাই প্রকৃত সৌজন্য

هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ○ يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌ بِاَمْرِهٖ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○ وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ○ وَهُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ج وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○ (النحل : ١٠-١٤)

"তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। এ পানি তোমরা পান করো এবং এ থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যেখানে তোমরা পশু চরিয়ে থাকো। এ পানিতে ফসল, যয়তুন, খেজুর, আঙ্গুর ও নানা ধরনের ফল উৎপন্ন হয়। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন আছে। তিনি তোমাদেরই কাজে নিয়োজিত করেছেন—রাত, দিন, সূর্য এবং চাঁদকে। তারকারাজিও তাঁরই বিধানে আবদ্ধ। যাদের বুদ্ধি-বিবেচনা আছে তাদের জন্য এগুলো নিদর্শন স্বরূপ। তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যেসব রঙ বেরঙের বস্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলোতেও নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে। তিনি সমুদ্রকেও তোমাদের মুঠোতে এনে দিয়েছেন, যাতে তা থেকে তোমরা তাজা মাংস খেতে পারো এবং সেখান থেকে বের করতে পারো পরিধেয় অলংকার। সেখানে পানিকে বিদীর্ণ করে জলযান-সমূহ চলতে দেখো। কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র কৃপা অন্বেষণ করো, হতে পারে এভাবেই তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।"

–(সূরা আন নাহল ঃ ১০-১৪)

اٰيٰتٌ ঐ নিদর্শনকে বলা হয় যা কোন বস্তুর নিগূঢ় তত্ত্ব বের করে দেয়। যা দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্র ঐ বস্তুর রহস্যসমূহ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কোথাও পদচিহ্ন থাকলে বুঝা যায় এ পথে একজন মানুষ হেঁটে গেছে। কোথাও অনেক কবর দেখা গেলে মনে হয় এখানে চিরনিদ্রায় শায়িত জনবসতি, একদিন সবাইকে এদের সাথে শামিল হতে হবে। কোথাও যদি জীর্ণ বাড়ী, টুটা-ফাটা পরিত্যক্ত আসবাবপত্র ইত্যাদি দৃষ্টিগোচর হয় তখন একটি কথা অত্যন্ত

দৃঢ়তার সাথে মনের মাঝে ঝিলিক দিয়ে ওঠে যে, এখানে কোন এক সময়ে জনবসতি ছিল। তেমনিভাবে আসমান ও জমিনের মধ্যে অগণিত নিয়ামত এই নিদর্শনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এ বিশ্বজাহানের একজন প্রতিপালক এবং নিয়ন্ত্রক আছেন। যিনি অসীম দয়ালু, অযাচিত দাতা, সমস্ত রহম ও করমের আধার। যিনি শুধু মানুষের জন্য এ বিশাল পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এ সমস্ত বস্তু আপনা আপনিই তাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য এমন মহান স্রষ্টা ও প্রতিপালকের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা এবং তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতের যথাযথ মর্যাদা দেয়া।

নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রকৃতিরই দাবী

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ شَيْئًا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○ (النحل : ٧٨)

"আল্লাহ তোমাদেরকে মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে চোখ, কান ও মন দিয়েছেন, যেন তোমরা তাঁর অনুগ্রহ স্বীকার করো।"–(সূরা আন নাহল ঃ ৭৮)

আল্লাহ্ এতো সুন্দর আকার-আকৃতি দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, যে রূপ সৌন্দর্য দিয়ে পৃথিবীর আর কোন প্রাণীকেই তিনি সৃষ্টি করেননি। এই শ্রবণেন্দ্রীয়, দর্শনেন্দ্রীয় ও মনের একটিই মাত্র দাবী, তা হচ্ছে—এগুলো একমাত্র আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ীই চালানো হবে এবং তাঁর শোকরগুজার বান্দা হয়ে থাকবে।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই বুদ্ধিমানের কাজ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ○ (لقمن : ١٢)

"আমি লোকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছি এই মর্মে যে, আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ হও। যে কৃতজ্ঞ হয় সে তো নিজের কল্যাণের জন্যই কৃতজ্ঞ হয়। আর যে অকৃতজ্ঞ হয়, [তার জেনে রাখা উচিত] আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত।"
–(সূরা লুকমান ঃ ১২)

প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে—বান্দা তার ওপর অর্পিত নিয়ামত ও অনুকম্পার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এ মনোভাব মূলত তার কল্যাণই বয়ে আনে, তার ব্যক্তিত্বকে ছোট করে দেয় না। আল্লাহ তো

কারো কৃতজ্ঞতার কাঙাল নন কিংবা কারো কৃতঘ্নতায়ও তার কিছু যায় আসে না। তিনি তো নিজে নিজেই প্রশংসিত। চাই বান্দা তার প্রশংসা করুক বা না করুক।

কৃতজ্ঞতা ঈমানের ভিত্তি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ط ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ○ (الانعام : ١)

"সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আলো ও অন্ধকারের উদ্ভব ঘটিয়েছেন। তথাপি কাফিররা স্বীয় প্রতিপালকের সাথে অন্যদেরকে সমতুল্য মনে করে।"-(আনআম ঃ ১)

'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন' একথা দিয়ে সমস্ত নিয়ামতের কথাই বুঝায় যা তিনি মানুষের কল্যাণ ও প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছেন। নিয়ামতসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিয়ামত হচ্ছে আলো ও আধারী। এ দু' প্রকার নিয়ামতের মাঝেই মানুষ পর্যায়ক্রমে বেড়ে ওঠে। অতপর যাত্রা করে মন্‌জিলে মাকসুদের দিকে। এসব নিয়ামতের দাবী হচ্ছে মানুষ এর মর্যাদা বুঝবে, মুখে স্বীকার করবে এবং সত্যিকার অর্থে এর হক আদায় করবে। কৃতজ্ঞতার এ অনুভূতিই মূলত ঈমানের ভিত্তি।

যে নিজের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তার অনুগ্রহের কথা ভুলে যায়, সে নিজের অজান্তেই শির্‌কের জালে জড়িয়ে যায়। কেননা সে যাবতীয় সার্ভিস পায় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কিন্তু সে অন্যকে এর অংশীদার মনে করে। কতো ঘৃণ্য এ প্রকৃতি ! স্বাভাবিক বুদ্ধি-বিবেকও এ ব্যাপারটিকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। যার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার কথা তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন না করে অন্যকে তার স্থলাভিষিক্ত করার নামই তো শির্‌ক।

مَايَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ○

"তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে আল্লাহ্ কী করবেন যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। বস্তুত আল্লাহ্ হচ্ছেন সমুচিত মূল্যদানকারী, সর্বজ্ঞ।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১৪৭)

আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হচ্ছে—বান্দা তাঁর যাবতীয় নিয়ামত ও অনুগ্রহের ব্যাপারে আর কাউকে অংশীদার মনে করবে না। ভালোবাসা, আন্তরিকতা, সন্তুষ্টি, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আনুগত্য ইত্যাদি আল্লাহ্‌র জন্যই হবে। এটিই মূলত ঈমানের মর্মকথা। যারা কৃতজ্ঞ, কেবলমাত্র তারাই ঈমানের পথ

পেতে সক্ষম হয় এবং সে পথে দৃঢ়তার সাথে চলতে পারে। এ জন্যই এ আয়াতে ঈমানের পূর্বে কৃতজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু তাই নয় আল কুরআনের বিন্যাস পদ্ধতির দিকে লক্ষ্য করলেও দেখা যায়, সেখানে এ নীতিই অবলম্বন করা হয়েছে। কুরআনের সর্বপ্রথম সূরায় (আল ফাতিহা) কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার কথা বলা হয়েছে এবং তারপর দ্বিতীয় সূরায় (সূরা আল বাকারা) ঈমানের দাওয়াত দেয়া হয়েছে।

ঈমান

কুরআনুল হাকীম গোটা বিশ্ববাসীকে দু'টো দলে বিভক্ত করে দিয়েছে।

(১) ঈমানদার (তথা মু'মিন)।

(২) যারা ঈমানদার নয় (অর্থাৎ কাফির, মুশরিক, মুনাফিক)।

আল কুরআন পৃথিবীর সবকিছুকে সাক্ষ্য রেখে দাবী করছে যে, প্রকৃত কল্যাণ তো শুধু তারাই পাবে যারা ঈমান গ্রহণ করেছে। এরা আলোর পথের পথিক। সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত। হিদায়াত প্রাপ্ত দল। কল্যাণ ও মুক্তি, খায়ের ও বরকতের দ্বার তাদের জন্যই উন্মুক্ত। তারা এমন একটি অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরেছে যা কখনো ভাঙ্গার বা ছিন্ন হবার মতো নয়। তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ঐ সত্তার ওপর ন্যস্ত যিনি ইল্‌ম ও হিদায়াতের কেন্দ্রবিন্দু এবং শক্তি ও ক্ষমতার আধার। তিনি ঈমানদারদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পথ দেখান এবং নিজের রহমতের চাদরে আবৃত করে নেন।

যারা ঈমান গ্রহণ করে না তারা ইল্‌ম ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। মূর্খতার অন্ধকারের গোলক ধাঁধায় পড়ে হাতড়ে মরছে। সরল-সোজা আলোর পথের সন্ধান তারা পাচ্ছে না। তাদের দৃঢ় কোন অবলম্বন নেই। শয়তান তাদের অভিভাবক হয়ে আলোর শেষ বিন্দুটুকু থেকেও দূরে সরিয়ে নিচ্ছে এবং নিকষ অন্ধকারে নিমজ্জিত করছে। সমস্ত কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ তাদের জন্য বন্ধ করে দিচ্ছে।

প্রথম দল তাদের চোখ কান খুলে রেখে পূর্ণ অনুভূতির সাথেই পৃথিবীতে বিচরণ করছে। সৃষ্টির পরতে পরতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও নিয়ামত অনুভব করছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় দল অন্ধ, বোবা ও বধির। সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য থেকে তারা বঞ্চিত। প্রথম গ্রুপ আল্লাহ্‌র রহমত ও সন্তুষ্টি পাবার অধিকারী এবং দ্বিতীয় গ্রুপ আল্লাহ্‌র রাগ ও শাস্তির উপযোগী হয়ে পড়ে।

সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝ (البينة : ٧)

"যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, তারাই সৃষ্টির সেরা।"

অর্থাৎ সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম তারাই, যারা যথার্থভাবে আল্লাহ্‌কে চিনে, বিশ্বাস করে এবং তাঁরই ইচ্ছে মতো জীবনযাপন করে।

ঈমানের বিনিময় ধারা অব্যাহত

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ ○ تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا ط وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ○(ابراهيم: ٢٤-٢٥)

"তুমি কি লক্ষ্য করো না। আল্লাহ্ কেমন উপমা বর্ণনা করেছেন ? পবিত্র বাক্য হলো পবিত্র বৃক্ষের মতো। তার শিকড় মযবুত এবং শাখা আকাশে বিস্তৃত। সে পালনকর্তার নির্দেশে অহরহ ফল দান করে। আল্লাহ্ মানুষের জন্য বিভিন্ন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করার অবকাশ পায়।"–(সূরা ইবরাহীম ঃ ২৪-২৫)

পবিত্র বাক্য মানে ঈমান ও ইয়াকীন। যার বিশাল বৃক্ষ মনের জমিনে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকে। মযবুত শিকড় অর্থ তাদের বিশ্বাস কোন ঠুনকো বস্তু নয় কিংবা তারা দ্বিধাদ্বন্দ্বে দুদোল্যমান নয় বরং সত্যের ওপর অবিচল, দৃঢ়। তাদের পবিত্রতা ও চরিত্র মাধুর্য আসমান পর্যন্ত বিস্তৃত। তারা তাদের আমলের দ্বারা আল্লাহ্র নিকট বিরাট মর্যাদা লাভ করে। সে আমল ফলপ্রসূ, যেমনিভাবে বৃক্ষ ফলবান হয়। তার কল্যাণ ও বরকতে সমস্ত জীবন কানায় কানায় ভরে ওঠে।

ঈমানের প্রতিদানের বিশালতা

جَزَآءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ط رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ○(البينة : ٨)

"তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের জন্য প্রতিদান। চিরকাল বসবাসের জন্য জান্নাত, যার নিম্নদেশ দিয়ে প্রবাহিত বিভিন্ন ধরনের নদী-নালা। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরা আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। এ মর্যাদা শুধু তার যে পালনকর্তাকে ভয় করে।"–(সূরা আল বাইয়্যিনাহ ঃ ৮)

উচ্চমর্যাদা

وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ○ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ○

"আর যারা তার কাছে আসে, এসে ঈমানদার হয়ে যায় এবং সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে উচ্চমর্যাদা। বসবাসের জন্য রয়েছে এমন ঘনো সন্নিবেশিত বাগান যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবহমান। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। এতো তাদের পুরস্কার, যারা পবিত্রতা অবলম্বন করে।"
–(সূরা ত্বা-হা ঃ ৭৫-৭৬)

পছন্দসই নজরকাড়া নিয়ামত

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ۝ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ۝ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ ۚ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝ (زخرف : ٦٩-٧٣)

"(সেদিন বলা হবে ঃ) তোমরা আমার আয়াতসমূহ বিশ্বাস করেছিলে এবং তোমরা ছিলে মুসলিম (পূর্ণ অনুগত)। আজ তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো, সানন্দে। স্বর্ণের থালা গ্লাসে তাদের পরিবেশন করা হবে। সেখানকার সবকিছু মনোরম ও নয়নাভিরাম। সেটি তোমাদের চিরদিনের বাসস্থান। (বলা হবে ঃ) এই যে জান্নাতের অধিকারী তোমরা হয়েছো, এটি তোমাদের কৃতকর্মের বিনিময়। এখানে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফল-মূল, তোমরা সেগুলো খাবে।"

ঈমান অবিচ্ছিন্ন এক অবলম্বন

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ق لَاانْفِصَامَ لَهَا ط (البقرة : ٢٥٦)

"যে তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনলো সে এমন একটি মযবুত অবলম্বন পেলো যা কখনো ছিন্ন হবার নয়।"

তাগুত বলতে ঐ শক্তিকে বুঝানো হয়েছে যারা লোকদেরকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পরিবর্তে তাদের আনুগত্য করতে বাধ্য করে।

ঈমান হাশরের ময়দানের নূর

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

"সেদিন তুমি দেখবে ঈমানদার পুরুষ ও মহিলাদের সামনে ও ডানে তাদের [ঈমানের] জ্যোতি ছুটাছুটি করবে। বলা হবে—আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ [এমন] বাগানের যার নিম্নদেশে রয়েছে প্রবহমান নদী-নালা। [তা হচ্ছে] চিরস্থায়ী আবাস। এ তো মহাসাফল্য।"

–(সূরা আল হাদীদ ঃ ১২)

ঈমানদারগণ আলোর পথের পথিক

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ(البقرة : ٢٥٧)

"ঈমানদারদের অভিভাবক আল্লাহ্। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যান।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৭)

অর্থাৎ শির্ক, কুফরী ও গুনাহ্র পাপ-পঙ্কিলতা ও অন্ধকার থেকে আল্লাহ্ তাদেরকে হিফাযতে রাখেন। আর তারা ঈমানের জ্যোতিতে প্রশান্তিময় জীবনযাপন করেন।

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ؕ (الانعام : ١٢٢)

"যে মৃত ছিলো আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে এমন একটি আলো দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে। সে কি তার মতো হতে পারে যে অন্ধকারে রয়েছে—সেখান থেকে বের হতে পারছে না ?"–(সূরা আল আনআম ঃ ১২২)

এখানে মৃত বলতে কুফুর ও জিহালতের জীবনকে বুঝানো হয়েছে। আর জীবন বলতে ঈমানকে বুঝানো হয়েছে। জ্যোতি বলতে ভালো ও মন্দের পার্থক্যকারী ইল্মের কথা বলা হয়েছে।

ঈমানদারগণ শয়তানের প্রভাবমুক্ত

اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ○

"শয়তানের আধিপত্য চলে না শুধু তাদের ওপর যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ্র ওপর ভরসা রাখে।"–(সূরা আন নাহল ঃ ৯৯)

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র ওপর ঈমান আনে এবং শুধু তাঁর ওপর ভরসা রাখে তাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ্ হিফাজতের দায়িত্ব নেন। শয়তানতো তাদের ওপর বিজয়ী হয় যারা আল্লাহ্কে পরওয়া করে না, আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে আল্লাহ্র আসনে সমাসীন করে।

ঈমান বর্জিত সকল পুণ্য নিষ্ফল

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالاً ط اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ○ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ○(الكهف : ١٠٣-١٠٥)

"বলো, আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেবো যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত ? তারাই সেই লোক, দুনিয়ায় যাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা বিভ্রান্ত হয়, অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্মই করে যাচ্ছে, তারাই সেই লোক যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয়কে অস্বীকার করে। ফলে তাদের সকল কর্মই নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কিয়ামতের দিন আমি সেগুলোকে পরিমাপেই আনবো না।"
–(সূরা আল কাহ্ফ ঃ ১০৩-১০৫)

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ط لَايَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ لا اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ج وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ○(التوبة : ١٩-٢٠)

"তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল হারাম আবাদকে সেই লোকের সমান মনে করো। যে ঈমান রাখে আল্লাহ্ ও পরকালের ওপর এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে। এরা কখনো আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সমান নয়। আল্লাহ্ যালিমদেরকে হিদায়াত করেন না। যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং জান-মাল দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে, তাদের বিরাট মর্যাদা রয়েছে আল্লাহ্র কাছে। প্রকৃতপক্ষে তারাই সফল।"
–(সূরা আত তাওবা ঃ ১৯-২০)

ঈমান হচ্ছে সমস্ত পুণ্যের মূল। ঈমান ছাড়া যতো সুন্দর ও চাকচিক্যময় আমলই করা হোক না কেন আল্লাহর নিকট তার কানাকড়ি মূল্যও নেই।

প্রকৃত মর্যাদা ঈমানদারদের জন্য

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط –(يونس : ٢)

"যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও যে, তাদের রবের নিকট তাদের সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে।"–(সূরা ইউনুস ঃ ২)

অন্য কথায় প্রকৃত মর্যাদার উৎস হচ্ছে ঈমান। যারা ঈমান থেকে বঞ্চিত তাদের জন্যই যাবতীয় লাঞ্ছনা।

ঈমান শাস্তি থেকে বাঁচার ব্যবসা

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝
تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ط
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ (الصف : ١٠-١١)

"হে ঈমানদারগণ ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসার সংবাদ দেবো না, যে ব্যবসার বিনিময়ে তোমরা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে ? তাহলে তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ওপর এবং জান-মাল দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করো। এটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা বুঝো।"–(সূরা আস্ সফ ঃ ১০-১১)

জান এবং মাল হচ্ছে একজন মানুষের পূর্ণাঙ্গ পুঁজি। যদি সে ইচ্ছে করে তবে সেই পুঁজি দিয়ে ঈমান অর্জন করবে অথবা ইচ্ছে করলে কুফরী অর্জন করতে পারবে। এ আচরণকে আল কুরআনে ব্যবসার সাথে তুলনা করা হয়েছে। সফল ব্যবসা হচ্ছে, ঈমান আনার পর জান-মালের এ পুঁজিকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পথে বিনিয়োগ করা। তবেই পাওয়া যাবে পরকালের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে পরিত্রাণ। এটি এমন এক সফলতা যা কখনো ব্যর্থতার গ্লানিতে ঢেকে যাবে না।

রাসূলে আকরাম (সা) বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক লোক সকালে ওঠেই নিজেকে ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত করে দেয়। তার মধ্যে কতিপয় লোক নিজকে মুক্ত করতে সক্ষম হয় আবার কতিপয় লোক নিজকে ধ্বংস করে দেয়।'

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের জান, মাল, শক্তি, সামর্থ প্রভৃতিকে আল্লাহ্র পথে পরিচালিত করে সে মুক্তি পেয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি এগুলোকে আল্লাহ্র নাফরমানীমূলক কাজে নিয়োজিত রাখে সে নিজেকে নিজেই ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে যায়।

ঈমান দুনিয়ার শাস্তি থেকেও বাঁচিয়ে রাখে

وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ج وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ○ (هود : ٥٨)

"যখন আমার নির্দেশ এসে গেলো, তখন নিজের রহমতে আমি হুদকে এবং যারা হুদের সাথে ঈমান এনেছিলো তাদেরকে বাঁচিয়ে দিলাম। আমি মূলত তাদেরকে কঠিন শাস্তি থেকেই বাঁচিয়ে দিলাম।"–(সূরা হুদ ঃ ৫৮)

সূরা হুদে পাশাপাশি অনেক নবীর দাওয়াত, প্রতিক্রিয়া ও শাস্তির আলোচনা এসেছে। তা থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, দুনিয়ার শাস্তি থেকেও বাঁচার একমাত্র অবলম্বন হচ্ছে ঈমান।

ঈমান ভালো ও কল্যাণের মাধ্যম

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○ (الاعراف : ٩٦)

"যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো তবে আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিনের নিয়ামতের সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যে প্রতিপন্ন করলো। ফলে আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করলাম।"

–(সূরা আল আ'রাফ ঃ ৯৬)

আল্লাহ্‌র নিয়ামতের প্রকৃত হকদার

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ط قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ط

"বলো, আল্লাহ্‌র সাজ-সজ্জাকে—যা তিনি বান্দার জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যসমূহকে কে হারাম করলো ? বলে দাও, এসব নিয়ামত পার্থিব জীবনেও মু'মিনদের জন্য এবং কিয়ামতের দিন নির্দিষ্টভাবে তাদেরই জন্য।"–(সূরা আল আ'রাফ ঃ ৩২)

অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রদত্ত যাবতীয় নিয়ামত এবং সাজ-সজ্জা যা তিনি বান্দার জন্য সৃষ্টি করেছেন তার হকদার মূলত ঈমানদারগণ। কারণ তাদের দ্বারাই সম্ভব সেসব নিয়ামতের কদর এবং সঠিকভাবে তার ব্যবহার।

মু'মিনগণ প্রকৃতির পরতে পরতে তাঁর নিদর্শন দেখেন

وَهُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ج فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ط وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ط اُنْظُرُوْا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○ (الانعام : ٩٩)

"তিনিই (আল্লাহ্, যিনি) আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন। সেই পানি দিয়ে নানাবিধ উদ্ভিদ উৎপন্ন করি, সবুজ ফসল নির্গত করি, যা থেকে যুগ্ম বীজ উৎপন্ন হয়। খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ বের করি—যা নুয়ে থাকে এবং আঙ্গুরের বাগান, যয়তুন, আনার যা পরস্পর সাদৃশ এবং অসাদৃশ। বিভিন্ন গাছের ফলের প্রতি লক্ষ্য করো, যখন সে ফলবান হয় এবং তার পরিপক্কতার প্রতি লক্ষ্য করো। নিশ্চয় এতে ঈমানদারদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"–(সূরা আল আনআম ঃ ৯৯)

অর্থাৎ যারা সৃষ্টি ও প্রকৃতির প্রতি গভীর পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে অবলোকন করে তারা তার পরতে পরতে কুদরতের নিশানা দেখতে পায়। ফলে তাদের ঈমান আরো দৃঢ় হয়।

ঈমানী আবেগ-অনুভূতির চিত্র

وَاِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰٓى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ج يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ○ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ لا وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ○

"আর তারা রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা যখন শোনে, তখন তাদের চোখ অশ্রুসজল দেখতে পাবে ; এ কারণে যে, তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে। তারা বলে ঃ হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা ঈমান আনলাম, অতএব আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতার অন্তর্ভুক্ত করে নাও। আমাদের কি কারণ থাকতে পারে, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং যে সত্য আমাদের নিকট এসেছে তার প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করবো না এবং এ আশা করবো না যে, আমাদেরকে সৎলোকদের সাথে প্রবেশ করাবেন ?"

–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৮৩-৮৪)

এ হচ্ছে সৎ, ইবাদাতগুজার ও মুখলেস নাসারা আলেমদের চিত্র। তারা মূলত দীনে হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং সঠিকভাবে ইঞ্জিলের অনুসারী ছিলেন। যখন সর্বশেষ আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হলো তখন তা শোনে তাদের চোখ অশ্রুশিক্ত হয়ে ওঠলো এবং অন্তর সাক্ষ্য দিলো—এটি সত্য গ্রন্থ। অতপর তারা নিসংকোচে ইসলাম কবুল করলেন।

কুফ্‌র

কুরআন যেসব মৌলিক বিষয়ের ওপর বিশ্বাসস্থাপনের দাওয়াত দেয়, সেগুলোকে অবিশ্বাস কিংবা অস্বীকার করার নাম কুফর। আরবী ভাষায় 'কুফর' শব্দের অর্থ 'গোপন করা' কিংবা 'ঢেকে দেয়া'। আঁধার রাতকে কাফির বলা হয়—কারণ, সে তার অন্ধকারের চাদরে সবকিছুকে ঢেকে ফেলে। কৃষককে কাফির বলা হয়, কারণ—সে বীজকে জমিনের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। কুরআনী পরিভাষায় কুফর হচ্ছে ঈমানের বিপরীত শব্দ। কুফর শব্দ দিয়ে বুঝানো হয়েছে যে, ঈমান থেকে ঐ ব্যক্তি বঞ্চিত, যে আল্লাহ্‌র যাবতীয় অনুগ্রহ ও নিয়ামতের কথা গোপন করে, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। এভাবে প্রকৃতিগত সত্যকে সে অকৃতজ্ঞতার পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখে।

কুফ্‌র মূর্খতারই নামান্তর

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ج ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ق ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○(البقرة : ٢٨-٢٩)

"কেমন করে তোমরা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে কুফরী অবলম্বন করছো ? অথচ তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ তিনিই তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। আবার মৃত্যু দেবেন এবং পুনরায় তিনি তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তাঁর দিকেই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীর যাবতীয় জিনিস সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি মনোযোগ দিয়েছেন আকাশের প্রতি। সাত আসমানের স্রষ্টাও তিনিই। আর আল্লাহ্ সকল বিষয়েই অবহিত।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৮-২৯)

এমন একটি সময় মানুষের ওপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে যখন তার কোন অস্তিত্ব ছিলো না। অতপর অস্তিত্ব লাভ করেছে। আবার এ জীবন একদিন ছিনিয়ে নেয়া হবে, তারপর পুনরায় জীবিত করা হবে এবং প্রকৃত স্রষ্টা আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত করা হবে।

মানুষের জন্যই তিনি পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের নিয়ামত প্রদান করেছেন। সাতটি আসমান সৃষ্টি করে ছাদের মতো বানিয়েছেন। তিনি সকল জ্ঞানের আধার। মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি যেসব নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন, তাদের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

এতেই মানবতার কল্যাণ নিহিত। যে ব্যক্তি মুক্ত মনে এগুলো দেখবে এবং এগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে সে কী করে তাঁর দীনকে অস্বীকার করতে পারে?

কাফিররা অন্ধকারে ঘুরপাক খায়

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ

"যারা কাফির, তাদের নিয়ন্ত্রক হচ্ছে তাগুত। ওটা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৭)

কাফিররা আল্লাহ্‌র হিদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শয়তান, নফ্‌স, কামনা-বাসনা, সমাজ ও রাষ্ট্র ইত্যাদির খপ্পরে পড়ে যায়। ফলে অন্যায় অনাচার, অশ্লীলতা, সীমালংঘন প্রভৃতির আঁধারে ঘুরপাক খায়।

কাফিররা সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্টতম

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ (الانفال : ٥٥)

"আল্লাহ্‌র গোটা সৃষ্টি রাজ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম হচ্ছে তারা, যারা কুফরীর রাস্তা অবলম্বন করেছে। তারা কখনো ঈমান আনবে না।"আনফাল ঃ ৫৫

কুফ্‌র উভয় জগতে ধ্বংসের কারণ

فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ز وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝ (ال عمران : ٥٦)

"যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে আমি তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি দেবো, তখন তারা কোন সাহায্যকারী পাবে না।"
–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৫৬)

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা সেদিন কারো থাকবে না।

কাফিররা হিদায়াত ও মাগফিরাত থেকে বঞ্চিত

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ۝ اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝

"যারা কুফরী ও অত্যাচারের পথকে বেছে নিয়েছে, আল্লাহ্ কখনো তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং সফলতার রাস্তা দেখাবেন না। তাদের

জন্য রয়েছে জাহান্নামের পথ। সেখানে তারা বাস করবে অনন্তকাল। এমনটি করা আল্লাহ্‌র জন্য অত্যন্ত সহজ।"–(সূরা নিসা ঃ ১৬৮-১৬৯)

অর্থাৎ যারা কুফরী এবং যুল্‌মের ওপর আমৃত্যু অবস্থান করে আল্লাহ্ কখনো তাদেরকে মাফ করেন না। তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। জাহান্নামের পথেই তারা চলতে থাকবে।

কাফিররা নির্বোধ জন্তু-জানোয়ারের মতো

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لَايَسْمَعُ اِلَّا دُعَاءً وَّنِدَاءً ط صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَايَعْقِلُوْنَ ○ (البقرة : ١٧١)

"কাফিরদের উদাহরণ হচ্ছে, কেউ এমন জন্তুকে আহ্বান করছে যা কোন কিছুই শোনে না, হাঁক-ডাক আর চীৎকার ছাড়া—বধির, মূক এবং অন্ধ। সুতরাং তারা কিছুই বুঝে না।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৭১)

অর্থাৎ কাফিররা ঐ রকম নির্বোধ জানোয়ারের মতো যারা চলাফেরা খাওয়া-দাওয়া সবকিছুই করে কিন্তু কোন কথা তারা শোনে না বা বুঝে না। কাফিরদেরকে আল্লাহ্ চোখ, কান ও মন দিয়েছেন কিন্তু তারা তা কাজে লাগায় না।

কাফিরদের আমল নিষ্ফল

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَاءً ط حَتّٰى اِذَا جَاءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَّجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰهُ حِسَابَهٗ ط وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○ (النور : ٣٩)

"যারা কাফির, তাদের আমল মরুভূমির মরিচিকা সদৃশ, যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। এমন কি সে যখন তার কাছে যায়, তখন সেখানে কিছুই পায় না এবং পায় আল্লাহ্‌কে। অতপর আল্লাহ্ তার হিসেব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ দ্রুত হিসেব গ্রহণকারী।"–(সূরা আন নূর ঃ ৩৯)

যারা ঈমান থেকে বঞ্চিত, তারা কিছু আমল ভালো আবার কিছু আমল খারাপও করে থাকে। তারা মনে করে, খারাপ আমলের শাস্তি হলেও ভালো আমলের বিনিময় তো অবশ্যই পাবো। এ হচ্ছে তাদের মূর্খতার পরিচায়ক। যেমন পিপাসার্ত ব্যক্তি মরুভূমিতে পথ চলার সময় দূরে মরিচিকা দেখে তাকে পানি মনে করে দৌড়ে যায়, কিন্তু কী নির্মম পরিহাস ! সেখানে গিয়ে সে

কিছুই পায় না। তেমনিভাবে যারা ভালো মন্দ মিলিয়ে কাজ করে এবং পরকালে সেই ভালো কাজের বিনিময় প্রত্যাশা করে, সে সেখানে গিয়ে হতাশ ও হতবাক হয়ে যাবে। কোথায় সেসব ভালো কাজের বিনিময় ? সব যেন মরিচিকা।

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ز وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

"যে ব্যক্তি ঈমানকে অস্বীকার করবে তার যাবতীয় কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে। সে পরকালে দেউলিয়া হয়ে ওঠবে।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৫)

কাফিরদের লাঞ্ছনাময় পরিণতির চিত্র

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ قف فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ لا اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا لا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ط وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ط بِئْسَ الشَّرَابُ ط وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ○ (الكهف : ٢٩)

"বলো, সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব যার ইচ্ছে বিশ্বাস করুক এবং যার ইচ্ছে অমান্য করুক। আমি যালিমদের জন্য অগ্নি তৈরী করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদেরকে বেষ্টন করে রাখবে। যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে পুঁজের ন্যায় পানীয় দেয়া হবে যা তাদের মুখমণ্ডলকে দগ্ধ করে দেবে। কতো নিকৃষ্ট পানীয় এবং কতো নিকৃষ্ট তাদের আশ্রয়স্থল।"–(সূরা আল কাহ্ফ ঃ ২৯)

هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ ز فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ط يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ○ يُصْهَرُ بِهٖ مَافِىْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ○ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ○ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ق وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ○ (الحج : ١٩-٢٢)

"এই দুই বাদী বিবাদী (অর্থাৎ কাফির ও মু'মিনদল), তারা তাদের পালনকর্তা সম্পর্কে বিতর্ক করে। তাই যারা কাফির তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরী করা হয়েছে। তাদের মাথার ওপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে। ফলে তাদের পেটে যা আছে তা এবং চামড়া গলে বেরিয়ে যাবে। তাদের জন্য আছে লোহার হাতুরী। যখনই তারা যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে

জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে সেখানে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং বলা হবে ঃ দহন হওয়ার মজা বুঝ।"

–(সূরা আল হাজ্জ ঃ ১৯-২২)

কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীর প্রতি আল্লাহ্ ও সমস্ত সৃষ্টির অভিসম্পাত

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَا تُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ○ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ج لَايُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنْظَرُوْنَ○

"নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে এবং কাফির অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে, তাদের প্রতি আল্লাহ্, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের অভিসম্পাত। তারা চিরকাল অভিশপ্ত জীবনযাপন করবে। তাদের ওপর থেকে কখনো শাস্তিকে হাল্কা করা হবে না কিংবা বিরামও দেয়া হবে না।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৬১-১৬২)

দুনিয়ার জীবন মাত্র একবারের জন্যই। মানুষকে সুযোগ দেয়া হয়েছে, হয় সে ঈমান এনে আল্লাহ্র আনুগত্যে মস্তক অবনত করে দেবে, না হয় সে কুফরীর জীবনকে বেছে নিয়ে বিদ্রোহী হয়ে ওঠবে। যদি কুফরীর জীবন অবলম্বন করে দুনিয়ার আরাম আয়েশ ভোগ-বিলাস সবকিছু পেয়েও যায় কিন্তু কুরআনের দৃষ্টিতে তা হচ্ছে বরবাদীর রকমফের মাত্র। আর এ অবস্থায়ই যদি মৃত্যু হয়ে যায় তবে পরবর্তী জীবন হবে তার জন্য অভিশপ্ত জীবন। সেই অভিশাপ আল্লাহ্ ও ফেরেশতা এবং সকল মানুষের পক্ষ থেকে। জাহান্নামের শাস্তি তার জন্য অবধারিত। সেই শাস্তি চলবে অব্যাহতভাবে। কখনো তা হালকা করা হবে না। ঈমান এনে সে শাস্তি থেকে অব্যাহতি লাভের কোন সুযোগই সেখানে আর থাকবে না।

মৃত্যুর পর কাফিরদের আর্তচিৎকার

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ط لَايُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ط كَذٰلِكَ نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ○ وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ج رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ط اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ط فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ○

"যারা কাফির তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না যে, মরে যাবে এবং তাদের শাস্তিও লাঘব করা হবে না। যারা অকৃতজ্ঞ তাদের প্রত্যেককে আমি এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। সেখানে তারা আর্তচিৎকার করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা আমাদেরকে এখান থেকে বের করে দিন আমরা সৎকাজ করবো, পূর্বে যা করতাম তেমনটি আর করবো না। (আল্লাহ্ বলবেন—)আমি কি তোমাদেরকে এতোটা বয়স দেইনি, যাতে যা চিন্তা করার বিষয় তা চিন্তা করতে পারতে ? উপরন্তু তোমাদের কাছে সতর্ককারীও আগমন করেছিলো। অতএব স্বাদ আস্বাদন করতে থাকো। যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।"–(সূরা আল ফাতির ঃ ৩৬-৩৭)

ঈমানিয়াতের বিস্তারিত বর্ণনা

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ج (البقرة : ١٧٧)

"সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ ফেরাবে বরং সৎকাজ হচ্ছে—(১) আল্লাহ্, (২) পরকাল, (৩) ফেরেশতা, (৪) কিতাব এবং (৫) সমস্ত নবী-রাসূলের ওপর বিশ্বাসস্থাপন করা।"–(বাকারা ঃ ১৭৭)

আল কুরআন মানুষকে ৫টি বিষয়ের[১] ওপর ঈমান আনার দাওয়াত দিচ্ছে। এ পাঁচটি বিষয়ের ওপর ঈমান আনাই হচ্ছে যাবতীয় নেক কাজের ভিত্তি। আল কুরআনের বক্তব্য হচ্ছে—এ পাঁচটি বুনিয়াদী আকীদাহ্ ছাড়া কোন নেক কাজই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কুরআনে কোথাও এর সবগুলো আকীদা সম্পর্কে একত্রে বলা হয়েছে আবার কোথাও ভিন্ন ভিন্নভাবে বলা হয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াতেও পাঁচটি বুনিয়াদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ط وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ٥ (النساء : ١٣٦)

"হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহ্র ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করো এবং বিশ্বাসস্থাপন করো তাঁর রাসূল ও কিতাবের ওপর, যা তিনি অবতীর্ণ করেছেন স্বীয় রাসূলের ওপর এবং সেই সমস্ত কিতাবের ওপর যেগুলো ইতোপূর্বে নাযিল করা হয়েছিলো। যে আল্লাহ্ ও ফেরেশতা, তাঁর কিতাব-সমূহ এবং রাসূলগণের ওপর ও কিয়ামতের দিনের ওপর বিশ্বাস করবে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহুদূরে গিয়ে পড়বে।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১৩৬)

ঈমানদারদেরকে ঈমান আনার নির্দেশ দেয়ার তাৎপর্য হচ্ছে—তোমরা যে সমস্ত বস্তুর ওপর ঈমান আনার দাবী করছো তার ওপর দৃঢ় থাকতে হবে এবং তোমাদের আচার-আচরণে তার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। রক্ত যেমন শিরায়

---

১. অবশ্য হাদীসে তাকদীরের ওপর ঈমান আনাকেও আকীদার ভিত্তি বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাকদীরের ওপর ঈমান আল্লাহর ওপর ঈমান আনারই অংশবিশেষ। এ জন্যই কুরআন মাজীদে এ পাঁচটিকে ঈমানের ভিত্তি বলা হয়েছে।"–গ্রন্থকার।

উপশিরায় চলাচল করে তদ্রূপ দেহের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঈমানের প্রভাব উপলব্ধি করতে হবে।

১. আল্লাহ্

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব এমন সুস্পষ্ট ও আলোকোজ্জ্বল যে, সৃষ্টির পরতে পরতে তা উদ্ভাসিত। বিশাল সৃষ্টি রাজ্যে ছোট্ট একটি দেহের অধিকারী মানুষ। কিন্তু সে ছোট্ট অবয়বের অধিকারী হলেও সবকিছু তার নিয়ন্ত্রণে। সবকিছুর মধ্যেই তার জন্য উপদেশ নিহিত। দেখার জন্য, শোনার জন্য, বুঝার জন্য, চিন্তার জন্য কতো কিছুই না ছড়িয়ে আছে আমাদের চারপাশে। এ সুন্দর পৃথিবী, জমিন ও আসমান থেকে খাদ্য ও পানির ব্যবস্থাপনা, সূর্যের আলো ও চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণ, অথৈ সমুদ্র, সবুজ-শ্যামল মাঠ, ফুলে ফলে সাজানো বাগান, দিনের কোলাহল, রাতের নিরবতা, শিশির ভেজা ভোর, মন মাতানো গোধূলী সবকিছুই যেন ডেকে ডেকে আল্লাহর অস্তিত্বের ঘোষণা দিচ্ছে। প্রতিটি বস্তুই যেন তাঁর মূর্তপ্রতীক। নিজের অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে যায়—সমস্ত প্রশংসা তাঁর, যিনি এ বিশ্বজাহানের প্রতিপালক।

সুন্দর এ পৃথিবী

أَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ۝

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ۝

تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝ (ق : ٨٦)

"তারা কি তাদের উপরস্থ আকাশের দিকে লক্ষ্য করে না—আমি কিভাবে তা নির্মাণ ও সুশোভিত করেছি ? তাতে কোন ফাঁক-ফোকর নেই। আমি ভূমিকে বিস্তৃত করে তাতে পর্বতমালার ভার স্থাপন করেছি এবং নয়নাভিরাম বৃক্ষরাজি উৎপন্ন করেছি। এটি জ্ঞান আহরণ ও স্মরণ করার মতো ব্যাপার প্রত্যেক অনুরাগী বান্দার জন্য।"–(সূরা ক্বাফ ঃ ৬-৮)

অর্থাৎ আসমানকে আল্লাহ্ বিনা খুঁটিতে এতো উচ্চে স্থাপন করে, তাকে গ্রহ-নক্ষত্র দিয়ে সুসজ্জিত করেছেন। ভূপৃষ্ঠকে মসৃণ চাদরের মতো বিছিয়ে দিয়েছেন। যে দিকে দৃষ্টি যায় শুধু সবুজের সমাহার, খাদ্য ও পানীয়ের বাহার। এগুলো মানুষের দৃষ্টিকে খুলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। স্মরণ করিয়ে দেয়, এ সুন্দর সৃষ্টির অবশ্যই একজন স্রষ্টা আছেন। আর তিনিই আল্লাহ্।

সুদৃশ্য আসমান

اَلَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ط مَاتَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ط
فَارْجِعِ الْبَصَرَ لا هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ○ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ
الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ○ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ

"তিনি সাতটি আকাশ থরে থরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে কোন ত্রুটি দেখতে পাবে না। আবার তাকাও, কোন ফাটল দেখতে পাও কি ? তুমি বার বার তাকিয়ে দেখো, তোমার দৃষ্টি ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ফিরে আসবে। আমি পৃথিবীর আকাশকে প্রদীপমালা দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছি।"–(সূরা আল মুল্‌ক ঃ ৩-৫)

অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টি এতো সৌন্দর্যমণ্ডিত যে, তার কোন ত্রুটি আবিষ্কার করা মানুষের সাধ্যাতীত। ত্রুটি আবিষ্কারের প্রচেষ্টা করা নিছক পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। বরং তারকা খচিত রাতের আকাশ মানুষকে বিমুগ্ধ করে। নিজের অজান্তেই সে বলে ওঠে ঃ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِىْ اَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ ط [এটি আল্লাহ্‌র সুনিপুণ কারিগরী, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন সুশৃঙ্খল ও যথাযথভাবেই তা সৃষ্টি করেছেন।] তিনি শুধু স্রষ্টা নন—সর্বোত্তম স্রষ্টা।

মৃত জমিন

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ج اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ○
وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ○ لِيَاْكُلُوْا
مِنْ ثَمَرِهٖ لا وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ط اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ○ (يس : ٣٣-٣٥)

"তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত জমিন। আমি একে সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য, যা থেকে তারা ভক্ষণ করে। আমি তাতে খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি এবং প্রবাহিত করি নদী-নালা। তা থেকে তারা ফল খায় কিন্তু তাদের হাত একে সৃষ্টি করে না। তবু তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না কেনো ?"–(সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৩-৩৫)

মৃত জমিনে সামান্য বৃষ্টিপাত। কার অদৃশ্য হাতের ছোঁয়ায় সেখানে দেখা দেয় সবুজের সমারোহ ? ফুলে ফলে সুশোভিত বাগ-বাগিচা কার পরশে হয়ে ওঠে মনোহর ? সুমিষ্ট পানির নির্ঝরিণী কার স্পর্শে পায় দুর্বার গতিধারা ?

এগুলো নিজে নিজেই হয়ে যায় ? নাকি মানুষ তা সৃষ্টি করে ? নিসন্দেহে এসব কিছুর পেছনে আছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র অসীম কুদরত। এতো কিছু দেখার পরও যে লোক আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না তার চেয়ে নাদান আর কে আছে ?

উজ্জ্বল সূর্য ও আলোকিত চাঁদ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا○

"বরকত ও কল্যাণময় তিনি, যিনি আকাশে দুর্গ স্থাপন করেছেন এবং তাতে রেখেছেন উজ্জ্বল প্রদীপ ও আলোকিত চাঁদ।"

–(সূরা আল ফুরকান ঃ ৬১)

প্রদীপ বলতে সূর্যকে বুঝানো হয়েছে। বুরুজ বা দুর্গ বলতে ঐ সমস্ত ছায়া পথকে বুঝানো হয়েছে যা মহাকাশকে পৃথক পৃথক এলাকায় বিভক্ত করেছে। আবার প্রতিটি ছায়া পথকেই তিনি নক্ষত্র দিয়ে সাজিয়ে রেখেছেন।

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ـ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ○ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ـ وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ○ (يس : ٣٨-٤٠)

"সূর্য তার নিজস্ব অবস্থানে আবর্তিত হয়। এটি পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ নিয়ন্ত্রিত। চন্দ্রের জন্য আমি বিভিন্ন মনজিল নির্ধারণ করেছি, অবশেষে সে খেজুরের পুরানো শাখার মতো হয়ে যায়। সূর্য নাগাল পায় না চন্দ্রের এবং রাত আগে চলে না দিনের। প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণরত।"–(সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৮-৪০)

সূর্য ও চন্দ্র নির্দিষ্ট নিয়মে আপন আপন কক্ষপথে অবিরাম ঘুরে চলছে। চাঁদ সরু রেখার মতো আকাশে প্রথম উদিত হয়ে আস্তে আস্তে তা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। তারপর আবার প্রতিদিন কমতে কমতে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। আবহমান কাল থেকে চলে আসছে ভাঙ্গা-গড়ার এ খেলা। কোনদিন চাঁদ ও সূর্য চলতে চলতে একই কক্ষে এসে টক্কর খায়নি। এমন কখনো হয়নি যে, রাতের নিকষ আঁধার ভেদ করে মধ্যরাতে দিকচক্রবালে সূর্য উঁকি দিয়েছে। এমনটিও হয়নি যে, রৌদ্রোজ্জল মধ্যাহ্নে হঠাৎ করে রাতের আঁধার ছেয়ে গেছে। এ রকম সাজানো সুন্দর সৃষ্টি যে চোখ মেলে দেখে এবং এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে সে বলতে বাধ্য হবে ঃ এ রকম সুশৃঙ্খল ও চোখ জুড়ানো সৃষ্টির পেছনে শক্তিশালী

এক স্রষ্টার হাত কাজ করেছে। তিনিই পরাক্রমশালী, সমস্ত শক্তির আধার আল্লাহ্। এ মাটির চোখে হয়তো তাঁকে দেখা যায় না কিন্তু অন্তরের চোখে তিনি সদা বিদ্যমান।

দিনের আলো এবং রাতের আঁধার

يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ○

"আল্লাহ্ দিন ও রাতের পরিবর্তন ঘটান। এতে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্য চিন্তার উপকরণ রয়েছে।"–(সূরা আন নূর ঃ ৪৪)

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ط نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ○ (يس : ٣٧)

"তাদের জন্য আরেকটি নিদর্শন হচ্ছে রাত। আমি তা থেকে দিনকে অপসারণ করি তখনই অন্ধকার তাদেরকে ঢেকে নেয়।"(ইয়াসীন ঃ ৩৭)

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ○

"তিনিই তো আল্লাহ্ যিনি রাতকে করেছেন আবরণ, নিদ্রাকে করেছেন বিশ্রাম এবং দিনকে করেছেন চলাচলের জন্য।"–(সূরা ফুরকান ঃ ৪৭)

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَدَ شُكُوْرًا ○

"তিনিই আল্লাহ্ যিনি রাত দিনকে একে অপরের পিছে আগমনকারী বানিয়েছেন। এতে ঐ সমস্ত লোকের জন্য শিক্ষা রয়েছে যারা অনুসন্ধিৎসু ও কৃতজ্ঞ।"–(সূরা আল ফুরকান ঃ ৬২)

اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○ (النمل : ٨٦)

"তারা কি দেখে না, আমি রাতকে সৃষ্টি করেছি তাদের বিশ্রামের জন্য এবং দিনকে করেছি আলোকময়। নিশ্চয় এতে তাদের জন্য নিদর্শন আছে যারা মু'মিন।"–(সূরা আন নামল ঃ ৮৬)

আমরা প্রতিদিন দেখি বিশাল উজ্জ্বলতা নিয়ে সূর্য উদিত হয়। পৃথিবীর প্রতিটি অণু-পরামাণু সে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু কয়েক ঘন্টা পর দেখা যায় সূর্যকে আড়াল করে দেয়া হচ্ছে, সাথে সাথে আলোকিত একটি দিনের অবসান ঘটে। রাত তার অন্ধকারের চাদর দিয়ে সবকিছু ঢেকে দেয়। আবার কয়েক ঘন্টা বিরতির পর দেখা যায় পূর্ব আকাশ রাঙিয়ে সূর্য উঁকি দিচ্ছে। দেখতে না দেখতে গোটা পৃথিবীকে আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দেয়। লক্ষ

লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীর বুকে সূর্যের এ লুকোচুরি চলছে। কই সামান্য ক্ষণের জন্যও তো এর ব্যতিক্রম ঘটেনি ? মাঝরাতে দিন, মধ্যাহ্নে রাতের আগমন কখনো হয়নি।

রাত দিনের আবর্তনের প্রভাব মানুষকে পর্যন্ত প্রভাবিত করে থাকে। দিনের আলোতে মানুষ রুটি-রুজির সন্ধানে ব্যস্ত থাকে, যখনি রাতের আগমন ঘটে তখন মানুষ সবকিছু বিসর্জন দিয়ে রাতের কোলে ঢলে পড়ে বিশ্রামের জন্য। তারপর সে হয়ে ওঠে ঝরঝরে, তরতাজা।

এতো কিছুর পরও কি মানুষ তাঁর স্রষ্টা সম্পর্কে বেখবর থাকতে পারে ? চিন্তার দ্বারে কি এগুলো করাঘাত করে না ?

পানি ভরা বাতাস

وَأَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنٰكُمُوْهُ ج وَمَا أَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ ○ (الحجر : ٢٢)

"আমি পানিভরা বাতাস পরিচালনা করি, অতপর আকাশ থেকে তা বর্ষণ করি। তারপর তোমাদেরকে তা পান করাই। বস্তুত তোমাদের কাছে এর কোন ভাণ্ডার নেই।"–(সূরা আল হিজর ঃ ২২)

اَللّٰهُ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ج فَإِذَا أَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ○ (الروم : ٤٨)

"তিনিই আল্লাহ্, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, তারপর তা মেঘমালাকে ধারণ করে, অতপর যেভাবে ইচ্ছে তিনি তা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং থরে থরে সাজিয়ে রাখেন। এরপর তুমি তা থেকে বৃষ্টিধারা ঝরে পড়তে দেখো। এই বৃষ্টি তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছে পৌঁছান। তখন তারা আনন্দিত হয়।"–(সূরা আর রূম ঃ ৪৮)

পানিভরা বাতাস কে পরিচালনা করেন ? সেই পানিকে বৃষ্টি আকারে পৃথিবীর বুকে বর্ষণ করান কে ? তারপর যাকে চান বৃষ্টি দিয়ে সয়লাব করে দেন আবার যাকে ইচ্ছে বঞ্চিত রাখেন, মানুষ কি এ সম্পদকে বাতাসে জমা করে রাখতে সক্ষম ? এখানে মানুষের ক্ষমতা চলে না, কেন চলে না ? এর পেছনেও কাজ করছে আল্লাহ তা'আলার বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি কৌশল, কুদরত।

সূর্যের আলো ও তাপ পেয়েও সেই লোকই সূর্যোদয়ের কথা অস্বীকার করতে পারে যার মস্তিষ্ক বিগড়ে গেছে।

জমিনে উৎপাদিত ফল-ফসল

وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ قف وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○ (الرعد : ٤)

"জমিনে আছে বিভিন্ন শস্যক্ষেত, একটি অপরটির সাথে সংলগ্ন। আরো আছে আঙ্গুর, শস্য ও খেজুর। এদের কতকের মূল পরস্পর মিলিত আবার কতক পৃথক। এগুলোকে একই পানি দিয়ে সেচ দেয়া হয় কিন্তু আমি স্বাদে একটিকে অপরটির চেয়ে উৎকৃষ্ট করে দেই। এসব কিছুর মধ্যে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।"

একই মাটিতে উৎপন্ন প্রতিটি উদ্ভিদ। একই পানি ও বায়ু দিয়ে প্রতিপালিত। তবু কী বিচিত্র তাদের রঙ ও ধরন। সেগুলো থেকে উৎপাদিত ফল-ফসল তাও বৈচিত্রময়। রঙ, রস, স্বাদ, গন্ধ সবকিছুই পৃথক পৃথক। জ্ঞান-বুদ্ধিকে সামান্য একটু কাজে লাগালেই বুঝা যায় এর পেছনে কাজ করছে এক কুদরতী হাত। যে হাত সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র।

মানুষের খাদ্য

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖٓ ○ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ○ ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ○ فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ○ وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ○ وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ○ وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا ○ وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ○ مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ○ (عبس : ٢٤-٣٢)

"মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। আমি আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি। এরপর আমি ভূমিকে বিদীর্ণ করে তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙ্গুর, শাক-সবজী, যয়তুন, খেজুর, ঘন উদ্যান, ফল এবং ঘাস। তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে।"–(সূরা আবাসা ঃ ২৪-৩২)

বিচিত্র রকমের ফুল, রঙবেরঙের ফল, কত রঙ ও বর্ণের শাক-সবজী, সবুজ-শ্যামল বাগ-বাগিচা, কত নাম না জানা ঘাস ও ঝোপঝাড় এগুলো কে সৃষ্টি করলেন ? কে সেই সত্তা যিনি শস্য, ফল ও শাক-সবজীকে মানুষের

খাওয়ার উপযোগী বানাতে নির্দিষ্ট নিয়মে এবং পরিমিতভাবে আলো, পানি, মাটি ও বাতাসকে নিয়ন্ত্রণ করলেন ? দয়া ও কৃপার সাগর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে এসব জিনিস ভোগ করার কী অধিকার তার থাকতে পারে ?

দুধেল পশু

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ط نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِلشّٰرِبِيْنَ ○ (النحل : ٦٦)

"গবাদি পশুর মধ্যেও তোমাদের চিন্তা করার বিষয় রয়েছে। আমি তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্থ বস্তুসমূহের মধ্য থেকে গোবর ও রক্ত নিঃসৃত দুধ, যা পানকারীদের জন্য উপাদেয়।"–(সূরা নাহল ঃ ৬৬)

মানুষ এবং পশুর খাদ্যের মধ্যে কত তফাৎ। পশু ঘাস, খৈল, ভূষি ইত্যাদি খায়। এ খাদ্যগুলো রূপান্তর হয়ে গোবর ও রক্ত তৈরী করে। সেই সাথে সুস্বাদু দুধ তৈরী হয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, গোবর ও রক্তের মধ্য থেকে যদিও দুধ তৈরী হয় তবু তা কত নির্ভেজাল, পবিত্র। দুধ শুধু যে উপাদেয় পানীয় তাই নয়, এটি একটি আদর্শ খাদ্যও বটে। কেননা খাদ্যে যত প্রকার খাদ্যপ্রাণ (Vitamin) আছে তার সবক'টি খাদ্যপ্রাণই দুধে বিদ্যমান। এ দুধ সুস্থ-অসুস্থ সকল মানুষের জন্যই উপযোগী খাদ্য। এখন প্রশ্ন হচ্ছে গোবর ও রক্তের মধ্য থেকে এমন খাঁটি নির্ভেজাল দুধ কে তৈরী করেন ? তাছাড়া এ দুধ শুধুমাত্র মাদী পশু থেকে পাওয়া যায় কিন্তু নর পশু থেকে পাওয়া যায় না কেন ? সেও তো ঘাস, খৈল ও ভূষি খায় ? [এর পেছনে যার কুদরত ক্রিয়াশীল তিনি কি আল্লাহ নন ?]

মৌমাছি

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ○ ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ط يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○ (النحل : ٦٨-٦٩)

"তোমার প্রভু মৌমাছিকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ পর্বত, বৃক্ষ ও উঁচু ডালে চাক তৈরী করো, সকল ফুল থেকে আহার সংগ্রহ করো এবং পালনকর্তার উন্মুক্ত পথে চলমান হও। তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় নির্গত

হয়, তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার। এতে নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে।"–(সূরা নাহল ঃ ৬৮-৬৯)

'পালনকর্তার পথে চলমান হও' মানে আল্লাহ্ যে পদ্ধতি ও নিয়ম-নীতি বেধে দিয়েছেন তার অনুসরণ করো। অর্থাৎ দলবদ্ধভাবে বসবাস, বন্টিত দায়িত্ব সূচারুভাবে সম্পাদন এবং সঠিকভাবে ফুলে ফুলে ভ্রমণ করে মধু সংগ্রহ করো।

লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মৌমাছি যে শৃঙ্খলার সাথে তাদের কাজ আঞ্জাম দিচ্ছে তাতে কি কোন গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছে ? কত সূক্ষ্ম ও সূচারুভাবে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। যে প্রকৌশলী তাদেরকে এমন সূচারোভাবে কাজ সম্পন্ন করতে শিক্ষা দিলেন, তিনিই তো আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন।

সবুজ-শ্যামল শস্যক্ষেত

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ لَوْ نَشَاۤءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ

"তোমরা যে বীজ বপন করো, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছো কি ? তোমরা তা উৎপন্ন করো, না আমি তার উৎপন্নকারী ? আমি ইচ্ছে করলে তাকে খড়কুটা করে দিতে পারি, তখন তোমরা হয়ে যাবে হতবাক। বলবে ঃ আমরা তো ঋণের চাপে পড়ে গেলাম কিংবা আমরা সর্বহারা হয়ে গেলাম।"–(সূরা আল ওয়াকিয়া ঃ ৬৩-৬৭)

কৃষক মাটিতে বীজ ফেলার পর উন্মুখ হয়ে চেয়ে থাকে কখন মাটি ফুঁড়ে উঁকি দেবে বীজাঙ্কুর ? কখন তার ক্ষেত ভরে ওঠবে সবুজ-শ্যামলে ? আল্লাহ্র মহিমায় একদিন তা ভরে উঠে সবুজ-শ্যামলে।

সুস্বাদু পানি

اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ لَوْ نَشَاۤءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ

তোমরা যে পানি পান করো, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছো কি ? তোমরা তা মেঘ থেকে নামিয়ে আনো, না আমি তা বর্ষণ করি ? আমি ইচ্ছে করলে তাকে লবণাক্ত করে দিতে পারি। তারপরও তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না ?"–(সূরা আল ওয়াকিয়া ঃ ৬৮-৭০)

সুস্বাদু পানি মানুষের জন্য কত বড়ো নিয়ামত তা ভেবে দেখার বিষয়। এ পানি ছাড়া কোন মানুষের পক্ষেই কি পৃথিবীতে বেঁচে থাকা সম্ভব ? যদি আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে যায় তবে অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ? এমন একটি অমূল্য নিয়ামত পান করে প্রাণ শিতল করার পরও যে এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না নিসন্দেহে তার ভেতর সৌজন্যতার ন্যূনতম মাত্রাও অবশিষ্ট নেই।

আগুন—যা মানুষের একান্ত প্রয়োজন

اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَا اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ

"তোমরা যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করো, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছো কি ? তোমরা এর বৃক্ষ সৃষ্টি করেছো, না আমি সৃষ্টি করেছি ?"

–(সূরা আল ওয়াকিয়া ঃ ৭১-৭২)

সবুজ তরতাজা একটি বৃক্ষ কেটে চিরে তা দিয়ে লাকড়ি করার পর কত সুন্দরভাবে তা প্রজ্জ্বলিত হয়, মানুষকে তাপ দেয়। যে তাপ বা আগুন মানুষের জন্য একান্ত প্রয়োজন। আর যিনি এ প্রয়োজন পূর্ণ করলেন তিনিই তো আল্লাহ।

নিকৃষ্ট বস্তু থেকে উত্তম সৃষ্টি

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ○

"তোমরা কি ভেবে দেখেছো, তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে ? তোমরা তাকে সৃষ্টি করো, না আমি তা সৃষ্টি করি ?"–(সূরা আল ওয়াকিয়া ঃ ৫৮-৫৯)

এক ফোঁটা নিকৃষ্ট পানি থেকে এতো সুন্দর আকার-আকৃতির মানুষ সৃষ্টি করা কার কাজ ? মানুষ কি নিজেকে নিজেই সৃষ্টি করেছে ? কক্ষণো নয়। এ তো মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র এক মহান সৃষ্টি।

মানব সৃষ্টির বিস্ময়কর পর্যায়ক্রম

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ○ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ○ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ق ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ط فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ○ (المؤمنون : ١٢-١٤)

"আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। (প্রথমে) শুক্রবিন্দু রূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর তাকে জমাট রক্তপিণ্ডে পরিণত করেছি। অতপর সেই রক্তপিণ্ডকে মাংসপিণ্ডে রূপান্তর করেছি। তারপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি। তারপর সেই অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি। পরিশেষে তাকে এক নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি। সুনিপুণ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ কতো কল্যাণময়।"

আঁধারপুরীতে মনোরম সৃষ্টি

يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ط

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ○

"তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে ত্রিবিধ অন্ধকারে। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা। সাম্রাজ্য তাঁরই। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। অতএব, তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছো ?"–(সূরা আয যুমার ঃ ৬)

মাতৃগর্ভের সংকীর্ণ পরিসরের নিকষ আঁধারে এতো সুন্দর অবয়ব দিয়ে যিনি সৃষ্টি ও প্রতিপালন করলেন, তিনিই তো আল্লাহ্। তাঁর কুদরতের এ করিশ্মা মানুষের চোখ খুলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। যদি সে সত্য সন্ধানী হয়।

তুচ্ছ বস্তু থেকে মর্যাদাবান সৃষ্টির অবতারণা

ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ○ الَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ

وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ○ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ○

ثُمَّ سَوّٰهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ط

قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ○ (السجدة : ٦-٩)

"তিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সকল বিষয়ে অবহিত, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু, যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন এবং কাঁদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেছেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে। তারপর তিনি তাকে সুষম করে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন। আরো দিয়েছেন তোমাদেরকে চোখ, কান ও মন। তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।"–(সূরা আস সিজদাহ ঃ ৬-৯)

মানুষকে সর্বপ্রথম মাটি দিয়ে সৃষ্টি করে তার পরবর্তী বংশধর সৃষ্টির জন্য তুচ্ছ অপবিত্র পানিকে উৎস করেছেন। সেই তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি এতো সুন্দর আকার-আকৃতির মানুষ। তাকে কান, নাক, চোখ, মন সহ যেখানে যা প্রয়োজন দিয়েছেন। মানুষের অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে, এর পেছনে বিরাট প্রজ্ঞা ও প্রকৌশল কাজ করেছে।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ق نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا○

"আমি মানুষকে মিশ্র শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্টি করে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দিয়েছি, তাকে পরীক্ষা করবো এ জন্য।"–(সূরা আদ দাহর ঃ ২)

সূক্ষ্ম এক ফোটা তরল পদার্থ থেকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন জীব তৈরী করার মধ্যেও আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের বহু নিদর্শন বর্তমান। সেই সাথে একথাও প্রমাণিত হয় যে, অনুভূতি সম্পন্ন এ জীবটি স্রষ্টা সম্পর্কে পুরো ওয়াকিবহাল হয়ে স্রষ্টার আনুগত্যে তার মস্তক অবনত করে দেবে। বিরত থাকবে তাঁর নাফরমানী থেকে।

ভাষা ও বর্ণের পার্থক্য

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ○(الروم : ٢٢)

"তাঁর আরেকটি নিদর্শন হচ্ছে—আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে জ্ঞানীদের জন্য।"
–(সূরা আর রূম ঃ ২২)

পৃথিবী বিস্তৃত সকল মানুষ একই পিতামাতার সন্তান। তাদের কথা বলার শক্তি, চিন্তাশক্তি, অবয়ব, বাহ্যিক আকার-আকৃতি সবই এক রকম। কিন্তু তারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অবস্থানের কারণে তাদের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন। তাছাড়া তাদের রঙ ও বর্ণেও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেকের মুখের গড়ন, জিহ্বার পরিমাণ সবই সমান, তবু ভাষার এতো পার্থক্য যে, একজনের কথা অন্যজনের বুঝতে অনেক বেগ পেতে হয়। কিন্তু কারো ভাষা ও কথা বুঝতে আল্লাহ্‌র মোটেও কষ্ট হয় না। আর যিনি একই আকৃতির মানুষকে বহু ভাষায় ও বর্ণে বিভক্ত করতে পারলেন তিনি তো অনেক বড় কৌশলী!

অসহায়ত্ব

فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ○وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ○وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّاتُبْصِرُوْنَ○ فَلَوْلَآ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ○ تَرْجِعُوْنَهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ○(الواقعة : ٨٣-٨٧)

"(অতপর) যখন কারো প্রাণ কণ্ঠাগত হয় এবং তোমরা তাকিয়ে থাকো, তখন আমি তোমাদের চেয়ে তার অধিক নিকটে থাকি। কিন্তু তোমরা তা দেখো না। যদি তোমাদের হিসাব-কিতাব না হওয়াই ঠিক হয় তবে তোমরা এই আত্মাকে ফিরাও না কেন ? যদি তোমরা সত্যবাদী হও ?"

দেহ ছেড়ে গমনোন্মুখ রুহ কার মুঠোতে ? যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হয় তখন সমস্ত মানুষ অসহায়ভাবে ঐ মুমূর্ষু ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কি-ইবা করার থাকে ? প্রাণ তো কোন মানুষের ইখতিয়ারে নয়। যদি থাকতো তবে কারো প্রাণ-ই বের হতে দিতো না। সকল প্রাণীর প্রাণ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের হাতে। এ ক্ষেত্রে শুধু মানুষ কেন, সকল প্রাণীই অসহায়।

[১.১] আল্লাহর গুণাবলী

আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা, আসমান-জমিনের কুদরত ও হিকমতের চিত্তাকর্ষক নিদর্শনের ওপর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি এবং বিশ্বলোকের আশ্চর্যজনক ব্যবস্থাপনার দিকে গভীর চিন্তা-ভাবনা করলে আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রগাঢ় বিস্ময়ের সাথে সাথে ঈমানও দৃঢ়তর হয় যে, তিনিই সমস্ত গুণের একমাত্র অধিকারী এবং শক্তি ও ক্ষমতার আধার। সমস্ত সৌন্দর্য ও সুষমার উৎস।

আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্বোত্তম গুণের অধিকারী

وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ○(النحل : ٦٠)

"একমাত্র আল্লাহ্ই হচ্ছেন মহান দৃষ্টান্তের অধিকারী, পরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞানী।"–(সূরা আন নাহল ঃ ৬০)

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ص (الاعراف : ١٨٠)

"আল্লাহ্র জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সেই নাম ধরে তাঁকে ডাকো।"–(সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৮০)

আল্লাহ্‌র গুণ ও প্রশংসা লিখে শেষ করা যাবে না

وَلَوْ اَنَّ مَافِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّانَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○ (لقمن : ٢٧)

"পৃথিবীতে যতো বৃক্ষ আছে, সবই যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথে আরো সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও তাঁর কথা লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"–(লুকমান ঃ ২৭)

[১.২] সৃষ্টি

সকল কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ্

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ ز وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ ○ (الزمر : ٦٢)

"আল্লাহ্ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই সবকিছুর দায়িত্বশীল।"
–(সূরা আয যুমার ঃ ৬২)

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ط وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ○ هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِى مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ط (لقمن : ١٠-١١)

"তিনি খুঁটি ব্যতীত আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন, তোমরা তা দেখছো। তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পবর্তমালা, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে নড়াচড়া করতে না পারে এবং তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন বিভিন্ন প্রকার প্রাণী। আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছি। এগুলো আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। তিনি ছাড়া অন্যেরা যা সৃষ্টি করেছেন তা আমাকে দেখাও।"–(সূরা লুকমান ঃ ১০-১১)

সৃষ্টির ব্যতিক্রমী ধরন

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

"আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকারী তিনি। যখন কোন সৃষ্টির ইচ্ছে প্রকাশ করেন, তখন শুধু বলেন ঃ 'হয়ে যাও' আর অমনি তা হয়ে যায়।"
–(সূরা আল বাকারা ঃ ১১৭)

অর্থাৎ কোন কিছু সৃষ্টি করতে হলে তাঁকে কারো সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন হয় না। তেমনিভাবে কোন বস্তুরও দরকার হয় না। এ কাজের জন্য শুধু তাঁর নির্দেশ-ই যথেষ্ট।

সর্বোত্তম স্রষ্টার সুন্দরতম সৃষ্টি

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ق ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ط فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۝ (المؤمنون : ١٢-١٤)

"আমি মানুষকে মাটির সারাংশ দিয়ে সৃষ্টি করেছি। প্রথমে শুক্রবিন্দু রূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। তারপর তা জমাট রক্তপিণ্ডে পরিণত করেছি। আবার সেই রক্তপিণ্ডকে মাংসপিণ্ডে রূপান্তর করেছি। তারপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে হাড় সৃষ্টি করেছি। অতপর সেই হাড়কে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি। অবশেষে তাকে এক নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি। বরকত ও কল্যাণময় আল্লাহ্-ই সুনিপুণ সৃষ্টিকর্তা।"–(সূরা মু'মিনুন ঃ ১২-১৪)

প্রাণের স্পন্দন নেই এমন এক ফোটা পানিকে রক্তে মাংসে রূপান্তর করা, তারপর তাকে প্রজ্ঞা, ভালোমন্দের পার্থক্যকারী জ্ঞানসহ নানা ধরনের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে এক পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি রূপে দাঁড় করানো, মহান এক সৃষ্টিকর্তার অসীম ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। যিনি শুধু স্রষ্টা নন, মহান স্রষ্টা।

[১.৩] প্রতিপালন

আল্লাহ্ রিযিকদাতা ও প্রতিপালক

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ط فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهَ ج فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝ فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ط فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ ج فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ۝ (يونس : ٣١-٣٢)

"তুমি জিজ্ঞেস করো, কে রিযিক দান করে তোমাদেরকে আসমান ও জমিন থেকে ? কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক ? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে এবং মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন ? কে করেন কর্মসম্পাদনের ব্যবস্থাপনা ? তখন তারা বলে ওঠবে—আল্লাহ্। তুমি জিজ্ঞেস করো—তাহলে তোমরা ভয় করছো না কেন ? সত্যিকথা বলতে কি, আল্লাহ্ই তোমাদের প্রকৃত পালনকর্তা। সত্য প্রকাশের পর ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কি-ইবা থাকতে পারে, সুতরাং বিভ্রান্ত হয়ে তোমরা কোথায় যাচ্ছো ?"–(সূরা ইউনুস ঃ ৩১-৩২)

তাঁর হাতেই রিযিকের চাবি

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ط اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○(الشورى : ١٢)

"আসমান ও জমিনের চাবি তাঁর কাছে। তিনি যার জন্য ইচ্ছে রিযিক বৃদ্ধি ও নির্দিষ্ট করেন। কেননা তিনি সকল বিষয়েই বিশেষজ্ঞ।"

আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই রিযিকের সংকীর্ণতা ও প্রশস্ততা

وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ص وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○(البقرة : ٢٤٥)

"আল্লাহ্-ই রিযিক সংকোচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন। একদিন তাঁর নিকটই তোমরা সকলে ফিরে যাবে।"

মানুষের ইচ্ছে ও প্রচেষ্টার ওপর রিযিক নির্ভরশীল নয়। এটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র ইখতিয়ারাধীন। তিনি যাকে চান অগণিত রিযিক দেন আবার যাকে চান তার রিযিক সংকীর্ণ করে দেন।

সকল প্রাণীর জীবনোপকরণ দাতা আল্লাহ্

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ط كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ○(هود : ٦)

"পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ্ গ্রহণ করেননি। তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। সবকিছুই এক সুস্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রয়েছে।"

–(সূরা হুদ ঃ ৬)

[১.৪] পূর্ণ জ্ঞানের আধার

আল্লাহ্‌র জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে

اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا ۝

"আল্লাহ্ সবকিছুর ওপরই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কেননা আল্লাহ্‌র জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে।"–(সূরা আত তালাক ঃ ১২)

কোন জিনিস আল্লাহ্‌র জানার বাইরে নয়

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ۝ هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۝(ال عمران : ٥)

"আল্লাহ্‌র নিকট আসমান ও জমিনের কোন বিষয়ই গোপন নেই। তিনিই তো আল্লাহ্ যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মায়ের গর্ভে, যেমনটি তিনি চান।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৫-৬)

رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِىْ وَمَا نُعْلِنُ ۭ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ۝(ابراهيم : ٣٨)

"হে আমাদের পালনকর্তা আপনি তো জানেন আমরা যা কিছু গোপন করি এবং যা কিছু প্রকাশ করি। বস্তুত আল্লাহ্‌র নিকট পৃথিবী ও আকাশের কোন কিছুই গোপন নয়।"–(সূরা ইবরাহীম ঃ ৩৮)

তিনি অদৃশ্য সকল বিষয়ে পরিজ্ঞাত

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ۝

"তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ তাদের রহস্য ও সলাপরামর্শ সম্পর্কে অবগত ? কেননা আল্লাহ্ খুব ভালো করেই জানেন সকল গোপন বিষয়।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ৭৮)

وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

"আল্লাহ্ গুণগ্রাহী, সহনশীল ! তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল বিষয়ে অবহিত। পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।"–(সূরা আত তাগাবুন ঃ ১৭-১৮)

অন্তরের অন্তঃস্থলের খবর তিনি জানেন

وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَاتُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ○(النحل : ٧٤)

"তোমার প্রতিপালক অন্তরের অন্তঃস্থলের খবর জানেন এবং প্রকাশিত যা আছে তা তো জানেন-ই।"–(সূরা আন নামল ঃ ৭৪)

মনের চিন্তা ও কল্পনার খবরও তিনি রাখেন

اَوَ لَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِىْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ○(العنكبوت : ١٠)

"বিশ্ববাসীর অন্তরে যা আছে তা কি আল্লাহ্ অবগত নন ?"
–(সূরা আল আনকাবুত ঃ ১০)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ج وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ○(ق : ١٦)

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার যাবতীয় চিন্তা ও কল্পনা সম্পর্কেও আমি অবহিত। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিকতর নিকটবর্তী।"–(সূরা ক্বাফ ঃ ১৬)

সর্বদা তিনি বান্দার সাথেই থাকেন

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ اِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلاَ اَكْثَرَ اِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَاكَانُوْا ج ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ○(المجادله : ٧)

"তুমি কি ভেবে দেখোনি যে, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে আল্লাহ্ তা জানেন। তিন ব্যক্তির এমন কোন পরামর্শ হয় না যেখানে তিনি চতুর্থ হয়ে না থাকেন। এবং পাঁচজনেরও হয় না যাতে তিনি ষষ্ঠ হয়ে না থাকেন। তারা সংখ্যায় এর চেয়ে কম হোক কিংবা বেশী হোক এবং যেখানেই থাকুক না কেন, তিনি তাদের সাথে থাকেন। তারা যা করে তিনি তা কিয়ামতের দিন তাদেরকে জানিয়ে দেবেন। বস্তুত আল্লাহ্ সকল বিষয়েই সম্যক অবগত।"–(সূরা আল মুজাদালা ঃ ৭)

তিনি অতীত ও ভবিষ্যতের সকল অবস্থা সম্পর্কে অবহিত

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِيْنَ○ (الحجر : ٢٤)

"আমি জেনে রেখেছি তোমাদের অগ্রগামীদেরকে এবং পশ্চাত-গামীদেরকে।"–(সূরা আল হিজর ঃ ২৪)

আল্লাহ্‌র জ্ঞানের সার্বিক চিত্র

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَايَعْلَمُهَآ اِلاَّ هُوَ ط وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَّلاَ يَابِسٍ اِلاَّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ○ (الانعام : ٥٩)

"তাঁর কাছেই রয়েছে অদৃশ্য জগতের চাবিকাঠি। এগুলো তিনি ছাড়া কেউ জানে না। জলে-স্থলে যা আছে, তিনিই জানেন। তাঁর অজান্তে গাছের একটি পাতাও ঝরে না। এমনকি তিনি জানেন না এমতাবস্থায় কোন শস্যদানা মাটির অন্ধকারে পতিত হয় না কিংবা কোন আদ্র ও শুষ্ক দ্রব্য। সবকিছুই উন্মুক্ত এক কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।"–(সূরা আনআম ঃ ৫৯)

وَمَا تَكُوْنُ فِىْ شَانٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلاَ تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ط وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَآءِ وَلاَ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلاَ اَكْبَرَ اِلاَّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ○

"যে কোন অবস্থাতেই তুমি থাকো এবং কুরআনের যে কোন অংশ থেকেই তুমি পাঠ করো কিংবা যে কোন কাজই তোমরা করো। সর্ববস্থায়ই আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত থাকি, যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ করো। আসমান ও জমিনের একটি কণাও তোমার পরওয়ারদেগারের অগোচরে নয়। না এর চেয়ে ক্ষুদ্র কিছু কিংবা বড়ো, যা এই প্রকৃষ্ট কিতাবে নেই।"
–(সূরা ইউনুস ঃ ৬১)

[১.৫] আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব

আল্লাহ্ সবকিছুর মালিক

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط (ال عمران : ١٠٩)

"আসমান ও জমিনে যাকিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র।"

বাদশাহী একমাত্র তাঁর

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ج لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ ج رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ○

"মহান শ্রেষ্ঠ আল্লাহ, প্রকৃত বাদশাহ। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি মহান আরশের মালিক।"–(সূরা আল মু'মিনুন ঃ ১১৬)

সমস্ত সৃষ্টিতে তাঁর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج (الحديد : ٦)

"আসমান ও জমিনে যাবতীয় কর্তৃত্ব তাঁর।"–(সূরা আল হাদীদ ঃ ২)

فَسُبْحٰنَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○(يس : ٨٣)

"পবিত্র সেই সত্তা যাঁর হাতে সবকিছুর রাজত্ব এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।"–(সূরা ইয়াসীন ঃ ৮৩)

সকল কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার উৎস আল্লাহ্

اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ط (يونس : ٦٥)

"সকল ক্ষমতা ও ইজ্জতের মালিক একমাত্র আল্লাহ্।"

اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ر (البقرة : ١٦٥)

"সকল শক্তি ও কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ্র।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৬৫)

স্থান ও কালের সবকিছু তাঁর মুঠোয়

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلْ لِّلّٰهِ ط(الانعام : ١٢)

"বলো, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যাকিছু আছে, তার মালিক কে ? বলে দাও সবকিছুর মালিক আল্লাহ্।"–(সূরা আল আনআম ঃ ১২)

وَلَهٗ مَاسَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ط وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○(الانعام : ١٣)

"যাকিছু রাত ও দিনে স্থিতি লাভ করে, সবই তাঁর। তিনি শ্রোতা, সবজান্তা।"–(সূরা আল আনআম ঃ ১৩)

দিনের আলোয় এবং রাতের আঁধারে যাকিছু পরিদৃষ্ট হয় তার সবকিছুই আল্লাহ্র ইখতিয়ারে। আকাশ ও পৃথিবীতে যাকিছু আছে তার সবকিছুর

মালিকানা আল্লাহ্‌র। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় স্থান ও কালের সাথে যাকিছু সংশ্লিষ্ট তার সবকিছুই আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে।

গোটা সৃষ্টিলোকের পরিচালনা তাঁর হাতে

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا وَلَئِنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ ط اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ○ (الفاطر : ٤١)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আসমান ও জমিনকে স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায়। যদি এগুলো টলে যায় তবে তিনি ছাড়া আর কে এগুলোকে স্থির রাখবে? তিনি সহনশীল ও মার্জনাকারী।"–(সূরা ফাতির ঃ ৪১)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মহাশূন্যের সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রকে এমন একেকটি কক্ষপথে আবর্তিত করেন যা তার কক্ষপথ ছেড়ে বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত হয় না। বিশেষ করে আমাদের এ পৃথিবী যদি একটু হেলে পড়তো কিংবা কাৎ হয়ে যেত তবে কে তা ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হতো?

তাঁর হুকুমেই চলছে বিশাল এ কারখানা

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ قف يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا لا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ ط اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ط تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

"নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতপর আরশের ওপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের ওপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌড়ে দৌড়ে রাতের পেছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রকে স্বীয় আদেশের অনুগামী বানিয়ে। জেনে রাখ, সৃষ্টি যার আইনও চলবে তাঁর। বরকত ও কল্যাণময় আল্লাহ্ বিশ্বজাহানের পালনকর্তা।"

–(সূরা আল আ'রাফ ঃ ৫৪)

এ বিশাল কারখানা সৃষ্টি করার পর আল্লাহ্ হাত গুটিয়ে বসে নেই। বরং সিংহাসনে বসে শক্ত হাতে তাবৎ সৃষ্টিলোক পরিচালনা করছেন। يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ অর্থাৎ আসমান থেকে নিয়ে জমিন পর্যন্ত যাবতীয় কর্তৃত্ব আল্লাহর।

আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো হাতেই কোন ক্ষমতা নেই

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ۙ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۗ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ۝(الفاطر : ١٣)

"তিনি রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে প্রবেশ করান এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকটি আবর্তন করে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত। ইনি-ই আল্লাহ্, তোমাদের পালনকর্তা। সাম্রাজ্য তাঁরই। তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাকো তারা খেজুর আঁটির পাতলা পর্দার মতো তুচ্ছ জিনিসের মালিকও নয়।"–(সূরা ফাতির ঃ ১৩)

অর্থাৎ আসমান ও জমিনে এমন এক আল্লাহ্র রাজত্ব চলছে, যিনি অনাদিকাল থেকে সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রাত ও দিনের আবর্তন ঘটাচ্ছেন। চন্দ্র ও সূর্য তাদের নির্দিষ্ট পথ থেকে এক চুলও বিচ্যুত হতে পারে না। এ মহাশক্তিধর সত্তাই পালনকর্তা। সৃষ্টির মধ্যে যতো তুচ্ছ বস্তুই হোক না কেন তারও মালিকানা অন্য কারো হাতে নেই।

একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়া তো তাঁরাই সাজে

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ (انبياء : ٢٣)

"তিনি যা কিছুই করেন না কেন, কারো কাছে কোন কৈফিয়ত তাঁকে দিতে হয় না।"–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ২৩)

اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۝(الحج : ١٨)

"নিসন্দেহে আল্লাহ্ যা চান, করেন।"

وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ ۝(الرعد : ٤١)

"আল্লাহ্ যে ফায়সালা করেন তা পরিবর্তনের ক্ষমতা কারো নেই।"

[১.৬] ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি

সবকিছু আল্লাহ্র তরফ থেকে

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ فَمَالِ هٰٓؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ۝

"বলে দাও, সবকিছুই (ঘটে) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আর তাদের কি হয়েছে যে, কোন কথা বুঝতেই চেষ্টা করে না ?"–(সূরা আন নিসা ঃ ৭৮)

তিনি যাকে ইচ্ছে মাফ করে দেন এবং যাকে ইচ্ছে শাস্তি দেন

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ط وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ (المائدة : ٤٠)

"তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ্‌র জন্যই আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব ? তিনি যাকে ইচ্ছে শাস্তি দেন আবার যাকে ইচ্ছে মাফ করে দেন। আল্লাহ সবকিছুর ওপরই ক্ষমতাবান।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৪০)

যাকে চান কর্তৃত্ব প্রদান করেন এবং যার থেকে ইচ্ছে ছিনিয়ে নেন

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ

"বলো, হে আল্লাহ্ তুমিই রাজ্য ও সাম্রাজ্যের মালিক। যাকে চাও রাজত্ব ও কর্তৃত্ব প্রদান করো আবার যার থেকে ইচ্ছে তা ছিনিয়ে নাও।"
–(সূরা আলে ইমরান ঃ ২৬)

তিনিই সম্মান ও প্রতিপত্তির উৎস

وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ط

"যাকে চান সম্মানের আসনে সমাসীন করেন, আবার যাকে চান লাঞ্ছিত করে ছাড়েন।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ২৬)

আল্লাহ্ হচ্ছেন সকল কল্যাণের উৎস

بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ (ال عمران : ٢٦)

"সমস্ত কল্যাণ হচ্ছে আপনার হাতে। নিশ্চয় আপনি সবকিছুর ওপরই ক্ষমতাবান।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ২৬)

কোন কিছু তাঁর ক্ষমতার বাইরে নয়

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَيْءٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ط اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ○ (الفاطر : ٤٤)

"আকাশ ও পৃথিবীর কোন কিছুই আল্লাহ্‌কে অক্ষম করতে পারে না। নিসন্দেহে তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।"–(সূরা ফাতির ঃ ৪৪)

কোথাও এমন কিছু নেই যা তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতার বাইরে। সকল কিছুই তাঁর আয়ত্বের মধ্যে।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ط اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ۙ وَّمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ۝(ابراهيم : ١٩-٢٠)

"তুমি কি দেখ না নভোমণ্ডল এবং ভূমণ্ডল আল্লাহ্ যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন ? যদি তিনি ইচ্ছে করেন তবে তোমাদের সবাইকে বিলুপ্ত করে নতুন করে সৃষ্টি করে নেবেন। এটি আল্লাহ্‌র পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।"
–(সূরা ইবরাহীম ঃ ১৯-২০)

জীবন মৃত্যুর একমাত্র মালিক আল্লাহ্

وَاَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا ۝(النجم : ٤٤)

"তিনিই মৃত্যুদানকারী এবং জীবনদানকারী।"–(সূরা আন নাযম ঃ ৪৪)

সবকিছুর ভাণ্ডার আল্লাহ্‌র নিকট

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ ز وَمَا نُنَزِّلُهٗٓ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۝

"আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার রয়েছে। আমি নির্দিষ্ট পরিমাণেই তা অবতীর্ণ করি।"–(সূরা আল হিজর ঃ ২১)

সন্তান দেয়া না দেয়া তাঁর ইচ্ছে

يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ط يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ۝ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ج وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝

"তিনি যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছে কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছে পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন। আবার যাকে ইচ্ছে বন্ধা বানিয়ে দেন। তিনি সবকিছু জানেন, সবকিছু করতে সক্ষম।"–(সূরা আশ শূরা ঃ ৪৯-৫০)

[১.৭] আদল ও ইনসাফ

আল্লাহ্ সঠিক ফায়সালা করেন

وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ ط (المؤمن : ٢٠)

"আল্লাহ্ যথাযথ ফায়সালা করে দেন।"–(সূরা আল মু'মিন ঃ ২০)

কারো কোন বিনিময় তিনি নষ্ট করে দেন না

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ط اِنَّا لَانُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ

"যারা আল্লাহ্র কিতাবকে শক্তভাবে আকড়ে ধরবে এবং নামায কায়েম করবে, নিসন্দেহে আমি এ সৎলোকগুলোর আমলের বিনিময় নষ্ট করবো না।"–(সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৭০)

যতটুকু অপরাধ ততটুকু শাস্তিই তিনি দেন

وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا لا (يونس : ٢٧)

"যারা যতটুকু অপরাধ করবে তাদেরকে তাদের অপরাধের সমতুল্য শাস্তিই প্রদান করা হবে।"–(সূরা ইউনুস ঃ ২৭)

পাপ ও পুণ্যের পরিণতি এক নয়

اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ ز اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ٥ (ص : ٢٨)

"আমি কি বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদেরকে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাফিরদের সমতুল্য করে দেবো ? না মুত্তাকীদেরকে কাফির ফুজ্জারদের সমান করে দেবো ?"–(সূরা সোয়াদ ঃ ২৮)

যারা পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের কর্মধারায় বিশ্বাসী ও কর্মরত ছিলো, তাদের সকলের পরিণতি এক হয়ে যাবে, তা কি সম্ভব ? প্রত্যেককে আদল ও ইনসাফ অনুযায়ীই বিনিময় দেয়া হবে।

প্রত্যেককে তার আমল অনুযায়ী বিনিময় দেয়া হবে

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لا سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ط سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ٥ وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَايُظْلَمُوْنَ ٥

"যারা দুষ্কর্ম করে তারা কি মনে করেছে যে, আমি তাদেরকে সেই লোকদের মতো করে দেবো যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে ? না তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান হবে ? কতো খারাপ সিদ্ধান্তই না তারা করে। আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীকে সঠিকভাবে সৃষ্টি করেছেন যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপার্জনের ফল পায়। তাদের প্রতি একটু যুলুমও করা হবে না।"–(সূরা আল জাসিয়া ঃ ২১-২২)

ঈমান এবং সৎকাজে জীবন অতিবাহিত করা আর কুফর ও অসৎকাজে জীবন অতিবাহিত করা যেমন এক কথা নয়। ঠিক তেমনিভাবে উভয় দলের পরিণতিও এক হতে পারে না।

তিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ فِىْ رَحْمَتِهٖ ؕ وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝ (الدهر : ٣٠-٣١)

"তিনি মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। যাকে ইচ্ছে করেন তাঁর রহমতে প্রবেশ করান। আর যালিমদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"
–(সূরা আদ দাহর ঃ ৩০-৩১)

অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছে, তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ওপর প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার স্পষ্ট দাবী এই যে, প্রত্যেকেই তার আমল অনুযায়ী বিনিময় পাওয়া উচিত। তাই যারা ঈমানদার তাদেরকে তিনি তাঁর রহমতের চাদরের নিচে আশ্রয় দেবেন। আর যারা কাফির-যালিম তাদেরকে তিনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন।

[১.৮] আল্লাহ্ যে কোন ধরনের ত্রুটি থেকে মুক্ত

তিনি চিরঞ্জীব

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ۝ (ال عمران : ٢)

"আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ২)

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ۝

"পৃথিবীর সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে একমাত্র মহিয়ান গরিয়ান তোমার প্রভুর সত্তা ছাড়া।"–(সূরা আর রহমান ঃ ২৬-২৭)
ধ্বংস ও মৃত্যু সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। কিন্তু স্রষ্টা এসব থেকে পবিত্র।

তাঁর কোন সন্তান নেই

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا○

"বলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যাঁর কোন সন্তান কিংবা সাম্রাজ্য পরিচালনায় কোন অংশীদার নেই। তিনি কখনো দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন না যে, তাঁর কোন সাহায্যকারী লাগবে। সুতরাং তুমি তার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে থাকো।"–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১১১)

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কোন আশ্রয় কিংবা সাহায্য কিংবা সন্তানের কোন প্রয়োজন নেই। সৃষ্টির জন্য সন্তানের প্রয়োজন। কারণ তাদের আশ্রয় এবং বংশধারা রক্ষার জন্য সন্তান একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এগুলোতে আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। তিনি এসব থেকে পবিত্র।

স্ত্রী গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাও আল্লাহ্‌র নেই

سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ○ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ط (الانعام : ١٠٠-١٠١)

"তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র ও সমুন্নত। তিনি বিনা নক্সায় আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। কিভাবে আল্লাহ্‌র পুত্র হতে পারে, অথচ তাঁর কোন সঙ্গিনী নেই ?"–(সূরা আল আনআম ঃ ১০০-১০১)

তিনি অনুপম

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ ج (الشورٰى : ١١)

"তাঁর অনুরূপ আর কোন কিছু নেই।"–(সূরা আশ শুরা ঃ ১১)

অর্থাৎ কোন সৃষ্টি দিয়েই তাকে তুলনা করা যাবে না। তাঁর সাথে কোন সৃষ্টিরই সাদৃশ্যতা নেই। তিনি অনাদী ও অনন্ত।

সর্বদা পাক ও পবিত্র

هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ ـ(الحشر : ٢٣)

"তিনি পাক ও পবিত্র, শান্তির আধার।–(সূরা আল হাশর ঃ ২৩)

অর্থাৎ যত প্রকার দুর্বলতা ও অপবিত্রতা থাকতে পারে আল্লাহ্ তা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র।

[১.৯] রহমত ও মাগফিরাত

আল্লাহর রহমত সবকিছুকে ঢেকে রেখেছে

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ط (اعراف : ١٥٦)

"আমার রহমত সবকিছুতে ছেয়ে আছে।"–(সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৫৬)

তাঁর রহমতের ধারা অব্যাহত

هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ (الحشر : ٢٢)

"তিনি পরমদাতা ও দয়ালু।"–(সূরা আল হাশর ঃ ২২)

তিনি রহমান। অর্থাৎ সকলের ওপর তাঁর রহমতের চাদর বিস্তৃত। তিনি রাহীম। অর্থাৎ তাঁর দয়ার ধারা অব্যাহত। যে তাঁর দয়ার কাঙাল কাউকে তিনি নিরাশ করেন না।

বান্দাদেরকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসেন

اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ○ (هود : ٩٠)

"নিসন্দেহে আমার প্রতিপালক দয়ালু এবং স্নেহপরায়ণ।"

وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ○ (البقرة : ٢٠٧)

"আল্লাহ্ বান্দার ওপর অত্যন্ত মেহেরবান।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২০৭)

اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ (الشورى : ١٩)

"আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সাথে অত্যন্ত কোমল আচরণ করেন।"

তিনি বান্দার অপরাধকে লুকিয়ে রাখেন

وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُوالرَّحْمَةِ ط لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا الْعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ط بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْئِلاً ○ (الكهف : ٥٨)

"তোমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু। যদি তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতেন, তবে তাদের শাস্তিও ত্বরান্বিত

করতেন। কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে একটি প্রতিশ্রুত সময় যা থেকে তারা পালিয়ে যাবার জায়গা পাবে না।"–(সূরা আল কাহফ ঃ ৫৮)

তিনি তাওবা কবুলকারী

وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝

"তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন, অপরাধসমূহ মার্জনা করেন। আর তোমরা যা করো তিনি তা জানেন।"–(সূরা আশ শূরা ঃ ২৫)

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

"যে কোন অপরাধ করে কিংবা নিজের ওপর যুল্ম করে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হয়, সে আল্লাহ্‌কে ক্ষমাশীল ও করুণাময় রূপেই পায়।"
–(সূরা আন নিসা ঃ ১১০)

তিনি দয়া ও সৌজন্যতায় উৎসাহ প্রদানকারী

وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ (الانعام : ٥٤)

"যারা আমার কথায় বিশ্বাসস্থাপন করে, তারা যখন তোমার কাছে আসবে তখন তুমি বলে দাও—তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। রহম করা তোমাদের পালনকর্তা নিজ দায়িত্বে লিখে নিয়েছেন। সত্তা-ই তোমাদের মধ্যে যে কেউ অজ্ঞতাবশত কোন অন্যায় করে ফেলে তারপর তওবা করে সৎ হয়ে যায়, তিনি (তাদের জন্য) অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াময়।"
–(সূরা আল আনআম ঃ ৫৪)

নবী করীম (সা)-কে তাকিদ করা হয়েছে যে ব্যক্তি ঈমান আনবে তাকে দয়া ও মহানুভবতার সাথে স্বাগতম জানাতে হবে। বান্দা যতবড়ো গুনাহ-ই করে থাকুক না কেন যদি সে লজ্জিত হয়ে আন্তরিকভাবে তওবা করে এবং সৎকাজ করতে থাকে তবে আল্লাহ্ শুধু তার অপরাধ-ই মাফ করবেন না বরং তাকে সৎপথে চলার তাওফিক দান করবেন।

আল্লাহ্ থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۭ اِنَّ

اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○ وَاَنِيْبُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَاتُنْصَرُوْنَ ○ (الزمر : ٥٣-٥٤)

"বলো, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের ওপর যুল্ম করেছো, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সমস্ত অপরাধ মাফ করে থাকেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমরা তোমাদের পালনকর্তামুখী এবং তাঁর আজ্ঞাবাহী হয়ে যাও, তোমাদের কাছে আযাব আসার পূর্বেই। নইলে তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।"

–(সূরা আয যুমার ঃ ৫৩-৫৪)

[১.১০] তাওহীদ

আল্লাহ্‌র গুণাবলীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো এবং পূর্ণাঙ্গ গুণ হচ্ছে তাওহীদ বা একত্ববাদ। ইসলামে তাওহীদের মর্যাদা ততটুকু, যতটুকু মর্যাদা তাবৎ দেহের মধ্যে প্রাণের। দেহের সুস্থতা যেমন মনের সুস্থতার ওপর নির্ভর করে তদ্রূপ দীনি ব্যবস্থাপনার সুস্থতাও নির্ভর করে তাওহীদের আকীদার ওপর। তাওহীদ সংক্রান্ত ধারণাই যদি সুস্পষ্ট না থাকে তবে ঈমান আর আমালের কী মূল্য আছে? কুরআনে হাকীমে তাওহীদ সম্পর্কে এতবেশী গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে যে, মনে হয় তাওহীদই বুঝি পুরো দীন।

আল্লাহ্‌র সত্তা-ই হচ্ছে তাওহীদের সবচেয়ে বড়ো সাক্ষ্য

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ ط وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ط وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ○ قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ط قُلِ اللّٰهُ لا شَهِيْدٌ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ قف وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ ط اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى ط قُلْ لَّا اَشْهَدُ ج قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِيْ بَرِيْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ○

"আল্লাহ্ যদি তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে তিনি ছাড়া তা অপসারণকারী আর কেউ নেই। পক্ষান্তরে তিনি যদি তোমার মঙ্গল করেন (তবে তা সম্ভব, কেননা) তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত স্বীয় বান্দাদের ওপর। তিনি মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। জিজ্ঞেস করো, সবচেয়ে

বড়ো সাক্ষ্যদাতা কে ? বলে দাও—আল্লাহ্। তিনি তোমাদের ও আমার মধ্যে সাক্ষী। আমার প্রতি এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এ কুরআন পৌঁছে সবাইকে ভীতি প্রদর্শন করি। তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্র সাথে আরো কোন ইলাহ রয়েছে ? বলে দাও—আমি এরূপ সাক্ষ্য দেব না। বলো, তিনিই একমাত্র উপাস্য, আমি অবশ্যই তোমাদের কৃত শির্ক থেকে মুক্ত।"

–(সূরা আল আনআম ঃ ১৭-১৯)

তাওহীদের সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ আল্লাহ্র অস্তিত্ব। শাস্তি ও শাস্তি প্রদানের পূর্ণক্ষমতা তাঁর। তিনি বান্দার ওপর বিজয়ী ও ক্ষমতাবান। সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক কৌশল, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বস্তু সম্পর্কেও তিনি অভিজ্ঞ। প্রতিটি সৃষ্টি পৃথক পৃথকভাবে এ সাক্ষ্যই প্রদান করে যে, তিনি এক মহান স্রষ্টা। তিনি একক। সামান্যতম কোন কাজেও তাঁর সাথে কেউ অংশীদার নেই।

সৃষ্টিজগতে তাওহীদের সাক্ষ্য ও নিদর্শন

لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلاَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ج فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○(الانبياء : ٢٢)

"যদি আকাশ ও পৃথিবীর অন্য কোন ইলাহ্ থাকতো তবে উভয়ের ব্যবস্থাপনা-ই ধ্বংস হয়ে যেতো। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র।"–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ২২)

قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗٓ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لاَّ بْتَغَوا اِلٰى ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلاً ○ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا○ (بنى اسرائيل : ٤٣)

"বলো, তারা যা বলে যদি তাঁর সাথে তেমন কোন ইলাহ্ থাকতো, তবে তারা আরশের মালিক পর্যন্ত পৌঁছার পথ অন্বেষণ করতো। তিনি অত্যন্ত পবিত্র ও মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে তা থেকে বহু ঊর্ধে।"

–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৪২-৪৩)

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ○(المؤمنون : ٩١-٩٢)

"আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে কোন ইলাহ্ নেই। থাকলে প্রত্যেক ইলাহ্ তার নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একজন আরেকজনের ওপর চড়াও হতো। তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র। তিনি দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সকল বিষয়ে অবহিত। তারা শরীক করে, তিনি তা থেকে অনেক উর্ধে।"-(সূরা আল মু'মিনুন ঃ ৯১-৯২)

এ বিশাল সাম্রাজ্য ও অগণিত সৃষ্টি এবং সবকিছুর মধ্যে শৃঙখলা ও ভারসাম্যতা, নির্দিষ্ট বিধি-বিধান মুতাবিক পরিচালিত হওয়া, একথাই প্রমাণ করে যে, এর পেছনে অত্যন্ত শক্তিশালী একজন নিয়ন্ত্রক ও প্রকৌশলী কাজ করছেন। সামান্য সময়ের জন্যও যার সাথে আর কেউ শরীক নেই। তিনি এককভাবেই এসব কিছু পরিচালনা করছেন।

মানব প্রকৃতিতে তাওহীদের সাক্ষ্য

هُوَ الَّذِىْ يُسَيِّرُكُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط حَتّٰى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ ج وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَاءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ لا دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ○ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ○ (يونس : ٢٢)

"তিনি তোমাদেরকে জলে ও স্থলে ভ্রমণ করান। এমনকি যখন তোমরা নৌকায় আরোহণ করো এবং অনুকূল হাওয়ায় তা তোমাদেরকে নিয়ে বয়ে চলে—ভ্রমণকারী তাতে আনন্দিত হয়—এমন সময় ঝড়ো হাওয়া শুরু হলো, ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে নৌকার গায়ে আছড়ে পড়তে লাগলো, ভ্রমণকারী বুঝতে পারলো—আমরা বিপদে নিমজ্জিত তখন শুধু আল্লাহ্কেই নিস্বার্থভাবে ডাকাডাকি শুরু হলো—যদি তুমি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করো, তবে আমরা তোমার কৃতজ্ঞ থাকবো।"

সাগরের অথৈ পানিতে যখন নৌকা কিংবা জাহাজ বিপর্যয়ে পতিত হয়, পাহাড় সমান ঢেউ এসে নৌকাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে চায়, তখন একজন বড়ো মুশরিকের সুপ্ত ফিতরাতও জেগে ওঠে। তখন সে তার মনগড়া সকল মাবুদ কিংবা দেবতাকে ক্ষণিকের জন্য হলেও ভুলে যায়। সবদিকে নিরাশ হয়ে খাঁটিভাবে এবং ব্যাকুল চিত্তে তখন আল্লাহ্কে ডাকতে থাকে। তার প্রকৃতি-ই তখন সাক্ষ্য দেয় যে, সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্। সেও প্রতিজ্ঞা করে, বাঁচতে পারলে কৃতজ্ঞ হবে। বিপদ কেটে গেলেই সে পেছনের সবকিছু ভুলে বসে।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দলিল-প্রমাণ

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰكَوْكَبًا ج قَالَ هٰذَا رَبِّىْ ج فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ○ فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّىْ ج فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِىْ رَبِّىْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ○ فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّىْ هٰذَآ اَكْبَرُ ج فَلَمَّا اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ○ اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

"যখন রাতের আঁধার তাকে সমাচ্ছন্ন করে নিলো, তখন সে একটি তারকা দেখতে পেলো। বললো ঃ এটি আমার প্রতিপালক। যখন তা অদৃশ্য হলো তখন বললো, আমি অস্তগামী কিছু ভালোবাসি না। তারপর যখন চন্দ্রকে ঝলমল করতে দেখলো, বললো ঃ এটি আমার প্রতিপালক। যখন তা-ও অদৃশ্য হয়ে গেলো, তখন বললো—যদি আমার প্রতিপালক আমাকে পথপ্রদর্শন না করেন তবে অবশ্যই আমি বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো। তারপর যখন উজ্জ্বল সূর্যের আগমন হলো, তখন বললো ঃ এ-ই আমার প্রতিপালক। কারণ এটি সবচেয়ে বড়ো। অতপর যখন সূর্যও ডুবে গেলো তখন বললো—হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা যেসব বস্তুকে শরীক করো আমি সেসব থেকে মুক্ত। আমি একনিষ্ঠভাবে ঐ সত্তার দিকে মুখ ফেরালাম যিনি আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।"–(সূরা আল আনআম ঃ ৭৬-৭৮)

হযরত ইবরাহীম (আ) যখন দেখলেন তাঁর জাতি নানারকম শির্‌কে নিমজ্জিত এবং তাকেও শির্‌কের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে তখন তিনি প্রকৃতি থেকে তাদের কৃত শির্‌কের অসারতা প্রমাণ করলেন। তিনি বললেন ঃ দেখ তোমরা তারকার পূজা করো, মনে করো আমিও একে প্রভু মানলাম কিন্তু এতো অদৃশ্য হয়ে গেলো। না হয় চাঁদকে প্রভু মানলাম কিন্তু তাও তো নির্দিষ্ট একটি সময়ের পর অস্তমিত হয়ে গেলো। উজ্জ্বল সূর্য, যেটি সবচেয়ে বড়ো তাকে প্রভু মানলাম, তা ডুবে গেলো। এবার তোমরা বলো, যার স্থায়ীত্ব নেই তা প্রভু হয় কি করে ? আমি এসব ছেড়ে ঐ সত্তার দিকে মুখ ফেরালাম যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। আমি তোমাদের ছোট মাবুদদেরকে অস্বীকার করে মহাপরাক্রমশালী এক মাবুদের নিকট আমার মস্তক অবনত করে দিলাম।

একতার ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ○(ال عمران : ٦٤)

"বলো, হে আহলে কিতাবগণ ! একটি বিষয়ের দিকে এসো, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান। আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবো না, তাঁর সাথে কোন শরীক করবো না এবং একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে প্রতিপালক বানাবো না। একথাগুলো যদি তারা স্বীকার না করে, তবে বলে দাও—সাক্ষী থাকো, আমরা অনুগত মুসলমান।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৪৬)

'এক আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে' এ সূত্রের মাধ্যমে শুধু ইহুদী ও খৃষ্টান কেন, পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা সম্ভব। তাওহীদের বাণী ছাড়া সকল বাণীই মানুষকে দলে উপদলে বিভক্ত করে। শুধুমাত্র তাওহীদের বাণীই মানুষকে একত্রিত করতে পারে। বাঁধতে পারে একই সূত্রে।

[১.১১] তাওহীদের বিস্তারিত ধারণা

আল্লাহ্ একক ও অমুখাপেক্ষী

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ○ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ○ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ○ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ○(الاخلاص)

"বলো, তিনি আল্লাহ্, এক ও একক। আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী। তাঁর কোন সন্তান কিংবা পিতা নেই। কোন কিছুই তার মতো নেই।"

–(সূরা ইখলাস ঃ ১-৪)

আল্লাহ্ তাঁর যাত ও সিফাতে এক ও একক। সবকিছুই তার মুখাপেক্ষী কিন্তু তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তাঁর সাথে পিতা-পুত্রের কোন সম্পর্কও কারো নেই। তিনি যেমন কারো সন্তান নন তেমনিভাবে তাঁরও কোন সন্তান নেই।

আল্লাহ্ সার্বিক দুর্বলতা থেকে পবিত্র

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ؕ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ (الانعام : ١٠٠-١٠٢)

"তারা জিনদেরকে আল্লাহ্র অংশীদার স্থির করে, অথচ তাদেরকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্র জন্য পুত্র ও কন্যা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। অবশ্য তারা যা বলে তা থেকে তিনি পবিত্র ও সমুন্নত। তিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। কিভাবে আল্লাহ্র সন্তান হতে পারে, অথচ তাঁর কোন সঙ্গিনী নেই ? সবকিছুই তিনি সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি বস্তু সম্পর্কেই তিনি অবহিত। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।"–(সূরা আল আনআম ঃ ১০০-১০২)

সৃষ্টির পরতে পরতে তাওহীদের নিদর্শন

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۪ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝ (البقرة : ١٦٣-١٦٤)

"তোমাদের ইলাহ, একমাত্র উপাস্য। মহান করুণাময়, দয়ালু—তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। নিশ্চয়ই আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে, নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ থেকে যে পানি বর্ষণ করেন তা দিয়ে মৃত জমিনকে সজীব করে তাতে ছড়িয়ে দেন সব রকমের প্রাণীকে। আর আবহাওয়ার পরিবর্তনে এবং মেঘমালায়—যা তাঁরই হুকুমে আসমান ও জমিনের মাঝে বিচরণ করে—নিশ্চয়ই এতে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৬৩-১৬৪)

আল্লাহ্ এককভাবেই গোটা সৃষ্টিজগতকে নিয়ন্ত্রণ করছেন

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَاتَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۚ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ۝

"আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রা এবং নিদ্রা স্পর্শ করতে পারে না। আসমান জমিনে যাকিছু আছে সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে ? তাদের সামনে কিংবা পেছনের সবকিছুই তিনি জানেন। মানুষ তার জ্ঞান দিয়ে কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু আল্লাহ্ ইচ্ছে করেন। সমস্ত আসমান ও জমিন ব্যাপী তাঁর ক্ষমতা। সেগুলোকে ধারণ ও সংরক্ষণ করা তাঁর জন্য মোটেও কষ্টকর নয়। তিনি সর্বোচ্চ ও মহান।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৫)

দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ ও প্রতিটি সৃষ্টিই আল্লাহ্র তাওহীদের সাক্ষ্য বহন করছে

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَاكَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ۝ اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ ۝ اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝ اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ

يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ءَ اِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ○ (النمل : ٦٠-٦٤)

"বলো, কে সৃষ্টি করেছেন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং কে আকাশ থেকে বর্ষণ করেন পানি ? অতপর সেই পানি দিয়ে আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি, তার কোন একটি বৃক্ষ উৎপন্ন করার শক্তিই তোমাদের নেই। এবার বলো, আল্লাহ্‌র সাথে আর কোন ইলাহ আছে কি ? বরং তারা সত্য থেকে বিচ্যুত সম্প্রদায়। বলো তো কে পৃথিবীকে বাস উপযোগী করেছেন এবং তার মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং তাঁকে স্থির রাখার জন্য পর্বত স্থাপন করেছেন আর দুই সমুদ্রের মাঝখানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছেন ? আল্লাহ্‌র সাথে আর কোন ইলাহ আছে কি ? অবশ্য তাদের অধিকাংশই জানে না। বলো তো কে অসহায়ের ডাকে সাড়া দেন—যখন সে ডাকে—এবং কষ্ট দূর করে দেন, আর তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন ? এবার দেখ, আল্লাহ্‌র সাথে আর কোন ইলাহ অংশীদার আছে কি ? তোমরা খুব সামান্যই সে কথা মনে করো। এবার বলো তো কে তোমাদেরকে জলে ও স্থলে অন্ধকারে পথ দেখান এবং তাঁর অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাস পাঠান ? আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কেউ অংশীদার আছে কি ? তারা যাদেরকে শরীক করে তা থেকে আল্লাহ্ অনেক উর্ধে। বলো, প্রথমবার কে সৃষ্টি করেন এবং তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন ? কে তোমাদেরকে আকাশ ও মাটি থেকে রিযিক দান করেন ? তাহলে তোমরা বলো আল্লাহ্‌র সাথে আর কোন ইলাহ্ আছে কি ? তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমরা তোমাদের প্রমাণ পেশ করো।"–(সূরা আন নামল ঃ ৬০-৬৪)

জমিন ও আসমান এবং তার প্রতিটি সৃষ্টির প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণই তাওহীদের জীবন্ত সাক্ষ্য। তারা তাদের ভাষায় ডেকে ডেকে বলছে, তামাম জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ এক। তাঁর যাত, সিফাত, অধিকার, ক্ষমতা ইত্যাদি কোন কিছুতেই আর কোন শরীক নেই।

[১.১২] তাওহীদের দাবী

আল্লাহ্‌র সাথেই ভালোবাসা রাখা

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ط (البقرة : ١٦٥)

"এমন লোকও আছে যারা অন্যকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ মনে করে। এবং তাদেরকে তেমনি ভালোবাসে যেমনি ভালোবাসা উচিত আল্লাহ্‌কে। কিন্তু যারা ঈমানদার আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের ভালোবাসা ওদের চেয়ে অনেক বেশী।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৬৫)

তাওহীদের দাবী হচ্ছে সবার সন্তুষ্টির ওপর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়া। সবকিছুর ভালোবাসার ওপর আল্লাহ্‌র ভালোবাসাকে প্রাধান্য দেয়া। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভালোবাসার জন্য প্রয়োজনে প্রিয় সবকিছুকে পরিত্যাগ করা।

শুধু আল্লাহ্‌রই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা

وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ○(البقرة : ١٧٢)

"আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, যদি তোমরা তাঁর ইবাদাত করে থাকো।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৭২)

একমাত্র তারই ইবাদাত করা

اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا ط اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَايَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ط اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○(العنكبوت : ١٧)

"তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে কেবল (মূর্তি আর) প্রতিমারই পূজা করছো এবং মিথ্যে উদ্ভাবন করছো। তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের ইবাদাত করছো, তারা তোমাদের রিযিকের মালিক নয়। কাজেই আল্লাহ্‌র কাছে রিযিক সন্ধান করো, তাঁর ইবাদাত করো এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। তার কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে।"(সূরা আনকাবুত ঃ ১৭)

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ○ وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ○(بنى اسرائيل : ٢٢-٢٣)

"আল্লাহ্‌র সাথে আর কোন উপাস্যকে গ্রহণ করো না। তাহলে তুমি নিন্দিত ও অসহায় হয়ে পড়বে। তোমার প্রভুর নির্দেশ, তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদাত করো না।"–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২২-২৩)

শুধু আল্লাহ্‌কেই সিজদা করা

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ط لَاتَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ○ (حم سجده : ٣٧)

"তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে দিন, রাত, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও না, আল্লাহ্‌কে সিজদা করো। যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন। যদি তোমরা নিষ্ঠার সাথে তাঁরই ইবাদাত করো।"

–(সূরা হা-মীম আস সিজদা ঃ ৩৭)

নামায কায়েম করা

وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى○ اِنَّنِىْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ○(طه : ١٣-١٥)

"আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে, তা শোনতে থাকো। আমিই আল্লাহ্, আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। অতএব আমার ইবাদাত করো এবং আমার স্মরণে নামায কায়েম করো।"

–(সূরা ত্বা-হা ঃ ১৩-১৪)

একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র বাধ্যগত থাকা

فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا ط وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ○ (الحج : ٣٤)

"তোমাদের ইলাহ্ তো একমাত্র আল্লাহ্ সুতরাং তাঁরই আজ্ঞাধীন থাকো এবং বিনয়ীগণকে সুসংবাদ দাও।"–(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৩৪)

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِىْٓ اِلَى الْحَقِّ ط قُلِ اللّٰهُ يَهْدِىْ لِلْحَقِّ ط اَفَمَنْ يَّهْدِىْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّىْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى ج فَمَا لَكُمْ قف كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ○(يونس : ٣٥)

"জিজ্ঞেস করো, তোমরা যাদেরকে শরীক মনে করো তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি—যে সত্য সঠিক পথ প্রদর্শন করবে ? বলো, আল্লাহ্‌ই সঠিক সরল পথ প্রদর্শন করেন। সুতরাং যে সঠিক পথ দেখাবে, উচিত তার কথা মানা কিংবা যে লোক পথ খুঁজে পায় না তাকে পথ দেখানো। তাহলে তোমাদের কি হলো, কেমন তোমাদের ফায়সালা ?"

শুধু আল্লাহ্‌কেই ভয় করা

وَقَالَ اللّٰهُ لَاتَتَّخِذُوْا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ج اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنَ ○

وَلَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ط اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ○

"আল্লাহ্ বলেন ঃ তোমরা দুই উপাস্যকে গ্রহণ করো না উপাস্যতো মাত্র একজন। অতএব আমাকেই ভয় করো। যাকিছু আকাশ ও পৃথিবীতে আছে সবকিছু তাঁরই ইবাদাত করবে এটিই শাশ্বত বিধান। অতএব, তোমরা কি আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে ?"

–(সূরা আন নাহল ঃ ৫১-৫২)

وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا অর্থাৎ তাবৎ সৃষ্টি তার প্রকৃতগত বিধানের ওপরই চলমান। দ্বিতীয় কোন ইলাহ্‌র প্রভাব সেখানে চলে না। কাজেই অন্যকে ভয় করার আর কি কারণ থাকতে পারে ?

سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○ يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ

يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اَنْ اَنْذِرُوْٓا اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ○ (النحل : ١-٢)

"তারা যেসব শরীক সাব্যস্ত করছে সেসব থেকে তিনি পবিত্র ও বহু উর্ধে। তিনি স্বীয় নির্দেশে বান্দাদের মধ্যে যার কাছে ইচ্ছে, নির্দেশসহ ফেরেশতাদেরকে এই মর্মে নাযিল করেন যে, তাদেরকে সতর্ক করে দাও, আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। অতএব আমাকেই তোমরা ভয় করো।"–(সূরা আন নাহল ঃ ১-২)

আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য চাওয়া

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○ (الفاتحة : ٤)

"আমরা একমাত্র তোমার ইবাদাত করি এবং কেবলমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য চাই।"–(সূরা আল ফাতিহা ঃ ৪)

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে চলতে এবং আল্লাহ্‌র পথে অটল থাকতে হলে তাঁর সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন। শুধু আল্লাহ্‌র পথে চলা কেন জীবনের যে কোন সমস্যায় আল্লাহ্‌র নিকট-ই ধরণা দিতে হবে।

আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ সাহায্যকারী নেই

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ج وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهٖ ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○ (ال عمران : ١٦٠)

"যদি আল্লাহ্ তোমাদের সহায়তা করেন। তবে কেউ তোমাদের ওপর বিজয়ী হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে এমন কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে ? আল্লাহ্র ওপরই মুসলমানদের ভরসা করা উচিত।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬০)

শুধু আল্লাহ্র ওপর-ই ভরসা রাখা

وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ○ فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ج رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

"মূসা বললো ঃ হে আমার জাতি, তোমরা যদি আল্লাহ্র ওপর ঈমান এনে থাকো, তবে তারই ওপর ভরসা করো যদি তোমরা অনুগত হও। তখন তারা বললো, আমরা আল্লাহ্র ওপর ভরসা করেছি। হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদের ওপর এ যালেম কওমের শক্তি পরীক্ষা করো না।"–(সূরা ইউনুস ঃ ৮৪-৮৫)

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ صلى لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ○ (التوبة : ١٢٩)

"এ সত্ত্বেও যদি তারা বিমুখ হয়ে থাকে, তবে বলে দাও—আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। আমি কেবল মাত্র তাঁরই ভরসা করি. তিনি মহান আরশের অধিপতি।"

–(সূরা আত তাওবা ঃ ১২৯)

মু'মিনের জন্য আল্লাহ্র আশ্রয়-ই যথেষ্ট

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ط قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖٓ اَوْ اَرَادَنِىْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ط قُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ ط عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ○ (الزمر : ٣٨)

"যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, আসমান জমিন কে সৃষ্টি করেছে ? তারা অবশ্যই বলবে—আল্লাহ্। বলো, তোমরা ভেবে দেখেছো কি, যদি আল্লাহ্ আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছে করেন, তবে তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে ডাকো, তারা কি সেই অনিষ্ট দূর করতে পারবে ? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছে করলে তারা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে ? বলো, আমার পক্ষে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁর ওপরই নির্ভর করে।"–(সূরা আয যুমার ঃ ৩৮)

শুধু আল্লাহ্র আইনের অনুসরণ করা

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ○(الاعراف : ٣)

"তোমরা অনুসরণ করো, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্য বন্ধুদের অনুসরণ করো না। তোমরা অল্প সংখ্যকই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।"–(সূরা আ'রাফ ঃ ৩)

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ج وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

"তারা তাদের পুরোহিত ও সংসার বিরাগীদেরকে তাদের পালনকর্তা রূপে গ্রহণ করেছে, আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে। মারইয়াম তনয় ঈসাকেও মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে। অথচ তাদেরকে একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদাতের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তারা যে সমস্ত জিনিসকে শরীক করে তা থেকে তিনি পবিত্র।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ৩১)

হযরত আদী ইবন হাতিম (রা) যখন খৃষ্টান ধর্ম থেকে তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তিনি রাসূল (সা)-এর নিকট প্রশ্ন করেছিলেন, ওলামা-মাশায়েখকে মাবুদ বানানোর তাৎপর্য কি ? রাসূলে আকরাম (সা) বললেন ঃ 'তারা যেসব বস্তু তোমাদের জন্য হারাম ঘোষণা করে তা তোমরা হারাম মনে করো এবং যা হালাল বলে তাকে তোমরা হালাল জানো। ব্যস ! তাদেরকে মাবুদ মনে করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।' এ থেকে বুঝা যায় যে হালাল হারামের বিধান দেবার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্র।

আল্লাহ্র কাছে হিদায়াত চাওয়া

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (الفاتحة : ٥)

"হে আল্লাহ ! আমাদেরকে সরল-সোজা পথ দেখাও।"

অর্থাৎ সরল পথের সন্ধান দাও এবং সে পথে প্রতিষ্ঠিত রাখো।

হিদায়াতের মালিক আল্লাহ্

اِنَّكَ لَاتَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ○

"তুমি যাকে চাও হিদায়াত করতে পারো না। কেননা আল্লাহ্ যাকে চান তাকেই হিদায়াত করে থাকেন। তিনি জানেন কে হিদায়াত গ্রহণ করবেন।"–(সূরা আল কাসাস ঃ ৫৬)

হিদায়াত আল্লাহ্র হাতে। আল্লাহ্ মানুষের মনের খবর জানেন। তিনি তাকেই হিদায়াত দান করেন যে হিদায়াতের জন্য প্রচেষ্টা করে।

পুরোপুরিভাবে আল্লাহ্র বান্দা হওয়া

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ لَاشَرِيْكَ لَهٗ ج

وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ○ (الانعام : ١٦٢-١٦٣)

"বলো, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মরণ বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্র-ই জন্য। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি তা-ই আদিষ্ট হয়েছি। সর্বপ্রথম আমি অনুগত হলাম।"–(আনআম ঃ ১৬২-১৬৩)

'নুসুক' শব্দের এক অর্থ হচ্ছে—কুরবানী (Sacrifice)। যাবতীয় ইবাদাত অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তাওহীদের দাবী হচ্ছে—মানুষের নামায এবং যাবতীয় ইবাদাত, ত্যাগ ও কুরবানী আমৃত্যু আল্লাহ্র জন্যই উৎসর্গীকৃত থাকবে। অন্য কথায় পুরো জীবনটাই একমাত্র আল্লাহ্র দাসত্বে কাটাতে হবে।

[১.১৩] শির্ক

তাওহীদ কি ? এর পরিপূর্ণ উত্তর পাবার জন্য জানা প্রয়োজন, তাওহীদ কি নয় ? তাওহীদের বিপরীত হচ্ছে শির্ক। তাওহীদের তাৎপর্য পুরোপুরি অনুধাবন করতে হলে শির্কের রূপ ও প্রকৃতি আমাদেরকে ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

শির্কের কোন ভিত্তি নেই

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ ط قُلْ سَمُّوْهُمْ ط اَمْ تُنَبِّئُوْنَهٗ بِمَا لَايَعْلَمُ فِى الْاَرْضِ اَمْ

بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ط (الرعد : ٣٣)

"তারা আল্লাহ্‌র অংশীদার সাব্যস্ত করে। জিজ্ঞেস করো, তোমরা নাম বলো অথবা খবর দাও, পৃথিবীর এমন কিছু জিনিস সম্পর্কে যা তিনি জানেন না। না হয় তোমরা বেহুদা কথাবার্তা বলছো।"–(আর রা'দ ঃ ৩৩)

অর্থাৎ শির্‌ক হচ্ছে এমন একটি মনগড়া কথা যার কোন ভিত্তি নেই।

শির্‌কের ভিত্তি মনের কল্পনার ওপর

اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ ط وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَآءَ ط اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ○ يونس :٢٢)

"জেনে রাখো, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র। আর এরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদের পেছনে পড়ে আছে—যাদেরকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করছে—তা তাদের উদ্ভট ধারণা কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তুত এরা কল্পনাবিলাসী।"–(সূরা ইউনুস ঃ ৬৬)

শিরক হচ্ছে অন্ধ অনুকরণের ফসল

فَلَا تَكُ فِىْ مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰٓؤُلَآءِ ط مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ ط(هود : ١٠٩)

"তারা যে সবের উপাসনা ও আরাধনা করে তুমি সে ব্যাপারে কোন ধোঁকায় পড়ো না। তাদের বাপ-দাদারা যেমন ইতোপূর্বে পূজা উপাসনা করতো, এরাও ঠিক তাই করছে।"–(সূরা হুদ ঃ ১০৯)

অর্থাৎ তারা তাওহীদকে অবজ্ঞা করে শির্‌কের মধ্যে অনড় হয়ে পড়ে আছে তাতে যেন তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে না পড়ো। আসলে তার কোন ভিত্তি নেই। সেগুলো কোন চিন্তা-গবেষণার ফসল নয়। শুধু বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণ মাত্র।

শির্‌কের পক্ষে কোন দলিল-প্রমাণ নেই

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ (المؤمنون : ١١٧)

"যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকে ইলাহ মনে করে তাদের কাছে কোন দলিল-প্রমাণ নেই।"–(সূরা আল মু'মিনুন ঃ ১১৭)

يٰصَاحِبَىِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ○ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِلَّآ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ

سُلْطٰنٍ ۚ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۚ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ۚ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○ (يوسف : ٣٩-٤٠)

"হে কারাগারের সাথীরা ! পৃথক পৃথক অনেক দেবতা ভালো, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্ ? তোমরা আল্লাহ্কে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদাত করো। যেগুলো তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছো। এদের পক্ষে আল্লাহ্ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো আইন বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁর ছাড়া আর কারো ইবাদাত করো না, এটিই সরল সোজা পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।"–(সূরা ইউসুফ ঃ ৩৯-৪০)

শিরক মিথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا ○ (النساء : ٤٨)

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করলো, সে যেন বড়ো অপবাদ আরোপ করলো।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৪৮)

এটি আল্লাহ্র ওপর এমন একটি অপবাদ যার পক্ষে আসমানী কোন সনদ নেই কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিক কোন দলিলও নেই।

শিরক হচ্ছে বড়ো যুলুম

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۚ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ○ (لقمن : ١٣)

"যখন লোকমান উপদেশ হিসেবে তার পুত্রকে বললো ঃ হে বেটা ! আল্লাহ্র সাথে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক হচ্ছে বড়ো যুলুম।"
–(সূরা লুকমান ঃ ১৩)

যুল্ম হচ্ছে বে-ইনসাফী করা, কারো অধিকার ক্ষুণ্ন করা, কোন বস্তুকে সঠিক স্থানে না রেখে অন্যস্থানে প্রতিস্থাপন করা। শিরক সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যাবে তা সত্যি-ই বড়ো যুল্ম। কারণ স্রষ্টা, প্রতিপালক ও মহা-পরাক্রমশালী আল্লাহ্র সাথে এমন সব ব্যক্তি বা বস্তুকে সমকক্ষ মনে করা যারা অত্যন্ত দুর্বল ও পরমুখাপেক্ষী। যাদেরকে স্বয়ং তিনিই সৃষ্টি করেছেন এবং জীবন মৃত্যুর ব্যাপারে তারা তাঁর মুখাপেক্ষী। তাছাড়া মানুষ সৃষ্টির সেরা হয়ে তার চেয়েও নগণ্য এক সৃষ্টির কাছে মাথা নুইয়ে দেয়া, বিনয় প্রকাশ করা, তার

কাছে সাহায্য-সহযোগিতা চাওয়া কতো বড়ো নির্বুদ্ধিতা ও যুলুম, একটু চিন্তা করলেই স্পষ্ট হয়ে যায়।

ইহ্সানের বিনিময়ে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের নাম শিরক

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ط

"যখন মানুষকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে তখন সে একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্কে ডাকে, অতপর তিনি যখন তাকে নিয়ামত দান করেন তখন সে কষ্টের কথা ভুলে যায়—যার জন্য পূর্বে ডেকেছিলো। আল্লাহ্র সমকক্ষ স্থির করে যাতে অপরকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিভ্রান্ত করতে পারে।"

–(সূরা আয যুমার ঃ ৮)

শিরকের জেন্দেগী লাঞ্ছিত জেন্দেগী

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ۝ (الحج : ٣١)

"যে আল্লাহ্র সাথে শরীক করলো সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়লো। অতপর মৃতভোজী কোন পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো কিংবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করলো।"

আকাশ বলতে প্রকৃতির বিস্তৃতিকে বুঝানো হয়েছে। মানব প্রকৃতির সর্বোচ্চ শিখর হচ্ছে তাওহীদের পূর্ণ ধারণা মুতাবিক চলার প্রচেষ্টা। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছে শির নত না করা। কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি মহিয়ান-গরিয়ান আল্লাহ্কে ছেড়ে এমনকি তার নিজের চেয়েও নগণ্য ও নিকৃষ্ট কোন সৃষ্টির প্রতি মাথা নত করে দেয় তখন সে একটি জীবন্ত লাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। শয়তান তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গিয়ে অধঃপতনের গভীর খাদে নিক্ষেপ করে। এ উদাহরণটিতে কয়েকটি চিন্তার বিষয় আছে। যেমন—

(১) পাখী জীবিত কোন মানুষের ওপর পতিত হয় না, তা মৃত লাশের ওপরই পতিত হয়। যারা তাওহীদের শিখর থেকে স্খলিত হয় তারা মূলত প্রাণশক্তিহীন একটি লাশ মাত্র।

(২) তাওহীদ হচ্ছে মর্যাদার উচ্চ শিখর এবং শিরক হচ্ছে অধঃপতনের অতল গহ্বর।

(৩) যে তাওহীদকে পরিত্যাগ করে সে ঘৃণিত। তার কোন বন্ধু কিংবা সাহায্যকারী নেই। সে সীমাহীন মরুভূমিতে পতিত পরিত্যক্ত লাশ, যা একদল মৃতভোজী পাখী ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে খেয়ে ফেলে কিংবা মরু সাইমুম তা উড়িয়ে নিয়ে কোন অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে।

মুশরিকরা শিকড়হীন

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ نِ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ○ (ابراهيم : ٢٦)

"এবং নোংরা বাক্যের উদাহরণ হলো নোংরা বৃক্ষ। একে মাটির ওপর থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে। এর কোন স্থিতি নেই।"–(ইবরাহীম ঃ ২৬)

'নোংরা বাক্য' কথাটি 'পবিত্র বাক্য' কথার বিপরীত শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র বাক্য বলতে তাওহীদকে বুঝানো হয়েছে এবং নোংরা বাক্য বলতে শির্ককে বুঝানো হয়েছে।

মুশরিকদের অবলম্বন খুবই দুর্বল

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ج اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ط وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ م لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

"যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করে তাদের উপমা মাকড়সা। সে ঘর বানায়। কিন্তু সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো অধিক দুর্বল। যদি তারা জানতো!"–(সূরা আল আনকাবুত ঃ ৪১)

يٰاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ط اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ط وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ط ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ○ (الحج : ٧٣)

"হে লোক সকল ! একটি উপমা বর্ণনা করছি, শোন—তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের পূজা করো, তারা কখনো একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদি তারা সকলে মিলে চেষ্টা করে তবু নয়। এমনকি মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয় তবে তারা তা উদ্ধার করতেও সক্ষম নয়। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয় উভয়ই শক্তিহীন।"
–(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৭৩)

যে সত্তা সামান্য একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারে না। মাছি সৃষ্টি করাতো দূরে থাক যদি মাছি কিছু ছিনিয়ে নেয় তবে তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতেও অক্ষম, এমন সত্তাকে আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা, আমাদের প্রতিপালক, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র সমকক্ষ মনে করা কি বুদ্ধিমানের কাজ ? এমন নির্বোধদের জন্য আফসোস ছাড়া আর কি-ইবা করার আছে ?

আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছে কোন ক্ষমতা নেই

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ط هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِنْ شَىْءٍ ط سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○ (الرم : ٤٠)

"আল্লাহ্‌ই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, রিযিক দিচ্ছেন, এরপর তোমাদেরকে মৃত্যু দেবেন এবং পুনরায় জীবিত করে ওঠাবেন। তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসব কাজের মধ্যে কোন একটি করতে পারবে ? তারা যা শরীক করে তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র ও মহান।"–(সূরা আর রূম ঃ ৪০)

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ط اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ ○

"তুমি জিজ্ঞেস করো, বলো তো দেখি যদি আল্লাহ্ তোমাদের কান ও চোখ নিয়ে যান এবং তোমাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেন, তবে আল্লাহ্ ছাড়া এমন উপাস্য আছে কি, যে এগুলো এনে দেবে ? দেখো আমি কিভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিদর্শন বর্ণনা করি, তথাপি তারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।"–(সূরা আল আনআম ঃ ৪৬)

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَّعِيْنٍ ○ (الملك : ٣٠)

"বলো, তোমরা ভেবে দেখেছো কি, যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভের গভীরে চলে যায়, তবে কে তোমাদেরকে সরবরাহ করবে পানির স্রোতধারা ?"

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ ط (الملك : ٢١)

"তিনি রিযিক বন্ধ করে দিলে, কে আছে যে তোমাদেরকে রিযিক দেবে ?"

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَاءٍ ط اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ○ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ

عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ط اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ○ (القصص : ٧١-٧٢)

"বলো, ভেবে দেখো তো, আল্লাহ্ যদি রাতকে কিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘ করে দেন তবে আল্লাহ্ ছাড়া এমন কোন ইলাহ আছে কি, যে তোমাদেরকে আলো দান করবে ? তবু কি তোমরা কর্ণপাত করবে না ? আর আল্লাহ্ যদি দিনকে কিয়ামত পর্যন্ত বর্ধিত করে দেন তবে আর কে আছে যে তোমাদের বিশ্রামের জন্য রাতকে নিয়ে আসতে পারে ? তোমরা কি অনুধাবন করবে না ?"–(সূরা আল কাসাস ঃ ৭১-৭২)

বস্তুত আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জীবন মৃত্যুর মালিক যেমন নেই, তেমনিভাবে জীবনের কোন উপায়-উপকরণ সরবরাহকারীও আর কেউ নেই। আল্লাহ্ স্রষ্টা। আর সকল কিছুই তাঁর সৃষ্টি। অতএব স্রষ্টা ও সৃষ্টির কোন তুলনা হতে পারে না।

আল্লাহ্র কোন উপমা নেই

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ج (الشورى : ١١)

"কোন কিছুই তাঁর মতো নেই।"–(সূরা আশ শূরা ঃ ১১)

অর্থাৎ পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই যার সাথে আল্লাহ্র তুলনা চলে কিংবা যার আকার-আকৃতির সাথে আল্লাহ্র উপমা দেয়া যেতে পারে। তাঁর সত্তা ও গুণাবলীতে যেমন কেউ অংশীদার নেই তেমনিভাবে তাঁর কাজের সাথেও কেউ শরীক নেই। তাঁর অধিকারের প্রশ্নেও অন্য কারো বিন্দুমাত্র অংশ নেই। প্রতিটি দিকেই তিনি অনুপম।

শির্কের পার্থিব শাস্তি

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ○ (الاعراف : ١٥٢)

"অবশ্য যারা বাছুরকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, তাদের ওপর পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে পার্থিব জীবনেই গযব ও লাঞ্ছনা এসে পড়বে। এমনি করেই আমি অপবাদকারীদের শাস্তি দিয়ে থাকি।"

–(সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৫২)

শিরকের পরকালিন পরিণতি

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ط قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ○ (ابراهيم : ٣٠)

"তারা যাদেরকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ বানিয়েছে, তারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে তাদেরকে বিচ্যুত করে দেয়। বলো—মজা লুটে নাও, পরিণতিতে আগুনের দিকেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।"–(সূরা ইবরাহীম ঃ ৩০)

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ط اَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ

"তোমরা এবং আল্লাহ্ ছাড়া যাদের উপাসনা করো তারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। তোমরা সবাই সেখানে প্রবেশ করবে।"

–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৯৮)

মুশরিকদের জন্য জান্নাত হারাম

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ ط اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ط وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ○ (المائدة : ٧٢)

"তারা কাফির, যারা বলে মরিয়ম তনয় মসীহ্-ই আল্লাহ্। অথচ মসীহ্ বলেন, হে বনী ইসরাঈল ! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত করো, যিনি আমার পালনকর্তা এবং তোমাদের পালনকর্তা। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।"

–(সূরা আল মায়িদা ঃ ৭২)

শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ج وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا ○ (النساء : ٤٨)

"নিসন্দেহে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন না, যে তাঁর সাথে শরীক করে। এছাড়া আর সমস্ত গুনাহ্-ই আল্লাহ্ মাফ করে দেন, যাকে ইচ্ছে করেন। যে শিরক করলো সে যেন আল্লাহ্‌র ওপর শক্ত অপবাদ আরোপ করলো।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৪৮)

২. ফেরেশতা

ফেরেশতা সম্পর্কে অজ্ঞতা কিংবা সঠিক ধারণার অভাবেও শির্কের সূত্রপাত হতে পারে তাই আল কুরআনে ফেরেশতা সম্পর্কে সঠিক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। আর যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে সেভাবে বিশ্বাসস্থাপন করাটাই ঈমানের দাবী। উদ্দেশ্য ফেরেশতাকে কেন্দ্র করে তাওহীদের সাথে শির্কের যেন কোন মিশ্রণ ঘটতে না পারে।

আল্লাহর ক্ষমতায় ফেরেশতাদের কোন অংশীদারীত্ব নেই

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ط بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ۝ لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ۝ (الانبياء : ٢٦-٢٨)

"তারা বললো ঃ দয়াময় আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। অথচ এটি তাঁর জন্য শোভনীয় নয়, বরং তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা আগে বেড়ে কথা বলতে পারে না এবং তারা তাঁর আদেশেই কাজ করে। তাদের সামনে ও পেছনে যা আছে তা তিনি জানেন। তারা শুধু তাদের জন্য সুপারিশ করে যাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট। তারা সর্বদাই আল্লাহ্র ভয়ে ভীত।"–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ২৬-২৮)

তারা সর্বদা হাম্দ ও তাসবীহ বর্ণনায় নিয়োজিত

وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ۝ يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ۝ (الانبياء : ١٩-٢٠)

"আসমানে ও জমিনে যা আছে সবই তার সৃষ্টি। আর যারা তাঁর সান্নিধ্যে আছে তারা তাঁর ইবাদাতে অহংকার করে না এবং অলসতাও করে না। তারা রাতদিন তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে, কখনো ক্লান্ত হয় না।"–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১৯-২০)

অর্থাৎ যারা সৃষ্ট, রাতদিন তাঁর পবিত্রতা বর্ণনায় মশগুল তারা আল্লাহ্র সমকক্ষ হতে পারে কি করে?

তারা আল্লাহ্‌র দরবারে সিজদাবনত

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ○ (النحل : ٤٩)

"আল্লাহ্‌কে সিজদা করে যাকিছু নভোমণ্ডলে আছে এবং যা কিছু ভূমণ্ডলে আছে এবং ফেরেশতাগণ, তারা অহংকার করে না।"–(আন নাহল ঃ ৪৯)

তারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসরণ করে চলে

يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ○ (النحل : ٥٠)

"তারা তাদের ওপর পরাক্রমশালী পালনকর্তাকে ভয় করে এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তা তারা সম্পাদন করে।"–(সূরা আন নাহল ঃ ৫০)

অর্থাৎ তাদের কাজ হচ্ছে—যে নির্দেশ আসে হুবহু তা পালন করা। তারা নিজেদের ইচ্ছেমতো কোন কিছু করে না। তাছাড়া এ ক্ষমতাও তাদের নেই যে, আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশ থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেবে।

৩. *রিসালাত*

আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের নিকট নিজের ইচ্ছে বাসনা ও বিধি-বিধান পৌঁছানোর জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, কুরআনী পরিভাষায় তাকে 'রিসালাত' বলা হয়। আর রাসূল বলা হয় ঐ পবিত্র মানুষকে, যাকে স্বয়ং আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কাছে পয়গাম পৌঁছে দেবার দায়িত্বে নির্বাচিত ও নিয়োজিত করেন এবং তাঁকে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি প্রদান করেন।

আল্লাহ্‌র সত্তা, গুণাবলী, তাঁর হুকুম-আহকাম, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন, সেখানকার সুখ-দুঃখ ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানলাভের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে রাসূলগণ। রাসূলগণের ওপর আস্থা, তাঁদের প্রদর্শিত পথ ও হিদায়াত অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করাই হচ্ছে মুক্তি ও সফলতা অর্জনের প্রথম শর্ত।

রাসূলগণ প্রকৃত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী

يٰٓاَبَتِ اِنِّىْ قَدْ جَآءَنِىْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِىْٓ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ○ (مريم : ٤٣)

"আব্বাজন ! আমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তা আপনার কাছে আসেনি। সুতরাং আমার অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে সরল পথ দেখাবো।"

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বক্তব্য ছিলো—ওহীর মাধ্যমে যে বিশেষ জ্ঞান আমাকে প্রদান করা হয়েছে তা শুধু তাদের লাভ করাই সম্ভব যাদেরকে আল্লাহ্ পয়গাম্বর হিসেবে নির্বাচিত করেন। সাধারণ লোক সেই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী হতে পারে না। প্রকৃত সত্য ও সরল-সোজা পথ পেতে হলে আমার অনুসরণ করা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। আমি আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রত্যাদেশের মাধ্যমে যে রাস্তা আপনাকে বাতলে দেবো সেটিই হচ্ছে সরল-সোজা ও সুগম পথ, যে পথ মানুষের সৌভাগ্য বয়ে আনে।

রাসূলগণ আল্লাহ্র মুখপাত্র

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى ۝ (النجم : ٣-٤)

"সে প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলে না, এ হচ্ছে ওহী যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।"–(সূরা আন নাজম ঃ ৩-৪)

অর্থাৎ রাসূল মনগড়া কোন কথা বলেন না, যা কিছু বলেন তা আল্লাহ্র মুখপাত্র হিসেবেই বলে থাকেন। এগুলো তার ওপর ওহী হিসেবে অবতীর্ণ হয়।

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ۝ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۝ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ۝ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ۝ (الحاقة : ٤٤-٤٧)

"সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করতো, তবে আমি তার ডান হাত ধরে কণ্ঠনালী কেটে ফেলতাম। তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে না।"–(সূরা আল হাক্কাহ ঃ ৪৪-৪৭)

وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ط (الاعراف : ١٠٤-١٠٥)

"আর মূসা বললো ঃ হে ফিরআউন ! আমি বিশ্বপতির পক্ষ থেকে আগত রাসূল। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে সত্য এসেছে, তার ব্যতিক্রম কিছু আমি বলবো না।"–(সূরা আল আরাফ ঃ ১০৪-১০৫)

কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-কে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি লোকদেরকে বলেছো যে—'আমি ও আমার মাকে প্রভু মনে করো ?' তখন তিনি জবাব দেবেন ঃ

مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلاَّ مَآ اَمَرْتَنِىْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ ج

"আমি তো তাদেরকে কিছুই বলিনি, শুধু সে কথাই বলেছি যা আপনি বলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।"–(সূরা আল মায়িদা ঃ ১১৭)

রিসালাত আল্লাহ্ মনোনীত একটি পদ

اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلاً وَّمِنَ النَّاسِ ط (الحج : ٧٥)

"আল্লাহ্ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে রাসূল মনোনীত করেন।"

'ইয়াসত্বফা' শব্দের অর্থ হচ্ছে, অনেকগুলো জিনিসের মধ্য থেকে উত্তম জিনিসকে বেছে বের করা। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মধ্য থেকে সবচেয়ে উত্তম মানুষটিকে নবুওয়তের জন্য নির্বাচন করে থাকেন। এটি ঘটে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র ইচ্ছের ওপর, এতে মানুষের চেষ্টা প্রচেষ্টার কোন মূল্য নেই।

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ط (الانعام : ١٢٥)

"আল্লাহ্ এ বিষয়ে ভালোভাবেই অবগত আছেন, কোথায় স্বীয় পয়গাম পাঠাতে হবে।"–(সূরা আল আনআম ঃ ১২৪)

নবী-রাসূলগণ মানুষ ছিলেন

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلاَّ رِجَالاً نُّوْحِىْٓ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَتَعْلَمُوْنَ ○ (النحل : ٤٣)

"তোমার পূর্বে আমি ওহী দিয়ে মানুষকেই তাদের নিকট পাঠিয়েছিলাম। অতএব যদি তোমাদের জানা না থাকে তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখো।"–(সূরা আন নাহল ঃ ৪৩)

সত্যের বিরোধীগণ সর্বদা ঠুনকো এক অজুহাত পেশ করতো যে ঃ

مَا هٰذَآ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ج يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ○

"এতো তোমাদের মতোই একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা যা খাও সেও তাই খায়, তোমরা যা পান করো সেও তাই পান করে।"
–(সূরা আল মু'মিনুন ঃ ৩৩)

অথচ নবী-রাসূলগণ বার বার ঘোষণা করেছেন—তোমরা যেমন মানুষ আমি তদ্রূপ একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নই। পার্থক্য শুধু এটুকু—তোমাদের কাছে ওহী আসে না কিন্তু আমার কাছে ওহী আসে।

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ ط-(ابراهيم : ١١)

"তাদের রাসূল তাদেরকে বললো ঃ আমরাও তোমাদের মতো মানুষ, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার ওপর ইচ্ছে অনুগ্রহ করেন।"

রাসূলগণ ছিলেন তাঁদের দাওয়াতের মডেল

وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰكُمْ عَنْهُ ط (هود : ٨٨)

"আমি চাই না যে, তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করি আমি নিজেই তাতে লিপ্ত হয়ে যাই।"-(সূরা হুদ ঃ ৮৮)

অর্থাৎ আমার সত্যবাদিতার বড়ো প্রমাণ—আমি যা কিছু তোমাদেরকে বলি তা আমি নিজেও করি। আর এটি তো সর্বজন সিদ্ধ কথা যে, মানুষ অপরের কল্যাণ কামনা করুক কিংবা না করুক নিজের কল্যাণের জন্য সে ওঠে-ও পড়ে লেগে যায়।

قُلْ اِنَّمَآ اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ مِنْ رَّبِّىْ ج (الاعراف : ٢٠٣)

"তুমি বলে দাও, আমার রবের পক্ষ থেকে যে ওহী হয় আমি তো সেই নির্দেশ মোতাবেক চলি।"-(সূরা আল আ'রাফ ঃ ২০৩)

মানুষকে রাসূল বানানোর হিকমত

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ○

"আমি তোমার কাছে স্মরণিকা অবতীর্ণ করেছি, যাতে লোকদের সামনে ঐসব বিষয় বর্ণনা করতে পারো, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। যেন তারা চিন্তা-ভাবনা করতে পারে।"-(সূরা আন নাহল ঃ ৪৪)

আসমানী হিদায়াত রাসূলদের মাধ্যমে পাঠানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে—আল্লাহ্র পুরো পরিচয় ও বিধান উম্মতের নিকট উপস্থাপন করা। যেন তারা এ ব্যাপারে আর কোন ওজর আপত্তি পেশ করার সুযোগ না পায়। রাসূলগণ শুধু মৌখিকভাবে বলেই ক্ষান্ত হননি বরং বাস্তব জীবনে তার প্রতিফলন ঘটিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন।

প্রত্যেক উম্মতের জন্যই রাসূল এসেছেন

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ج (يونس : ٤٧)

"প্রত্যেক উম্মতের জন্যই রাসূল পাঠানো হয়েছে।"

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ○(الرعد : ٧)

"এবং প্রত্যেক জাতির জন্য পথপ্রদর্শক নিয়োগ করা হয়েছে।"

সমস্ত আম্বিয়ায়েকিরাম একই দলভুক্ত

اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ز وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ○(الانبياء : ٩٢)

"তারা সকলেই তোমাদের দলভুক্ত। তারা একই দীনে বিশ্বাসী। আর আমি তোমাদের প্রতিপালক সুতরাং তোমরা আমার ইবাদাত করো।"

–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৯২)

কতিপয় রাসূলের কাহিনী বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা)-কে বলছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই তোমার দলভুক্ত এবং একই দীনের অনুসারী ছিলেন।

সকল নবী একই দাওয়াত নিয়ে এসেছেন

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ج

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদাত করো এবং তাগুত থেকে বেঁচে থাকো।"

–(সূরা আন নাহল ঃ ৩৬)

অর্থাৎ প্রত্যেক নবীই তাওহীদের পয়গাম নিয়ে এসেছিলেন।

সকল আম্বিয়ায়েকিরামের প্রতি ঈমান আনতে হবে

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ط لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ز وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○(البقرة : ١٣٦)

"তোমরা বলো, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্র প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁর বংশধরদের প্রতি এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীকে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে সেগুলোর প্রতি। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই অনুগত।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৩৬)

নবীদের মধ্যে পার্থক্য করা কুফরী

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝

"যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে তদুপরি আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায় এবং বলে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি আর কততকে অবিশ্বাস করি কিংবা এর মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায় তারাই প্রকৃত কাফির। আর যারা কাফির তাদের জন্য অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১৫০-১৫১)

একজন নবীকে অস্বীকার করা মানে সকল নবীকে অস্বীকার করা

وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ۭ

"নূহের সম্প্রদায় যখন রাসূলদের প্রতি মিথ্যারোপ করলো, তখন আমি তাদেরকে ডুবিয়ে মারলাম এবং সমস্ত মানুষের জন্য নিদর্শন বানিয়ে দিলাম।"–(সূরা আল ফুরকান ঃ ৩৭)

'নূহের সম্প্রদায় যখন রাসূলদের প্রতি মিথ্যারোপ করলো' কুরআনের এ বাণীটি রিসালাত সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। নূহ (আ)-এর সম্প্রদায় শুধু নূহ (আ)-কেই অস্বীকার করেছে অন্য নবীদেরকে অস্বীকার করার কোন সুযোগই তাদের হয়নি। কিন্তু কুরআন তাদেরকে সকল নবীর অস্বীকারকারী বলে অভিহিত করেছে। কেননা সকল নবী একই দাওয়াত নিয়ে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছিলেন, তাই একজনের দাওয়াতকে অস্বীকার করা মানে সকল নবীকেই অস্বীকার করা।

নবী-রাসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۭ (البقرة : ٢١٣)

"সকল মানুষ একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নবী পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসেবে। আর তাদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যেন মানুষের মধ্যে বিতর্কিত বিষয়ের মীমাংসা করা যায়।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২১৩)

সমস্ত মানুষ লক্ষ্য উদ্দেশ্যের দিক থেকে একই দলভুক্ত। সবাই এক আল্লাহ্‌র বান্দা এবং আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-এর সন্তান। প্রথম মানব মানবীকে আল্লাহ্ দুনিয়ায় পাঠিয়ে যে হিদায়াত ও নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই একই হিদায়াত ও নির্দেশ দিয়ে যুগে যুগে নবী-রাসূলকে পাঠিয়েছেন। মানুষ যখন স্রষ্টা সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েছে এবং পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত হয়েছে তখন আল্লাহ্ তাদের মধ্যে কিতাব অনুযায়ী সঠিক ফায়সালা করে দেয়ার জন্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। প্রত্যেক নবী-রাসূলের উদ্দেশ্য ছিলো পৃথিবীর তাবৎ মানুষ যেনো একই পথের পথিক হয়ে যায় এবং পরিচিত হয় একই উম্মত বলে।

الٓرٰ قف كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝ (ابراهيم : ١)

"আলিফ-লাম-রা। এটি একটি কিতাব, আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। যেন মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসতে পারো, প্রবল পরাক্রান্ত সপ্রশংসিত পালনকর্তার নির্দেশে তাঁরই পথের দিকে।"

নবী-রাসূল পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য ছিলো—তাঁরা লোকদেরকে অন্ধকার তথা পাপ-পংকিলতা থেকে আলোয় নিয়ে আসবেন। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসা এ আলো [নূর] সর্বদা একই রূপের। সে জন্য কুরআন একে আলো [নূর] না বলে একমাত্র আলো [আন নূর] বলেছে। যখন মানুষ এ আলোর পথটি হারিয়ে ফেলে কিংবা চিনতে ব্যর্থ হয় তখন সে অন্ধকারের আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকে।

নবীর ওপর ঈমান আনার উদ্দেশ্য

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط (النساء : ٦٤)

"আমি এজন্যই রাসূল পাঠিয়েছি, যেন আল্লাহ্‌র নির্দেশ মুতাবিক তাদের আনুগত্য করা হয়।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৬৪)

রাসূলকে তো এজন্যই পাঠানো হয় যে, তার আনুগত্য করা হবে। রাসূলের ওপর ঈমান আনার অর্থ এই নয় যে, শুধু মৌখিক স্বীকৃতির মধ্যেই সে ঈমান সীমাবদ্ধ থাকবে। বরং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই রাসূলের নির্দেশ ও পরামর্শ মোতাবিক অতিবাহিত করার নাম রাসূলের প্রতি ঈমান।

নবীর আনুগত্যই আল্লাহ্‌র আনুগত্য

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ج (النساء : ٨٠)

"যে রাসূলের আনুগত্য করলো, সে যেন আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করলো।"
–(সূরা আন নিসা ঃ ৮০)

নবীগণ তো শুধু আল্লাহ্‌র নির্দেশই মানুষের নিকট পৌঁছে থাকেন। তাই তাদের আনুগত্য করা প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা। তাদের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া মানে আল্লাহ্‌র নির্দেশকে অস্বীকার করা।

[৩.১] খতমে নবুওয়ত

রাসূলে আকরাম (সা) বলেছেন ঃ 'আমার পূর্বের সকল নবীকে তার সম্প্রদায়ের জন্য পাঠানো হয়েছে কিন্তু আমাকে পাঠানো হয়েছে সমস্ত মানুষের জন্য।' তিনি আরো বলেছেন ঃ 'আমাকে দিয়ে নবুওয়তের ইমারত পূর্ণ করা হয়েছে এবং রিসালাতের ধারাবাহিকতা আমার মাধ্যমেই পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে।'–(বুখারী ও মুসলিম)

শেষ নবী

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ط
وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ○ (الاحزاب : ٤٠)

"মুহাম্মাদ তোমাদের মতো কোন পুরুষের পিতা নন বরং তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল ও শেষ নবী। আল্লাহ্ সকল বিষয়ে জ্ঞাত।"–(সূরা আহযাব ঃ ৪০)

অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সা)-এর মাধ্যমে নবুওয়তের ধারাবাহিকতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। হুজুরে আকরাম (সা) নিজেই বলেছেন ঃ 'আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবী-রাসূলের উপমা হচ্ছে—কোন এক ব্যক্তি একটি বিল্ডিং নির্মাণ করলো, যা দেখতে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক কিন্তু সে বিল্ডিয়ের একটি ইটের জায়গা খালি পড়ে আছে। মানুষ ঘুরে-ফিরে সে বিল্ডিং দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ কিন্তু শূন্যস্থানটি দৃষ্টিগোচর হলেই বলে এখানকার ইটটি কোথায় ? আমিই সেই (নবুওয়তের বিল্ডিংয়ের) শূন্য ইট এবং আমিই সর্বশেষ নবী।

ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ প্রদান

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ط

"যখন মারইয়াম তনয় ঈসা বললো ঃ হে বনী ইসরাঈল ! আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল। আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী

এবং আমি এমন একজন রাসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ।"–(সূরা আস সফ ঃ ৬)

তাওরাতের সাক্ষ্য

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ز يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗ لا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ (الاعراف : ١٥٧)

"সেই সমস্ত লোক যারা আনুগত্য করে ঐ রাসূলের, যিনি নিরক্ষর নবী, যার সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে, তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন এবং নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ, আর তাদের ওপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দীত্ব অপসারণ করেন যা তাদের ওপর বিদ্যমান ছিলো। সুতরাং যেসব লোক তাঁর ওপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সেই নূরের অনুসরণ করেছে যা তাঁর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। শুধুমাত্র তারাই সফলতা অর্জন করেছে।"

শেষ নবীই হচ্ছেন বিশ্বনবী

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا نِ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ س فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

"বলে দাও, হে মানবমণ্ডলী ! তোমাদের সবার জন্য আমি আল্লাহ্ প্রেরিত রাসূল, যাঁর রাজত্ব সমস্ত আসমান জমিন ব্যাপী। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি বাঁচাতেও পারেন আবার মারতেও পারেন। সুতরাং তোমরা সবাই আল্লাহ্র ওপর ঈমান আনো এবং তাঁর প্রেরিত নিরক্ষর নবীর ওপর, যে বিশ্বাস রাখে আল্লাহ ও তাঁর ওপর, তোমরা তারই অনুসরণ করো। আশা করা যায় তোমরা সরল পথ পেয়ে যাবে।"

–(সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৫৮)

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُوْنَ○(السبا : ٢٨)

"আমি তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শন-কারী হিসেবে পাঠিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।"

নবী করীম (সা)-এর পূর্বে যে সমস্ত নবী-রাসূল এসেছিলেন তারা স্ব-স্ব জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তাদের শিক্ষা-দীক্ষাও সেই জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। নবীর তিরোধানের পর আবার তারা তাঁদের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়তো, কিংবা তা কালের গর্ভে হারিয়ে যেত, তখন পুনরায় নবী পাঠানোর প্রয়োজন হতো। সর্বশেষে তিনি সারা দুনিয়াবাসীর জন্য একজন রাসূল পাঠালেন এবং তাঁর মাধ্যমেই দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলেন। যা কিয়ামত পর্যন্ত বলবত থাকবে। কাজেই এখন যদি কোন ব্যক্তি হিদায়াত ও পরকালের মুক্তির অন্বেষণকারী হয় তবে এ দীন গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন বিকল্প তার সামনে নেই। এক কথায় পৃথিবীর সকল মানুষের মুক্তির পথ হচ্ছে ইসলাম। আর কোন নতুন নবী-রাসূলের আবির্ভাবের প্রয়োজন নেই।

নবী রহমতের প্রতিভূ

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ○(الانبياء : ١٠٧)

"আমি তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতের প্রতিভূ করে পাঠিয়েছি।"

بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ○(التوبة : ١٢٨)

"মু'মিনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়ালু।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ১২৮)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ س–(ال عمران : ١٥٩)

"আল্লাহর্ রহমতেই তুমি তাদের জন্য কোমল হৃদয়ের অধিকারী হয়েছো। যদি তুমি কঠিন ও রুঢ় স্বভাবের অধিকারী হতে তবে তারা তোমার নিকট থেকে দূরে সরে যেতো।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯)

উত্তম চরিত্রের অধিকারী

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ○(القلم : ٤)

"নিশ্চয় তোমাকে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী বানিয়েছি।"

উম্মতের দুঃখে ভারাক্রান্ত হৃদয়

لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ ○(التوبة : ١٢٨)

"তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল এসেছেন। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার কাছে দুঃসহ।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ১২৮)

লোকদেরকে ঈমানের পথে আনার জন্য পেরেশান

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْنَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ○

"তারা যদি এর ওপর ঈমান না আনে, তাহলে মনে হয় তুমি দুঃখ ও অনুতাপে জানটা বের করে দেবে।"–(সূরা আল কাহফ ঃ ৬)

রাসূলের রাত-দিন যে চিন্তা ও পেরেশানীতে অতিবাহিত হতো, তা হচ্ছে —'কখন সকল মানুষ ঈমান গ্রহণ করে মুক্তির পতাকাতলে সমবেত হবে ?'

[৩.২] দীনে রাসূলের মর্যাদা

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ق وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج (الحشر : ٧)

"রাসূল যা নির্দেশ দেয় তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো।"–(সূরা আল হাশর ঃ ৭)

দীনের ব্যাপারে রাসূল (সা) নির্দেশ দেবার অধিকার রাখেন। কাজেই তাঁর নির্দেশ মানা এবং নিষেধ শোনা প্রতিটি মু'মিনের জন্য অপরিহার্য।

উত্তম আদর্শ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ -(الاحزاب : ٢١)

"নিসন্দেহে আল্লাহ্‌র রাসূল হচ্ছেন তোমাদের অনুসরণ-অনুকরণের জন্য উত্তম আদর্শ।"–(সূরা আল আহযাব ঃ ২১)

রাসূলের আনুগত্য

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○(الحجرات : ١)

"মু'মিনগণ ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের চেয়ে আগে বেড়ে যেয়ো না, আল্লাহ্‌কে ভয় করো। অবশ্যই আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন এবং জানেন।"

'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের চেয়ে আগে বেড়ে যেয়ো না' অর্থ তোমরা জ্ঞান-প্রজ্ঞা কিংবা ইচ্ছে-বাসনায় তাঁর চেয়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করো না। বরং কল্যাণ হচ্ছে রাসূলের অনুসরণ করা। যে নির্দেশ দেন সন্তুষ্টিচিত্তে তা মেনে নেয়া। রাসূল (সা) নিজে বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্র শপথ ! তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের ইচ্ছে-বাসনা ও যাবতীয় তৎপরতাকে ঐ জিনিসের অধীন বানিয়ে না নেবে যা আমি নিয়ে এসেছি।'

অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ۝

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, কোন নির্দেশ শোনার পর মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।"

–(সূরা আল আনফাল ঃ ২০)

রাসূলের নির্দেশ না শোনা মুনাফিকী

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ۝ (النساء : ٦١)

"আর যখন তুমি তাদেরকে বলবে ঃ 'আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে এসো যা তিনি রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন'—তখন তুমি মুনাফিকদেরকে দেখবে, আস্তে করে পাশ কেটে সরে পড়ছে।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৬১)

রাসূলের অনুসরণ ঈমানের মাপকাঠি

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝ (النساء : ٦٥)

"তোমার পালনকর্তার শপথ ! সেই লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মেনে না নেবে, তাছাড়া তোমার মীমাংসার ব্যাপারে মনে কোন রকম সংকীর্ণতা থাকবে না, খুশী মনে তা কবুল করে নেবে।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৬৫)

রাসূলের অনুসরণ-ই আল্লাহ্র ভালোবাসা পাবার প্রথম শর্ত

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ (ال عمران : ٣١)

"বলো, তোমরা যদি আল্লাহ্‌র ভালোবাসা পেতে চাও তবে আমার অনুসরণ করো, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ্‌সমূহ মাফ করে দেবেন। কেননা আল্লাহ্ হচ্ছেন ক্ষমাশীল, দয়ালু।"
-(সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১)

রাসূলকে আদব ও সম্মান প্রদর্শন

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَاتَشْعُرُوْنَ ○ اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ط لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ○ اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَايَعْقِلُوْنَ ○ وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ (الحجرات : ٢-٥)

"মু'মিনগণ ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উঁচুস্বরে কথা বলো, তার সাথে সেরূপ উঁচুস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের আমল নষ্ট হয়ে যাবে, তোমরা টেরও পাবে না। যারা আল্লাহ্‌র রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে শিষ্টাচারের জন্য শোধিত করেছেন। তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও অনেক বড়ো পুরস্কার। যারা প্রাচীরের আড়াল থেকে আপনাকে উঁচুস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই অবুঝ। যদি তারা আপনার বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত সবর করতো, তবে তা-ই তাদের জন্য মঙ্গলজনক হতো। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

রাসূলের ভালোবাসা

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ -(الاحزاب : ٦)

"নবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের চেয়েও অধিক ঘনিষ্ট।"

নবীর অবর্ণনীয় রহমত, নম্রতা ও ইহ্‌সানের দাবী এই যে, মু'মিনগণ তার পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনের চেয়ে নবীকে ভালোবাসবে, এমনকি নিজের জীবনের চেয়েও বেশী মহব্বত রাসূলকে করবে। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ 'কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত

নিজের মা-বাপ, সন্তান-সন্তুতি ও আত্মীয়-স্বজনের চেয়ে আমাকে বেশী ভালো না বাসবে।-(বুখারী ও মুসলিম)

দরূদ ও সালাম

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ ط يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○(الاحزاب : ٥٦)

"আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর ওপর রহমত প্রেরণ করেন। হে মু'মিনগণ ! তোমরাও নবীর জন্য রহমত চেয়ে দু'আ করো এবং তার প্রতি সালাম পাঠাও।"-(সূরা আল আহযাব ঃ ৫৬)

আল্লাহ্ কর্তৃক দরূদ পাঠানোর তাৎপর্য হচ্ছে—স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের প্রশংসা করেন এবং তাঁর প্রতি অবিরাম রহমত বর্ষণ করছেন। ফেরেশতাদের দরূদ পাঠানোর অর্থ হচ্ছে—তারা রাসূলের প্রতি মহব্বত রাখে এবং তাঁর মঙ্গল কামনা করে আল্লাহ্র নিকট দু'আ করে। আর মু'মিনদের দরূদ পাঠানোর মানে—রাসূলকে ভালোবাসা, তাঁর প্রশংসা করা এবং কল্যাণ কামনা করে দু'আ করা। রাসূলে আকরাম (সা) বলেছেন—'যে আমার ওপর একবার দরূদ পাঠায় আল্লাহ্ তার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করেন।' অন্যত্র বলেছেন—'কিয়ামতের দিন তারা-ই আমার কাছাকাছি অবস্থান করবে যারা বেশী বেশী আমার ওপর দরূদ পাঠাবে।'

রাসূলের সহযোগিতা

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○(الاعراف : ١٥٧)

"যেসব লোক তাঁর ওপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সহযোগিতা করেছে এবং সেই নূরের অনুসরণ করেছে যা তার ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তারাই সফলতা লাভ করেছে।"

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ○ لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ○(الفتح : ٨-٩)

"আমি তোমাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে পাঠিয়েছি। যেন তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করো এবং তাকে সাহায্য ও সম্মান করো।"-(সূরা আল ফাতহ ঃ ৮-৯)

রাসূলের সাহায্য-সহযোগিতার অর্থ হচ্ছে—তাঁর আনীত দীনকে সহজ করে দেয়া। ব্যক্তি জীবন ও সামাজিক জীবনে তা কার্যকরী করা।

وَأُوْحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ط

"এই কুরআন ওহীর মাধ্যমে আমার নিকট পাঠানো হয়েছে, যেন আমি তোমাদেরকে এবং তোমরা যাদের নিকট পৌঁছুবে তাদের সবাইকে সতর্ক করে দেই।"–(সূরা আল আনআম ঃ ১৯)

অর্থাৎ যাদের নিকট এ কুরআন পৌঁছুবে তারা এই কাজকেই ফরয মনে করবে যা আমি ফরয হিসেবে আঞ্জাম দিচ্ছি।

রাসূলের প্রতি বিশ্বাসীদের করণীয়

أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ط إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ○ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ ○ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ○ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ○

"যে ব্যক্তি জানে, যা কিছু তোমার ওপর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান হতে পারে যে অন্ধ ? তারা-ই বুঝে যারা বোধশক্তি সম্পন্ন। তারা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে, কখনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না এবং তারা বজায় রাখে ঐ সম্পর্ক যা আল্লাহ্ বজায় রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় করে ও কঠোর হিসেবের আশংকা রাখে। আর তারা তাদের পালনকর্তার সন্তুষ্টির জন্য সবর করে। নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। তাছাড়া তারা (সর্বদা) মন্দের মুকাবেলায় ভালো আচরণ করে। তাদের জন্যই রয়েছে পরকালের (শান্তিময়) ঘর।"

–(সূরা আর রা'দ ঃ ১৯-২২)

রাসূল (সা)-এর হিদায়াত ও প্রশিক্ষণ যে সত্য, তার অকাট্য প্রমাণ হচ্ছে —যারা রাসূল (সা)-এর ওপর ঈমান এনেছিলেন তাদের পূত-পবিত্র চরিত্র। এ চরিত্র বৈশিষ্ট্য কি কোন বাতিল দীনের অনুসরণে গঠন করা সম্ভব ? তাছাড়া পৃথিবীতে মু'মিন ও কাফিরের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য যদি এক না হয় তাহলে এটি কী করে সম্ভব যে, আখিরাতে উভয়ের পরিণতি একই রকম হবে ?

শেষ নবীর ওপর ঈমান ঃ মুক্তির শর্ত

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰٓى اَدْبَارِهَآ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ اَصْحٰبَ السَّبْتِ ط

"হে আসমানী কিতাবের অধিকারীবৃন্দ ! যা কিছু আমি অবতীর্ণ করেছি তার ওপর বিশ্বাসস্থাপন করো, যা সেই গ্রন্থের সত্যায়ন করে এবং যা তোমাদের নিকট রয়েছে পূর্ব থেকে রয়েছে তারও। (বিশ্বাসস্থাপন করো) অবস্থা এমন হওয়ার পূর্বেই, আমি মুছে দেবো অনেক চেহারা এবং সেগুলোকে পশ্চাত দিকে ঘুরিয়ে দেবো কিংবা অভিসম্পাত করবো তাদের প্রতি যেমনিভাবে অভিসম্পাত করেছি আসহাবে সাবতের ওপর।"

–(সূরা আন নিসা ঃ ৪৭)

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, শেষ নবীর ওপর ঈমান আনা ব্যতিরেকে ঈমানের দাবী অসার এবং মুক্তি অসম্ভব। এজন্য আহলে কিতাবদেরকে বলা হয়নি যে, তোমরা তাওরাতের ওপর দৃঢ় থাকো বরং বলা হয়েছে তোমরা আখেরী নবীর ওপর অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করো, তাহলে তোমরা হিদায়াত থেকে বঞ্চিত হবে না এবং শাস্তি থেকেও বেঁচে যাবে। স্বয়ং নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ 'ঐ সত্ত্বার শপথ যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আমার আবির্ভাবের পর কোন লোক চাই সে ইয়াহুদী, খৃষ্টান কিংবা অন্য কোন ধর্মের অনুসারী হোক—আমার ওপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করলে সে জাহান্নামী।'

–(মুসলিম)

রিসালাত অস্বীকারকারীদের পরিণতি

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ط كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

"এতে সন্দেহ নেই যে, আমার নিদর্শনসমূহ যারা অস্বীকার করবে, আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করবো। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে যাবে তখন আমি অন্য চামড়া দিয়ে তা পাল্টে দেবো, যেন তারা আযাবের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞানী।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৫৬)

রাসূলের অনুসরণের পুরস্কার

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ

وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ج وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ۝ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ۝ (النساء : ٦٩-٧٠)

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করবে, যাদেরকে আল্লাহ্ নিয়ামত দান করেছেন, সে তাদের সঙ্গী হবে। তারা হচ্ছে—নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। তাদের সান্নিধ্য হচ্ছে উত্তম। এটি হচ্ছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কল্যাণ। আর আল্লাহ্ যথেষ্ট পরিজ্ঞাত।"

–(সূরা আন নিসা ঃ ৬৯-৭০)

সিদ্দীক হচ্ছে ঐ মু'মিন—যার কথা, কাজ ও আচরণের মাধ্যমে মহাসত্যের প্রকাশ ঘটে। রাসূলের অনুসরণে জীবন অতিবাহিত করার পুরস্কার এর চেয়ে বড়ো আর কি হতে পারে। যেখানে এসব মহান ব্যক্তিদের বন্ধুত্ব ও সাহচর্য লাভ করা যাবে ?

৪. আসমানী কিতাব

সমস্ত আসমানী কিতাবের শিক্ষা-ই এক ছিলো

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَارَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ (يونس : ٣٧)

"কুরআন সেই জিনিস নয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া যে কেউ তা বানিয়ে নেবে। এটি পেছনের সমস্ত কিতাবের সত্যতা প্রমাণ করে এবং বিস্তারিত বর্ণনা দেয়। বিশ্বপ্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।"–(সূরা ইউনুস ঃ ৩৭)

কিতাব অর্থ আসমানী শিক্ষা, যা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে অবতীর্ণ হয়েছিলো। যেমন তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল, ছুহুফে ইবরাহীম, ছুহুফে মূসা ইত্যাদি। আল কুরআন কোন নতুন জিনিস নয়, এটি অতীতের শিক্ষাবলীর সত্যায়নকারী ও স্পষ্ট বর্ণনাকারী।

আল কুরআন পেছনের সমস্ত কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۝ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ط (ال عمران : ٣-٤)

"তিনি সত্য সহকারে তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। যা পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবের সত্যায়নকারী। এর পূর্বে মানুষের হিদায়াতের জন্য তাওরাত ও ইঞ্জিল অবতীর্ণ করেছেন, আরো অবতীর্ণ করেছেন ফুরকান।"

সমস্ত আসমানী কিতাবের ওপর ঈমান আনার নির্দেশ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ط (النساء : ١٣٦)

"হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করো, আরো বিশ্বাসস্থাপন করো ঐ কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের নিকট অবতীর্ণ করেছেন এবং পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে।"

[৪.১] আল কুরআনুল হাকীম

আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ

الٓمّٓ ۝ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَارَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ ج بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝ (السجدة : ١-٣)

"আলিফ-লাম-মীম। বিশ্বপ্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এ কিতাব। এতে কোন সন্দেহ নেই। তারা কি বলে, এটি সে মিথ্যে রচনা করে নিয়েছে ? বরং এটি তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত সত্য। তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করো ইতোপূর্বে যাদের কাছে আর কোন সতর্ককারী আসেনি। সম্ভবত তারা সুপথ পাবে।"–(আস সিজদা ঃ ১-৩)

বাড়ানো কমানোর কোন ক্ষমতা নবীর নেই

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ لا قَالَ الَّذِيْنَ لَايَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْبَدِّلْهُ ط قُلْ مَا يَكُوْنُ لِىْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِىْ ط اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَايُوْحٰٓى اِلَىَّ ج اِنِّىْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝ قُلْ لَّوْ شَآءَ

اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰكُمْ بِهٖ ز فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○ (يونس : ١٥-١٦)

"আর যখন তাদের সামনে আমার প্রামাণ্য আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন সে সমস্ত লোক বলে—যাদের আশা নেই আমার সাথে সাক্ষাতের—এটি ছাড়া অন্য কুরআন নিয়ে এসো কিংবা একে কিছু রদবদল করে দাও। তুমি বলে দাও, একে পরিবর্তন করার কোন ক্ষমতা আমার নেই। আমি শুধু সেই নির্দেশেরই আনুগত্য করি যা আমার কাছে আসে। আমি যদি স্বীয় প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তবে কঠিন দিবসের শাস্তির ভয় করি। বলে দাও, যদি আল্লাহ্ চাইতেন, আমি এগুলো তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করতাম না এবং তিনিও তোমাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করতেন না। আমি তোমাদের মাঝে জীবনের একটি অংশ অতিবাহিত করেছি। তারপরও কি তোমরা বুদ্ধি-বিবেককে কাজে লাগাবে না ?"–(সূরা ইউনুস ঃ ১৫-১৬)

আল কুরআন নবীর রচনা তো দূরের কথা এর মধ্যে সামান্য পরিবর্তন-পরিবর্ধনের অধিকারও তাঁর নেই। তিনি তো শুধু এর অনুসরণকারী মাত্র। সারাক্ষণ তটস্থ থাকেন পরকালের জবাবদিহির ভয়ে। যারা এ কুরআনকে অস্বীকার করে, তাদের তো ভেবে দেখা উচিত যে, নবুওয়াতের পূর্বে এ লোকটি চল্লিশ বছর তাদের মাঝে কাটালেন, এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোন শিক্ষকের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করলেন না, ইতোপূর্বে তিনি নবুওয়াত রিসালাত সম্পর্কে কারো কাছে কিছু বলেননি অথবা কোন একটি আয়াতও কাউকে শুনাননি। হঠাৎ করে তিনি রিসালাতের ঘোষণা দিলেন এবং এমন আয়াত শোনাতে লাগলেন যা মানুষের চিন্তাকে আলোড়িত করে। তখনো তিনি নিজের কথা শোনার জন্য লোকদেরকে আহ্বান জানালেন না। তিনি আহ্বান জানালেন আল্লাহ্র কথা শোনার জন্য, আল্লাহ্র পথে চলার জন্য। কেবল তাঁরই দাসত্ব ও আনুগত্যের মাধ্যমে গোটা জীবন অতিবাহিত করার আহ্বান জানালেন। তারপরও কি সন্দেহ থাকা উচিত যে, এটি আল্লাহ্র কালাম কি না ?

বিরোধীদের প্রতি আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ص وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ج اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ○

"আমি আমার বান্দার ওপর যা অবতীর্ণ করি সে সম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে তবে এর সূরার মতো একটি সূরা তোমরা বানাও। সেসব সাহায্যকারীকেও সঙ্গে নাও, অবশ্য আল্লাহ্‌কে ছাড়া। যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। আর যদি তা না পারো—অবশ্য তা তোমরা কখনো পারবে না—তবে জাহান্নামের সেই আগুনকে ভয় করো যার জ্বালানী হবে মানুষ এবং পাথর। যা শুধুমাত্র অবিশ্বাসীদের জন্য সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩-২৪)

আসমানী কিতাবসমূহ আল কুরআনের সত্যতা প্রমাণ করে

فَاِنْ كُنْتَ فِىْ شَكٍّ مِّمَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ ج لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ○

"তোমার ওপর যা অবতীর্ণ করেছি সে সম্পর্কে যদি তোমার কোন সন্দেহ থাকে তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যারা পূর্ব থেকে কিতাব পাঠ করছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য বিষয় তোমার নিকট এসেছে। কাজেই তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"–(সূরা ইউনুস ঃ ৯৪)

আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা সৎ ও বিবেকবান তারা স্বীকার করেন, সমস্ত আসমানী কিতাবের শিক্ষাও তাই, যা কুরআন পেশ করেছে।

সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য হিদায়াত

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ ـ(البقرة : ١٨٥)

"রমযান তো ঐ মাস যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে যা সমগ্র মানবজাতির জন্য হিদায়াত।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৫)

স্রষ্টা কর্তৃক সংরক্ষিত গ্রন্থ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ○(الحجر : ٩)

"নিসন্দেহে এ স্মারক আমি অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণ-কারী।"–(সূরা আল হিজর ঃ ৯)

কোন এক হিদায়াতের পর আরেক হিদায়াতের প্রয়োজন তখনই হয় যখন পূর্বের হিদায়াত বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং তার পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু আল কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত গ্রন্থ, এ গ্রন্থ সংরক্ষণের

দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ গ্রহণ করেছেন। অতএব পৃথিবীতে নতুন করে আর কোন হিদায়াত গ্রন্থের প্রয়োজন নেই।

মানসিক রোগের একমাত্র প্রতিষেধক

يَآيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ○ (يونس : ٥٧)

"মানুষ ! তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক উপদেশ এসেছে, যা মনের যাবতীয় রোগের ওষুধ। আর হিদায়াত ও রহমত তাদের জন্য যারা একে বিশ্বাস করে।"–(সূরা ইউনুস ঃ ৫৭)

আল কুরআনের অনুসরণ

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

"এ কিতাব আমি অবতীর্ণ করেছি, এটি বরকতপূর্ণ। অতএব তোমরা এর অনুসরণ করো এবং নিষিদ্ধ সীমা পরিহার করে চলো। তবেই তোমরা রহমত প্রাপ্ত হবে।"–(সূরা আল আনআম ঃ ১৫৫)

আল কুরআনের অনুসরণ-ই মুক্তির পথ

يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ۚ قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۙ يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○ (المائدة : ١٥-١٦)

"হে আহলে কিতাবগণ ! তোমাদের কাছে আমার রাসূল এসেছে। কিতাবের যেসব বিষয় তোমরা গোপন করতে, সে তার মধ্য থেকে অনেক বিষয় প্রকাশ করে দেয় এবং অনেক বিষয় মাফ করে দেয়। তোমাদের কাছে একটি জ্যোতি ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। এর দ্বারা আল্লাহ্ যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদেরকে নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে স্বীয় নির্দেশে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং সরল পথে পরিচালনা করেন।"–(সূরা মায়িদা ঃ ১৫-১৬)

সত্যায়নকারী ও সংরক্ষক

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ○ (المائدة : ٤٨)

"আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা আগের কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।"

'মুহাইমিন' শব্দের অর্থ হচ্ছে—হিফাজতকারী, সংরক্ষণকারী। যেহেতু কুরআন পূর্বের সমস্ত কিতাবের হিদায়াত ও শিক্ষাকে একত্রে ধারণ করে সংরক্ষণ করছে, তাই কুরআনকে 'মুহাইমিন' বলা হয়েছে। কুরআন একটি মাপকাঠিও বটে, কারণ আল কুরআনের সাথে তুলনা করে বুঝা যায় পেছনের যে সমস্ত কিতাব বিকৃত করা হয়েছে তার মধ্যে যে অংশটুকু কুরআনের বক্তব্যের সাথে মিলে যায় শুধুমাত্র সেই অংশটুকুই মূল কিতাবের অংশ, অবশিষ্ট সমস্ত বানোয়াট বা মানুষ কর্তৃক বর্ধিত।

৫. আখিরাত

দুনিয়া হচ্ছে জীবনের একটি অংশের (Period) পরীক্ষা এবং কর্মক্ষেত্র। মৃত্যুর পরই শুরু হবে প্রকৃত জীবন। মৃত্যুর পর প্রত্যেকটি মানুষ আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হবে এবং দুনিয়ার জীবনের যাবতীয় কর্মের হিসেব দেবে। তারপর হয় সে অফুরন্ত সুখ-সম্ভার সম্বলিত জান্নাতে যাবে, না হয় প্রাণান্তকর শাস্তির আধার জাহান্নামে। এ আকীদাকে অস্বীকার করা মানে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা। যদি আখিরাতকেই অস্বীকার করা হয় তবে আর আল্লাহ্‌কে ন্যায়বিচারক বলে মানার কী অর্থ থাকতে পারে? তাছাড়া রাসূল এবং তাঁর শরীয়তের ওপর বিশ্বাস ও ভিত্তিহীন হয়ে যায়। এজন্যই আল কুরআন এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বক্তব্য উপস্থাপন করেছে। এ বিষয়টিকে মানুষের মন-মগজে ও চিন্তা-চেতনায় প্রবেশ করিয়ে দেয়ার জন্য আল কুরআনের ছত্রে ছত্রে আখিরাতের বর্ণনা পেশ করা হয়েছে।

[৫.১] আখিরাত বিশ্বাসের গুরুত্ব

সত্য গ্রহণের মূল চালিকা শক্তি

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۝ (انعام : ٩٢)

"যে ব্যক্তি আখিরাতকে স্বীকার করে সে-ই প্রকৃতপক্ষে কুরআনে বিশ্বাসী।"

اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ۝ (النحل : ٢٢)

"তোমাদের ইলাহ্ একজনই। যারা আখিরাতকে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং অহংকারী।"–(সূরা আন নাহল ঃ ২২)

وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ۝ وَّجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ط وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ۝

"যখন তুমি কুরআন তিলাওয়াত করো তখন আমি তোমার ও পরকাল অবিশ্বাসীদের মধ্যে অদৃশ্য পর্দা ফেলে দেই। আমি তাদের অন্তরকে আচ্ছাদিত করে দেই, যেন তারা বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে বোঝা চাপিয়ে দেই। যখন তুমি কুরআনে তোমার পালনকর্তার একত্বের কথা আবৃত্তি করো তখন ওরা অনীহা সত্ত্বেও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যায়।"–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৪৫-৪৬)

وَاِنَّ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُوْنَ ۝ (مومنون : ٧٤)

"যে আখিরাতকে বিশ্বাস করে না সে সরল রাস্তা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।"–(সূরা আল মু'মিনূন ঃ ৭৪)

আখিরাত আছে। একদিন আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়াতে হবে। এই ভয় যে অন্তরের মধ্যে আছে একমাত্র সেই অন্তরই সত্যের ডাকে সাড়া দেয়, সত্যকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। আখিরাতের ভয় যে অন্তরে জাগ্রত নয় তাদের ব্যাপারে এ আশা করা যায় না যে, তারা হিদায়াতের পথে আসবে এবং সত্যকে গ্রহণ করে নেবে।

অবস্থার পরিবর্তনের গ্যারান্টি

اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ۝ تَبٰرَكَ الَّذِيْٓ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لا وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ۝ بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ ـ (الفرقان : ١٠-١١)

"দেখো, তারা তোমার কেমন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে। তারা তো পথহারা কাজেই এখন তারা পথ পেতে পারে না। কল্যাণময় তিনি, যিনি ইচ্ছে করলে তোমাকে তারচে' উত্তম বস্তুত দান করতে পারেন। বাগ-বাগিচা —যার পাশ দিয়ে নদী-নালা প্রবাহমান—এবং প্রাসাদসমূহ। প্রকৃতপক্ষে তারা কিয়ামতকে মিথ্যে মনে করে।"–(সূরা আল ফুরকান ঃ ৯-১১)

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ۝ كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ لا فَرَّتْ مِنْ

قَسْوَرَةٍ ط بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ۙ كَلَّا ط بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ؕ (مدثر : ٤٩-٥٣)

"তাদের কি হলো যে, তারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ? যেন তারা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গাধার দল, হট্টগোলের কারণে পলায়নপর। তারা চায় তাদের প্রত্যেককে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেয়া হোক। কখনো না, বরং তারা পরকালকে ভয় করে না।"–(সূরা আল মুদ্দাসসির ঃ ৪৯-৫৩)

নবুওয়তকে অস্বীকার করা, নবীর সাথে ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ, অহংকার, দাম্ভিকতা প্রদর্শন সবকিছুর মূলে আছে আখিরাত সম্পর্কে উদাসীনতা। যদি আখিরাতের ভীতিকর চিত্র তাদের অন্তরে বদ্ধমূল থাকতো তবে তাদের অবস্থা অপরিবর্তনীয় থাকতো না। পরকালে জবাবদিহি করতে হবে, এ চিন্তাই তাদেরকে পরিবর্তন করে সংশোধন করে দিতো।

আমলে সালেহ এর প্রতি উদ্বুদ্ধকারী

وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝ (البقرة : ٤٦)

"এটি (অর্থাৎ নামায) খুব কঠিন কাজ কিন্তু যারা বিনয়ী তাদের পক্ষেই সহজ। যারা মনে করে তাদেরকে প্রতিপালকের মুখোমুখি হতে হবে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যেতে হবে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ৪৫-৪৬)

নামায প্রতিষ্ঠা করা মানে পুরো দীনকে প্রতিষ্ঠা করা। নামায হচ্ছে সমস্ত ভালো কাজের উৎস। নামাযকে তারাই সুন্দরভাবে আদায় করে, যারা জানে একদিন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে।

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝

"যারা পরকালকে বিশ্বাস করে তারাই কুরআনের অনুসরণ করে এবং নামাযকে সংরক্ষণ করে।"–(সূরা আল আনআম ঃ ৯২)

সত্যি কথা বলতে কি, আল্লাহ্‌র কিতাবের অনুসরণ এবং নামায সংরক্ষণে যে জিনিসটি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তা হচ্ছে আখিরাতের ওপর দৃঢ় আস্থা।

আখিরাত অস্বীকারকারীদের আমল নিষ্ফল

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَاۤءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ (اعراف : ٤٧)

"যারা আমার আয়াত ও আখিরাতের সাক্ষাতকে মিথ্যে মনে করছে তাদের যাবতীয় আমল ধ্বংস হয়ে গেছে। তেমন বিনিময়ই সে পাবে যেমন আমল সে করছে।"–(সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৪৭)

আখিরাত অস্বীকারকারীরা যখন আখিরাতে বিনিময় পাবার আশায় কোন ভালো কাজই করেনি তাহলে সে তার বিনিময় পাবে কোত্থেকে ?

আখিরাত অস্বীকার করা মানে আল্লাহ্‌কেই অস্বীকার করা

وَاِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ج (الرعد : ٥)

"যদি তুমি বিস্ময়ের ব্যাপারে জানতে চাও, তবে তাদের একথা বিস্ময়কর যে, আমরা যখন মাটি হয়ে যাবো তখন কি আবার নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে ? এরাই তাদের প্রতিপালককে অবিশ্বাস করে।"–(আর রা'দ ঃ ৫)

'পুনরায় সৃষ্টি করা হবে' একথাকে যারা অস্বীকার করে তারা মূলত আল্লাহ্‌কেই অস্বীকার করে। অস্বীকার করে আল্লাহ্‌র কুদরত ও হিকমতকে।

[৫.২] আখিরাতের বিশ্বাস সম্পর্কে বিভ্রান্তি

নবীদের তিরোধানের সাথে সাথে তাদের অনুসারীদের সুবিধাবাদী মন-মানসিকতা, দুনিয়ার স্বার্থপরতা এবং প্রবৃত্তির দাসত্বের ফলে আখিরাতের সহজ-সরল বিশ্বাসের মধ্যে নানা ধরনের সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। আল কুরআন আহলে কিতাবদের বিশ্বাস ও কাজের ওপর পর্যালোচনা করতে গিয়ে তাদের সমস্ত ভিত্তিহীন অলীক স্বপ্নকে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছে। যার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে তারা আখিরাতের বিশ্বাসকে দুমড়ে মুচড়ে প্রাণহীন করে দিয়েছে।

সাম্প্রদায়িক উচ্চ ধারণা

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ النَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّاۤؤُهٗ ؕ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ

بِذُنُوبِكُمْ ط بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ط يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ ط

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ز وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ○

"ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা বলে আমরা আল্লাহ্‌র সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। বলো, তবে তিনি তোমাদেরকে পাপের বিনিময়ে শাস্তি দেবেন কেন ? বরং তোমরাও অন্যদের মতো সাধারণ মানুষ মাত্র। তিনি যাকে ইচ্ছে শাস্তি দেবেন এবং যাকে ইচ্ছে মাফ করবেন। আকাশ পৃথিবী ও তার মধ্যস্থিত সকল কিছুর ওপরই আল্লাহ্‌র আধিপত্য রয়েছে এবং তাঁর দিকেই সবাইকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"–(সূরা আল মায়িদা ঃ ১৮)

কিতাবধারীদের মধ্যে এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছিলো যে, আমরা আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন, অতএব আমরা যা খুশি করবো তাতে তিনি আমাদেরকে শাস্তি দেবেন না। এ ধারণা তাদের মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাছাড়া আহলে কিতাবরা একথা অস্বীকার করতে পারবে না যে, দুনিয়ায়ও তাদের কিছু কিছু কাজের দরুন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হয়েছে। যদি এরা আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র-ই হতো তাহলে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হলো কেন ? প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহ্‌র অন্যান্য সৃষ্টির মতোই এক সাধারণ সৃষ্টিমাত্র। এখানে কোন বংশ বা সম্প্রদায়ের বিশেষ কোন মূল্য নেই। তাঁর কাছে একদিন সবার ফিরে যেতে হবে। এই যে সিদ্ধান্ত, এটি পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই। তিনি যাকে ইচ্ছে মাফ করে দেবেন এবং যাকে ইচ্ছে শাস্তি দেবেন।

মুক্তি বংশগত অধিকার মনে করা

وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلاَّ مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ط تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ط قُلْ

هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ○ بَلٰى ق مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

فَلَهٗٓ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ص وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ (البقرة : ١١١-١١٢)

"তারা বলে ইহুদী অথবা খৃষ্টান ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না। এটি তাদের মনের বাসনা। বলে দাও, তোমরা সত্যবাদী হলে প্রমাণ উপস্থিত করো। হাঁ, যে নিজেকে আল্লাহ্‌র নিকট সোপর্দ করে দিয়েছে এবং সৎকর্মশীল হয়েছে তার জন্য তার পালনকর্তার নিকট পুরস্কার রয়েছে। তাদের ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।"–(বাকারা ঃ ১১১-১১২)

মুক্তি কারো বংশগত ব্যাপার নয়। শুধুমাত্র এক গোষ্ঠী কিংবা এক বংশের লোকেরা মুক্তি পাবে আর অন্যেরা শাস্তি পাবে এ ধারণা ঠিক নয়। মুক্তির শর্ত হচ্ছে—আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান এনে সৎকাজ করতে হবে এবং আল্লাহ্‌র নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

স্বয়ংসিদ্ধভাবে প্রতারণায় পড়া

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً ط قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗٓ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ○ بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓئَتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ○ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ط هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

"তারা বলে জাহান্নামের আগুন আমাদেরকে স্পর্শ করবে না। যদিও বা করে তবে তা নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য মাত্র। জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি পেয়েছো যে, তিনি কখনো তা খেলাফ করবেন না ? না, তোমরা যা জানো না তা আল্লাহ্‌র সাথে জুড়ে দিচ্ছো। হাঁ, যে ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হয়েছে এবং সেই পাপ তাঁকে পরিবেষ্টিত করে নিয়েছে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী এবং সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে। আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তারা জান্নাতের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ৮০-৮২)

অর্থাৎ জান্নাত ভিত্তিহীন অলীক কল্পনার দ্বারা লাভ করা যায় না। আল্লাহ্‌র জান্নাতের অধিকারী যদি কেউ হতে চায় তবে শুধু তাঁর ওপর ঈমান এনে নেক কাজ করে নিজের জীবনকে পরিপাটি করে গড়ে তুলতে হবে।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ○ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ز وَّغَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ○ فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ قف وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ○ (ال عمران : ٢٣-٢٥)

"তুমি কি তাদের দেখোনি যারা কিতাবের কিছু অংশ পেয়েছে—আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি তাদের আহ্বান করা হয়েছিলো, যেন তাদের মধ্যে মীমাংসা করা যায়। কিন্তু তাদের মধ্যে একদল অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কারণ, তারা বলে—জাহান্নামের আগুন আমাদেরকে স্পর্শ করবে না, যদিও করে তা হাতে গোনা কয়েকদিনের জন্য। নিজেদের উদ্ভাবিত

ভিত্তিহীন কথায় তারা ধোঁকা খেয়েছে। তখন তাদের অবস্থা কেমন হবে যেদিন আমি তাদেরকে সমবেত করবো, যে দিনের আগমনে কোন সন্দেহ নেই। নিজেদের কৃতকর্মের ফল সেদিন প্রত্যেকেই পাবে, কারো ওপর সামান্যতম অন্যায়ও করা হবে না।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ২৩-২৫)

ইহুদীদের ভ্রান্ত ধারণা ছিলো—আমরা নবীদের বংশধর। আমরা ইয়াকুব (আ)-এর সন্তান এবং মূসা (আ)-এর উম্মত। তাই জাহান্নামের আগুন কি করে আমাদেরকে স্পর্শ করবে ? যদিওবা করে তবে তা শুধু ঐ কয়দিনের জন্য যে কয়দিন আমরা বাছুরের পূজা করেছিলাম। আখিরাতে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম ব্যক্তিদের জন্য যাকিছু আছে তা সবই আমরা পাবো। এ ছিলো তাদের প্রতারিত হওয়ার মনগড়া কথা। যা তাদেরকে বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে ফেলে দিয়েছে।

শাফায়াত সম্পর্কে ভিত্তিহীন ধারণা

وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآءُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ط قُلْ اَتُنَبِّئُوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَايَعْلَمُ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ط -(يونس : ١٨)

"তারা বলে—এরাতো আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের সুপারিশকারী। বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহ্‌কে এমন বিষয়ে অবহিত করছো যে সম্পর্কে তিনি অবহিত নন আসমান ও জমিনের মধ্যে ?"–(সূরা ইউনুস ঃ ১৮)

বনী ইসমাঈল একথা ভেবে অত্যন্ত আত্মতৃপ্তির সাথে ছিলো যে, আমরা যাদের ইবাদাত করছি তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট সুপারিশ করে আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করে দেবে। এটি এমন এক আত্মতৃপ্তি যার কোন বাস্তবতা নেই। আল্লাহ্ নিজেই জানেন না, আসমান ও জমিনের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি কিংবা বস্তু আছে যে তাঁর নিকট সুপারিশ করে অন্যকে মাফ করার ক্ষমতা রাখে। আল্লাহ্‌র জানা না থাকা মানে সেই বস্তুর কোন অস্তিত্বই নেই।

এমনিভাবে খৃষ্টানদের ধারণারও কোন ভিত্তি নেই যে, ঈসা (আ) সমস্ত উম্মতের পক্ষ থেকে গুনাহ্‌র প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।

[৫.৩] আখিরাত অস্বীকারের কারণ

চিন্তার সীমাবদ্ধতা

وَقَالُوْا مَاهِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ ج وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ج اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ○ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ

مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَآئِنَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ○ قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَارَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ○(الجاثية : ٢٤-٢٦)

"তারা বলে ঃ আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ। আমরা মরি এবং বাঁচি মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে। তাদের কাছে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন একথা বলা ছাড়া তাদের কোন যুক্তিই থাকে না যে, তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে নিয়ে এসো। তুমি বলো—আল্লাহ্-ই তোমাদেরকে জীবন দান করেন, অতপর মৃত্যু দেন। তারপর কিয়ামতের দিন তোমাদের সবাইকে একত্র করে ওঠাবেন, যে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বুঝে না।"–(সূরা আল জাসিয়া ঃ ২৪-২৬)

وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَامِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا ○ اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا○(المريم : ٦٦-٦٧)

"মানুষ বলে, আমি মরে গেলে, আমাকে কি পুনরায় জীবিত করা হবে ? মানুষ কি স্মরণ করে না, ইতোপূর্বে আমি তাকে সৃষ্টি করেছি ? তখন তো তার কিছুই ছিলো না।"–(সূরা মারইয়াম ঃ ৬৬-৬৭)

আল্লাহ্র ক্ষমতা সম্পর্কে অসম্পূর্ণ ধারণা

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِى الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۭ (السجدة : ١٠)

"তারা বলে ঃ আমরা মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে গেলেও কি পুনরায় আমাদেরকে সৃষ্টি করা হবে ?"–(সূরা আস সিজদা ঃ ১০)

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا○

"তারা বলে ঃ আমাদের হাড়গুলোও যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে তখনও কি আমাদেরকে নতুন করে সৃষ্টি করা হবে ?"–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৪৯)

একথাগুলো তাদের, যারা আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাসী কিন্তু তাঁর কুদরত সম্পর্কে অনবহিত। যে আল্লাহ্ প্রথমবার সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেন দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে তিনি কেন সক্ষম হবেন না ?

اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ط بَلْ هُمْ فِىْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝ (ق : ١٥)

"আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি ? (না,) বরং তারা নতুন সৃষ্টির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছে।"–(সূরা ক্বাফ ঃ ১৫)

দুনিয়ার মোহ

اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا ۝ (الدهر : ٢٧)

"নিশ্চয়ই এরা পার্থিব জীবনকে ভালোবাসে এবং কঠিন দিনকে পেছনে ফেলে রাখে।"–(সূরা আদ দাহর ঃ ২৭)

বিত্ত বৈভবের মোহে মোহাচ্ছন্ন

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ز (البقرة : ٨٦)

"তারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে ক্রয় করে নিয়েছে।"
–(সূরা আল বাকারা ঃ ৮৬)

وَمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ز وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ۝

"আমি মনে করিনা যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। যদি কখনো আমার পালনকর্তার কাছে আমাকে পৌঁছে দেয়া হয়, তবে সেখানে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট বস্তু পাবো।"–(সূরা আল কাহফ ঃ ৩৬)

অর্থাৎ অঢেল ধন-সম্পদ তাকে এমনভাবে মোহাবিষ্ট করে রেখেছে যে, একথা চিন্তা করার অবকাশটুকুও সে পায় না, একদিন তাকে আল্লাহ্‌র নিকট দাঁড়াতে হবে এবং যাবতীয় কর্মের হিসেব দিতে হবে।

[৫.৪] আখিরাতের সম্ভাবনার প্রমাণ

মৃত জমিনে প্রাণের স্পন্দন

وَاللّٰهُ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ۝ (الفاطر : ٩)

"আল্লাহ্-ই বায়ু প্রেরণ করেন, সে বায়ু মেঘমালাকে সঞ্চারিত করে। তারপর আমি তা মৃত ভূ-খণ্ডের দিকে পরিচালিত করি। অতপর সে পানি দিয়ে মৃত ভূমিকে সঞ্জীবিত করে দেই। তেমনিভাবেই হবে পুনরুত্থান।"
–(সূরা আল ফাতির ঃ ৯)

প্রতিটি লোকই দেখে—একটি জমি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পতিত পড়ে থাকে। এমতাবস্থায় বৃষ্টির পরশে সেই মৃত জমিনে দেখা যায় প্রাণের স্পন্দন। সবকিছু সবুজে ভরে ওঠে। বাতাস ঢেউ খেলে যায় সেই সবুজের সমুদ্রে। এ দৃশ্যের অবতারণা শুধু একবার ঘটে না। বার বার ঘটে। প্রতিটি বছর মানুষ তা দেখে থাকে। এরপরও কি সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে যে, আল্লাহ মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারবেন না ?

فَانْظُرْ اِلٰى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ج وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ (روم : ٥٠)

"অতএব আল্লাহ্‌র রহমতের নিদর্শন দেখে নাও, কিভাবে তিনি মৃত জমিনকে জীবিত করেন। নিশ্চয় তিনি মৃতদেরকে জীবিত করবেন। তিনি তো সবকিছুর ওপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান।"–(সূরা আর রূম ঃ ৫০)

আল্লাহ্‌র ইল্‌ম ও ক্ষমতার পরিধি

اَوَلَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ط بَلٰى ق وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ○ اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○ (يس : ٨١-٨٢)

"যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন ? হ্যাঁ, তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছে করেন তখন শুধু বলেন—'হও', অমনি তা হয়ে যায়।"

অর্থাৎ তিনি মৃত ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতিটি অণু-পরমাণুর খবর রাখেন। কোন কিছুই তাঁর জানার বাইরে নয়। তাঁর নির্দেশ পাওয়া মাত্র প্রতিটি মৃত ওঠে দাঁড়িয়ে যাবে। চাই তা মাটিতে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাক, কিংবা নদী বা সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে পঁচে-গলে পানির সাথে মিশে যাক কিংবা কোন মৃতভোজী জন্তুর উদরস্থ হোক অথবা ছাই হয়ে আকাশে মিশে যাক।

قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ ○ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ○ (يس : ٧٨-٧٩)

"সে বলে, কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলো পঁচে গুড়ো হয়ে যাবে ? বলো—যিনি প্রথমবার সেগুলো সৃষ্টি করেছেন তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সব ধরনের সৃষ্টি সম্বন্ধেই অবগত।"–(ইয়াসীন ঃ ৭৮-৭৯)

অর্থাৎ পঁচে-গলে মাটি হয়ে যাওয়া হাড়ের প্রতিটি কণাকেই তিনি একত্র করে পুনরায় সৃষ্টি করতে জানেন, যেভাবে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন।

পুনরায় সৃষ্টির ব্যাপারে প্রথম সৃষ্টিই প্রমাণ

قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا ۝ اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِىْ صُدُوْرِكُمْ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا ۚ قُلِ الَّذِىْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ (بنى اسرائيل : ٥١)

"বলো, যদি তোমরা পাথর কিংবা লোহা হয়ে যাও কিংবা এমন কোন বস্তু যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন। তবু তারা বলবে, কে আমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করবে ? বলে দাও—যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন (তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন)।"–(বনী ইসরাঈল ঃ ৫০-৫১)

পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টিকে ধারাবাহিকভাবে পুনরাবৃত্তি করা

اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ۚ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝ قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝ (عنكبوت : ١٩-٢٠)

"তারা কি দেখে না আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টিকর্ম শুরু করেন অতপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন ? এ কাজ আল্লাহ্র জন্য সহজ। বলো, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করে দেখো কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেন তারপর তা পুনরায় সৃষ্টি করবেন। অবশ্যই আল্লাহ্ সবকিছু করতে সক্ষম।"

তাবৎ পৃথিবীতে সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি চলছে। প্রত্যেক বস্তুই মেয়াদান্তে শেষ হয়ে যাচ্ছে—পুনরায় ঐ জিনিসই আবার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রতি বছর কোটি কোটি মণ শস্য প্রাণীদের খাদ্য হয়ে জমিনে মিশে যায় কিন্তু আবার সেই পরিমাণ শষ্য উৎপন্ন হয়। আল্লাহ্-ই জানেন কত কোটি বছর ধরে মানুষ এরূপ দেখে আসছে। যদি একই ফল ও ফসল পুনরায় সৃষ্টি করতে আল্লাহ্র কষ্ট না হয় তাহলে মানুষকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে কষ্ট হবে কেন ?

প্রথম সৃষ্টির চেয়ে তার পুনরাবৃত্তি করা সহজ

وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ (الروم : ٢٧)

"তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনেন, তারপর তিনিই আবার পুনরায় সৃষ্টি করবেন। এটি তার জন্য সহজ।"–(সূরা আর রূম ঃ ২৭)

অর্থাৎ আকার-আকৃতিহীন প্রথম সৃষ্টি যতটুকু জটিল ও কঠিন তার চেয়ে সহজ হচ্ছে পুনরায় সৃষ্টি করা।

মানব সৃষ্টিতে সাক্ষ্য

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ۝ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ۝ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ۝ اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِ يَ الْمَوْتٰى ۝

"সে কি স্খলিত বীর্য ছিলো না ? অতপর রক্তপিণ্ড ? তারপর আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। অতপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল নরনারী। তবু কি সেই আল্লাহ্ মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম নন ?"–(সূরা আল কিয়ামাহ্ ঃ ৩৭-৪০)

একত্রিত প্রমাণ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ط وَنُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَانَشَآءُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ج وَمِنْكُمْ مَنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ط وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيْهَا ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ ۝ (الحج : ٥-٧)

"হে মানুষ ! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করো, তবে (ভেবে দেখ) আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর বীর্য থেকে, তারপর জমাট রক্ত থেকে, তারপর পূর্ণাকৃতি ও অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে, যেন তোমাদেরকে বলা যায়। আর আমি একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছে রেখে দেই, তারপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় ভূমিষ্ঠ করাই, যেন তোমরা যৌবনে পদার্পণ করো। তোমাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুবরণ করে এবং কাউকে নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌছানো হয় তখন সে জানার পরও জ্ঞাত বিষয়ে সজ্ঞান থাকে না। তুমি

ভূমিকে বিরাণ দেখতে পাও, আমি তাতে বৃষ্টিবর্ষণ করি, তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে যায় এবং নানারকম সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে। এগুলো এ কারণে যে, আল্লাহ্ সত্য, তিনি মৃতকে জীবিত করেন এবং সবকিছুর ওপরই তিনি ক্ষমতাবান। কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ কবরে যারা আছে আল্লাহ্ তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন।"

[৫.৫] আখিরাত এক বাস্তব প্রয়োজন

সৃষ্টিকূলের নীরব ঘোষণা

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ط قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ ج لَايُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَآ اِلاَّ هُوَ ط ثَقُلَتْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط لَاتَاْتِيْكُمْ اِلاَّ بَغْتَةً ط

"তোমাকে জিজ্ঞেস করে—কিয়ামত কখন হবে ? বলো, এ খবরতো শুধু আমার প্রতিপালকের কাছেই রয়েছে। নির্দিষ্ট সময়েই তিনি তা অনাবৃত করে দেখাবেন। আসমান ও জমিনের জন্য তা অত্যন্ত কঠিন বিষয়। যখন তা তোমাদের নিকট আসবে, হঠাৎ করেই আসবে।"

–(সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৮৭)

'কিয়ামত আসমান ও জমিনের জন্য অত্যন্ত কঠিন বিষয়' এ আয়াতাংশ দিয়ে মনে হয় জমিন ও আসমান কিয়ামতের একটি ভারী বোঝা বহন করে চলছে। যেমন গর্ভবতী কোন মহিলা তার গর্ভকে লকাতে চাইলেও স্বয়ং গর্ভ-ই তার অস্তিত্ব প্রমাণ করে দেয়। তদ্রূপ কিয়ামত অদৃশ্য হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর প্রতিটি অণু-পরমাণু কিয়ামতের আগমনের নীরব ঘোষণা দিচ্ছে। যখনই সময় আসবে আল্লাহ্র নির্দেশে কিয়ামতের এ ভয়াবহ দিন সৃষ্টি গর্ভ থেকে হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়বে।

সমস্ত সৃষ্টির পেছনেই একটি উদ্দেশ্য আছে

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ○ مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ ○ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

"আমি আকাশ, পৃথিবী এবং তার মধ্যস্থিত সবকিছু খেলারছলে সৃষ্টি করিনি। আমি এসব একটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি কিন্তু অনেকেই তা বুঝে না। নিশ্চয় ফায়সালার দিন তাদের সবারই নির্ধারিত ওঠার সময়।"

–(সূরা আদ দুখান ঃ ৩৮-৪০)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ ط وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ ـ

"আমি আসমান, জমিন ও তার মধ্যস্থিত কোন কিছুকেই অনর্থক সৃষ্টি করিনি। কিয়ামত অবশ্যই আসবে।"–(সূরা আল হিজর ঃ ৮৫)

অর্থাৎ আসমান জমিন সৃষ্টি, কোন কিশোরের খেলাঘরের মতো সৃষ্টি নয়। এটি মহাবিজ্ঞানী, বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র এক সুপরিকল্পিত এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সৃষ্টি। পৃথিবীর মানুষের জন্য একটি পরীক্ষা কেন্দ্র। এখানে ভাল কিংবা মন্দ কাজ করার স্বাধীনতা আছে। অবশ্যই মানুষকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা হবে এবং দ্বিতীয়বার সৃষ্টির পর পুরস্কৃত কিংবা তিরস্কৃত করা হবে।

মানুষ ঃ এক দায়িত্বশীল সৃষ্টির নাম

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ○ (القيمة : ٣٦)

"মানুষ কি মনে করেছে, তাকে এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে।"

অর্থাৎ মানুষ দায়িত্ব-জ্ঞানহীন কোন প্রাণী নয় যে, সে তার ইচ্ছেমতো চলবে। তাকে কোন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে না, এমনটি হতে পারে না।

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ○

"কান, চোখ, মন ইত্যাদি সবকিছু সম্পর্কেই জিজ্ঞেস করা হবে।"
–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৬)

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ○ (الاعراف : ٦)

"আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবো যাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছি এবং রাসূলদেরকেও আমি জিজ্ঞেস করবো।"–(আরাফ ঃ ৬)

অর্থাৎ অবশ্যই তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে—তারা রাসূলের দাওয়াতের প্রতি কর্ণপাত করেছিলো কী না ? আর রাসূলদেরকে প্রশ্ন করা হবে—তাঁরা তাদের দাওয়াত ঠিকমতো পৌঁছে দিয়েছেন কিনা ?

বিচার-বুদ্ধির দাবী

اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ ز اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ○ (ص : ٢٨)

"আমি কি বিশ্বাসী ও সৎলোকদেরকে পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারী কাফিরদের সমতুল্য করে দেব, না পাপীদেরকে মুত্তাকীদের সমান করে দেব ?"–(সূরা সোয়াদ ঃ ২৮)

পৃথিবীতে সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনও আছে আবার বিপর্যয় সৃষ্টিকারী আল্লাহ্ থেকে উদাসীন লোকও আছে। মুত্তাকী যেমন আছে দুষ্ট প্রকৃতির লোকও তেমন আছে। এরা উভয় গোষ্ঠী এমনিই মরে মাটি হয়ে যাবে ? কিন্তু উভয়ের ভালো ও মন্দ আমলের কোন প্রতিফলই তারা পাবে না ? সাধারণ বিচার-বুদ্ধির দাবীতে যারা পুণ্যবান তাদের জন্য পুরস্কার এবং যারা পাপাচারী তাদের জন্য শাস্তি হওয়া উচিত।

اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ط لَايَسْتَوٗنَ ۝ اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى نُزُلًا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰهُمُ النَّارُ ط كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَآ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۝ (سجدة : ٢٠)

"মু'মিন ব্যক্তি কি কাফিরের অনুরূপ হতে পারে ? না, তারা সমান নয়। যারা ঈমান এনে সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে কৃতকর্মের প্রতিফল স্বরূপ বসবাসের জান্নাত। পক্ষান্তরে যারা অবাধ্য তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। যখনই তারা সেখান থেকে বের হতে চাইবে, সাথে সাথে তাদেরকে সেখানে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং বলা হবে ঃ তোমরা জাহান্নামের যে আযাবকে মিথ্যে বলতে আজ তার স্বাদ আস্বাদন করো।"–(সূরা আস সিজদা ঃ ১৮-২০)

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لا سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ط سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝ (جاثيه : ٢١)

"যারা পাপার্জন করেছে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সেই লোকদের মতো করে দেব—যারা ঈমান এনে সৎকর্ম করে ? তাদের জীবন ও মৃত্যু কি সমান হবে ? কতো মন্দ দাবী-ই না তারা করছে !"
–(সূরা আল জাসিয়া ঃ ২১)

সত্যি কথা বলতে কি, মু'মিন ও বিনয়ীদের জীবন হয় শান্তিময় ও রহমতে আবৃত। সমাজও তাদেরকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে থাকে। পক্ষান্তরে নাফরমান ও পাপাচারের জেন্দেগী হয় বিপর্যস্ত ও অস্থিতিশীল। সমাজও তাদেরকে ঘৃণার চোখেই দেখে। উভয়ের জীবন যেমন ভিন্নধর্মী, মৃত্যুও তেমন ব্যতিক্রমী। তাছাড়া তাদের আমলের বিনিময়ও কখনো এক হতে পারে না। যারা গুনাহ ও নাফরমানীতে লিপ্ত থাকা সত্তেও মনে করে কাফির ও মু'মিন এবং ভালো ও

মন্দ সবকিছুই মাটির সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে এবং উভয়ের পরিণতি একই রকম হবে তারা চরম বোকামীর পরিচয় দিলো এবং নিবুর্দ্ধিতামূলক সিদ্ধান্ত নিলো।

জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ফায়সালা

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ فِىْ رَحْمَتِهٖ ؕ وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝ (الدهر : ٣٠-٣١)

"আল্লাহ্ সবকিছু জানেন, মহাবিজ্ঞানী। তিনি যাকে ইচ্ছে তাঁর রহমতে দাখিল করেন। জালিমদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

অর্থাৎ আল্লাহ্র জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ফায়সালা হচ্ছে—মু'মিনগণ তাঁর রহমতের ছায়ায় থাকবে এবং নাফরমান, যালিমদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

আল্লাহ্র রহমতের বাধ্যবাধকতা

كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَارَيْبَ فِيْهِ ؕ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ ۝ (الانعام : ١٦)

"তিনি অনুকম্পা প্রদর্শন নিজের জন্য অপরিহার্য করে নিয়েছেন। তিনি অবশ্যই কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে একত্রিত করবেন। যার আগমনে কোন সন্দেহ নেই। যারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে, তারাই বিশ্বাস-স্থাপন করে না।"–(সূরা আল আনআম ঃ ১২)

যে লোক দুনিয়ায় নানা রকম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে আল্লাহ্র পথে অটল রইলো, তাঁর আনুগত্যে সমস্ত জীবন কাটিয়ে দিলো, সে মরে পঁচে মাটিতে মিশে যাবে, তার আমলের কোন প্রতিদান পাবে না, তা কি হয়? আল্লাহ্ স্বয়ং দায়িত্ব নিয়েছেন তাদেরকে রহমতের চাদরে আবৃত করে নেবার। একদিন সবাইকে একত্রিত করে ঐ সমস্ত গোলাম ও শ্রমিকদেরকে অফুরন্ত পারিশ্রমিক দিয়ে ধন্য করবেন।

যাবতীয় কাজের রেকর্ড সংরক্ষণ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَاتُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ۝ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ۝ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ۝ (ق : ١٦-١٧)

"আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি। তার মন নিভৃতে যে চিন্তা করে তাও আমি অবগত আছি। আমি তার ঘাড়ের রগের চেয়েও নিকটবর্তী। তার ডানে বামে দু'জন সংরক্ষণকারী আছে। এমন কোন কথা তাদের মুখ থেকে বের হয় না যা তৎক্ষণাৎ রেকর্ড করা না হয়।"–(সূরা ক্বাফ ঃ ১৬-১৮)

দুনিয়ার জীবন মাত্র ক'দিনের বসন্তকাল

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ○ (الكهف : ٤٥)

"তাদের কাছে এ দুনিয়ার উদাহরণটি বর্ণনা করো, তা পানির মতো, যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি। অতপর এর সংমিশ্রণে শ্যামল-সবুজ ভূমিজ লতাপাতা উৎপন্ন হয়। তারপর তা শুকিয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় যে, সামান্য বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ্ সবকিছুর ওপর শক্তিমান।"–(সূরা আল কাহফ ঃ ৪৫)

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ○ وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ○ (الكهف : ٨٧)

"আমি পৃথিবীস্থ সবকিছুকে পৃথিবীর জন্য শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করতে পারি তাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে। পৃথিবীতে যাকিছু আছে, একদিন তা আমি উদ্ভিদ শূন্য মাটিতে পরিণত করে দেব।"–(সূরা আল কাহফ ঃ ৭-৮)

অর্থাৎ দুনিয়ার চাকচিক্য ও মোহিনীরূপ চিরস্থায়ী নয়। এগুলো মানুষের পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। মাত্র ক'দিনের বসন্ত। একদিন এ সৌন্দর্য সুষমা বিলীন হয়ে যাবে। তখন পৃথিবী সবুজ-শ্যামল গাছ-পালাহীন ধূ-ধূ মরুতে পরিণত হবে।

[৫.৬] কিয়ামতের দৃশ্য

যখন সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ○ وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ○ فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ○ (الحاقة : ١٣-١٥)

"যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে একটি মাত্র ফুঁক এবং পৃথিবী ও পবর্তমালাকে উঠিয়ে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়া হবে। সেদিন কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে।"–(সূরা আল হাক্কাহ ঃ ১৩-১৫)

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلاَّ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ط ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ○ (الزمر : ٦٨)

"যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে তখন আসমান ও জমিনে যারা আছে সবাই বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাবে। তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে করেন সে ব্যতীত। অতপর আবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে।"–(সূরা আয যুমার ঃ ৬৮)

হাদীসে এ ফুঁককে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। (১) নাফখুন ফাযাআ' (২) নাফখুন ছা'আক (৩) নাফখুন কিয়াম লি রাব্বিল আলামীন। যখন প্রথম ফুঁক দেয়া হবে তখন গোটা পৃথিবীতে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। দ্বিতীয় ফুঁকের সময় সমস্ত কিছু বেহুঁশ হয়ে পড়ে মরে যাবে এবং পৃথিবীকে সমতল করে দেয়া হবে। তৃতীয় ফুঁকের সময় সমস্ত মানুষ জীবিত হয়ে আল্লাহ্র সম্মুখে দাঁড়িয়ে যাবে।

সমস্ত সৃষ্টি লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ○ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ○ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ○ وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ○ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ○ (الانفطار : ١-٥)

"যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে এবং সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে এবং যখন কবরগুলো উন্মোচিত হবে, তখন প্রত্যেকে জেনে যাবে সে আগে কি পাঠিয়েছে এবং পেছনে কি ছেড়ে এসেছে।"–(সূরা আল ইনফিতার ঃ ১-৫)

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ○ وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ○ وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ○ وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ○ وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ○ وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ○ وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ○ (التكوير : ١-٧)

"যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে, যখন পর্বতমালা অপসারিত হবে, যখন দশমাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীসমূহ উপেক্ষিত

হবে, যখন বন্য পশুরা একত্রিত হয়ে যাবে, যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, যখন আত্মাসমূহকে যুগল করা হবে।"–(তাকভীর ঃ ১-৭)

اَلْقَارِعَةُ ۝ مَا الْقَارِعَةُ ۝ وَمَا اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۝ (القارعة : ١-٥)

"করাঘাতকারী, করাঘাতকারী কী ? তুমি কি জানো করাঘাতকারী কী ? যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মতো এবং পর্বতমালা হবে ধূনা রঙিন পশমের মতো।"–(সূরা আল ক্বারিয়া ঃ ১-৫)

ভয়ঙ্কর দিন

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ۝ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاۤ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ۝ (الحج : ٦١)

"হে লোক সকল ! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো। নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তার দুধের শিশুর কথা ভুলে যাবে এবং গর্ভবতীর গর্ভপাত ঘটে যাবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। এত ভয়ঙ্কর আল্লাহ্‌র আযাব।"–(সূরা হাজ্জ ঃ ১-২)

প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে

وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ۚ (المومن : ١٨)

"তুমি তাদেরকে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সর্তক করো, যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে এবং দম বন্ধ হবার উপক্রম হবে।"–(সূরা আল মু'মিন ঃ ১৮)

অন্তর কেঁপে উঠবে

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۙ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝ قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۝ اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝ (النزعت : ٨٦)

"যেদিন প্রকম্পিত করবে প্রকম্পকারী, তার পশ্চাতে আসবে পশ্চাৎগামী, সেদিন অনেক অন্তর ভয়ে কেঁপে ওঠবে। তাদের দৃষ্টি নত হয়ে যাবে।"
–(সূরা আন নাযিয়াত ঃ ৬-৯)

শিশুরা বুড়ো হয়ে যাবে

فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ۝ نِ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهٖ ط (مزمل : ١٧-١٨)

"তোমরা কিভাবে আত্মরক্ষা করবে যদি সে দিনকে অস্বীকার করো, যে দিন বালককে বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে ? সে দিন আকাশ বিদীর্ণ হবে।"

–(সূরা আল মুজ্জাম্মিল ঃ ১৭-১৮)

মানুষ বলবে ঃ কোথায় যাবো ?

يَسْئَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ۝ فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۝ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝ يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ۝ كَلَّا لَاوَزَرَ ۝ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ نِ الْمُسْتَقَرُّ ۝ يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ ۝

"সে প্রশ্ন করে কিয়ামত কবে ? যখন দৃষ্টি স্থির হয়ে যাবে, চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে। মানুষ বলবে ঃ কোথায় পালাবো ? না, কোথাও তাদের আশ্রয়স্থল নেই, শুধু তোমার পালনকর্তার কাছেই সে দিন ঠাঁই হবে। সে দিন মানুষকে জানিয়ে দেয়া হবে যা সে আগে পাঠিয়েছে এবং পেছনে রেখে এসেছে।"

–(সূরা আল কিয়ামাহ ঃ ৬-১৩)

দীর্ণ-বিদীর্ণকারী ভূমিকম্প

يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ۝ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝ وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ۝ يُّبَصَّرُوْنَهُمْ ط يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيْهِ ۝ وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ ۝ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِىْ تُئْوِيْهِ ۝ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا لا ثُمَّ يُنْجِيْهِ ۝ كَلَّا ط (المعارج : ٨-١٥)

"সেদিন আকাশ হবে বিগলিত তামার ন্যায় এবং পর্বতমালা রঙিন পশমের মতো হবে। বন্ধু বন্ধুর খবর নেবে না যদিও একে অপরকে দেখতে পাবে। সেদিন গুনাহগার ব্যক্তি পণ্য স্বরূপ দিতে চাইবে তার সন্তান, স্ত্রী, ভ্রাতা, তার গোষ্ঠী যারা তাকে আশ্রয় দিতো এবং পৃথিবীর সবকিছুকে। নিজেকে রক্ষা করতে চাইবে। না, তা হবার নয়।"–(সূরা আল মাআরিজ ঃ ৮-১৫)

[৫.৭] হাশরের ময়দান

ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ○ (هود : ١٠٣)

"তা এমন একটি দিন, যেদিন সমস্ত মানুষ সমবেত হবে, সেদিনটি যে উপস্থিত হবার দিন।"–(সূরা হূদ ঃ ১০৩)

قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ○ لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ○

"বলো, আগের এবং পরের সমস্ত মানুষ একত্রিত হবে একটি নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে।"–(সূরা আল ওয়াকিয়া ঃ ৪৯-৫০)

আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ○ (الرحمن : ٣٣)

"হে মানুষ ও জ্বিন ! আকাশ-পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে যাও না। কিন্তু তোমরা তার রাজত্বের বাইরে যেতে পারবে না।"–(সূরা আর রাহমান ঃ ৩৩)

আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সবাই উপস্থিত হবে

يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهٗ ۚ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ○ (طه : ١٠٨)

"সেই দিন তারা আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে, যার কথা এদিক-সেদিক হবে না এবং দয়াময় আল্লাহ্‌র ভয়ে সব শব্দ ক্ষীণ হয়ে যাবে। সুতরাং মৃদু গুঞ্জন ব্যতীত তুমি কিছুই শুনবে না।"–(সূরা ত্বা-হা ঃ ১০৮)

সেদিন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবেন আল্লাহ্

يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ؕ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ؕ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ○ (المؤمن : ١٦)

"যেদিন তারা বের হয়ে পড়বে, আল্লাহ্‌র কাছে তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। আজ রাজত্ব কার ? এক প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র।"

সেদিন সমস্ত মেকী বাদশাহ্‌দের বাদশাহী শেষ হয়ে যাবে। শুধুমাত্র তাঁরই একচ্ছত্র বাদশাহী বলবৎ থাকবে যিনি আক্ষরিক অর্থেই সৃষ্টিকূলের বাদশাহ্।

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ نِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ط (الفرقان : ٢٦)

"সেদিন প্রকৃত বাদশাহী হবে রহমানের।"–(সূরা আল ফুরকান ঃ ২৬)

নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ এক হাতে আসমান এবং আরেক হাতে জমিনকে মুঠো করে ধরে বলবেন, আমি বাদশাহ্, আমি পরাক্রমশালী, আজ পৃথিবীর রাজা বাদশাহ্‌রা কোথায় ? কোথায় আজ প্রতাপশালীরা ? দাম্ভিক অহংকারীগণ আজ কোথায় ?'

পরমাণু পরিমাণ আমলও সেদিন উপস্থিত করা হবে

يٰبُنَىَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْفِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ○ (لقمان : ١٦)

"বেটা ! কোন বস্তু যদি সরিষা দানা পরিমাণও হয় অতপর তা যদি পাথরের মধ্যে কিংবা আকাশে কিংবা ভূগর্ভে থাকে, তবে আল্লাহ্ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী ও সবজান্তা।"

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আমলের বিনিময় ও সেদিন দেয়া হবে

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ○ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ○

"কেউ যদি অণুপরিমাণ সৎকাজ করে, তা দেখতে পাবে এবং কেউ যদি অণু পরিমাণ অসৎকাজ করে, তাও সে দেখতে পাবে।"

–(সূরা যিলযাল ঃ ৭-৮)

যার হিসেব তাকেই দিতে হবে

يَوْمَ تَاْتِىْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○ (النحل : ١١١)

"যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থন করতে করতে আসবে, সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের পূর্ণ ফল পাবে। তাদের ওপর কোন যুল্‌ম করা হবে না।"–(সূরা আন নাহল ঃ ১১১)

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ ط وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا ۝ اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ط كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ۝

"আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মফল তাদের গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছি। কিয়ামতের দিন বের করে দেখাবো আমলনামা, যা সে খুলা অবস্থায় পাবে। (বলা হবে ঃ) তুমি তোমার আমলনামা পড়ে দেখ, আজ তোমার হিসেব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ঠ।"–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৩-১৪)

অর্থাৎ সেদিন প্রত্যেকেই নিজের হিসাব-কিতাব দেয়ার জন্য নিজেই যথেষ্ট হবে। আর এ হিসেব দিতে গিয়ে না কেউ কোথাও থেকে সাহায্য পাবে আর না কারো সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে।

প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ ج وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰٓؤُا ط لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ۝ (الانعام : ٩٤)

"তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ হয়ে এসেছো, আমি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম তা পেছনে রেখে এসেছো। আমি তো তোমাদের সাথে সেই সুপারিশকারীদেরকে দেখছি না, যাদের সম্পর্কে তোমাদের দাবী ছিলো, তারা তোমাদের ব্যাপারে অংশীদার। বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমাদের দাবীও উধাও হয়ে গেছে।"–(সূরা আল আনআম ঃ ৯৪)

জমিন সবকিছু উগড়ে দেবে

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۝ وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۝ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۝ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ۝ (الزلزال : ١-٥)

"যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, তখন সে তার বোঝা বের করে দেবে, মানুষ বলবে—কি হলো ? সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। কারণ তোমার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন।"

–(সূরা আল যিলযাল ঃ ১-৫)

অপরাধীদের অসহায়ত্ব

فَاِذَا جَآءَتِ الصَّاخَّةُ ۝ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ۝ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ۝ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ۝ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ۝ (عبس : ٣٣-٣٧)

"যেদিন কর্ণবিদারক আওয়াজ হবে, সেদিন মানুষ পালিয়ে যাবে তার ভাই, মাতা, পিতা, স্ত্রী ও সন্তানদের কাছ থেকে। সেদিন প্রত্যেকের একই চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে।"–(সূরা আবাসা ঃ ৩৬-৩৭)

তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দেবে

وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَآءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ۝ حَتّٰى اِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ؕ قَالُوْٓا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ (السجدة : ١٩-٢١)

"যেদিন আল্লাহ্‌র দুশমনদেরকে জাহান্নামের আগুনের দিকে তাড়িয়ে নেয়া হবে এবং ওদের বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে। যখন তারা জাহান্নামের কাছে পৌঁছুবে, তখন তাদের কান, চোখ ও চামড়া তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। তারা তাদের চামড়াকে বলবে—তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন ? তারা বলবে—যে আল্লাহ্ সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তদ্রূপ আমাদেরকেও বাকশক্তি প্রদান করেছেন। তিনিই তো তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর দিকেই সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"–(সূরা হা-মীম আস সিজদাহ ঃ ১৯-২১)

নবীগণ অপরাধীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ۝

"আর তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে যখন আমি ডেকে আনবো প্রতিটি উম্মতের মধ্য থেকে অবস্থা বর্ণনাকারীকে এবং তোমাকে ডাকবো তাদের ওপর সাক্ষ্য প্রদানের জন্য।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৪১)

সমস্ত মানুষ দু' দলে বিভক্ত হয়ে যাবে

يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ ۝ فَاَمَّا الَّذِيْنَ

شَقُوْا فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلاَّ مَاشَآءَ رَبُّكَ ط اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ۝ وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلاَّ مَاشَآءَ رَبُّكَ ط عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ ۝ (هود : ١٠٥-١٠٨)

"সে দিনটি এলে আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কেউ কোন কথা বলতে পারবে না। তাদের কিছু লোক হবে হতভাগ্য এবং কিছু সৌভাগ্যবান। যারা হতভাগ্য তারা জাহান্নামে যাবে, সেখানে আর্তনাদ ও চীৎকার করতে থাকবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, যতদিন আসমান-জমিন বর্তমান থাকবে, তবে তোমার প্রতিপালক অন্যকিছু ইচ্ছে করলে ভিন্ন কথা। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা যা ইচ্ছে করতে পারেন। আর যারা সৌভাগ্যবান তারা জান্নাতে যাবে। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে যতদিন আসমান-জমিন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রতিপালক যদি অন্য কোন ইচ্ছে পোষণ করেন তা ভিন্ন কথা। এ দানের ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হবার নয়।"–(সূরা হূদ ঃ ১০৫-১০৮)

আসমান-জমিন বলতে এখানে আখিরাতের আসমান-জমিনকে বুঝানো হয়েছে, যা কখনো ধ্বংস হবে না অথবা একথা বলে সেখানকার অবস্থানের স্থায়ীত্ব বুঝানোই উদ্দেশ্য। 'তোমার প্রতিপালক চাইলে ভিন্ন কথা' অর্থাৎ কোন কাজ করেই আল্লাহ্ অক্ষম হয়ে পড়েন না, সর্বদা প্রতিটি বস্তুর ওপরই তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি যখন যা চান তা বিনা বাধায় ও বিনা ক্লেশে সমাধান করতে পারেন।

হাস্যোজ্জ্বল ও কালিমালিপ্ত চেহারা

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۝ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۝ وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۝ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۝ اُولٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۝ (عبس : ٣٨-٤٢)

"অনেক মুখ সেদিন হবে উজ্জ্বল, সাহাস্য ও প্রফুল্ল এবং অনেক মুখ হবে ধূলো ধূসরিত, তাদেরকে কালিমা আচ্ছন্ন করে রাখবে। তারাই কাফির পাপিষ্ঠের দল।"–(সূরা আবাসা ঃ ৩৮-৪২)

যখন আমলনামা প্রদান করা হবে

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ

هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰهَا ج وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ط وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ○ (الكهف : ٤٩)

"যখন আমলনামা সামনে রাখা হবে তখন তুমি অপরাধীদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত দেখবে। তারা বলবে ঃ আফসোস এ কেমন আমলনামা ! ছোট বড়ো কোন কিছুই যে এতে বাদ পড়েনি। তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। তোমার প্রতিপালক কারো ওপর যুলুম করবেন না।"
–(সূরা আল কাহ্ফ ঃ ৪৯)

ডান হাতে প্রাপ্ত আমলনামা

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ لا فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ○ اِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنِّىْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ ○ فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ○ فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ○ قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ ○ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓئًا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ○ (الحاقة : ١٩-٢٤)

"অতপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে ঃ নাও, তোমরা আমলনামা পড়ে দেখো। আমি জানতাম, আমাকে হিসেবের সম্মুখীন হতে হবে। তারপর সে সুখী জীবনযাপন করবে সুউচ্চ জান্নাতে। তার ফলসমূহ অবনমিত হবে। তোমরা খাও এবং পান করো সেই আমলের বিনিময়ে বিগত দিনে যা তোমরা করেছো।"–(সূরা হাক্কা ঃ ১৯-২৪)

বাম হাতে প্রাপ্ত আমলনামা

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ ○ وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ○ يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ○ مَآ اَغْنٰى عَنِّىْ مَالِيَهْ ○ هَلَكَ عَنِّىْ سُلْطٰنِيَهْ ○ خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ○ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ○ ثُمَّ فِىْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ○ اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ○ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ○ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ○ وَلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ○ لَّا يَاْكُلُهٗٓ اِلَّا الْخٰطِئُوْنَ ○ (الحاقة : ١٩-٣٧)

"যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে ঃ হায়, আমার আমলনামা যদি না-ই দেয়া হতো ! আমি যদি না জানতাম আমার হিসেব!

হায়, আমার মৃত্যুতেই যদি সবকিছু শেষ হয়ে যেতো ! আমার সম্পদ কোন কাজে এলো না, ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেলো। ফেরেশতাদেরকে বলা হবে—ধর একে এবং গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও, তারপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করো এবং সত্তর গজ শিকলে বেঁধে দাও। কেননা সে মহান আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করতো না এবং মিসকিনকে আহার্য প্রদান করতে উৎসাহিত করতো না। অতএব, আজকে এখানে তার কোন সুহৃদ নেই। আর ক্ষত নিঃসৃত পূঁজ ব্যতীত কোন খাদ্যও তার জন্য নেই। গুনাহগার ব্যতীত কেউ এগুলো খাবে না।"–(সূরা আল হাক্কাহ ঃ ২৫-৩৬)

ভণ্ড প্রতারকদের অসহায়ত্ব

وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ط قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ط سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ○

সবাই আল্লাহ্‌র সামনে দণ্ডায়মান হবে। তখন অনুসারীরা নেতাদেরকে বলবে ঃ আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম, অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র আযাব থেকে একটু রক্ষা করবে কি ? নেতারা বলবে ঃ যদি আল্লাহ্ আমাদেরকে সৎপথ দেখাতেন তবে আমরাও তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করতাম। এখন আমরা সবর করি কিংবা না করি সবই সমান, বাঁচার কোন পথ নেই।"–(সূরা ইবরাহীম ঃ ২১)

শয়তানের ভর্ৎসনা ও ভাষণ

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ط وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ج فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ط اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ط اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○ (ابراهيم : ٢٢)

"যখন সবকিছুর ফায়সালা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছি, অতপর তা ভঙ্গ করেছি। তোমাদের ওপর তো কোন জোর

জবরদস্তি করিনি শুধু এতটুকু ছাড়া, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি, তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছো। তাই তোমরা আজ আমাকে ভর্ৎসনা করো না বরং নিজেদেরকেই ভর্ৎসনা করো। আজ আমি তোমাদেরকে উদ্ধার করতে যেমন সক্ষম নই তদ্রূপ আমাকে উদ্ধার করতেও তোমরা সক্ষম নও। ইতোপূর্বে তোমরা আমাকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করেছো, আমি তার সকল দায় হতে মুক্ত। বস্তুত যারা যালিম তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"-(সূরা ইবরাহীম ঃ ২২)

[৫.৮] জান্নাতের দৃশ্য

চিরন্তনী ও অনুপম নিয়ামত

فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ۝ وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا
جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ۝ مُّتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا
زَمْهَرِيْرًا ۝ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ۝ وَيُطَافُ
عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا ۝ قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ
قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ۝ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ۝ عَيْنًا فِيْهَا
تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ۝ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۚ اِذَا رَاَيْتَهُمْ
حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا ۝ وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا ۝
عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ ز وَّحُلُّوْا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ج وَسَقٰهُمْ
رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ۝ اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ۝

"আল্লাহ্ তাদেরকে সেদিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দেবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক। সেখানে তারা সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। তা হবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। তার বৃক্ষ ছায়া তাদের ওপর ঝুঁকে থাকবে এবং ফলসমূহ তাদের আয়ত্তাধীন রাখা হবে। তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে যা স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। রূপালী স্ফটিক পাত্র পরিবেশনকারীরা পরিমাণ মতো পূর্ণ করে রাখবে। তাদেরকে সেখানে 'জান যাবীল' মিশ্রিত পানীয় পান করানো হবে। এটি জান্নাতের 'সালসাবিল' নামক ঝর্ণা থেকে নির্গত। তাদের চতুর্দিকে ঘুরাফেরা করবে

চির কিশোরগণ। তাদেরকে দেখলে তোমার মনে হবে, যেন তারা বিক্ষিপ্ত মণিমুক্তা। যেদিকেই চাইবে শুধু নেয়ামত আর নিয়ামত এবং বিশাল সাম্রাজ্য দেখতে পাবে। তাদের আবরণ হবে চিকন ও মোটা সবুজ রেশমী বস্ত্র এবং অলংকার হবে রৌপ্য নির্মিত কংকন। তাদের পালনকর্তা তাদেরকে শরাবান তহুরা বা পবিত্র শরাব পান করাবেন। (বলা হবে ঃ) এটি তোমাদের প্রতিদান, তোমাদের প্রচেষ্টা স্বীকৃতি লাভ করেছে।"

–(সূরা আদ দাহর ঃ ১১-২২)

চতুর্দিকে শান্তি আর শান্তি

عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ۙ مُّتَّكِئِيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ۝ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۙ بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ ۙ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ۙ لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ۙ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ۝ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ۝ وَحُوْرٌ عِيْنٌ ۝ كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا ۙ اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ۝ (الوقعة : ١٥-٢٦)

"তারা স্বর্ণখচিত সিংহাসনে হেলান দিয়ে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে বসবে। তাদের কাছে ঘুরাফেরা করবে চিরকিশোরেরা, পানপাত্র, কূঁজা ও খাঁটি সুরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে। যা পান করলে তাদের শীরঃপীড়া হবে না এবং রুচিসম্মত জ্ঞান লোপ পাবে না। আর তাদের পসন্দমত ফল-মূল নিয়ে এবং রুচিসম্মত পাখীর গোশত নিয়ে তথায় থাকবে সুনয়না হুরগণ। যেন ঝিনুকে লুক্কায়িত মুক্তা। তারা যাকিছু করতো এ হচ্ছে তার বিনিময়। তারা সেখানে অবান্তর ও খারাপ কোন কথা শুনবে না। যাকিছু শোনবে তা শুধু শান্তি আর শান্তি।"–(সূরা আল ওয়াকিয়া ঃ ১৬-২৬)

ব্যতিক্রমী নদী ও ঝর্ণা

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۭ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّاۗءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۭ وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ۭ (محمد : ١٥)

"মুত্তাকীদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে তার মধ্যে আছে নির্মল পানির নদী, দুধের নদী যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়। পানকারীদের জন্য

সুস্বাদু শরাবের নদী এবং পরিশোধিত মধুর নহর। ফল-মূলতো আছেই। আরো থাকবে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমার গ্যারান্টি।"

আরাম-আয়েশের চিরস্থায়ী জায়গা

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ○ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ ج فِيْهَا مَاتَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ ج وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○ لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَاْكُلُوْنَ ○ (الزخرف : ٧٠-٧٣)

"তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে নিয়ে সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ করো। সেখানে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্রের মাধ্যমে তাদেরকে পরিবেশন করা হবে এবং আরো আছে নয়নাভিরাম মনোরম বস্তুসমূহ। তোমরা তথায় চিরকাল থাকবে। এই যে জান্নাতের উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছো এটি তোমাদের কর্মের প্রতিদান। এখানে তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফল-মূল, তা থেকে তোমরা আহার করবে।"–(সূরা আয যুখরুফ ঃ ৭০-৭৩)

আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম (নিরাপত্তা)

اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ○ هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِىْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِئُوْنَ ○ لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ○ سَلٰمٌ قف قَوْلاً مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ○ (يس : ٥٥-٥٨)

"সেদিন জান্নাতীরা আনন্দে মশগুল থাকবে। তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ উপবিষ্ট থাকবে ছায়াময় পরিবেশে আসনে হেলান দিয়ে। করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে দেয়া হবে সালাম (নিরাপত্তা)।"
–(সূরা ইয়াসীন ঃ ৫৫-৫৮)

[৫.৯] জাহান্নামের ভয়াবহতা

প্রজ্জ্বলিত আগুন যা থেকে পালানো সম্ভব নয়

نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ○ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ ○ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ○ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ○ (الهمزة : ٦-٩)

"আল্লাহ্‌র প্রজ্জ্বলিত আগুন, যা হৃদয় পর্যন্ত পৌছবে। সেখানে তাদেরকে উলম্ব এক খুঁটিতে বেঁধে দেয়া হবে।"–(সূরা আল হুমাযা ঃ ৬-৯)

অর্থাৎ আগুনের লম্বা খুঁটিতে এজন্য বেঁধে দেয়া হবে যাতে সে স্থানচ্যুত হতে না পারে এবং পুরোপুরি শাস্তি ভোগ করতে পারে।

সেখানে মৃত্যু হবে না

اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ط لَايَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ○

"যে তার পালনকর্তার কাছে অপরাধী হয়ে আসে, তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত। সেখানে সে মরবেও না এবং বাঁচবেও না।"

–(সূরা ত্বা-হা ঃ ৭৪)

وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَاهُوَ بِمَيِّتٍ ط (ابراهيم : ١٧)

"চারদিক থেকে তাকে মৃত্যুযন্ত্রণা পরিবেষ্টন করে নেবে কিন্তু মৃত্যু হবে না।"–(সূরা ইবরাহীম ঃ ১৭)

জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে আল কুরআনে যাকিছু বলা হয়েছে তার মধ্যে ভয়ঙ্কর শাস্তি হচ্ছে এটি। যার কল্পনা করা মাত্র গা শিউরে ওঠে।

রুক্ষ স্বভাবের ফেরেশতা

وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّايَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَايُؤْمَرُوْنَ ○ (التحريم : ٦)

"তার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, যেখানে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশকে অমান্য করে না। যা করতে আদেশ করা হয় তাই করে।"–(সূরা তাহরীম ঃ ৬)

জাহান্নামের আগুন কখনো নিভে যাবে না

مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ○ (بنى اسرائيل : ٩٧)

"তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। যখনই তা নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে তখনই আমি তাদের সে আগুনকে বৃদ্ধি করে দেবো।"

জাহান্নাম রাগে ফেটে পড়বে

اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ○ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ط

"যখন তারা সেখানে নিক্ষিপ্ত হবে তখন তার উৎক্ষিপ্ত গর্জন শোনতে পাবে। ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে।"–(সূরা আল মুল্‌ক ঃ ৭-৮)

চামড়া ঝলসে যাবে

اِنَّهَا لَظٰى ۙ نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ۙ(المعارج : ١٥-١٦)

"নিসন্দেহে তা প্রজ্জ্বলিত আগুন, যা চামড়াকে ঝলসে দেবে।"

ফুটন্ত পানি যা নাড়ী-ভূড়িকে গলিয়ে দেবে

وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاءَ هُمْ ۙ(مُحَمَّد : ١٥)

"তাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করানো হবে, যা তাদের নাড়ী-ভূড়িকে গলিয়ে দেবে।"–(সূরা মুহাম্মাদ ঃ ১৫)

মুখমণ্ডল দগ্ধ হয়ে যাবে

وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ۭ بِئْسَ الشَّرَابُ ۭ وَسَاۗءَتْ مُرْتَفَقًا ۙ(الكهف : ٢٩)

"যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে তবে পুঁজের ন্যায় পানীয় দেয়া হবে, যা তাদের মুখমণ্ডলকে দগ্ধ করে দেবে। কতো নিকৃষ্ট পানীয় এবং কতো খারাপ আশ্রয়স্থল।"–(সূরা আল কাহ্‌ফ ঃ ২৯)

পানীয় গলায় আটকে যাবে

وَيُسْقٰى مِنْ مَّاۗءٍ صَدِيْدٍ ۙ يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ –(ابراهيم : ١٦-١٧)

"তাদেরকে পুঁজ মেশানো পানি পান করানো হবে, গলায় আটকে যাবে অতিকষ্টে তা গলধঃকরণ করবে।"–(সূরা ইবরাহীম ঃ ১৬-১৭)

কাঁটাযুক্ত ঘাস তাদের খাদ্য

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۙ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ۭ

"খাদ্য হিসেবে তারা কাঁটাযুক্ত গাছ ছাড়া আর কিছুই পাবে না। তা শরীরের পুষ্টিসাধন করাতো দূরের কথা ক্ষুধাও নিবৃত্তি করবে না।"
–(সূরা আল গাশিয়া ঃ ৬-৭)

আগুনের পোশাক

فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ط يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ۝ يَصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ۝ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ۝ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ق وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝

"যারা কাফির তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরী করে রাখা হয়েছে। তাদের মাথার ওপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে, ফলে তাদের পেটে যা আছে এবং চামড়া সবকিছু গলে বের হয়ে যাবে। আরো আছে লোহার হাতুরী। যন্ত্রণায় অতিষ্ট হয়ে যখনই তারা বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। বলা হবে—দহন শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করো।"–(সূরা আল হাজ্জ ঃ ১৯-২২)

কণ্ঠবেড়ি

اِذِ الْاَغْلٰلُ فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ ط يُسْحَبُوْنَ ۝ فِى الْحَمِيْمِ ۝ ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُوْنَ ۝ (المؤمن : ٧١-٧٢)

"যখন বেড়ি ও শিকল তাদের গলদেশে পড়বে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। টগবগ করে ফোটা পানি এবং আগুনে তাদেরকে জ্বালানো হবে।"–(সূরা আল মু'মিন ঃ ৭১-৭২)

[৫.১০] আখিরাত বিশ্বাসের প্রভাব

সর্বদা আল্লাহ্‌র ভয় অন্তরে জাগ্রত থাকে

وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ ۝ (الرعد : ٢١)

"ঈমানদারগণ সর্বদা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং তার কাছ থেকে খারাপ হিসেব গ্রহণ করা না হোক এ ব্যাপারে সর্তক থাকে।"

অর্থাৎ সর্বক্ষণ তাদের অন্তর পুংখানোপুংখ হিসেবের ভয়ে ভীত থাকে।

اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ۝ (الدهر : ١٠)

"আমরা আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (আগত) এক ভীতিকর ভয়ঙ্কর দিনের ভয় রাখি।"–(সূরা আদ দাহর ঃ ১০)

সবসময়ে চিন্তা

مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ط وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

"যে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করে (সে জানে যে,) আল্লাহ্‌র সেই নির্দিষ্ট সময় অবশ্যই আসবে। আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন এবং জানেন।"–(সূরা আল আনকাবুত ঃ ৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আখিরাতের প্রবক্তা এবং তার ওপর দৃঢ় আস্থা রাখে, মৃত্যু আসবে এবং জীবনের সমস্ত কৃতকর্মের হিসেব দিতে হবে এ বিশ্বাস রেখে সে সর্বদা তার প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যতিব্যস্ত থাকে। প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার সে করতে থাকে।

নিষ্কলুষ ইবাদাত ও আনুগত্য

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ○ (الكهف : ١١٠)

"যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তাঁর পালনকর্তার ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে।"

আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ج فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ○ (النبا : ٣٩)

"এ দিবস সত্য। অতপর যার ইচ্ছে সে তার পালনকর্তার কাছে ঠিকানা তৈরী করুক।"–(সূরা আন নাবা ঃ ৩৯)

আল্লাহ্‌র পথে বের হওয়া

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ط اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ط فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ قَلِيْلٌ ○ (التوبة : ٣٨)

"হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের কি হলো, যখন আল্লাহ্‌র পথে বের হওয়ার জন্য তোমাদেরকে বলা হয় তখন মাটি আকড়ে পড়ে থাকো। তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনেই পরিতুষ্ট হয়ে গেলে ? অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার উপকরণ অতি অল্প।"–(সূরা তাওবা ঃ ৩৮)

দ্বিতীয় অধ্যায়

আত্মশুদ্ধি

(তাযকিয়ায়ে নফস)

আত্মশুদ্ধি (তাযকিয়ায়ে নফস)

তাযকিয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে—কোন বস্তুকে পরিশুদ্ধ করা এবং পর্যায়ক্রমে পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া। কুরআনী পরিভাষায় তাযকিয়ায়ে নফস অর্থ হচ্ছে, আত্মশুদ্ধি, পাপ ও কলুষ হতে মনকে পবিত্র করে আল্লাহ্‌র ইবাদাত ও আনুগত্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ করা।

আত্মশুদ্ধির দীনি গুরুত্ব

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۝ (الشمس : ٩-١٠)

"যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে সেই সফলতা লাভ করলো আর যে নিজেকে কলুষিত করে সে ব্যর্থ হলো।"–(সূরা আশ শামস ঃ ৯-১০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পাপ-পংকিলতার রাস্তা ছেড়ে নেকী ও কল্যাণের রাস্তায় চলে এলো সে সফলতার দ্বার প্রান্তে এসে উপস্থিত হলো।

রাসূল প্রেরণের আসল উদ্দেশ্য

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ (البقرة : ١٢٩)

"হে পরওয়ারদেগার ! আপনি তাদের মধ্য থেকেই তাদের জন্য একজন রাসূল পাঠান, যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞানী।"

এটি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দু'আ, যা তিনি কা'বা নির্মাণের সময় করেছিলেন। আল্লাহ্ সে দু'আ কবুল করে নিলেন এবং সর্বশেষ রাসূল পাঠানো সম্পর্কে ইরশাদ করলেন ঃ

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ۝ (البقرة : ١٥١)

"আমি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্য একজন রাসূল পাঠিয়েছি। যিনি তোমাদের নিকট আমার বাণীসমূহ পাঠ করবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করবেন। আর তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন কিতাব ও তার তত্ত্বজ্ঞান এবং শিক্ষা দেবেন এমন বিষয় যা তোমরা জানতে না।"

অর্থাৎ রাসূল মানুষকে অন্ধকার পাপ পুরী থেকে বের করে আলো ঝলমলে পথের দিকে নিয়ে আসার কাজে নিয়োজিত। পাপ-পঙ্কিলতা ও কলুষতা ধুয়ে-মুছে পাক-সাফ করে ব্যক্তি ও সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে এক আল্লাহ্‌র দাস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। আল কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, নবীদের সমস্ত চেষ্টা-সাধানার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের আত্মশুদ্ধি এবং ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস থেকে তাদেরকে পবিত্র করা। প্রথম আয়াতে আত্মশুদ্ধির কথা শেষে বলা হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে প্রথমে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, মানুষকে পরিশুদ্ধি করাই হচ্ছে নবী প্রেরণের আসল উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই রাসূলে আকরাম (সা) সারাজীবন চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

আত্মশুদ্ধির উপায়

[১.] তাওবা ও ইস্তিগফার

وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ ط اِنَّ رَبِّىْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ○ (هود : ٩٠)

"তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তোমরা তওবা করো এবং মাগফিরাত চাও। নিসন্দেহে আমার প্রতিপালক রহমত ও ভালোবাসার আধার।"

لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○ (النمل : ٤٦)

"তোমরা কেন তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো না, তাহলে তিনি তোমাদের ওপর রহমত করবেন।"–(সূরা আন নমল ঃ ৪৬)

وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○ (النور : ٣١)

"ঈমানদারগণ ! তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তওবা করো, তবেই তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হবে।"–(সূরা আন নূর ঃ ৩১)

ইস্তিগফার হচ্ছে—বান্দা অপরাধ করে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট তার কৃতকর্মের অপরাধ মাফ করে দেয়ার জন্য ধর্ণা দেয়া। আর তওবা অর্থ হচ্ছে—প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা। বান্দা যখন অপরাধের চোরাবালীতে ফেঁসে নিজের গুনাহ সম্পর্কে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসে এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্যে মস্তক অবনত করে দেয়, এই অবস্থাকে আল কুরআন তওবা বলে অভিহিত করেছে। তওবা ও ইস্তিগফার হচ্ছে বান্দার অন্যতম একটি গুণ, যা তাকে আল্লাহ্‌র কাছাকাছি নিয়ে যায়। রাসূলে আকরাম (সা) বলেছেন ঃ 'মানুষ ! তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো, আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে এসো। দেখ আমি প্রতিদিন শতবার আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করি।'

আল্লাহ্ মানুষের যে আমলটি সবচেয়ে বেশী পছন্দ করেন, তা হচ্ছে তওবা ও ইস্তিগফার। নবী করীম (সা) একথাটিকে সুন্দর এক উপমার সাহায্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

'যখন কোন বান্দা আল্লাহ্র নিকট তওবা করে, তখন আল্লাহ্ তোমাদের মধ্য হতে ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশী খুশী হন—যে ব্যক্তি পানি বিহীন মরুভূমিতে তার বাহনের উপর ছিলো। অতপর বাহনটি পালিয়ে গেলো, যার ওপর তার খাদ্য ও পানীয় ছিলো। কিন্তু সে তা ফিরে পাবার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে একটি গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়লো। তখন হঠাৎ সে বাহনটিকে তার নিকট দাঁড়ানো দেখলো। এমতাবস্থায় সে যতটুকু খুশী হলো, আল্লাহ্ তার চেয়েও বেশী খুশী হন যদি কোন বান্দা অপরাধ করে আল্লাহ্র নিকট তওবা করে।'

অন্য হাদীসে আরেকটি আকর্ষণীয় উপমা দেয়া হয়েছে।

'কোন এক যুদ্ধে বন্দীদেরকে গ্রেফতার করে আনা হলো। তখন হঠাৎ বন্দীদের মধ্য থেকে একজন স্ত্রীলোককে দৌড়াতে দেখা গেলো। তারপর সে একটি শিশুকে পেয়ে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলো এবং আদর করে দুধ পান করাতে লাগলো। (এ দৃশ্য দেখে) নবী করীম (সা) বললেন ঃ এ স্ত্রীলোকটি কি তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে ? তোমরা কি বলো ? সাহাবাগণ উত্তর দিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আগুনে নিক্ষেপ করাতো দূরের কথা, যদি এ শিশুটি (আগুনে) পড়ে যেতে চায় তবে জীবন বাজী রেখে হলেও তাকে বাঁচাতে চাইবে। অতপর রাসূলে আকরাম (সা) বললেন ঃ ঐ স্ত্রীলোকটির সন্তানের (মহব্বতের) চেয়েও আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রতি অধিক স্নেহশীল ও দয়ালু।'

[১.১] আল্লাহ্-ই তাওবা কবুল করেন

وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝ وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ط وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۝ (الشورى : ٢٥-٢٦)

"তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন, পাপসমূহ মাফ করেন এবং তোমরা যা করো তা তিনি জানেন। তিনি মু'মিন ও সৎকর্মশীলদের দু'আ শোনেন এবং তাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহের হাত প্রসারিত করে দেন। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।"–(সূরা শূরা ঃ ২৫-২৬)

[১.২] প্রকৃত তওবা

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ط عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ج نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْلَنَا ج اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

"মু'মিনগণ ! তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করো—আন্তরিক তওবা। আশা করা যায়, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নদী-নালা প্রবাহমান। সেদিন আল্লাহ্ নবী ও তাঁর বিশ্বাসী সহচরদেরকে অপদস্থ করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে। তারা বলবে ঃ হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দাও এবং আমাদেরকে ক্ষমা করো। নিশ্চয় তুমি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।"–(সূরা আত তাহরীম ঃ ৮)

'তওবায়ে নসূহ' বলতে খাঁটি আন্তরিক তওবাকে বুঝায়। যারপর মনের কোন কোণে যেনো গুনাহর সামান্য আকাংখাও অবশিষ্ট না থাকে। তিনটি বস্তুর সমন্বয়ের নাম আন্তরিক তওবা ঃ

(১) মানুষ তার কৃত-কর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে।

(২) পুনরায় এ ধরনের অপকর্মে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প করবে।

(৩) এবং বাকী জীবন সেই সংকল্পের ওপর চলার প্রাণপণ চেষ্টা চালাবে। আর কারো অধিকার নষ্ট করে থাকলে তা পূরণ করবে অথবা তার নিকট ক্ষমা চেয়ে নেবে।

এটি হচ্ছে ঐ তওবা, যার দ্বারা মানুষের আত্মশুদ্ধি ঘটে এবং গুনাহসমূহ ঝরে যায় আর অবশিষ্ট জীবন সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছে যায় এবং তাঁর জান্নাতের অধিকারী হয়ে যায়।

[১.৩] প্রকৃত ক্ষমাপ্রার্থনা

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ص وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ص وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا

وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○ اُولٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ○

"তারা কখনো কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের ওপর যুলুম করে ফেললে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং নিজের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে।—আল্লাহ্ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন ?—তারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে শোনে একই কাজ বারবার করতে থাকে না। তাদের জন্য প্রতিদান হচ্ছে ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে প্রস্রবণ —সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। যারা সৎকাজ করে তাদের জন্য কতো চমৎকার প্রতিদান।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৫-১৩৬)

ইস্তিগফার শব্দের অর্থ শুধু এই নয় যে, মুখে কয়েকবার 'আস্তগফিরুল্লাহ' বলবে। প্রকৃত ইস্তিগফার বা ক্ষমাপ্রার্থনা হচ্ছে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে কৃত-কর্মের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে মাফ চাওয়া। জেনে বুঝে সে কাজের অপব্যাখ্যা ও পুনরাবৃত্তি না করা। কাতরকণ্ঠে ও বিনয় অবনত চিত্তে আল্লাহ্‌র কাছে নাছোড় বান্দা হয়ে ধর্ণা দেয়া।

[১.৪] অবস্থার সংশোধন

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ز اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ (الانعام : ٥٤)

"বান্দার ওপর রহমত করা তোমার পালনকর্তা নিজের জন্য অপরিহার্য করে নিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে ফেলে, অতপর তওবা করে এবং সৎ হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"–(সূরা আল আনআম ঃ ৫৪)

যদি কোন ব্যক্তি মানসিক দুর্বলতার কারণে কোন খারাপ কাজ করে বসে, তারপর ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত ও ভারাক্রান্ত মনে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং পরবর্তী কাজ-কর্ম সংশোধন করে নেয় তবে আল্লাহ্ তাদের গুনাহ্‌সমূহ মাফ করে দেন। শুধু মাফ করেই ক্ষান্ত হন না, অনাগত ভবিষ্যতের জন্য তাকে রহমত ও কল্যাণ্যের আশ্বাস প্রদান করেন।

২. *আল্লাহ্‌র যিকির*

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ

ع الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ع رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً ع سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

"নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত-দিনের আবর্তনে জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শন আছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে। (তারা বলে ঃ) পরওয়ারদেগার ! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করোনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদেরকে তুমি জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০-১৯১)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۙ وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً ۝

"মু'মিনগণ ! তোমরা আল্লাহ্‌কে বেশী বেশী স্মরণ করো এবং সকাল-বিকাল আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করো।"–(সূরা আল আহযাব ঃ ৪১-৪২)

আত্মার পবিত্রতার লক্ষণ হচ্ছে—অন্তরে সর্বদা আল্লাহ্‌র ভয় জাগ্রত থাকা। প্রতিটি কর্মে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা। জিহ্বা সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকিরে সিক্ত থাকা এবং যাবতীয় চিন্তা ও কর্মে তার প্রতিফলন ঘটা। এটি তখনই সৃষ্টি হয় যখন যিকিরের সাথে সাথে মানুষ তাঁর সৃষ্টি, ব্যবস্থাপনা, দয়া ও অনুকম্পা এবং নিয়ামত প্রভৃতি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে। বস্তুত যিকিরে ইলাহী হচ্ছে আত্মশুদ্ধির প্রথম অবলম্বন এবং সমস্ত ইবাদাতের রূহ।

এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ জিহাদে অংশগ্রহণ-কারীদের মধ্যে সর্বাধিক সওয়াব লাভকারী ব্যক্তি কে ? রাসূল (সা) বললেন ঃ তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে। তারপর সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ রোযাদার ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বোত্তম সওয়াবের অধিকারী কে ? বলা হলো ঃ তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌কে বেশী বেশী স্মরণ করে। এমনিভাবে তারা নামায, যাকাত, হাজ্জ ও সদকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন এবং প্রত্যেকবারই নবী করীম (সা) উত্তর দিলেন, তাদের মধ্যে যে বেশী বেশী আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে সেই বেশী সওয়াব লাভ করবে।

[২.১] যিকিরের সঠিক পদ্ধতি

وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰكُمْ ج (البقرة : ١٩٨)

"সেভাবেই তাঁর যিকির করো, যেভাবে তোমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৮)

অর্থাৎ তোমরা যিকিরের সেই পদ্ধতি অবলম্বন করো, যা আল্লাহ্‌র কিতাবে এবং তার বাহক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিদায়াত পাওয়া যায়। এছাড়া অন্য কোন পদ্ধতি গ্রহণ করো না।

[২.২] আল্লাহ্‌র যিকিরের সুফল

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ط اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ۝ (الرعد : ٢٨)

"যারা মু'মিন তাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র যিকিরে প্রশান্তি লাভ করে। অবশ্যই আল্লাহ্‌র যিকির হচ্ছে ঐ বস্তু, যা দিয়ে মনের প্রশান্তি লাভ করা যায়।"–(সূরা আর রা'দ ঃ ২৮)

৩. *তিলাওয়াতে কালাম*

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ط (عنكبوت : ٤٥)

"হে নবী ! ঐ কিতাবের তিলাওয়াত করো যা তোমার ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং নামায কায়েম করো।"–(সূরা আল আনকাবুত ঃ ৪৫)

মক্কী জীবনের শেষ দিকে মুসলমানগণ যে যুল্‌ম-নির্যাতন ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন, সেই নির্যাতনের মুহূর্তে যেন দৃঢ়তা ও মনোবল হারিয়ে না যায় সে জন্য আল্লাহ্‌র পরামর্শ হচ্ছে—'তোমরা বেশী বেশী আল্লাহ্‌র কিতাব তিলাওয়াত করো এবং নামায কায়েম করো।' প্রকৃতপক্ষে মনকে আল্লাহ্‌মুখী করানোর জন্য কুরআন তিলাওয়াত হচ্ছে সর্বোত্তম মাধ্যম। বিশেষভাবে যদি তা নামাযে তিলাওয়াত করা হয়।

[৩.১] গভীরভাবে অধ্যয়ন ও চিন্তা-ভাবনা

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

"এটি একটি বরকতময় কিতাব যা তোমার ওপর অবতীর্ণ করেছি, যেন বুদ্ধিমানগণ একে গভীরভাবে অধ্যয়ন ও চিন্তা-ভাবনা করে।"

–(সূরা সোয়াদ ঃ ২৯)

আল কুরআন থেকে কল্যাণ লাভের পূর্ব শর্ত হচ্ছে—বুঝে-শুনে ধীরে ধীরে তা তিলাওয়াত করতে হবে। কুরআনের শিক্ষা ও নির্দেশ মুতাবেক জীবনযাপন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে। এখানে স্মর্তব্য যে, আল্লাহ্‌র কিতাব এজন্যই অবতীর্ণ হয়েছে যে, বিভিন্ন বিষয়কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা হবে এবং এ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা হবে। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন ঃ লোহায় যেমন

মরিচা পড়ে তদ্রূপ মানুষের মনেও মরিচা ধরে যায়। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ তা দূর করার উপায় কি ? রাসূলে আকরাম (সা) বললেন ঃ বেশী বেশী মৃত্যুর কথা স্মরণ করা এবং কুরআন তিলাওয়াত করা।

[৩.২] হক আদায় করে তিলাওয়াত

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ط اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ط -

"আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা তা এমনভাবে তিলাওয়াত করে যেভাবে তিলাওয়াত করা উচিত এবং তারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে।"
–(সূরা আল বাকারা ঃ ১২১)

এ হচ্ছে আহলে কিতাবদের মধ্যে ঐ সমস্ত পুণ্যাত্মার কথা, যারা বুঝে-শোনে ধীর-স্থিরভাবে কিতাব তিলাওয়াত করতেন। যখন তাদের সামনে আসমানী কিতাবের এ সর্বশেষ সংস্করণ—আল কুরআন—অবতীর্ণ হলো তখন তারা বলে উঠলেন ঃ

'আমরা একে বিশ্বাস করলাম। নিসন্দেহে এটি প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। আমরাতো প্রথম থেকেই তাঁর অনুগত।'

৪. তাকওয়া

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যেমন ভয় করা উচিত। আর তোমরা এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না যখন তোমরা অনুগত নও।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১০২)

তাকওয়া হচ্ছে—আল্লাহ্‌র ভয় ও ভালোবাসা থেকে উদ্ভূত মনের একটি অবস্থা। যা যাবতীয় সৎকাজের সহায়ক ও সকল অন্যায় ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার শক্তি ও স্পৃহা। ঈমানের প্রকৃতিগত দাবী হচ্ছে—তাকওয়া অর্জন করা। তাকওয়াই মু'মিনকে যাবতীয় অন্যায় ও পাপাচার থেকে বিরত রাখে এবং আনুগত্যের প্রশস্ত পথে দৌড়ানোর শক্তি প্রদান করে।

[৪.১] তাকওয়া ঃ আমল কবুলের মাপকাঠি

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ م اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ط قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ط قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

"তুমি তাদেরকে আদমের দুই পুত্রের অবস্থাটা শুনিয়ে দাও। যখন তারা উভয়ে কিছু কুরবানী পেশ করলো তখন তাদের একজনের কুরবানী কবুল হলো এবং আরেকজনের কুরবানী কবুল হলো না। (যার কুরবানী কবুল হলো না) সে বললো ঃ আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করবো। অন্যজন বললো ঃ আল্লাহ্ কেবল মাত্র মুত্তাকীদের পক্ষ থেকেই (কুরবানী) কবুল করে থাকেন।"–(সূরা আল মায়িদা ঃ ২৭)

আদম (আ)-এর দুই পুত্র কুরবানী করেছিলেন—হাবিল এবং কাবিল। হাবিলের কুরবানী কবুল হলো কিন্তু কাবিলের কুরবানী কবুল হলো না—কারণ আল্লাহ্ তো শুধু সেই আমলই কবুল করেন যা নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহ্র জন্য করা হয়ে থাকে। আর এ অবস্থার মূলে যে চালিকাশক্তি কাজ করে তা হচ্ছে তাকওয়া।

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ط

"আল্লাহ্র নিকট তার রক্ত কিংবা গোশ্ত কিছুই পৌঁছে না ; শুধু পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া।"–(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৩৭)

আল্লাহ্ তো কুরবানীর পশুর রক্ত-মাংস চান না। আল্লাহ্র নিকট শুধু সেই জিনিসই মূল্যবান ও কাম্য যা তাঁর ভালোবাসা ও ভীতি নিয়ে করা হয়। কোন আমলকেই তিনি বাহ্যিক অবস্থার আলোকে বিচার করেন না, তিনি বিচার করেন আমলকারীর মনের অবস্থা—নিয়ত ও তার আগ্রহ-উদ্দীপনার বিষয়টি।

[৪.২] তাকওয়া ঃ হিদায়াতের ভিত্তি

الٓمّٓ ۚ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ (البقرة : ١٥)

"আলিফ-লাম-মীম। এটি ঐ কিতাব যার মধ্যে কোন্ সন্দেহ নেই। এটি তাদের জন্য হিদায়াতের উৎস যারা মুত্তাকী।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১)

নিসন্দেহে আল্লাহ্র কিতাব হিদায়াতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। তবে এ থেকে শুধু তারাই কল্যাণ লাভ করে থাকে, হিদায়াত পেয়ে থাকে, যাদের ভেতর আল্লাহ্ভীতি বা তাকওয়া বর্তমান। যার অন্তর আল্লাহ্ভীতি বা তাকওয়া থেকে মুক্ত সে হিদায়াত থেকেও বঞ্চিত।

[৪.৩] তাকওয়া ঃ মর্যাদার মাপকাঠি

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ۚ (الحجرات : ١٣)

"নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকট তোমাদের সেই ব্যক্তিই বেশী সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী, যে তাঁকে বেশী ভয় করে চলে।"–(সূরা আল হিজরাত ঃ ১৩)

ইসলামের দৃষ্টিতে সমস্ত মানুষ সমান। কারো মর্যাদা বেশী নয়। শুধু একটি কারণেই এ মর্যাদার বেশকম হয়, তা হচ্ছে তাকওয়া। যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং তাঁর নিষিদ্ধ সীমা পরিহার করে চলে তার মর্যাদা আল্লাহ্‌র কাছে অনেক উর্ধে।

[৪.৪] তাকওয়ার বিনিময়

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ ۝ فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝

"মুত্তাকীগণ থাকবে জান্নাতে ও নির্ঝরিণীতে, যোগ্য আসনে, সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে।"–(সূরা আল ক্বামার ঃ ৫৪-৫৫)

৫. আমলে সালেহ্

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ج

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ (النحل : ٩٧)

"যে সৎকাজ করে সে যদি মু'মিন হয় তবে পুরুষ কিংবা মহিলা যা-ই হোক না কেন তাকে পবিত্র জীবন দান করবো এবং প্রতিদানে উত্তম বস্তু দেবো সেই আমলের বিনিময়ে যা তারা করতো।"–(সূরা নাহল ঃ ৯৭)

আল কুরআনের অনেক জায়গায় ঈমানের সাথে সাথে আমলে সালেহর শর্তারোপ করা হয়েছে। সমস্ত পুরস্কার, উত্তম বস্তু এবং যাবতীয় কল্যাণ তাদের জন্যই নির্ধারণ করা হয়েছে, যারা ঈমান আনার পর আমলে সালেহ করে। দুনিয়ার জীবনেও যেমন এ সমস্ত লোক নোংরামী ও পাপ-পংকিলতা থেকে পবিত্র থাকে তদ্রূপ আখিরাতেও তাদেরকে পবিত্র জীবনযাপনের জন্য সর্বোত্তম উপায়-উপকরণ সরবরাহ করা হবে।

وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ۝

جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ

تَزَكّٰى ۝ (طه : ٧٥-٧٦)

"যারা তার কাছে এসে ঈমানদার হয়ে যায় এবং সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে উচ্চমর্যাদা। বসবাসের এমন পুষ্পোদ্যান যার নিম্নদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটি তাদেরই পুরস্কার যারা পবিত্র হয়।"–(সূরা ত্বা-হা ঃ ৭৫-৭৬)

৬. আল্লাহর পথে দান

লোভ, কৃপণতা ও দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত রাখার জন্য এবং আত্মিক শক্তি বৃদ্ধির নিমিত্তে পসন্দসই সম্পদ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য দান করা। শুধু যাকাতকেই দান মনে না করে যখনই আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করার কোন সুযোগ এসে যায় তাকে নিয়ামত মনে করে মুক্ত হস্তে দান করা। দানশীলতা মু'মিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হিদায়াত নসীব হওয়ার অন্যতম শর্ত। দানের বদৌলতে একদিকে যেমন মনের সংকীর্ণতা ও সম্পদের মোহ দূর হয়ে যায় অপরদিকে দীনের প্রতি মহব্বত বৃদ্ধি পায়। ফলে দীনের স্বার্থে যে কোন ধরনের কুরবানী করার জন্য মন প্রস্তুত হয়ে যায়।

সমস্ত অনিষ্টের মূল হচ্ছে দুনিয়া প্রীতি। আর যে বস্তুটি দুনিয়া প্রীতির অন্যতম কারণ তা হচ্ছে ধন-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব। এজন্য নবী করীম (সা) একে 'ফিতনা' বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং সতর্ক থাকার জন্য উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন।

[৬.১] দানের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا (التوبة : ١٠٣)

"হে নবী ! তুমি তাদের মাল থেকে যাকাত গ্রহণ করে তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে দাও।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ১০৩)

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ۝ الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ۝ (الليل : ١٧-١٨)

"জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে তাকে, যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলে এবং আত্মশুদ্ধির জন্য তার ধন-সম্পদ দান করে।"–(সূরা লাইল ঃ ১৭-১৮)

আত্মশুদ্ধি ও পবিত্রতা অর্থ যাবতীয় অন্যায় ও খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকা এবং আত্মিক উন্নতি সাধন করে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে নিজেকে বিলীন করে দেয়া।

[৬.২] গোপনে দানের মাহাত্ম

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ط (البقرة : ٢٧١)

"যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান করো তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি গোপনে দান করো এবং অভাবগ্রস্তদেরকে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরো উত্তম।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭১)

প্রকাশ্যে দান খয়রাত অনেক সময় রিয়া বা অহংকারের জন্ম দেয়। রিয়া মানুষের সমস্ত সৎকাজকে ধ্বংস করে দেয় যেমন তুচ্ছ একটি পোকা মূল্যবান গ্রন্থকে কেটে বরবাদ করে দেয়। এজন্য দানের ব্যাপারে যতো গোপনীয়তা অবলম্বন করা যায় ততোই কল্যাণ লাভ করা যায়।

৭. দু'আ

আত্মার পরিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার জন্য আরো যে আমলটি গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে—মু'মিনের প্রকৃত আশ্রয়স্থল আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নিকট বিনয়াবনত হয়ে প্রার্থনা করা। দু'আকে নবী করীম (সা) ইবাদাতের মগজ বলেছেন।

[৭.১] আল্লাহ্র নিকটই প্রার্থনা করা উচিত

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ط وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَايَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ط وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ○ (الرعد : ١٤)

"সত্যের আহ্বান একমাত্র তাঁরই। তাঁকে ছাড়া আর যাদেরকে তারা ডাকে তা তাদের কোন কাজেই আসে না। তাদের দৃষ্টান্ত সেরূপ, যেমন কেউ দু' হাত পানির দিকে প্রসারিত করে, যেন পানি তার মুখে পৌঁছে যায়। অথচ পানি কোন সময়ই তার মুখে পৌঁছুবে না। কাফিরদের যাবতীয় দু'আ সবই ভ্রষ্টতা।"–(সূরা আর রা'দ ঃ ১৪)

এ উদাহরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে—যার হাতে সমস্ত ক্ষমতা, যিনি সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা, যিনি সর্বাধিপতি, যার হাতের মুঠোতে সকল ধনভাণ্ডারের চাবি, তাকে ছাড়া বান্দার ফরিয়াদ শোনার এবং জবাব দেয়ার আর কেউ নেই।

[৭.২] আল্লাহ্ দু'আ কবুল করেন

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ط اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ لا فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ○ (البقرة : ١٨٦)

"আমার বান্দারা তোমার নিকট জিজ্ঞেস করে আমার সম্পর্কে, আমি তো তাদের অতি নিকটে। তারা দু'আ করে আমি তাদের সে দু'আ কবুল করি। কাজেই আমার হুকুম মানা এবং নিঃসংশয়ে আমাকে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যেনো তারা সৎপথে আসতে পারে।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৬)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর বান্দার অতি নিকটে। তিনি তাদের আহ্বান শোনেন এবং একমাত্র তিনিই তাদের দু'আকে কবুল করে থাকেন।

[৭.৩] দু'আ কবুলের শর্ত

وَاَقِيْمُوا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۝

"তোমরা প্রতিটি সিজদার সময় মুখমণ্ডল সোজা রাখো এবং খালেসভাবে তাঁকে ডাকো।"–(সূরা আল আ'রাফ ঃ ২৯)

আল্লাহ্র নিকট নিজের প্রয়োজনের কথা বলার আগে দু'টো বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে। এক ঃ প্রতিটি ইবাদাতে আল্লাহ্কে সংশ্লিষ্ট করতে হবে এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই ইবাদাত করতে হবে। দুই ঃ যে দু'আ করবে, তার যাবতীয় ইবাদাত আল্লাহ্র জন্যই নিবেদিত হতে হবে। অর্থাৎ সে নাফরমানী ও বিদ্রোহের পথে চলে আল্লাহ্র নিকট দু'আ করতে পারবে না। আর সে দু'আ হতে হবে সৎ উদ্দেশ্যের। অসৎ উদ্দেশ্যের কোন দু'আ আল্লাহ্র নিকট গৃহিত হয় না। কুরআনে যে সমস্ত দু'আ আল্লাহ্ শিখিয়ে দিয়েছেন সেসব শব্দ দিয়ে দু'আ করাই উত্তম।

তৃতীয় অধ্যায়

ইবাদাত

ইবাদাত

আল কুরআনের মূল দাওয়াত

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً ص وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ج فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ (البقرة : ٢١-٢٢)

"হে মানব সমাজ ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদাত করো। যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে। যে পবিত্র সত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ বানিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন খাদ্য হিসেবে। সেই আল্লাহ্‌র সাথে তোমরা অন্য কাউকে শরীক বানিয়ো না। বস্তুত এসব তোমরা জানো।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২১-২২)

কুরআনে হাকীম সমস্ত মানুষকে লক্ষ্য করে একই দাওয়াত দিয়েছেন যে, এক আল্লাহ্‌র ইবাদাত করো, যিনি সকলকে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিপালন করছেন। সৃষ্টিকর্মে যেমন তাঁর সাথে কোন অংশীদার নেই তদ্রূপ প্রতিপালনের ব্যাপারেও কোন সাহায্যকারী নেই। যদি একথাই সঠিক হয় তবে তোমরা কি করে তাঁর সাথে শরীক করো ?

আল্লাহ্ মানুষকে উত্তমভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত জীবনোপকরণ দিয়েছেন। আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে সেই পানি দিয়ে নানা প্রকার ফল-ফসল উৎপন্ন করে মানুষকে প্রতিপালনের ব্যবস্থাও করেছেন। অতএব তাঁকে ছাড়া আর কেউ মাবুদের মর্যাদা পেতে পারে না। তাঁর মহানুভবতা ও অগণিত নিয়ামতের দাবী হচ্ছে—মানুষ একনিষ্ঠভাবে শুধু আল্লাহ্‌র-ই ইবাদাত করবে। তাছাড়া আল্লাহ্‌র আযাব বা শাস্তি থেকে বাঁচার উপায়ও হচ্ছে একনিষ্ঠভাবে কেবল তার ইবাদাত করা।

মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ ۝ (الذاريات : ٥٦)

"আমি মানুষ ও জ্বিনকে আমার ইবাদাতের উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।"–(সূরা আয যারিয়াত ঃ ৫৬)

রাসূল পাঠানোর আসল উদ্দেশ্য

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ ج

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত করো এবং তাগুত থেকে বেঁচে থাকো।"

–(সূরা আন নাহল ঃ ৩৬)

আল্লাহ্‌র ইবাদাতের মুকাবেলায় যারা নিজেদের ইবাদাত বা বন্দেগীর দাবী জানায় তারা-ই তাগুত নামে অভিহিত। রাসূল পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য ছিলো —মানুষ সবকিছুর ইবাদাত ও দাসত্বকে পরিহার করে এক আল্লাহ্‌র ইবাদাত ও গোলামী করবে, এ শিক্ষা দেয়ার জন্য। সব নবীদের শরীয়তেই ইবাদাতের কিছু নিয়ম-পদ্ধতির কথা বলা হয়েছিলো, তার মধ্যে নামায হচ্ছে অন্যতম।

নামায

নামায কথাটি বুঝানোর জন্য আল কুরআনে 'সালাত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আভিধানিক অর্থে 'সালাত' হচ্ছে—কোন কিছুর দিকে মুখ ফেরানো, কোন লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া, কোন বস্তুর নিকটবর্তী হওয়া ইত্যাদি। কুরআনী পরিভাষায় সালাত অর্থ—আল্লাহ্‌র দিকে মুখ ফেরানো, অগ্রসর হওয়া এবং তাঁর নিকট থেকে নিকটতর হওয়ার প্রচেষ্টা করা।

নামায হচ্ছে তাওহীদের প্রকাশ্য রূপ এবং ঈমানের সার্বক্ষণিক চিহ্ন। আকীদার ভিত্তি যেমন তাওহীদের ওপর স্থাপিত তদ্রূপ ঈমানের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে নামাযের ওপর। তাই নামায প্রতিষ্ঠা মানেই পুরো দীনের প্রতিষ্ঠা। এটি মু'মিনের জন্য শুধু একটি উত্তম আমলই নয় বরং যাবতীয় আমলের ভিত্তি। এর গুরুত্বকে সামনে রেখে আল কুরআনে 'পড়ো, কিংবা 'আদায় করো' শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। বরং 'সংরক্ষণ করো' 'প্রতিষ্ঠা করো' এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার তাৎপর্য হচ্ছে—যেনতেনভাবে নামায পড়া ফরয নয়, পুরো সতর্কতা, আদব ও শর্তানুযায়ী যথাযথভাবে তা আদায় করতে হবে।

নামায-ই হচ্ছে প্রকৃত দীন

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ط فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ط

لاَتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ لا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُوْنَ ۝

مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلاَ تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

তোমার মুখমণ্ডলকে একনিষ্ঠভাবে দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করো। এটিই আল্লাহ্‌র ফিতরাত—প্রকৃতি—যার ওপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটিই সঠিক দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বুঝে না। সবাই আল্লাহ্‌মুখী হও, তাকওয়া অবলম্বন করো এবং নামায কায়েম করো। তবে তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"

–(সূরা আর রূম ঃ ৩০-৩১)

মানুষ প্রকৃতপক্ষে আনুগত্যের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। আর তার প্রকৃতি হচ্ছে সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদাতে নিয়োজিত থাকা। দীনি ফিতরাতের এই প্রাণশক্তিকে মন-মস্তিষ্কে ধারণ করানোর জন্যই নামাযকে ফরয করা হয়েছে। নামায কায়েম করা মূলত দীনে ফিতরাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রকাশ্য প্রমাণ। বান্দা প্রতিদিন কয়েকবার একত্রিত হয়ে সারিবদ্ধভাবে আল্লাহ্‌র দরবারে শোকর আদায় করে, তাঁর দাসত্বের ও আনুগত্যের স্বীকৃতি দেয় এবং সিজদায় লুটিয়ে এ ঘোষণা দেয় যে, আমি সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম।

নামাযের দাবী জীবনের বিপ্লব

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَايَعْبُدُ اٰبَاءُنَا اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِىْ اَمْوَالِنَا مَانَشٰٓؤُا ط اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ○ (هود : ٨٧)

"তারা বললো ঃ হে শুআইব ! তোমার নামায কি এই শিক্ষা দেয় যে, আমরা তাদেরকে ত্যাগ করবো যাদের উপাসনা আমাদের বাপ-দাদারা করে গেছেন। অথবা আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছেমতো যাকিছু করে থাকি তা ছেড়ে দেবো ? তুমি তো আবার খাস মহৎ ব্যক্তি ও সৎপথের পথিক!"–(সূরা হূদ ঃ ৮৭)

হযরত শুআইব (আ) তাঁর জাতিকে বাতিল মাবুদদের পূজা-অর্চনা থেকে বিরত থেকে এক আল্লাহ্‌র ইবাদাতে আত্মনিয়োগ করতে আহ্বান জানিয়ে এবং ইবাদাতের তাৎপর্য তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র ইবাদাত মানে তোমাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম, লেন-দেন, চলাফেরা ইত্যাদি সবকিছু তার দেখানো পদ্ধতিতে সম্পাদন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই তাঁর হুকুম লংঘন করা যাবে না। শুআইব (আ)-এর এ দাওয়াত শোনে তারা বললো ঃ হে শুআইব ! তুমি আমাদেরকে কী ইবাদাত করতে বলো ? কী নামায পড়তে বলো ? আল্লাহ্‌কে রাজী করানোর জন্য যাদের ইবাদাত করছি তারা কি যথেষ্ট নয় ? নামাযের দাবী কি এই যে, যুগ যুগ ধরে চলে আসা আমাদের বাপ-

দাদার ইবাদাতের পদ্ধতিকে পরিত্যাগ করবো ? এমনকি সামাজিক লেন-দেন ও আচার-আচরণকে পর্যন্ত পরিশুদ্ধ করতে হবে ?

এ আয়াত দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, নামায জীবনের সার্বিক বিপ্লব ঘটাতে চায়।

ঈমানের পর প্রথম দাবী নামায

اِنَّنِىْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ۝ (طه : ١٤)

"নিশ্চয় আমি আল্লাহ্। আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। অতএব তোমরা আমার ইবাদাত করো এবং আমার স্মরণে নামায প্রতিষ্ঠা করো।"–(সূরা ত্বা-হা ঃ ১৪)

قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۭ وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ۭ وَهُوَ الَّذِىْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝ (الانعام : ٧١-٧٢)

"তুমি বলে দাও, নিশ্চয় আল্লাহ্র পথ-ই সুপথ। আমরা আদিষ্ট হয়েছি যেন, স্বীয় পালনকর্তার আজ্ঞাবহ হয়ে যাই এবং (বলা হয়েছে) নামায কায়েম করো ও তাঁকে ভয় করো। তাঁর সামনেই একদিন একত্রিত হতে হবে।"–(সূরা আল আনআম ঃ ৭১-৭২)

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ ۔ (البقرة : ٢)

"(আল কুরআন) ঐসব মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত যারা অদৃশ্য বিষয়ে ঈমান আনে এবং নামায কায়েম করে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২-৩)

এ সমস্ত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একজন মানুষের ঈমান আনার পর তার ওপর সর্বপ্রথম যে দায়িত্ব অর্পিত হয়, তা হচ্ছে নামায। এটি এমন এক ইবাদাত যা করতে হলে ঈমান ছাড়া আর কোন শর্ত নেই। অন্য কথায় এ ইবাদাত করতে হলে ঈমান গ্রহণ শর্ত। মু'মিন প্রতিটি ব্যক্তির ওপর—চাই সে পুরুষ কিংবা স্ত্রী য়া-ই হোক না কেন—দৈনিক পাঁচবার নামায পড়া ফরয।

নামায ঈমান ও কুফরের ফায়সালাকারী

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى ۝ وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝ (القيمة : ٣١-٣٢)

"সে বিশ্বাস করতো না এবং নামায পড়তো না বরং সে সত্যকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করেছে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।"

–(সূরা আল কিয়ামাহ ঃ ৩১-৩২)

যদি বর্ণনাভঙ্গির দিকে লক্ষ্য করা হয় তবে দেখা যাবে সেখানে নামায এবং ঈমানকে একই সূত্রে বেঁধে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে এ কিতাবের সত্যতা স্বীকার করার প্রথম প্রমাণ হচ্ছে নামায। আর যদি নামাযকে অবজ্ঞা বা অস্বীকার করা হয় তবে গোটা দীনকেই যেন অস্বীকার করা হলো।

يَتَسَاءَلُوْنَ ۝ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝ مَاسَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ۝ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۝ (المدثر : ٤٠-٤٣)

"জান্নাতীগণ জাহান্নামীদেরকে জিজ্ঞেস করবে—কিসে তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে এলো ? তারা উত্তর দেবে—আমরা নামায পড়তাম না।"

জাহান্নামীরা বলবে, 'আমরা নামায না পড়ার কারণে জাহান্নামে এসেছি।' কথাটি চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রাখে। জান্নাত এবং জাহান্নাম এ দু'টো জায়গা আল্লাহ্ যথাক্রমে মু'মিন ও কাফিরদের জন্য তৈরী করেছেন। এবং সেখানে স্থান নির্ধারণ করা হবে ঈমান ও কুফরীর ভিত্তিতে। তাছাড়া জাহান্নামীদের উত্তর—'আমরা নামাযী ছিলাম না এজন্য জাহান্নামে এসেছি।' তাদের এ আফসোস্ একথার-ই প্রমাণ দেয় যে, ঈমান ও নামায মূলত একই জিনিস। বিশ্বাসগত দিকে তাওহীদের স্বীকৃতি প্রদানের নাম ঈমান এবং কর্মগত দিকে নামায হচ্ছে তাওহীদের প্রকাশ্য স্বীকৃতি। তাদের নামাযী না হওয়ার অর্থ তারা ঈমানদার ছিলো না। বস্তুত নামায থেকে বঞ্চিত থাকা মানে ঈমান থেকে বঞ্চিত থাকা। রাসূলে আকরাম (সা) বলেছেন ঃ 'ঈমান ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্যকারী হচ্ছে নামায।'

নামায-ই প্রকৃত জীবন

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ لَاشَرِيْكَ لَهٗ

"বলে দাও, নিশ্চয় আমার নামায, কুরবানী, জীবন ও মৃত্যু বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই।"

—(সূরা আল আনআম ঃ ১৬২-১৬৩)

আয়াতে চারটি বস্তুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে—নামায, কুরবানী, জীবন ও মৃত্যু। বিন্যাসের দিকে নামাযের বিপরীতে জীবন এবং কুরবানীর বিপরীতে মৃত্যুকে নেয়া হয়েছে। বিন্যাসের মাধ্যমে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, নামায-ই প্রকৃতপক্ষে জীবন। যেমনিভাবে মৃত্যু ও কুরবানী আল্লাহ্র জন্য। আর আমাদের জীবন আল্লাহ্র জন্য হওয়ার তাৎপর্য হচ্ছে আমরা আমাদের জীবনে নামাযকে কায়েম করবো।

ইসলামী জীবনের গণ্ডিতে প্রবেশের প্রমাণ হচ্ছে নামায

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُ الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ط

"অতপর যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তবে তারা তোমাদের দীনি ভাই।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ১১)

এ হচ্ছে সূরা বারায়াতের একটি আয়াত। এ সূরার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে—মুশরিক, ইহুদী এবং মুনাফিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা প্রদান এবং মু'মিনদেরকে বলে দেয়া হয়েছে নিজেদের সমাজ ও সোসাইটিকে তাদের চেয়ে স্বাতন্ত্র রাখতে। তাদের ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনা ও স্বেচ্ছাচারী চাল-চলনের প্রভাব থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে হবে। কোনভাবেই যেন তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব মুসলমানদের ওপর না ফেলতে পারে। তার সাথে এও বলা হয়েছে যে, যদি তারা তাওবা করে খাটি দিলে ঈমান আনে তবে তাদেরকে ভাইয়ের মর্যাদা প্রদান করতে হবে। একজন মুসলমানের ওপর আরেক মুসলমানের যে হক বা অধিকার আছে, তাকেও সেই অধিকার প্রদান করতে হবে।

অবশ্য তার ঈমানের স্বীকৃতি তখনই হবে যখন সে নামায কায়েম করবে এবং যাকাত প্রদান করবে। নামায এবং যাকাত ছাড়া কিভাবে ঈমানের স্বীকৃতি হতে পারে ? কেননা ঈমানতো কেবলমাত্র কয়েকটি শব্দ উচ্চারণের নাম নয়। বরং ঈমান হচ্ছে এক সার্বিক বিপ্লবের বীজ, যার শিকড় হৃদয় জমিনের গভীরে প্রথিত এবং শাখা-প্রশাখা আসমানে বিস্তৃত। যার ছায়া সমস্ত জীবন ব্যাপী বিস্তৃত। যার ফল থেকে সমাজ কল্যাণ লাভ করে। তাকে কী করে ঈমান বলা যেতে পারে যার কোন ছায়া জীবনের ওপর প্রতিফলিত হয় না ? কাফির মুশরিকদের জীবনের মূল খারাপ দিকটি হচ্ছে, তারা নামায আদায় করে না, যেই নামায মানুষকে আল্লাহ্‌র নিকটতর করে দেয়। যাকাত আদায় করে না, যেই যাকাত মানুষের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেয় এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করে।

ক্ষমতালাভের পর প্রথম দায়িত্ব নামায কায়েম করা

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ ـ(الحج : ٤١)

"তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা প্রদান করলে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে।"–(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৪১)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়—ক্ষমতা অর্জনের পর প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে নামায কায়েম এবং যাকাত আদায় করা। নামায ও যাকাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র বান্দা তাকে চিনবে এবং বিনা প্রতিবন্ধকতায় তাঁর ইবাদাত করবে এবং নেকী; তাকওয়া ও আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত হবে। দুনিয়ার ঘৃণ্য মোহ থেকে নিজেদেরকে পবিত্র করে নেবে। পরস্পর ভালোবাসা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হবে। ইসলাম শাসনক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্য এই মনে করে না যে, শুধু মুসলমানগণ শাসন করবে এবং অন্যেরা তাদের গোলাম হবে বরং তার লক্ষ্য হচ্ছে—ইসলামকে পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন করার পরিবেশ সৃষ্টি করা। যেখানে সমস্ত কাজ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই হবে এবং সমস্ত নিয়ম-কানুন চলবে আল্লাহ্‌র। পরিচালক ও অনুসারীগণ একমাত্র আল্লাহ্‌র আইনের অনুসরণ করবে এবং সে আনুগত্য হবে স্বতস্ফূর্ত ও নিরংকুশ। আল্লাহ্‌র আইনের অনুসারীগণ শুধু যে সেই আইন অনুসরণ করবে তাই নয় বরং অনুসরণ করার ক্ষেত্রে সে হবে অন্যদের জন্য আদর্শ। তাকে দেখে যেন অন্যদের মধ্যে আল্লাহ্‌র আইনের অনুসরণের স্পৃহা সৃষ্টি হয়। সত্যিকথা বলতে কি, নামায ও যাকাত কায়েমের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।

নামায আল্লাহ্‌র সাহায্যের মাধ্যম

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا ط
وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ ط لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ -(المائدة : ١٢)

"আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বারোজন সর্দার নিযুক্ত করেছিলাম। আল্লাহ্ বলে দিলেন ঃ আমি তোমাদের সাথে আছি। যদি তোমরা নামায কায়েম করো।"–(সূরা আল মায়িদা ঃ ১২)

বনী ইসরাঈলের বারোটি গোত্র ছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা সব গোত্র থেকে একজন করে গোত্রপতি নিযুক্ত করেছিলেন। তারা তাদের গোত্রের ওপর নজর রাখতো। একটু ব্যতিক্রম দেখলেই তারা তাদেরকে সংশোধনের চেষ্টা করতো। বনী ইসরাঈল তাদের তত্ত্বাবধানে আল্লাহ্‌র দীনের অনুসরণ করতো। আল্লাহ্ তাদেরকে পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন যে, আমার সাহায্য ততক্ষণ তোমরা পাবে যতক্ষণ নামায কায়েম রাখবে। রাসূলে আকরাম (সা) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি জেনে-শুনে ও ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয নামায ত্যাগ করবে, আল্লাহ্‌র সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।'

নামায আধ্যাত্মিকতার মূল উৎস

يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۙ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۙ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۚ اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۚ

"হে চাদর আচ্ছাদিত ব্যক্তি ! ওঠো, রাতে দাঁড়িয়ে যাও কিছু অংশ বাদ দিয়ে, আধা রাত কিংবা তার চেয়ে কিছু কম। অথবা তদাপেক্ষা কিছু বেশী এবং কুরআন তিলাওয়াত করো স্পষ্ট ও সুবিন্যস্তভাবে। আমি তোমার ওপর এক ভারী বাণী অর্পণ করেছি।"–(সূরা আল মুজ্জাম্মিল ঃ ১-৫)

ভারী বাণী বা গুরুদায়িত্ব হচ্ছে দীনে হকের দাওয়াত ও তাবলীগ। একথা সত্য যে, দুনিয়ার মধ্যে যত কঠিন কাজ আছে সবচেয়ে বেশী কঠিন কাজ হচ্ছে এটি। পুরোপুরিভাবে এ দায়িত্ব পালনের উপায় মাত্র একটিই। আর তা হচ্ছে—দাওয়াত ও তাবলীগের সাথে সাথে দরবারে ইলাহীতে সাহায্য কামনা করা। রাতে তাঁর দরবারে একাগ্রতার সাথে দাঁড়িয়ে বিনয় ও নম্রতার সাথে কুরআন তিলাওয়াত করা। বিশেষ করে নামাযের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত করা। নামায-ই সেই উৎস যা থেকে আত্মিক শক্তির উন্মেষ ঘটে। যার ফলে বাতিলের মুকাবেলায় দৃঢ় ও অটল থাকা যায় এবং কঠিন থেকে কঠিনতর মুহূর্তেও দীনের দাওয়াত অব্যাহত রাখা যায়।

নামায ধৈর্য ও স্থৈর্যের মূল চালিকাশক্তি

فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۭ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝ وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاۗءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ۝ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۭ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ۭ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ۝ وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ (هود : ١١٢-١١٥)

"তুমি এবং তোমার সাথে যারা তাওবা করেছে সবাই সোজা পথে চলতে থাকো, যেভাবে তোমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে সীমালংঘন করো না। তোমরা যাকিছু করছো, অবশ্যই তিনি তা দেখছেন। আর যারা যালিম তাদের প্রতি তোমরা ঝুঁকে যেও না, নইলে আগুন তোমাদেরকে ধরে ফেলবে। আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোন বন্ধু ও অভিভাবক নেই।

অতএব কোথাও সাহায্য পাবে না। আর দিনের দু' প্রান্তের নামায ঠিক রাখবে এবং রাতের প্রান্তভাগের নামাযও। অবশ্যই পুণ্য পাপকে মুছে দেয়। যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি মহাস্মারক। আর ধৈর্যধারণ করো, অবশ্যই আল্লাহ্ পুণ্যবানদের প্রতিদান নষ্ট করে দেন না।"

সূরা হূদ হচ্ছে সেই সমস্ত সূরার অন্তর্ভুক্ত যেগুলো মক্কী জীবনের শেষ দিকে অবতীর্ণ হয়েছে। এ সময়টি ছিলো মুসলমানের জন্য বড়ো নাজুক এবং ঈমানের চূড়ান্ত পরীক্ষার সময়। নির্যাতনের স্টীমরোলার চালানো হচ্ছিলো তাদের ওপর। মক্কার বিস্তীর্ণ ভূমি তাদের জন্য অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। তখন এ সূরাগুলো অবতীর্ণ করে আল্লাহ্ বলে দিলেন—দেখ, তোমরা যে দীন গ্রহণ করেছো তা সঠিক দীন, তা ঐ আল্লাহ্ প্রদত্ত দীন যার হাতের মুঠোয় তাবৎ সৃষ্টিজগত। যিনি সমস্ত ক্ষমতার আধার। তোমরা হচ্ছো সেই মহা-পরাক্রমশালী আল্লাহ্র সৈনিক। কাজেই তোমরা নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের অনুকম্পার প্রত্যাশায় তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ো না। তোমাদের মনে রাখা উচিত দুনিয়ার সামান্য নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে তাদের দিকে ঝুঁকে যেতে চাও কিন্তু আখিরাতের ভয়াবহ আযাব থেকে তোমাদেরকে তো কেউ বাঁচাতে আসবে না। একমাত্র আল্লাহ্ই হচ্ছেন তোমাদের বন্ধু, অভিভাবক, হিতাকাংখী। তাঁর ওপর ভরসা রাখো এবং তাঁর প্রেরিত দীনের ওপর দৃঢ় থাকো। এ পথে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য ধৈর্যধারণ করার শক্তি চেয়ে দরবারে ইলাহীতে দু'আ করো। তাঁর কাছে আশ্রয় চাও। এ দীন যেমন দু'জাহানের কল্যাণ বয়ে আনে, তেমনিভাবে এ দীন গ্রহণ করলে বিরাট পরীক্ষারও সম্মুখীন হতে হয়। তবে আল্লাহ্র কোন বান্দা এ ধরনের বিপদ-আপদ দেখে দীন থেকে ফিরে যায় না। এমতাবস্থায় আল্লাহ্র নির্দেশ হচ্ছে, বিপদাপদ এলে নামাযে মগ্ন হয়ে যাও। কারণ নামায হচ্ছে ধৈর্যের মূল চালিকাশক্তি। নামাযের মাধ্যমে এমন এক ক্ষমতার সৃষ্টি হয় যা বাতিলের মুকাবেলায় দৃঢ় থাকতে সাহায্য করে।

নামায মানুষকে সত্যান্বেষী করে

إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ط(الفاطر : ١٨)

"তুমি কেবল তাদেরকে সতর্ক করো, যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখে ভয় করে এবং নামায কায়েম করে।"–(সূরা ফাতির ঃ ১৮)

অর্থাৎ আল্লাহ্ভীতি ও নামায মানুষকে সত্যের প্রতি উৎসক্য করে তোলে। সত্যকে গ্রহণ করার মানসিকতা সৃষ্টি করে।

নামায শরীয়তের অনুসরণের গ্যারান্টি

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝ (المؤمنون : ١-٩)

"মু'মিনগণ সফলতা লাভ করেছে। যারা নামাযে বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করে, যারা অনর্থক কথাবার্তায় নির্লিপ্ত এবং যাকাত দান করে। যারা নিজেদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে—তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তিরস্কৃত হবে না। এছাড়া অন্য কিছু চাইলে তারা সীমালংঘনকারী বলে চিহ্নিত হবে।—যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে সচেতন এবং যারা তাদের নামাযের সংরক্ষণকারী।"

এখানে মু'মিনদের কতিপয় বৈশিষ্ট্যকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন ঃ

- তারা বিনয় ও নম্রতার সাথে নামায আদায় করে।
- অনর্থক কথাবার্তা পরিহার করে চলে।
- যাকাত প্রদান করে।
- লজ্জাস্থানের হিফাযত করে।
- আমানত ও ওয়াদার ওপর গুরুত্ব প্রদান করে এবং
- পরিপূর্ণভাবে নামাযের হিফাযত করে।

এ বর্ণনাক্রম লক্ষ্য করুন, নামাযের কথা দিয়েই বর্ণনার শুরু এবং তার পরিসমাপ্তি ঘটানোও হয়েছে নামাযের কথা বলে। অর্থাৎ নামায হচ্ছে মু'মিনদের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য। যদি নামাযকে সংরক্ষণ করা যায় তবে নামাযই সমস্ত দীন ও শরীয়াতকে হিফাযত করবে। নামায একদিকে যেমন পুণ্যের প্রতি আকাংখা সৃষ্টি করে অপরদিকে তা বাতিলের মুকাবেলায় দৃঢ় থাকার হিম্মত পয়দা করে। সূরা আল মাআরিজের ২২–৩৪ আয়াত পর্যন্ত পড়ুন এবং চিন্তা করে দেখুন, যেখানে বলা হয়েছে ঃ

"তবে তারা স্বতন্ত্র, যারা নামায আদায়কারী, যারা তাদের নামাযে সারাক্ষণ কায়েম থাকে এবং যাদের ধন-সম্পদে নির্ধারিত হক আছে সওয়াল-

কারী ও বঞ্চিতদের। যারা বিচার দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং যারা তাদের পালনকর্তার শাস্তি সম্পর্কে ভীত কম্পিত। নিশ্চয় তাদের প্রতিপালকের শাস্তি থেকে নিঃশঙ্ক থাকা যায় না। এবং যারা তাদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে, —কিন্তু তাদের স্ত্রী অথবা মালিকানাভুক্ত দাসীদের বেলায় তিরস্কৃত হবে না। অতএব যারা এছাড়া অন্য কিছু কামনা করে তারা সীমালংঘনকারী।—যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং যারা সাক্ষ্যদানে সরল ও নিষ্ঠাবান এবং যারা তাদের নামাযে যত্নবান।"

এখানেও একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। অর্থাৎ বর্ণনার শুরুতে এবং শেষে নামাযের উল্লেখ করা হয়েছে। নামায যে দীন ও ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ তা বুঝানোর উদ্দেশ্যেই এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। অন্য কথায় গোটা শরীয়াতকে নিয়ন্ত্রণ করে নামায। কাজেই নামায সম্পর্কে উদাসীন থেকে কোনক্রমেই দীনের অনুসরণ করা যেতে পারে না। সূরা আল বাকারায় বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط (البقرة : ١٥٣)

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা নামায ও ধৈর্যের বিনিময়ে সাহায্য চাও।"

তারপর দীনের পথে ত্যাগ ও কুরবানী, হালাল-হারাম, রোযা, হাজ্জ, জিহাদ, তালাক, ইদ্দত, রিযায়াত এবং আরো কতিপয় হুকুম-আহকাম বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে ঃ

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ○

"তোমরা নামাযের সংরক্ষণ করো, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামায এবং বিনয় ও নম্রতার সাথে আল্লাহ্‌র দরবারে দাঁড়াও।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৮)

আল কুরআনের এ বিশেষ স্টাইলে বর্ণনার তাৎপর্য হচ্ছে—হালাল-হারামের মাসয়ালার ব্যাপারে হোক কিংবা ইবাদাত, হাজ্জ অথবা জিহাদের ব্যাপারেই হোক না কেন, তখনই তা পুরোপুরি আদায় করা সম্ভব, যখন নামাযের পূর্ণ হিফাযত করা যাবে। নামায গোটা শরীয়তের ভিত্তি, নামাযে অলসতা প্রদর্শন করা মানে গোটা শরীয়াতকে ধ্বংস করে দেয়া। একথাটিকে নিম্নোক্তভাবে বলা হয়েছে ঃ

"নামায হচ্ছে দীনের স্তম্ভ। যে নামাযকে প্রতিষ্ঠিত করলো সে যেন পুরো দীনকে প্রতিষ্ঠিত করলো। আর যে নামায পরিত্যাগ করলো সে যেন দীনকেই ধ্বংস করে দিলো।"–(আল হাদীস)

নামায অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ط اِنَّ الصَّلٰوةَ ط تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط (العنكبوت : ٤٥)

"তুমি তোমার ওপর প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করো এবং নামায কায়েম করো। নিশ্চয় নামায অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। সর্বশ্রেষ্ঠ স্মরণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র স্মরণ।"–(সূরা আল আনকাবুত ঃ ৪৫)

নামাযের তাৎপর্যের দিকে গভীরভাবে দৃষ্টি প্রদান করলে দেখা যায় প্রকৃত নামায অবশ্যই অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম। অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে, নামায ছাড়া এমন আর কোন বিকল্প নেই। বান্দা আল্লাহ্‌র দরবারে বিনয় ও নম্রতার সাথে যখন দাঁড়িয়ে যায় এবং ভাবতে থাকে, অবশ্যই একদিন সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট দাঁড়াতে হবে। হাত, পা, মন, চোখ, কান ইত্যাদি সেদিন আল্লাহ্‌র নিকট সাক্ষ্য দেবে। দুনিয়ায়ও যেমন তাদের যে কাজ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে তার ব্যতিক্রম কোন কাজ তাদের দিয়ে করানো যায় না, তেমনিভাবে কিয়ামতের দিনেও সেগুলোর ওপর কোন কর্তৃত্ব করা যাবে না।

চিন্তা করে দেখুন বান্দা প্রতিদিন পাঁচবার নামাযে দাঁড়িয়ে যদি এরূপ চিন্তা করে যে, আল্লাহ্ তুমিই একমাত্র মালিক, একমাত্র অভিভাবক। একদিন তোমার দরবারে উপস্থিত হবো, যেদিন সর্বময় ক্ষমতার মালিক থাকবে তুমি। তারপর যখন রাতের আঁধারে নিরিবিলিতে নামাযে দাঁড়িয়ে বলে—প্রভু আমার! ঐ সমস্ত লোকদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই যাদের প্রতি তুমি রুষ্ট, যারা পথহারা, বিভ্রান্ত। এরপর যদি এ ব্যক্তি অন্যায় ও পাপ-পংকিলতা থেকে বাঁচতে না পারে তবে আর কে বাঁচতে পারবে?

নামায অবশ্যই মানুষকে পাপ-পংকিলতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। এখন যদি কেউ নামায পড়ার পরও পাপ থেকে বেঁচে থাকতে না পারে তবে বুঝা যাবে তার নামায প্রকৃতপক্ষে নামায-ই নয়। ঐ নামায তো নামায হতে পারে না, যা অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে না। তাছাড়া নিজের প্রবৃত্তির দাসত্ব যারা করে তারা তাদের নামাযকে নিজেরাই নষ্ট করে দেয়। রাসূলে আকরাম (সা) বলেছেন ঃ

'যে ব্যক্তিকে তার নামায অন্যায় ও পাপের পথ থেকে বিরত রাখতে পারলো না, প্রকৃতপক্ষে তার নামায নামায-ই নয়।'

ইমাম জাফর সাদেক (র) বলেছেন ঃ "যদি কোন ব্যক্তি জানতে চায় যে, তার নামায কবুল হয়েছে কিনা ? তবে তার দেখা উচিত, নামায তাকে অন্যায় ও পাপের পথ থেকে ফেরাতে পেরেছে কিনা, যদি না পারে, বুঝতে হবে তার নামায কবুল হয়নি। আর যদি সে বিরত থাকতে সক্ষম হয় তবে বুঝা যাবে তার নামায কবুল হয়েছে।"–(রুহুল মা'আনী)

মুনাফিকের নামায

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ج وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى لا يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ق لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ط وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ۝ (النساء : ١٤٢-١٤٣)

"অবশ্যই মুনাফিকরা আল্লাহ্‌র সাথে প্রতারণা করছে, অথচ তারা (জানে না যে,) নিজেদের সাথেই নিজেরা প্রতারণা করছে। এমনকি তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন শিথিলভাবে নিছক লোক দেখানোর জন্য দাঁড়ায়। আর তারা আল্লাহ্‌কে অল্পই স্মরণ করে। এরা দোদুল্যমান, এদিকেও নয় ওদিকেও নয়। বস্তুত আল্লাহ্ যাকে গোমরাহ্ করে দেন, তাদের জন্য তুমি কোন পথ-ই পাবে না।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১৪২-১৪৩)

যার মন আল্লাহ্‌র দিকে অবনত হয় না তার দেহ কি করে অবনত হতে পারে ? মুনাফিকরা তো ঈমান ও কুফরের মাঝে দোদুল্যমান। কাজেই তাদের নামায প্রকৃতপক্ষে নামায-ই নয়। এটি হচ্ছে প্রতারণার নামান্তর মাত্র। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন তাদের লক্ষ্য নয়, তাদের লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌কে ধোঁকা দেয়া। যেহেতু তাদের নামায আল্লাহ্‌র স্মরণে হয় না তাই নামাযের সত্যিকার কল্যাণ থেকেও তারা বঞ্চিত।

নামায না পড়ার ভয়ঙ্কর পরিণতি

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۝ اِلَّآ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ۝ فِيْ جَنّٰتٍ ق يَتَسَآءَلُوْنَ ۝ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝ مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ۝ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۝ (المدثر : ٣٨-٤٣)

"প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী। কিন্তু ডানপন্থীরা, তারা থাকবে জান্নাতে এবং পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করবে অপরাধী সম্পর্কে।

বলবে ঃ তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে ফেলে দিলো ? তারা বলবে ঃ আমরা নামায পড়তাম না।"–(সূরা মুদ্দাস্‌সির ঃ ৩৮-৪৩)

হাশরের ময়দানে প্রত্যেকেই তার আমলের জবাবদিহি করতে গিয়ে ফেঁসে যাবে, একমাত্র তারা ছাড়া যাদের আমল ভালো ও উন্নত। তাদেরকে ডান হাতে আমলনামা দিয়ে দেয়া হবে। তারা অপরাধীদেরকে জিজ্ঞেস করবে, জবাবে অপরাধীরা বলবে—আজ আমাদের বিপর্যয়ের জন্য মূলত যে জিনিসটি দায়ী—তা হচ্ছে, আমরা ঠিকমত নামায পড়তাম না।

একবার নবী করীম (সা) নামাযের গুরুত্ব প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

'যে ব্যক্তি সঠিকভাবে নামায পড়বে কিয়ামতের দিন সে নামায তার জন্য নূর এবং ঈমানের দলিল হবে এবং নাজাতের মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। যে সঠিকভাবে নামায আদায় করবে না, তার জন্য নামায নূর অথবা দলিল হবে না এমনকি তা আল্লাহ্‌র আযাব থেকে বাঁচাতেও পারবে না। এ ধরনের লোক সেদিন কারূন, ফিরআউন, হামান এবং উবাই ইবন খালফের দলভুক্ত হয়ে যাবে।'

হাশরের ময়দানে বিড়ম্বনা

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ ۝ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ـ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سَلِمُوْنَ ۝

"গোছা পর্যন্ত পা খোলার দিনের কথা স্মরণ করো, সেদিন তাদেরকে সিজদা করতে আহ্বান জানানো হবে কিন্তু তারা তা করতে পারবে না। তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে, তারা লাঞ্ছনাগ্রস্ত হবে। অথচ যখন তারা সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলো, তখন তাদেরকে সিজদা করতে আহ্বান জানানো হতো।"–(সূরা আল কলম ঃ ৪২-৪৩)

নাউযুবিল্লাহ ! এটি কতো বড়ো অপমান। হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ মানুষটি পর্যন্ত সেদিন উপস্থিত থাকবে। লক্ষ কোটি মানুষের মধ্যে সেদিন সিজদা দিতে না পারার লজ্জা যে কতো বড়ো লজ্জা তা ভাবতেও গা শিওরে ওঠে। যেদিন কোন আড় কিংবা আড়াল থাকবে না।

লাঞ্ছনার প্রকৃত কারণ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۝ (مريم : ٥٩).

"অতপর তাদের পরে এলো অপদার্থ পরবর্তীরা। তারা নামায নষ্ট করলো এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হলো। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে।"–(সূরা মারইয়াম ঃ ৫৯)

নামায হচ্ছে আল্লাহ্ এবং বান্দার মধ্যে প্রীতি-ডোর। প্রীতি-ডোরে বন্দী হয়ে বান্দা আল্লাহ্র পথে অবিচল থাকে। যখন কোন ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠী এ নামাযকে পরিত্যাগ করে তখন সে আল্লাহ্ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে তারা আল্লাহ্র ইবাদাতের পরিবর্তে নফসের গোলামীতে নিমজ্জিত হয়। দুনিয়ার জীবনে তারা লাঞ্ছনা-গঞ্জনার অতল গহ্বরে পতিত হয়। আর আখিরাতের ভয়াবহ পরিণতি তো তাদের জন্য অপেক্ষমান আছে-ই।

তাহাজ্জুদ নামায

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ق (بنى اسرائيل : ٧٩)

"রাতের কিছু অংশে জেগে তাহাজ্জুদ পড়ো, এটি তোমার জন্য অতিরিক্ত।"–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭৯)

তাহাজ্জুদ শব্দের অর্থ হচ্ছে নিদ্রা থেকে জেগে ওঠা। অর্থাৎ রাতের কিছু অংশ জেগে নামায পড়ো। এটি তোমার জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অতিরিক্ত দায়িত্ব।

তাহাজ্জুদ মুত্তাকীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝ اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ۝ كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ۝ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ۝ (الذاريات : ١٥-١٩)

"মুত্তাকীগণ ঘনো সন্নিবেশিত বাগান ও ঝর্ণার মধ্যে থাকবে। তারা গ্রহণ করবে যা তাদের প্রতিপালক তাদেরকে দেবেন। নিশ্চয় ইতোপূর্বে তারা ছিলো সৎকর্মপরায়ণ। তারা রাতের সামান্য অংশেই নিদ্রা যেতো এবং রাতের শেষ প্রহরে ক্ষমাপ্রার্থনা করতো।"–(সূরা যারিয়াত ঃ ১৫-১৮)

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যেসব মু'মিন বিজয়ী হয়েছিলেন তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, তারা শেষ রাতে ওঠে আল্লাহ্র দরবারে বিনয়াবনত চিত্তে ধর্ণা দিতেন এবং অত্যন্ত কাকুতি-মিনতির সাথে ক্ষমাপ্রার্থনা করতেন।

اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ○

"তারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, বিনয়াবনত, দানশীল এবং রাতের শেষ ভাগে ওঠে গুনাহ মাফের জন্য প্রার্থনাকারী।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭)

যারা আল্লাহ্‌র দিকে লোকদেরকে আহ্বান করে তাদের জন্য তাহাজ্জুদ বাধ্যতামূলক

يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ○ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ○ نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ○ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ○ اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ○

"হে বস্ত্রাবৃত ! রাতে দাঁড়িয়ে যাও, কিছু অংশ বাদ দিয়ে, অর্ধরাত্রি কিংবা তদাপেক্ষা কিছু কম অথবা তার চেয়ে কিছু বেশী। আর কুরআন তিলাওয়াত করো সুবিন্যস্তভাবে ও সুস্পষ্টভাবে। আমি তোমার প্রতি এক গুরুত্বপূর্ণ বাণী অবতীর্ণ করেছি।"–(সূরা আল মুজ্জাম্মিল ঃ ১-৫)

গুরুত্বপূর্ণ বাণী বলতে দাওয়াতে দীনের মহান দায়িত্বকে বুঝানো হয়েছে। যে সম্পর্কে এর পরবর্তী সূরায় বলা হয়েছে ঃ قُمْ فَاَنْذِرْ "ওঠো, তাদেরকে কুফর ও শিরকের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করো।" নিসন্দেহে বাতিল ও কায়েমী স্বার্থের মুকাবেলায় হকের আওয়াজ তোলা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এর জন্য প্রয়োজন বলিষ্ঠ ঈমান, আল্লাহ্‌ভীতি ও পরকালের প্রতি গভীর বিশ্বাস। এ গুণগুলো অর্জনের সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে শেষ রাতে আল্লাহ্‌র দরবারে ধর্ণা দেয়া। অর্থাৎ নিয়মিত তাহাজ্জুদের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং শক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে শক্তি অর্জন করা।

নফল নামাযের গুরুত্ব

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ○ (الفرقان : ٦٤)

"আর যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সিজদাবনত ও দণ্ডায়মান হয়ে।"–(সূরা আল ফুরকান ঃ ৬৪)

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ز

"তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় ও আশা নিয়ে ডাকে।"–(সূরা আস সিজদা ঃ ১৬)

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا يَحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ ط (الزمر : ٩)

"যে ব্যক্তি রাতে সিজদার মাধ্যমে কিংবা দাঁড়িয়ে ইবাদাত করে, পরকালের ভয় রাখে এবং প্রতিপালকের রহমত প্রত্যাশা করে।"

অর্থাৎ যারা সালেহ্ বান্দা তাঁরা রাতের একটি অংশ ইবাদাতের মাধ্যমে কাটিয়ে দেন। কখনো দাঁড়িয়ে, কখনো সিজদা দিয়ে আবার কখনো প্রতিপালকের নিকট কাকুতি-মিনতির সাথে প্রার্থনা করে। ভয় ও আশা নিয়ে তাঁর ইবাদাত করেন এবং তাঁকে ডাকতে থাকেন।

তাহাজ্জুদ নামাযের হিকমত

اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلاً ٥ (المزمل : ٦)

"নিশ্চয়ই ইবাদাতের জন্য রাতে ওঠা প্রবৃত্তি দমনে সহায়ক এবং সে সময়ের স্মরণ অত্যন্ত কার্যকর।"–(সূরা আল মুজ্জাম্মিল ঃ ৬)

রাতের শেষ ভাগে গভীর ও সুখের নিদ্রা থেকে জেগে ওঠা অত্যন্ত কঠিন। এটি এক অসাধারণ কুরবানী। এটি নফসের প্রবল খাহিশাতকে পদদলিত, নফসকে বশীভূত এবং রূহানী শক্তিকে বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া কিছু সময় ঘুমিয়ে নেয়ার ফলে শারীরিক দুর্বলতা অনেক অংশে কেটে যায় এবং মন ও শরীর ফ্রেশ হয়ে ওঠে। নিস্তব্ধতা নিয়ে আসে মনের একাগ্রতা ও প্রশান্তি। নিদ্রা ছেড়ে ওঠা ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্র জন্য তার আরামের ঘুম ত্যাগ করে। সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহ্র দিকে রুজু হয়। আপাদমস্তক সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। মুনাজাতে কথা ও মনের যোগাযোগ ঘটে। দু'আর প্রতিটি কথা হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে উচ্চারিত হয় এবং প্রতিটি সিজদা-ই হয়ে ওঠে অনুপম সৌন্দর্য ও অনাবিল আনন্দের উৎস।

জুম'আর নামায

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ٥

"মু'মিনগণ ! জুম'আর দিনে যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ রেখে আল্লাহ্র স্মরণে সাড়া দাও। এটি তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ।"–(সূরা আল জুম'আ ঃ ৯)

অর্থাৎ জুম'আর আযান শোনামাত্র তোমরা সবকিছু ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র স্মরণের জন্য দৌড়ে এসো। এমনকি তখন ব্যবসা বাণিজ্যও করা যাবে না। আযান শোনার পর ব্যবসা বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম। এ সামান্য ক্ষণের ব্যবসা বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌র যিকিরের জন্য আসা দুনিয়ার সবকিছু থেকে উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পারো।

কসর নামায

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ق

"যখন তোমরা সফরে যাবে তখন নামায সংক্ষিপ্ত করলে কোন দোষ নেই।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১০১)

নামায সংক্ষিপ্ত করার তাৎপর্য হচ্ছে, যেসব নামায চার রাকাআত বিশিষ্ট তা দু' রাকাআত করে আদায় করা।[১] এ নির্দেশ স্বাভাবিক সফরের জন্য। অবশ্য যুদ্ধের সময়ের জন্য কসরের বিভিন্ন ধরন বর্ণনা করা হয়েছে। তার যে কোন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে।

যুদ্ধের ময়দানে নামায

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا اَسْلِحَتَهُمْ قف فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ س وَلْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ ج وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ط (النساء : ١٠٢)

"যখন তুমি তাদের মধ্যে থাকো অতপর নামাযে দাঁড়াও, তখন যেন একদল তোমার সাথে দাঁড়ায় এবং স্বীয় অস্ত্র সাথে নেয়। তারপর যখন তারা সিজদা সম্পন্ন করে তখন তোমার কাছ থেকে যেন তারা সরে যায় এবং অন্যদল যেন এসে দাঁড়ায় যারা নামায পড়েনি। অতপর তারা যেন তোমার সাথে নামায পড়ে এবং আত্মরক্ষার হাতিয়ার কাছে রাখে।

---

১. কতিপয় ওলামার দৃষ্টিতে এ নির্দেশ ঐচ্ছিক। অর্থাৎ কসর পড়তেই হবে এমন নয় শুধু অনুমতি দেয়া হয়েছে। সফরকারী যদি চায় তবে এ সুযোগ নেবে আর না চাইলে পুরো নামায পড়বে। কিন্তু নবী করীম (সা)-এর আমল থেকে প্রমাণিত যে, তিনি সফরে সবসময় কসর পড়তেন। রাসূলে আকরাম (সা) বলেছেন ঃ صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة 'কসরের অনুমতি আল্লাহ্ তাআলার এক বিশেষ অনুগ্রহ, কাজেই এ অনুগ্রহ তোমরা গ্রহণ করো।'–লেখক

কাফিররা চায় তোমাদের অসতর্কতা, যেন তারা একযোগে তোমাদেরকে আক্রমণ করতে পারে।"-(সূরা আন নিসা ঃ ১০২)

এ নির্দেশ হচ্ছে ঐ সময়ের জন্য যখন যুদ্ধ বিরতি চলে কিংবা যুদ্ধ শুরু করার প্রস্তুতি পর্বে। অর্থাৎ সৈন্য যুদ্ধের ময়দানে অবস্থান করছে কিন্তু যুদ্ধ চলছে না। তবে যে কোন মুহূর্তে প্রতিপক্ষের আক্রমণের আশংকা আছে।[২]

বৃষ্টি কিংবা অসুস্থার কারণে অস্ত্র পরিত্যাগ করে নামায পড়ার অনুমতি

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَنْ تَضَعُوْا اَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ○

"যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও, তবে স্বীয় অস্ত্র পরিত্যাগ করায় কোন দোষ নেই। তবে আত্মরক্ষার অস্ত্র সাথে রেখো। অবশ্যই আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।"-(সূরা আন নিসা ঃ ১০২)

যানবাহনের উপর নামায

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ج فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ○ (البقرة : ٢٣٩)

"যদি তোমাদের ভয় হয়, কেউ তোমাদেরকে আক্রমণ করবে, তাহলে যানবাহনের ওপরই নামায পড়ে নাও। তারপর যখন তোমরা নিরাপদ হয়ে যাবে তখন আল্লাহ্কে স্মরণ করবে যেভাবে তোমাদেরকে শেখানো হয়েছে। যা তোমরা ইতোপূর্বে জানতে না।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৯)

নামাযের আদব[৩]

নামাযকে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে যে সমস্ত জিনিস সহায়ক হিসেবে কাজ করে এখানে নামাযের আদব বলতে সে সবকে বুঝানো হয়েছে। যদি এ আদবগুলো রক্ষা করে নামায আদায় করা হয় তবে এ নামায সেই নামায হবে যার কথা কুরআন বলেছে, যে নামায দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের গ্যারান্টি।

---

২. 'যুদ্ধের ময়দানে নামায' সংক্রান্ত বিস্তারিত জানতে হলে হাদীসের কিতাব দ্রষ্টব্য কিংবা অনুবাদক কর্তৃক লিখিত 'কুরআন হাদীসের আলোকে আল্লাহ্র পথে জিহাদ' পুস্তকের 'যুদ্ধের ময়দানে নামায' অধ্যায় দেখা যেতে পারে।-অনুবাদক

৩. আদব কথাটি ফিক্হী পরিভাষায় যে অর্থে ব্যবহৃত হয় এখানে সে অর্থে প্রয়োগ করা হয়নি।-লেখক

১. আল্লাহ্‌র স্মরণ

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ۝(الاعلى : ١٥)

"তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে এবং নামায আদায় করে।"

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ۔(طه : ١٤)

"আমার স্মরণের জন্য নামায প্রতিষ্ঠা করো।"–(সূরা ত্বা-হা ঃ ১৪)

فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْلِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنَ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط ۔(البقرة : ١٥٢-١٥٣)

"তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো। আর তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো অকৃতজ্ঞ হয়ো না। মু'মিনগণ ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের বিনিময়ে আমার নিকট সাহায্য চাও।"

দীনের আসল রূহ হচ্ছে আল্লাহ্‌র স্মরণ। আর আল্লাহ্‌র স্মরণের উত্তম মাধ্যম হচ্ছে নামায। যতভাবে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা যায় তার সম্মিলিত রূপ হচ্ছে নামায। নামাযের মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করে।

اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝ (السجدة : ١٥)

"কেবল তারাই আমার আয়াতসমূহের ওপর ঈমান আনে, যারা আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং অহংকার মুক্ত হয়ে তার প্রতিপালকের প্রশংসা বর্ণনা করে।"–(সূরা সিজদা ঃ ১৫)

অর্থাৎ তাদের নামায হচ্ছে—বিনয় ও নম্রতার প্রকাশ। তারা সিজদা করে তাসবীহ্ তাহ্‌লীল ও পবিত্রতা বর্ণনা করে। তাদের আচরণে কোন অহংকার কিংবা দাম্ভিকতা প্রকাশ পায় না। এই হচ্ছে সত্যিকার মু'মিনের নামায। এ নামায-ই সৌভাগ্য ও কল্যাণের পথকে প্রশস্ত করে দেয়। আরেক ধরনের নামায আছে যা আল্লাহ্‌র স্মরণের জন্য আদায় করা হয় না। তা কেবলমাত্র ধ্বংস ও ক্ষতির রাস্তাকে প্রশস্ত করে দেয়।

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝(الماعون : ٦-٤)

"অতএব দুর্ভোগ সেইসব নামাযীর, যারা তাদের নামাযে অলসতা প্রদর্শন করে। যাকিছু করে তা শুধু লোক দেখানোর জন্যই করে থাকে।"

অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র স্মরণের জন্য নামায পড়ে না, পড়ে দায় সারার জন্য। আর যে নামায আল্লাহ্‌র স্মরণে হয় না তা প্রকৃতপক্ষে নামায-ই নয়। একজন মু'মিন নামায পড়ে আল্লাহ্‌র স্মরণের জন্য। আর একজন মুনাফিক নামায পড়ে লোক দেখানোর জন্য। এজন্য তার মন আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে অনুপস্থিত থাকে।

وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ (النساء : ١٤٢)

"তারা (নামাযে) আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল থাকে।"

২. আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন

اَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ط

"তোমরা প্রত্যেক সিজদার সময় স্বীয় মুখমণ্ডল সোজা রাখো এবং একনিষ্ঠভাবে তাকে ডাকো।"–(সূরা আল আ'রাফ ঃ ২৯)

নামায তো তখনই নামায হিসেবে পরিগণিত হয় যখন বান্দার দেহ-মন, চিন্তা-চেতনা সবকিছু আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হয়ে যায় এবং একাগ্রতার সাথে আল্লাহ্‌কে ডাকা হয়।

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَآ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ ز (الحج : ٣٤-٣٥)

"বিনয়ীগণকে সুসংবাদ দাও। যাদের অন্তর আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হলে ভীত হয়ে যায় এবং যারা বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে ও নামায কায়েম করে।"–(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৩৪-৩৫)

অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র জন্য সবকিছুকে হাসিমুখে ত্যাগ করে এবং অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করে। আল্লাহ্‌র পথে চলতে গিয়ে যতো ধরনের নির্যাতনের সম্মুখীন হয়, আনন্দ চিত্তে তা বরণ করে নেয়। শত বিপদেও তারা নামাযের কথা ভুলে যায় না। নামায প্রতিষ্ঠার জন্য তারা প্রাণান্তকর চেষ্টা করে। সূরা রূমে বলা হয়েছে—"তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হও, তাঁকে ভয় করো এবং নামায কায়েম করো।"–(সূরা রূম ঃ ৩১)

৩. আল্লাহ্‌কে শক্তভাবে ধরা

فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ۝ (الحج : ٧٨)

"নামায কায়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং আল্লাহ্‌কে ধরার মতো ধরো।"–(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৭৮)

অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌কে আপন মনে করো এবং এমনভাবে তাঁর সাথে সম্পর্ক জুড়ে দাও, যেন তিনিই তোমার সবকিছু। তাঁকে ভয় করো, তাঁর কাছে সবকিছু চাও, তাঁকে ভালোবাসো, তাঁর কাছে নিজেকে বিলীন করে দাও। তিনিই তো একমাত্র অবলম্বন, আশ্রয়স্থল। তাঁর সন্তুষ্টিকে নিজের জীবনের লক্ষ্য বলে স্থির করে নাও।

৪. আল্লাহ্‌র নৈকট্য

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝ (العلق : ١٩)

"সিজদা করো এবং তাঁর কাছাকাছি চলে যাও।"

–(সূরা আল আলাক ঃ ১৯)

নামায বান্দাকে আল্লাহ্‌র কাছাকাছি নিয়ে যায়। এতো নিকটে নিয়ে যায় যে, অন্য কোন আমলের দ্বারা অতো কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ 'বান্দা সেই সময় সবচেয়ে বেশী আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হয়ে যায়, যখন সে সিজদা দেয়।'–মুসলিম। একবার নবী করীম (সা) আল্লাহ্‌র একথাকে ঘোষণা করলেন ঃ 'বান্দা নফল ইবাদাতের মাধ্যমে আমার অনেক নিকট পৌঁছে যায়। আমিও তাকে ভালোবেসে ফেলি। আমি যখন বান্দাকে ভালোবাসি তখন আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শুনে, আমি তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে।' অর্থাৎ তার পুরো শরীরই আমার ইচ্ছের অধীন হয়ে যায়। নামাযের মাধ্যমে বান্দার দু'টো অবস্থার সৃষ্টি হয়। এক ঃ তার প্রতিটি পদক্ষেপে ও চিন্তা চেতনায় আল্লাহ্‌র অনুভূতি ছেয়ে যায়। সে তখন মনে করে আমি আল্লাহ্‌কে দেখছি এবং আল্লাহ্‌ও আমাকে দেখছেন। যদি এতদূর না পৌঁছুতে পারে তবে এতটুকু অনুভূতি তো অবশ্যই সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন। দুই ঃ গোটা জেন্দেগী আল্লাহ্‌র রঙে রঞ্জিত হয়ে যায়।

৫. খুশু'

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝

"ঐ সমস্ত মু'মিনগণ কল্যাণ লাভ করেছে, যারা তাদের নামাযে বিনয়ী।"
–(সূরা আল মু'মিনুন ঃ ১-২)

খুশু' হচ্ছে নামাযের প্রাণ। যে নামায এ থেকে খালি তা রূহ ছাড়া দেহ বা লাশের মতো। খুশু' শব্দের অর্থ হচ্ছে—বিনয়, অবনত, নিজেকে তুচ্ছ হিসেবে উপস্থাপন করা। নামাযে খুশু' অবলম্বন করার অর্থ হচ্ছে নিজেকে অত্যন্ত ছোট ও তুচ্ছ হিসেবে আল্লাহ্‌র কাছে পেশ করা। খুশু' বা বিনয়ের উৎসস্থল হচ্ছে মন। সেই মন যদি আল্লাহ্‌র দিকে ফেরানো যায় তাহলে দেহে তার প্রভাব পড়বেই। দেহ স্থির ও প্রশস্ত হবে।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) 'খাশিয়ুন' এর তাফসীর করেছেন 'খায়িফুন' (ভীতি) ও 'সাকিনুন' (প্রশান্তি) শব্দ দিয়ে। অর্থাৎ তার ওপর আল্লাহ্‌ভীতি ও প্রশান্তি ছেয়ে যায়। অন্য হাদীসে আছে (নফল) নামায দু' রাকাআত করে পড়া উচিত। প্রতি দু' রাকাআত অন্তর বসে তাশাহুদ পড়ে মনকে আশা ও ভীতির মাঝখানে নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মিসকিনের মতো নিজেকে উপস্থাপন করা উচিত। যে এ রকম করে না তার নামায এরূপ এরূপ।'

৬. আকাংখা ও ভালোবাসা

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ـ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلاَّ عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝ (البقرة : ٤٥-٤٦)

"তোমরা ধৈর্য ও নামাযের বিনিময়ে সাহায্য প্রার্থনা করো। অবশ্য তা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু সেই সমস্ত লোকদের পক্ষেই সহজ যারা বিনয়ী। যারা মনে করে তাদের প্রতিপালকের সামনা-সামনি হতে হবে এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"–(সূরা বাকারা ঃ ৪৫-৪৬)

যাদের মন আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে না কিংবা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতে চায় না, এমনকি একথাও যাদের মন সাক্ষ্য দেয় না যে, একদিন আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হতে হবে। তাদের জন্য তো নামায অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। আর যারা বিনয়ী, আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাবর্তনে প্রত্যাশী, নামায তাদের জন্য হৃদয়ের প্রশান্তি, নিরাপত্তার আধার। তারা এক ওয়াক্ত নামায পড়ে পরবর্তী ওয়াক্তের জন্য উন্মুখ হয়ে চেয়ে থাকে। হাদীসে আছে—কিয়ামতের দিন যেদিন আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না সেদিন সাত প্রকার লোককে আল্লাহ্ আরশের ছায়ায় স্থান দেবেন। তার মধ্যে এক প্রকার হচ্ছে—যাদের অন্তর সর্বদা মসজিদে লেগে থাকে। অর্থাৎ একবার নামায পড়ে দ্বিতীয়বারের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণে।

৭. পূর্ণ মনোযোগ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَاتَقُوْلُوْنَ ـ (النساء : ٤٣)

"ঈমানদারগণ ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাকো তখন নামাযের ধারে-কাছেও যেয়ো না, যতক্ষণ না বুঝতে পারো যে, তোমরা কি বলছো।"
–(সূরা আন নিসা ঃ ৪৩)

নেশাগ্রস্থাবস্থায় মানুষের চৈতন্য থাকে না। কি বলে না বলে তা সে অনুধাবন করতে পারে না।[৪] নামায হচ্ছে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিতি এবং তাঁর সাথে কথপোকথন, তাঁর তাহ্‌লীল বর্ণনা করার নাম। এজন্য নামায পূর্ণ মনযোগ বা 'হুজুরে ক্বালব' এর সাথে পড়া উচিত। সর্বদা এ অনুভূতি থাকা প্রয়োজন যে, সে কার দরবারে মাথা নত করেছে, কার কাছে সিজদায় লুটিয়ে পড়ছে এবং কার প্রশংসা ও বড়ত্বে নিয়োজিত।

৮. আনুগত্যের স্পৃহা

قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ط وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ط وَهُوَ الَّذِىْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝ (الانعام : ٧١-٧٢)

"তুমি বলে দাও, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র পথ-ই সুপথ। আমরা আদিষ্ট হয়েছি যেন স্বীয় প্রতিপালকের আজ্ঞাবহ হয়ে যাই। তাই তোমরা নামায প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাঁকে ভয় করে চলো। কেননা তাঁর সামনেই তোমরা একত্রিত হয়ে হাজির হবে।"–(সূরা আল আনআম ঃ ৭১-৭২)

আল্লাহ্‌র নির্দেশ হচ্ছে—শুধু তাঁর-ই আনুগত্য করতে হবে যিনি সমস্ত সৃষ্টির প্রতিপালক। আর আনুগত্য সৃষ্টির প্রেরণাদায়ক মূল কাজ হচ্ছে—'ইকামাতে সালাত'। এজন্যই আনুগত্যের নির্দেশের পর ইকামাতে সালাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইকামাতে সালাতের দাবী মানুষ তার গোটা জীবন আল্লাহ্‌র অনুগত হয়ে কাটাবে। তাই নামাযকে যখন সে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে তখনই আনুগত্যের পরিপূর্ণ যোগ্যতা তার মধ্যে সৃষ্টি হবে।

৯. নামাযের সংরক্ষণ

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ق وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ۝

---

৪. এ নির্দেশ হচ্ছে মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ হবার দ্বিতীয় পর্যায়ের। এর কিছুদিন পর পুরোপুরিভাবে মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এজন্য দেখুন সূরা আল মায়িদা ঃ ৯০-৯১ আয়াত।–লেখক

"তোমরা নামাযের সংরক্ষণ করো, বিশেষ করে উত্তম নামাযের। আর তোমরা আল্লাহ্‌র দরবারে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দাঁড়াও।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৮)

উত্তম নামায বলতে ঐ নামাযকে বুঝানো হয়েছে যা সঠিক সময়ে জামায়াতের সাথে বিনয় ও নম্রতার মাধ্যমে আদায় করা হয় এবং নামাযের আদব ও শর্তের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। আর এটি তখনই সম্ভব যখন বান্দা তার মনিবের নিকট নিজেকে পুরোপুরি সোপর্দ করে দেয় এবং গোটা মন তার ভয়ে ও মাহাত্ম্যে ছেয়ে যায়।

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ○ (الاعراف : ٢٠٥)

"স্মরণ করতে থাকো স্বীয় প্রতিপালককে আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং এমন স্বরে যা চিৎকার করে বলা অপেক্ষা কম, সকালে ও সন্ধ্যায়। আর উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"

অর্থাৎ তাদের বিনয় ও আদব প্রকাশিত হয় মন, ভাষা, আওয়াজ সহ সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে। রাসূলে আকরাম (সা) বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির নামাযের প্রতি চোখ তোলে তাকানও না, যে রুকূ' ও সিজদার মাঝে পিঠ সোজা করে রাখে না।'–(মিশকাত, কিতাবুস সালাত)

শফীক (র) থেকে বর্ণিত। হুযাইফা (রা) এক ব্যক্তিকে দেখলেন নামায পড়ছে কিন্তু ঠিকভাবে রুকূ'-সিদজা আদায় করছে না। যখন সে নামায শেষ করলো তখন তাকে ডেকে বললেন ঃ 'তোমার নামায হয়নি।' বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি আরো বলেছেন—'যদি তুমি এমতাবস্থায় মরে যাও তবে ঐ মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত হবে না যে মিল্লাতের ওপর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল (সা)-কে পাঠিয়েছেন।'–(বুখারী)

একবার রাসূল (সা) বললেন ঃ নিকৃষ্ট ধরনের চুরি হচ্ছে নামাযে চুরি। লোকজন জিজ্ঞেস করলো ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ ! নামাযে কিভাবে চুরি করা হয় ? তিনি বললেন ঃ নামাযে চুরি হচ্ছে রুকূ' ও সিজদা ঠিকমতো আদায় না করা।

হযরত উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে আকরাম (সা) বলেছেন ঃ 'পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে আল্লাহ্ তা'আলা ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি সেই নামাযের জন্য উত্তমভাবে ওযু করলো, ওয়াক্ত মতো তা আদায় করলো এবং সঠিকভাবে রুকূ'-সিজদা করলো। আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দেয়ার জন্য

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু যে এরূপ করে না তার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কোন প্রতিশ্রুতি নেই। ইচ্ছে করলে মাফ করতে পারেন আবার শাস্তিও দিতে পারে।'

–(আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ)

১০. নামাযে মধ্যমপন্থা অবলম্বন

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا ○

"নামায একেবারে উচ্চস্বরে কিংবা মনে মনে পড়ো না, বরং মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো।"–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১১০)

অর্থাৎ এমনভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে যাতে দেহ ও মন একাকার হয়ে যায়। বিনয় ও নম্রতার পুরো ছাপ যেন দেহ ও মনে প্রতিফলিত হয়। আল কুরআন থেকে কল্যাণ পেতে হলে একাগ্রতার সাথে তা অনুধাবন করতে হবে এবং তার দিকে পূর্ণ মনোনিবেশ করতে হবে।

১১. কুরআন তিলাওয়াত

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ط اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ○ (بنى اسرائيل : ٧٨)

"নামায প্রতিষ্ঠিত করো সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে রাতের আধার পর্যন্ত। বিশেষ করে ফযরের কুরআন তিলাওয়াত। নিশ্চয়ই ফযরের কুরআন তিলাওয়াত মুখোমুখি হয়।"–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭৮)

'সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে রাতের আঁধার পর্যন্ত' বাক্যটি দিয়ে যোহর, আসর, মাগরিব ও ঈশা'র নামাযের কথা বলা হয়েছে। 'ফযরের কুরআন তিলাওয়াত' বলতে ফযর নামাযের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। নামাযে কুরআন তিলাওয়াত হচ্ছে নামাযের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নামাযে যদি কুরআন তিলাওয়াতই না করা হলো তবে নামাযের আর রইলো কি?

'ফযরের কুরআন তিলাওয়াত মুখোমুখি হয়।' অর্থাৎ ফযর হচ্ছে—রাতের শেষ এবং দিনের শুরু। এ সময় রাতের ফেরেশতাদের বিদায় নেবার পালা এবং দিনের ফেরেশতাদের আগমনের সময়। এজন্য নবী করীম (সা) ফযরের সময় দীর্ঘ সূরাসমূহ তিলাওয়াত করতেন। অবশ্য আজও এ ধারা অব্যাহত আছে। নামায হচ্ছে তাকবীর, তাসবীহ এবং কুরআন তিলাওয়াতের সমষ্টির নাম। এজন্য নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ 'এমনি কুরআন তিলাওয়াতের চেয়ে নামাযে কুরআন তিলাওয়াত উত্তম।'–(মিশকাত)

এজন্য তিনি নামাযে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর ব্যাপারে তাকিদ করেছেন, যেন নামাযে বেশী করে কুরআন তিলাওয়াত করা সম্ভব হয়। তিনি বলেছেন ঃ 'সর্বোত্তম নামায হচ্ছে—সেই নামায, যে নামাযে দীর্ঘ কিয়াম করা হয়।'

–(মুসলিম)

১২. বুঝে-শুনে তারতীলের সাথে নামায পড়া

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۝ (مزمل : ٤)

"কুরআনকে তারতীলের সাথে পাঠ করো।"–(সূরা আল মুজ্জাম্মিল ঃ ৪)

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝ (ص : ٢٩)

"এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। যেন মানুষ এর আয়াতসমূহ লক্ষ্য করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করতে পারে।"–(সূরা সোয়াদ ঃ ২৯)

আল কুরআন অবতীর্ণের উদ্দেশ্য হচ্ছে—তা তিলাওয়াত করা হবে এবং তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে সেই আলোকে জীবনযাপন করা হবে। এজন্য অমনোযোগী হয়ে কিংবা তাচ্ছিল্যের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করা কুরআনকে অবমাননারই শামিল। আল কুরআনের দাবী হচ্ছে, ধীরে ধীরে বুঝে-শুনে যেন তা পড়া হয়। তারপর যতটুকু পড়া হলো তা নিয়ে যেন চিন্তা-ভাবনা করা হয়। তবেই তার রূহের কাছাকাছি পৌঁছা সহজ হবে। নবী করীম (সা) প্রত্যেকটি শব্দ ও বাক্যকে পৃথক পৃথক করে তিলাওয়াত করতেন।

১৩. নিয়মানুবর্তিতা

اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ۝ (المعارج : ٢٢-٢٣)

"কিন্তু যারা নামাযী, তারা নিয়মানুবর্তিতার সাথে তাদের নামায আদায় করে।"–(সূরা আল মাআরিজ ঃ ২২-২৩)

১৪. জামায়াতের গুরুত্ব

وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ۝ (البقرة : ٤٣)

"যারা রুকূ' করে তাদের সাথে তোমরাও রুকূ' করো।"

একথা দিয়ে জামায়াতে নামাযের জন্য তাকিদ করা হয়েছে।

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ (النساء : ١٠٢)

"হে নবী ! তুমি যখন তাদের মাঝে থাকবে তখন তাদেরকে নিয়ে নামায কায়েম করবে।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১০২)

এ আয়াতে যুদ্ধের ময়দানে নামাযের কথা বলা হয়েছে। যেখানে মানুষ জীবন মরনের সন্ধিক্ষণে অবস্থান করে, সেখানেও জামায়াতে নামাযের তাকিদ এসেছে। সেখানে একথাও বলা হয়েছে যে, সৈন্যগণ যেন পৃথক পৃথকভাবে নামায আদায় না করেন। বরং এক রাকায়াত হলেও যেন ইমামের পেছনে পড়া হয়। একদল ইমামের পেছনে এক রাকাআত পড়ে যুদ্ধের সারিতে গিয়ে দাঁড়াবে অবশিষ্ট সৈন্যগণ এসে ইমামের পেছনে দ্বিতীয় রাকায়াতে শরীক হবে। অতপর তারাও এক রাকায়াত ইমামের পেছনে পড়বে। এরূপ নাজুক মুহূর্তেও যখন জামায়াতের তাকিদ এসেছে—তাহলে সাধারণ অবস্থায় জামায়াত ছাড়া নামায পড়ার আর কোন সুযোগ আছে কি ? নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ 'কসম সেই সত্তার যার হাতে আমার জীবন।' আমার মনে চায় লাকড়ী জমা করার নির্দেশ দেই, তারপর আযানের আদেশ করি। অতপর অন্য কাউকে ইমামতের দায়িত্ব দিয়ে আমি দেখি, কে জামায়াতে শরীক না হয়ে ঘরে অবস্থান করছে, তাকে সহ সেই ঘর জ্বালিয়ে দেই।'–(বুখারী)

অন্য বর্ণনায় আছে—'যদি সে ঘরে মহিলা ও শিশুরা না থাকতো তবে আমি ইশার নামাযে দাঁড়ানোর পূর্বে কোন এক যুবককে নির্দেশ দিতাম, যে জামায়াতে হাজির না হয় তার ঘর জ্বালিয়ে দাও।'

১৫. জামায়াতের সাথে নামাযের জন্যই মসজিদ

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ط –(يونس : ٨٧)

"আমি মূসা ও তার ভাইয়ের প্রতি নির্দেশ পাঠালাম, তোমরা তোমাদের জাতির জন্য মিসরে বাসস্থান নির্ধারণ করো। তোমাদের ঘরগুলো বানাবে কিবলামুখী করে এবং নামায কায়েম করবে। আর যারা ঈমানদার তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করো।"–(সূরা ইউনুস ঃ ৮৭)

এ নির্দেশের তাৎপর্য হচ্ছে—কিবলামুখী করে মসজিদ নির্মাণ করে সেখানে নামাযের জামায়াত কায়েমের ব্যবস্থা করা। জামায়াতে নামায মুসলমানদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। এই কারণে যে, এতে মুসলমানদের মধ্যে একতাবদ্ধ থাকার অনুভূতি সৃষ্টি হয়।

১৬. শারীরিক পবিত্রতা

মন ও চিন্তার পরিশুদ্ধির সাথে সাথে নামাযের জন্য শারীরিক পবিত্রতা অর্জন করাও একান্ত প্রয়োজন। যেন নামাযী ব্যক্তি পাক পবিত্র হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির হতে পারে।

لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ط فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ○ (التوبة : ١٠٨)

"যে মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার ওপর প্রথম দিন থেকে, সেটি-ই তোমার দাঁড়াবার যোগ্য স্থান। সেখানে রয়েছে এমন লোক যারা পবিত্রতাকে ভালোবাসে। আর আল্লাহ্ পবিত্র লোকদেরকে ভালোবাসেন।"
–(সূরা আত তাওবা ঃ ১০৮)

[১৬.১] ওযু

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ط (المائدة : ٦)

"হে মু'মিনগণ ! যখন তোমরা নামাযে দাঁড়াবে, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল, দু' হাত কুনুই পর্যন্ত এবং দু'পা টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে নাও। আর তোমাদের মাথাকে মাসেহ করে নাও।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৬)

এ হচ্ছে শুধু ফরযগুলোর নির্দেশ। বিস্তারিত বর্ণনা নবী করীম (সা)-এর ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়। সেখানে দেখা যায় কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়াও মুখমণ্ডল ধোয়ার অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া মুখমণ্ডল ধোয়া পরিপূর্ণ হয় না। তেমনিভাবে মাথা মাসেহ করার মধ্যে কানের ভেতর ও বাহির মাসেহ করাও অন্তর্ভুক্ত।[৫]

[১৬.২] গোসল

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ط (النساء : ٤٣)

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্থ থাকো, তখন নামাযের ধারে কাছেও যেয়ো না, তোমরা কি বলছো তা যতক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে না পারো।

---

৫. আরো বিস্তারিত জানার জন্য ফিক্‌হের কিতাব দ্রষ্টব্য।–লেখক

আর যখন গোসল ফযর হয় তখন গোসল না করা পর্যন্তও নামাযের কাছে যেয়ো না।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৪৩)

যে সমস্ত কারণে গোসল করা ফরয হয়ে যায় সে সমস্ত কারণের কোন একটি ঘটলে, গোসল করে পবিত্র হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নামায পড়া যাবে না।[৬]

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا -

"যদি তোমরা জানাবাত (গোসল ফরয হয় এমন) অবস্থায় থাকো তবে উত্তমভাবে পবিত্রতা অর্জন করে নাও।"–(সূরা আল মায়িদা ঃ ৬)

অর্থাৎ জানাবাতের অবস্থায় শুধু মুখ, হাত, পা ও মাথা মাসেহ করে নিলে হবে না। বরং সমস্ত শরীর ধুয়ে পবিত্র করে নিতে হবে। যার নিয়ম নবী করীম (সা) বলে দিয়েছেন।

[১৬.৩] তায়াম্মুম

وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ط مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ -(المائدة : ٦)

"যদি তোমরা রুগ্ন হও কিংবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব পায়খানা সেরে আসে অথবা তোমাদের কেউ স্ত্রীর সাথে বিছানায় যায়। তারপর যদি তোমরা পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নাও। অর্থাৎ স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দ্বারা মুছে ফেলো। আল্লাহ্ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না। বরং তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান।"–(সূরা আল মায়িদা ঃ ৬)

তায়াম্মুম শব্দের অর্থ—ইচ্ছে প্রকাশ করা। অর্থাৎ যখন পানি পাওয়া না যায় কিংবা পাওয়া গেলেও ব্যবহার করা সম্ভব না হয় তখন পবিত্র মাটি দিয়ে পবিত্রতা অর্জনের ইচ্ছে প্রকাশ করা এবং পবিত্রতা অর্জন করা। ওযুর প্রয়োজন হোক কিংবা গোসলের। যদি পানি না পাওয়া যায় অথবা পাওয়া গেলেও তা ব্যবহার করতে সক্ষম না হয় তাহলে সে পবিত্রতা অর্জনের জন্য তায়াম্মুম করে নেবে। কেননা আল্লাহ্ মানুষকে অসুবিধায় ফেলতে চান না বরং তাদেরকে

৬. বিস্তারিত জানার জন্য ফিক্হের কিতাব দ্রষ্টব্য।–লেখক

সহজভাবে পবিত্র করতে চান। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র অপার মহিমার একটি বহিঃপ্রকাশ মাত্র। যতদিন পানি ব্যবহার করা সম্ভব না হবে ততদিনই তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা যাবে।

১৭. পোশাকের গুরুত্ব

يٰبَنِىٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ

"হে আদম সন্তান ! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সুন্দর পোশাক পরে সাজ-সজ্জা করে নাও। খাও, পান করো কিন্তু অপচয় করো না।"

–(সূরা আল আ'রাফ ঃ ৩১)

বান্দা আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হবে, আর এ উপস্থিতির সময় যেনতেন-ভাবে উপস্থিত হবে তাও কি হয় ? তাই সুন্দর পোশাক পরে সাজ-সজ্জা করে আদব ও নম্রতার সাথে তাঁর সামনে উপস্থিত হতে হবে। শুধু সতর ঢাকলেই যথেষ্ট নয় বরং সাধ্য অনুযায়ী সুন্দর পোশাক পরে আল্লাহ্‌র দরবারে দাঁড়াতে হবে।

১৮. ওয়াক্তের অনুসরণ

فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ۝

"তোমরা নামায কায়েম করো। নিশ্চয় নামায মুসলমানদের ওপর ফরয করা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১০৩)

'নামায কায়েম করো' অর্থাৎ পূর্ণ খুশুখুজু' ও ইহ্‌তিমামের সাথে নামায আদায় করো। তবে সঠিক সময়ে ও সঠিক নিয়মে তা আদায় করতে হবে।

[১৮.১] নামাযের ওয়াক্তসমূহ

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ۭ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ۝ (بنى اسرائيل : ٧٨)

"তোমরা সূর্য ঢলে পড়ার পর হতে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায আদায় করো এবং বিশেষ করে ফযরে কুরআন তিলাওয়াত। অবশ্যই ফযরের তিলাওয়াত (ফেরেশতাদের) মুখোমুখি হয়।"–(বনী ইসরাঈল ঃ ৭৮)

'দুলূকিশ শামসি' অর্থ সূর্য ঢলে পড়া। বর্ণনার এ স্টাইল বড়ো বিজ্ঞচিত। সূর্যের ঢলে পড়া প্রকৃতপক্ষে দিনে চারবার হয়ে থাকে। তাই এখানে নামাযের চারটি ওয়াক্তের ব্যাপারে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১. যখন সূর্য মাথার ওপর থেকে পশ্চিম দিকে হেলে পড়ে। (এ হচ্ছে যোহর নামাযের ওয়াক্তের শুরু)।

২. যখন সূর্য পশ্চিম দিগন্তে চলে যায় এবং তার তেজ স্তিমিত হয়ে আসে।–(যোহরের ওয়াক্তের শেষ এবং আসরের ওয়াক্ত শুরু)।

৩. যখন সূর্য দিগন্ত রেখার আড়ালে চলে যায় অর্থাৎ ডুবে যায়।–(আসর ওয়াক্ত শেষ এবং মাগরিবের শুরু)।

৪. যখন পশ্চিম দিগন্তের লালিমা বিলীন হয়ে যায়।–(মাগরিবের শেষ এবং ইশার ওয়াক্ত শুরু)।

আর 'কুরআনুল ফাযরি' বলে ফযর নামাযের কথা বুঝানো হয়েছে। আল কুরআনে কখনো পুরো নামাযকে বুঝানোর জন্য 'সালাত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে আবার কোথাও নামাযের কোন অংশকে বুঝানোর জন্যও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ফযরে কুরআন তিলাওয়াতের ওপর গুরুত্ব দেয়ার কারণ হচ্ছে—এ সময় দিনের শুরু, রাতের বিশ্রামের পর মানুষ ঝরঝরে হয়ে যায়, তখন কুরআন তিলাওয়াতে তাদের মধ্যে এক ধরনের প্রশান্তি নেমে আসে।

এখানে যেমন সাধারণভাবে ওয়াক্ত সম্পর্কে বলা হয়েছে। অন্যত্র আরো স্পষ্ট করে ওয়াক্তের কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ط (هود : ١١٤)

"তোমরা দিনের দু' প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর নামায কায়েম করো।"–(সূরা হূদ ঃ ১১৪)

দিনের দু' প্রান্ত বলে ফযর ও মাগরিবের ওয়াক্তের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 'রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর' বলে ইশার নামাযের কথা বলা হয়েছে।

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ج وَمِنْ اٰنَائِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ -(طه : ١٣٠)

"তোমার প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো। সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে এবং রাতের কিছু অংশে ও দিবাভাগে।"

'সূর্যোদয়ের পূর্বে' ফযর নামায, সূর্যাস্তের পূর্বে আসর নামায, রাতের কিছু অংশে মাগরিব ও ইশার নামায। দিবাভাগে যোহর নামায।

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ۝ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ۝ (الروم : ١٧-١٨)

"তোমরা সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করো এবং অপরাহ্নে ও মধ্যাহ্নে। আকাশ পৃথিবীর সমস্ত প্রশংসা তো তারই।"

–(সূরা আর রূম ঃ ১৭-১৮)

আয়াতে 'তাসবীহ্' শব্দ বলে মূলত নামাযকে বুঝানো হয়েছে। কুরআনুল কারীম এখানে পরোক্ষভাবে নামাযের কথা বলেছে। যদি এখানে নামায ছাড়া শুধু পবিত্রতা বর্ণনার কথা বলা হতো তাহলে ওয়াক্ত বা সময় নির্ণয়ের কী প্রয়োজন থাকতে পারে ?

আরো বিস্তারিত বর্ণনা ও হাতে কলমে শিক্ষাদানের জন্য আল্লাহ জিবরাঈল আমীনকে পাঠিয়েছেন। তিনি উপস্থিত থেকে সঠিক ওয়াক্ত চিহ্নিত করে দিয়েছেন। রাসূলে আকরাম (সা) বলেছেন ঃ

'জিবরাঈল (আ) দু'বার আমাকে কা'বা ঘরের নিকট নামায পড়িয়েছেন। প্রথমদিন যোহরের নামায এমন সময় পড়িয়েছে যখন কেবলমাত্র সূর্য পশ্চিমকাশে ঢলে পড়েছে। কোন কিছুর ছায়া জুতোর ফিতার ছায়ার চেয়ে বেশী ছিলো না। আসর যখন পড়িয়েছেন তখন কোন কিছুর ছায়া তার সমপরিমাণের চেয়ে বেশী ছিলো না। আর মাগরিব এমন সময় পড়িয়েছে যখন রোযাদারগণ ইফতার করে। পশ্চিমাকাশের লালিমা বিলুপ্ত হওয়ার পর আমাকে ইশার নামায পড়িয়েছেন। আর যে সময় রোযাদারের জন্য পানাহার হারাম হয়ে যায় তখন তিনি আমাকে ফযর নামায পড়িয়েছেন। দ্বিতীয়দিন যোহর নামায কোন কিছুর ছায়া তার সমান দীর্ঘ হওয়ার পর পড়িয়েছেন। আসর পড়িয়েছেন কোন কিছুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পর। আর মাগরিব পড়িয়েছেন রোযাদার যখন ইফতার করে সেই সময়ে। রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর ইশা পড়িয়েছেন। এবং ফযর পড়িয়েছেন যখন চতুর্দিক উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছিলো। অতপর জিবরাঈল আমার দিকে মুখ করে বললেন ঃ হে মুহাম্মাদ (সা) এ হচ্ছে আম্বিয়ায়ে কেরামের নামায পড়ার সময়। নামাযের সঠিক ওয়াক্ত হচ্ছে এ দু'য়ের মাঝামাঝি।'

রোযা

আল কুরআনের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় রোযা অতীতের সমস্ত উম্মতের ওপরই ফরয ছিলো। অন্যান্য ইবাদাতের মতো রোযাও তাদের জন্য এক অপরিহার্য ইবাদাত বিবেচিত হতো। সত্যি কথা বলতে কি, মানুষের প্রশিক্ষণের জন্য রোযা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। রোযা ছাড়া চরিত্র গঠনের কোন প্রশিক্ষণ-ই পূর্ণাঙ্গ হয় না। কেননা আত্মিক পবিত্রতা অর্জনে রোযার কোন বিকল্প নেই।

রোযার কুরআনী পরিভাষা হচ্ছে—'সাওম' এবং 'সিয়াম'। অর্থ—কোন কিছু থেকে বিরত থাকা বা কোন কিছু ত্যাগ করা। পারিভাষিক অর্থে—সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌনকামনা চরিতার্থ করা থেকে বিরত থাকা।

কল্যাণলাভের পূর্ব শর্ত হচ্ছে—মানুষ নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ সীমা থেকে বেঁচে থাকবে।

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى

"যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশি মতো চলাফেরা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।"–(সূরা আন নাযিয়াত ঃ ৪০-৪১)

চিন্তা করে দেখুন, তিনটি বস্তু থেকে রোযাদারকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যা সমস্ত অপরাধের মূল বা কেন্দ্রবিন্দু। কেননা এ তিনটি কাজ এবং এর আনুষঙ্গিক কাজসমূহ সম্পাদন করার জন্যই মানুষ আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ সীমালংঘন করার প্রয়াস পায়। এ তিনটি বস্তু হচ্ছে মানুষের মৌলিক প্রয়োজনীয় বস্তু। পানাহার ছাড়া যেমন মানুষ বাঁচতে পারে না, তদ্রূপ যৌনক্ষুধা না মিটিয়েও মানুষ থাকতে পারে না। এজন্য আল্লাহ্ এ প্রয়োজনগুলো মেটাতে একটি সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। রোযার মাধ্যমে নফস বা আত্মা নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ফলে স্বেচ্ছাচারিতা, বেপরওয়া ও বিদ্রোহী মনোভাব দূর হয়ে যায়। মন পুরোপুরি আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে পড়ে। আল্লাহ্‌র জন্য যাবতীয় কষ্ট সহিষ্ণুতা সহ্য করার জন্য সে মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যায়। শত বাধাবিপত্তির মধ্যেও সে দীনের পথে অনড় পাথরের মতো স্থির থাকে। এভাবেই আন্দোলন ও জিহাদের জন্য তার মানসিকতায় ও কষ্ট সহিষ্ণুতায় দৃঢ়তা আসে। আর যদি ময়দানে দৃঢ়তা প্রদর্শন করা যায় তবে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী।

রোযা মানুষের ওপর দু' ধরনের প্রভাব ফেলে। সেই প্রভাব এতো গভীর ও বিস্তৃত যে, অন্য কোন উপায়েই সে ধরনের প্রভাব মানুষের ওপর সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

একটানা নির্দিষ্ট কয়েকটি ঘন্টা মৌলিক প্রয়োজন পূরণ না করে বান্দা একথাই প্রমাণ করে যে, সে অক্ষম, মুখাপেক্ষী, করুণার কাঙাল। সে জীবনে প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যই আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী। আর এ উপলব্ধি বা অনুভূতিই তাকে আল্লাহ্‌র বান্দা হিসেবে জীবনযাপন করতে উদ্বুদ্ধ করে।

দ্বিতীয় প্রভাব হচ্ছে—নিভৃত কোন জায়গায় গিয়েও একজন রোযাদার নিজের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করে না। কারণ সে অনুভব করে, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিসীমার বাইরে কিছুতেই সে যেতে পারছে না। যেখানেই থাকুক না কেন আল্লাহ্ তাকে দেখছেন। এভাবে আল্লাহ্‌র ভয় আস্তে আস্তে তার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তখন বান্দা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচারণ কিংবা তাঁর কোন সীমালংঘন করার কথা কল্পনা করা মাত্র ভয়ে শিউরে ওঠে।

আল্লাহ্‌ভীতি বা তাকওয়ার চূড়ায় আরোহণের সিঁড়ি হচ্ছে—রোযা। এজন্যই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সকল নবীর উম্মতের জন্যই রোযাকে ফরয করে দিয়েছিলেন।

রোযা ফরয

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ-(البقرة : ١٨٣)

"মু'মিনগণ ! তোমাদের ওপর রোযাকে ফরয করা হয়েছে।"

রোযার গুরুত্ব বুঝানোর জন্য যে পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে স্বতই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রোযা ফরয। নামাযের মতো প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ও সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী মুসলমানের ওপর রোযা ফরয।

রোযা অতীতেও ফরয ছিলো

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ-(البقرة : ١٨٣)

"যেভাবে ফরয করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর।"

এ আয়াত এই মর্মের দিকে ইঙ্গিত করে যে, মানুষের আত্মিক প্রশিক্ষণের সাথে রোযার বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান। মনের সংশোধনের প্রশ্নে প্রকৃতিগত-

ভাবেই রোযার গুরুত্ব অপরিসীম। বরং এরূপ মনে হয় যে, প্রশিক্ষণ ও তাযকিয়ায়ে নফসের কোর্স রোযা ছাড়া যেন অসম্পূর্ণ। এজন্যই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সব নবীর শরীয়তেই রোযা ফরয করে দিয়েছিলেন। তবে তাদের অবস্থা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে রোযা কিছুটা ভিন্নধর্মী ছিলো। তবু সকল নবীর শরীয়তে তা অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

হিসেবের ক'দিন মাত্র রোযা

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ط (البقرة : ١٨٤)

"হিসেবের ক'দিন (মাত্র রোযা ফরয)।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৪)

এ দু'টো শব্দ দিয়ে বুঝানো হয়েছে যে, রোযার মাহাত্ম্য ও মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করলে ২৯ কিংবা ৩০ দিন রোযা রাখাটা বেশী কিছু নয়। সামান্য ক'দিন মাত্র।

রমযানের পূর্ণ মাস রোযা রাখতে হবে

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ط (البقرة : ١٨٥)

"তোমাদের মধ্যে যে সেই মাসের সাক্ষাত পাবে, তার উচিত পুরো মাস রোযা রাখা।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৫)

আগে বলা হয়েছে, তোমাদের ওপর মাত্র ক'দিন রোযা ফরয করা হয়েছে। এখানে তার ব্যাখ্যা স্বরূপ বলা হয়েছে, ক'দিন বলতে পুরো রমযান মাসকে বুঝানো হয়েছে। পুরো মাস রোযা রাখা মুসলমানের ওপর ফরয করা হয়েছে। তবে রোযার যে বরকত, মাহাত্ম্য ও মর্যাদা সে দিকে লক্ষ্য করলে মনে হয় একমাস সামান্য কয়েকটি দিন মাত্র। রাসূলে আকরাম (সা) বলেছেন ঃ

"আদম সন্তানের প্রত্যেকটি সৎকাজের বিনিময় দশগুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। আল্লাহ্ বলেন—রোযার বিনিময় ভিন্ন ধরনের। কেননা রোযা তো প্রকৃতপক্ষে আমার জন্য, অতএব আমি নিজ হাতেই তার বিনিময় দেবো। কারণ বান্দা শুধু আমার জন্যই তার পানাহার ও সমস্ত কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করে।"

আয়াতে কারীমা দিয়ে আল্লাহ্ আরো বুঝাতে চান যে, গোটা মাসই রোযা ফরয এর মধ্যে কমবেশী করার কোন অধিকার কারো নেই। তবে যদি সফরে থাকার কারণে কিংবা অসুস্থতার কারণে রোযা রাখা সম্ভব না হয় তবে পরে কোন সময় এ ক'দিনের রোযা কাযা আদায় করলেই হয়ে যাবে।

কুরআন অবতীর্ণের কারণে রোযার মর্যাদা বেড়ে গেছে

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ج فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ط (البقرة : ١٨٥)

"রমযান হচ্ছে সেই মাস, যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। যা মানুষের জন্য হিদায়াত এবং সত্য পথের নির্দেশক আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে এ মাসটি পাবে সে এ মাসের রোযা রাখবে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৫)

দিনরাত সারাক্ষণ মানুষের ওপর আল্লাহ্‌র অবারিত রহমত বর্ষিত হয়। তাঁর দয়ার চাদর মানুষকে ঢেকে রেখেছে। একথা চিন্তা করলে নিসন্দেহে মানুষ আল্লাহ্‌র শোকরগোজার বান্দা হয়ে যায়, কৃতজ্ঞতায় তাঁর দিকে স্বীয় মস্তক অবনত করে দেয়। কিন্তু পৃথিবীবাসীর ওপর আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড় মেহেরবানী যেটি, তাহচ্ছে—মানুষের জীবন চলার পথ নির্দেশ সম্বলিত গ্রন্থ আল কুরআন অবতীর্ণ করা। এটি এমন এক নিয়ামত যা অন্য নিয়ামতের অনুভূতি সৃষ্টি করে দেয়। মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় এবং মৌলিক প্রয়োজন হচ্ছে সঠিক পথের সন্ধান লাভ করা। কুরআন সে প্রয়োজন মিটিয়েছে। সত্য ও মিথ্যের পার্থক্য নির্দেশ করে দিয়েছে। মিথ্যেকে পরিহার এবং সত্যকে গ্রহণ করার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। এ নিয়ামত থেকে সত্যিকার কল্যাণ লাভ করতে হলে মানুষকে এর কদর বুঝতে হবে। অর্থাৎ সঠিকভাবে এর নির্দেশ ও পরামর্শগুলো অনুধাবন করে যথাযথভাবে তা অনুশীলন করতে হবে। আর এ উদ্দেশ্যটি বাস্তবায়ন করার জন্য প্রাথমিকভাবে এক মাস রোযা ফরয করা হয়েছে। অপরদিকে আল্লাহ্ যে কুরআনের মতো এমন একটি নিয়ামত প্রদান করলেন, তার শোকর আদায়ের জন্যও রোযা একান্ত অপরিহার্য। তাছাড়া এতবড়ো একটি নিয়ামতের বাহক হওয়ার জন্য যেসব গুণাবলী অর্জন করা প্রয়োজন, রোযা সেই প্রয়োজনটাকে পূর্ণ করে।

রোযার আসল উদ্দেশ্য

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○ (البقرة : ١٨٣)

"যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।"

রোযার মাধ্যমে মূলত এ শিক্ষাই মানুষকে দেয়া হয় যে, সে কিভাবে তার নফস ও কামনাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এ নিয়ন্ত্রণের নামই তাকওয়া। রোযার

মাধ্যমে প্রতিটি মু'মিনের ভেতর এ গুণটি সৃষ্টি করাই হচ্ছে রোযার আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু এ গুণটি ঠিক তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন পূর্ণ আগ্রহ ও অনুভূতির সাথে রোযা পালন করা হবে, যেভাবে কুরআন পথনির্দেশ দিয়েছে এবং সেসব শর্ত ও আদব পুরো করতে হবে যার গুরুত্ব শরীয়ত দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যার রোযা এসব নিয়ামতের প্রকাশ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে হবে যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে কিতাব দিয়ে সৌভাগ্যবান করেছেন এবং সত্য ও কল্যাণ লাভের মাধ্যম বানিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তারাই রোযার কল্যাণ লাভ করতে পারবে। আর যাদের এ অনুভূতি নেই তাদের রোযা শুধু খাদ্য ও পানীয় বর্জন ছাড়া আর কিছুই নয়। তাকওয়ার প্রথম ধাপেও তারা পা রাখতে সক্ষম নয়। অবশ্য রমযানের বসন্তকাল শুরু হওয়া মাত্র তাকওয়ার বাগান সবুজ সতেজ হয়ে ওঠে। রাসূলে আকরাম (সা) বলেছেন ঃ

'যে ব্যক্তি মিথ্যে বলা এবং মিথ্যেকে অবলম্বন করে চলা পরিত্যাগ করলো না তার রোযা শুধু পানাহার বর্জন ছাড়া আর কিছুই নয়।'-(বুখারী)

নবী করীম (সা) আরো বলেছেন ঃ

'কতো হতভাগা সেই ব্যক্তি যে রোযাদার কিন্তু পানাহার পরিত্যাগ ছাড়া আর কিছুই তার ভাগ্যে জুটলো না। আর সেই ব্যক্তিও কতো হতভাগা যে রাত জেগে তারাবীহ পড়লো কিন্তু তা শুধুমাত্র রাত জাগা ছাড়া আর কিছুই হলো না।'-(তিরমিযি)

রোযার আদব বর্ণনা করতে গিয়ে একবার রাসূলে আকরাম (সা) বললেন ঃ

'রোযা ঢাল স্বরূপ। তোমাদের মধ্যে যখন কোন ব্যক্তি রোযা রাখে তার উচিত অন্যায় ও অশ্লীল কথা ও আচরণ থেকে বেঁচে থাকা, গালিগালাজ ও হৈ-হাঙ্গামা এড়িয়ে চলা। কেউ ঝগড়া করতে এলে সে ভাববে আমি তো রোযা রেখেছি [কিভাবে ঝগড়ায় লিপ্ত হবো]।'-(বুখারী, মুসলিম)

ভ্রমণকারী ও রোগীর জন্য অবকাশ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ط -

"আর যে ব্যক্তি ভ্রমণে থাকে কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়ে, সে অন্য সময় হিসেবের দিনগুলো পূর্ণ করে দেবে। (অর্থাৎ কাযা রোযা আদায় করবে)।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৪)

আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি যে বিধান জারী করেছেন, সে বিধান জারীর সময় দুর্বল ও অক্ষমদের কথা তিনি ভুলে যাননি। তাদের সমস্যাগুলো সামনে রেখেই তিনি বিধান অবতীর্ণ করেছেন। পর্যটক ও অসুস্থ ব্যক্তিকে এ অবকাশ

দেয়া হয়েছে, তারা ইচ্ছে করলে রোযা না রেখে অন্য সময় তা পুরো করতে পারে। এটি এজন্য করা হয়েছে, একদিকে যেমন আল্লাহ্‌র বিধান পালন করতেও তাদের কষ্ট হলো না আবার অন্যদিকে সওয়াব থেকেও তারা বঞ্চিত হলো না।

বিপত্তিকর অবস্থায় অবকাশ

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ط فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ط وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○(البقرة : ١٨٤)

"আর যাদের জন্য (রোযা রাখা একেবারেই) কষ্টদায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। যে ব্যক্তি খুশির সাথে সৎকর্ম করে তা তার জন্যই কল্যাণকর হয়। আর যদি রোযা রাখো তবে তা তোমাদের জন্য আরো কল্যাণকর। যদি তোমরা বুঝতে পারো।"

প্রথম অবস্থায় মুসাফির [ভ্রমণকারী] ও অসুস্থ ব্যক্তির জন্য আরেকটি বিশেষ সুযোগ প্রদান করা হয়েছিলো। যা সাময়িক সময়ের জন্য। সে নির্দেশটি যে সাময়িক ছিলো তার প্রমাণ অবকাশ সম্বলিত আয়াতেই বিদ্যমান। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুসাফির অথবা অসুস্থ হওয়ার কারণে রোযা আদায় করতে না পারবে সে একজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করে তার বিনিময় পুরো করবে। তারপর যদি কেউ তাওফীক অনুযায়ী বেশী দিতে চায় সে ভিন্ন কথা। কিন্তু পসন্দনীয় কথা হচ্ছে—মুসাফির কিংবা অসুস্থ ব্যক্তি ছুটে যাওয়া রোযা অন্য সময় পুরো করে দেবে, এটি যুক্তিযুক্ত কথা। আল্লাহ্ যে উদ্দেশ্য ও হিকমতের জন্য রোযা ফরয করেছেন তখন তা পুরো হয়ে যায় যখন ফরয রোযার কাযা আদায় করা হয়। বর্ণনার ঢং-ই প্রমাণ করে যে, এ অবকাশ সাময়িক সময়ের জন্য ছিলো। প্রকৃত নির্দেশ হচ্ছে—ছুটে যাওয়া রোযা অন্য সময় আদায় করে দিতে হবে। পরবর্তী আয়াতে একথা আরো স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। উপরন্তু তার প্রকৃত হিকমত বর্ণনা করে একথাও পরিস্কার করে দেয়া হয়েছে যে, আল কুরআন কেন পরবর্তীতে কাযা রোযা আদায় করার সুযোগ প্রদান করেছে।

সাময়িক অবকাশের হিকমত

وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ط يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ط وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○(البقرة : ١٨٥)

"যে ব্যক্তি অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য সময় তা গণনা করে পূরণ করে দেবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য (তাঁর বিধান) সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য কঠিন এমন কিছু আল্লাহ করতে চান না। যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৫)

রোযার মাহাত্ম্য বুঝে এমন লোক যখন ভ্রমণে থাকাবস্থায় কিংবা অসুস্থতার কারণে রোযা ভঙ্গ করে তখন সে এক বিরাট নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। মেহেরবান আল্লাহ্ তাঁর কোন বান্দাকে বঞ্চিত করতে চান না, তাই তিনি দয়াপরবশত ঘোষণা করেছেন, অন্য সময়ে তার কাযা আদায় করলেও সেই সওয়াব ও বরকত তাকে দেয়া হবে।

রোযা মানুষের মধ্যে আল্লাহ্র বড়ত্ব ও মহত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করে। সাথে সাথে আল্লাহ্র ভয়ও অন্তরে জাগ্রত করে। যার কারণে ইবাদাত ও আনুগত্যের প্রতি বান্দা পূর্ণ মনোনিবেশ করতে সক্ষম হয়। এখন যদি কোন ব্যক্তি রোযা না রেখে ফিদিয়া দান করে তবে তার মধ্যে কি এ গুণগুলো এতো সহজে সৃষ্টি হতে পারবে ? না, পারবে না। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা পরে হলেও তার কাযা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেন, তারা নিজেদেরকে গঠন করে নিতে পারে এবং আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে জীবনযাপন করতে পারে।

সাধারণ প্রতিবন্ধকতার কারণে অবকাশ

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ز-(البقرة : ١٨٥)

"আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, কঠিন করতে চান না।"
–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৫)

এ আয়াতে কারীমা দিয়ে বুঝা যায়, [মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তি ছাড়াও] অন্য কোন কারণে যদি কেউ সাময়িক অসুবিধায় পড়ে যায় তবে সেও রোযা কাযা করতে পারবে। কোন্ কোন্ ব্যক্তি এ সুযোগ পেতে পারে, তার বর্ণনা হাদীসে বিস্তারিতভাবে বলে দেয়া হয়েছে। সেখানে অতিবৃদ্ধ, গর্ভবতী ও দুগ্ধ-দানকারিনীদের জন্য এ সুযোগের কথা বলা হয়েছে।

রোযা ও তাকওয়ার কুরআনী ধারণা

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ط هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ط عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ج فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ص (البقرة : ١٨٧)

"রমযান মাসে রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের এবং তোমরা তাদের পোশাক স্বরূপ। তোমরা যে আত্মপ্রতারণা করছিলে আল্লাহ্ তা অবগত আছেন। তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং অব্যাহতি দান করেছেন। এখন তোমরা নিজেদের স্ত্রীর সাথে বিছানায় যেতে পারবে এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৭)

মুসলমানদের ওপর রোযা ফরয হবার ঘোষণা দিতে গিয়ে ইহুদীদের রোযার কথা বলা হয়েছে। তাদের রোযার অবস্থা ছিলো ইফতারের পরও তারা তাদের স্ত্রীদের সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারতো না। সাহাবাগণও মনে করেছিলেন, তাদের ওপরও বুঝি এ নির্দেশ কার্যকর আছে। কিন্তু কিছু লোক নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে স্ত্রী সহবাস করে বসে। তারপর পেরেশান হয়ে এর বিধান জানতে চান। তখন আল্লাহ্ এ বিধান জানিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ পূর্বে যা হয়েছে তা ক্ষমা করে দেয়া হলো। এখন থেকে রাতের বেলা স্ত্রী মিলন করা যাবে। আল্লাহ্ তোমাদের ওপর এমন কোন বিধান চাপিয়ে দিতে চান না, যা প্রকৃতিগত চাহিদার সাথে সাংঘর্ষিক এবং মানবিক চাহিদার বিপরীত। আল্লাহ্ তার বিধান পালনে মানুষের দুর্বলতা ও প্রয়োজনের দিকে পুরোপুরি নজর রেখেছেন। তাকওয়ার অর্থ এই নয় যে, মানুষের স্বাভাবিক ও মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত করা হবে এবং যা অবাস্তব এমন কিছু তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে। প্রকৃত তাকওয়া হচ্ছে নিজের নফস ও কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা ও আল্লাহ্র মর্জি মাফিক তা পরিচালনা করার প্রচেষ্টা করা। আল্লাহ্র নির্দেশের বিপরীত যত নির্দেশ আছে তা থেকে আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নেয়া। খৃষ্টানদের উদাহরণ তো তোমাদের সামনেই আছে। তারা ঘর-সংসার পরিত্যাগ করে একাকী থাকাকে ধর্মীয় উচ্চমর্যাদার কাজ বলে মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের এ দুনিয়া বর্জন কোন ধর্মীয় কাজ-ই নয়। এ হচ্ছে নিজেদের মনগড়া সিদ্ধান্ত এবং সরাসরি আল্লাহ্র বিধানকে লংঘন। সত্যিকারের তাকওয়া হচ্ছে মানবিক সমস্ত চাহিদাকে আল্লাহ্র বিধান মতো পরিপূর্ণ করা। কোন চাহিদাকে অস্বীকার করার নাম তাকওয়া নয়।

সাহ্রী ও ইফতারের সময়

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ (البقرة : ١٨٧)

"আর পানাহার করো যতক্ষণ কালো রেখা থেকে ভোরের সাদা রেখা পরিস্কার দেখা না যায়। অতপর রোযাকে রাত পর্যন্ত পূর্ণ করো।"
–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৭)

আল কুরআন রোযার ব্যাপারে মানুষকে কোন কষ্ট ক্লেশে নিমজ্জিত করেনি। রোযা নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য মাত্র—সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত—রাতের আগমন ঘটলেই মানবিক সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ করতে যতো বাধা সব অপসারিত হয়ে যায়।

লাইলাতুল কদর

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ
خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ
اَمْرٍ ۝ سَلٰمٌ قف هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝ (القدر)

"আমি একে লাইলাতুল কদরে অবতীর্ণ করেছি। তুমি কি জানো লাইলাতুল কদর কি ? লাইলাতুল কদর হচ্ছে হাজার মাসের চেয়েও উত্তম এক রাত। এ রাতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতা ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশে। পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা যা ফযরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।"–(সূরা আল ক্বদর ঃ ১-৫)

حٰمٓ ۝ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ۝
فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ۝ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ط اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۝
رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ط اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ (الدخان : ٦١)

"হা-মীম। শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের। আমি একে নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে, নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ের ফায়সালা করা হয় আমারই নির্দেশে। আমিই প্রেরণকারী, তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রহমত। তিনি সবকিছু শোনেন এবং জানেন।"–(সূরা আদ দুখান ঃ ১-৬)

মানব ইতিহাসে সে রাতটি সোনালী রাত। যে রাতে পৃথিবীবাসীর হিদায়াতের জন্য মহান আল্লাহ্ কিতাব অবতীর্ণ করলেন। মানুষ এর চেয়ে বেশী কিছু না কল্পনা করতে পারে আর না আশা করে। এ কিতাব অবতীর্ণ না হলে মানুষের ভাগ্যে অন্ধকারের অমানিশা নেমে আসতো। তার জীবন হয়ে

পড়তো অর্থহীন, কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। এ রাতের মাহাত্ম্য ও মর্যাদার জন্য এ দলিল-ই যথেষ্ট যে, স্বয়ং কুরআন তার মাহাত্ম্য ও মর্যাদার সাক্ষ্য দিয়েছে।

কুরআন বলছে তাকে রমযানে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ -(البقرة : ١٨٥)

"রমযান হচ্ছে সেই মাস, যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে।"

উপরোক্ত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে, আল কুরআন কদরের রাতে এবং মর্যাদাসম্পন্ন রাতে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় কদর বা মর্যাদার রাত রযমান মাসেরই কোন এক রাত। হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে—এটি রমযানের শেষ দশকের রাতের যে কোন একটি বিজোড় রাত। রাসূলে আকরাম (সা) রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন এবং বেশী বেশী করে রাত জেগে ইবাদাত করতেন।

হযরত আয়িশা (রা) বলেন ঃ রযমানের শেষ দশক এলে নবী করীম (সা) বেশী করে রাত জেগে ইবাদাত করতেন এবং নিজের পরিবারের লোকজনকে কোমরে কাপড় বেঁধে ইবাদাতে লেগে যেতে উৎসাহ দিতেন। এবং তিনি নিজেও কোমরে কাপড় বেঁধে ইবাদাতে লেগে যেতেন।

যাকাত ও সাদাকাত

যাকাতের হাকীকত শুধু এই নয় যে, তা অভাবী লোকদের অভাব দূর করার একটি মাধ্যম মাত্র। বরং নামাযের পরই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত হচ্ছে যাকাত। যা ছাড়া দীন ও ঈমানের কথা কল্পনাও করা যায় না। যাকাতের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, পবিত্র হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, ক্রমবিকাশ, ক্রমোন্নতি। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে বান্দা যখন তার প্রিয় সম্পদ দান করে তখন তার মধ্যে এক ধরনের জ্যোতি সৃষ্টি হয়। ফলে দুনিয়ার মায়া মোহ থেকে মন পবিত্র হয়ে যায়। যখন মন পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র হয়ে যায় তখন সেখানে আল্লাহ্‌র মহব্বত পূর্ণতা লাভ করে।—যাকাত প্রদান একথাও প্রমাণ করে যে, তার অন্তরে আল্লাহর মহব্বত আছে। তাছাড়া যাকাত আদায়ের ফলে আল্লাহ্‌র ভালোবাসা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। এ যাকাতকে আল কুরআনে 'সাদাকাহ্' এবং 'ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ' ও বলা হয়েছে। 'সাদাকাহ্', 'সিদকুন' থেকে নির্গত। অর্থ সত্যবাদিতা, নিঃস্বার্থতা। অর্থাৎ একথার সাক্ষ্য যে, সাদকা দাতার অন্তরে সত্যবাদিতা ও নিঃস্বার্থতা আছে। আর 'ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ' অর্থ হচ্ছে—আল্লাহ্‌র পথে খরচ করা অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য খরচ করা। এ

পরিভাষাটি যাকাতের প্রকৃত মর্মকে পুরোপুরি তুলে ধরেছে। আল কুরআনের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে যে কোন বস্তুর মর্ম অনুধাবন করানোর প্রচেষ্টা করা, এজন্য যাকাতের ব্যাপারে যে তিনটি পরিভাষা কুরআন গ্রহণ করেছে তা যথার্থ ও যথাযোগ্য। পরিভাষা তিনটিতে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানুষ তার প্রিয় বস্তু থেকে যা কিছু খরচ করে তাই যাকাত, সাদাকাহ্ এবং ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ। মর্মার্থের দিক দিয়ে এ তিনটি শব্দের যদিও কোন পার্থক্য নেই, তবু ফিক্হের পরিভাষায় কিছুটা পার্থক্য আছে।[১]

যাকাতের দীনি গুরুত্ব বুঝানোর জন্য আল কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় নামাযের সাথে সাথে যাকাতের কথা বলা হয়েছে। এমনকি ঈমানের পর সর্বপ্রথম নামায এবং যাকাতের বর্ণনা এসেছে। মনে হয় এ দু'টো বস্তুর ওপরই তাবৎ দীন নির্ভরশীল। সত্যিকথা বলতে কি, আপনি যদি ইসলামী বিধানের দিকে গভীর দৃষ্টি প্রদান করেন, তবে সমস্ত বিধানকে এ দু'টো ইবাদাতের সাথে সংশ্লিষ্ট দেখতে পাবেন। যেমন কিছু ইবাদাত আছে যা আল্লাহ্র সাথে সংশ্লিষ্ট, তাকে 'হক্কুল্লাহ' বলা হয়। আর বাকী ইবাদাত বান্দার সাথে সংশ্লিষ্ট যাকে 'হক্কুল ইবাদ' বলা হয়। সঠিকভাবে আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করা এবং আল্লাহ্র বান্দাদের অধিকার আদায় করা, এই হচ্ছে পূর্ণ দীন। এই মর্মার্থ অনুধাবন করে সেই অনুযায়ী জীবনকে ঢেলে সাজানোর জন্যই নামায এবং যাকাতকে ফরয করা হয়েছে।

চিন্তা করে দেখুন, যে ব্যক্তি মসজিদে বসে আল্লাহ্র ইবাদাত ও নির্দেশ মানার জন্য ব্যাকুল হয়ে যায়, মন-প্রাণ সবকিছু আল্লাহ্র কাছে উৎসর্গ করে দেয়, সে ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হয়ে আল্লাহ্ সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে কি ? আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নির্দেশ মানার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়, সে তাঁরই এক নির্দেশ মানুষের অধিকার আদায় করার ব্যাপারে অমনোযোগী হতে পারে কী করে।

যারা যাকাত আদায় করে না আল কুরআন তাদেরকে প্রকৃত ইল্ম থেকে বঞ্চিত হওয়া ও পরকালে অবাঞ্ছিত ঘোষণার সংবাদ প্রদান করেছে। যাকাত আদায় না করাকে কুফর ও শির্কের মধ্যে শামিল করা হয়েছে। এবং তাদের জন্য এমন যন্ত্রণাদায়ক আযাবের কথা বলা হয়েছে যার কল্পনা করলেও গা শিউরে ওঠে। পক্ষান্তরে যাকাত আদায় করাকে ঈমানের পক্ষে সাক্ষ্য স্বরূপ

---

১. ফিক্হের পরিভাষায় যাকাত ও সাদকার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, যাকাত অবশ্য পালনীয় একটি ইবাদাত, যা কুরআন নির্দেশ দিয়েছে। এটি ফরয। যাকাত ছাড়া ঈমানের কথা কল্পনাও করা যায় না। যাকাত ছাড়া মানুষ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তার সাধ্যমত যে দান খয়রাত করে থাকে তা-ই সাদকা। সাদকা প্রদানের ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও মাগফিরাত অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে সাদকা।–লেখক

গণ্য করা হয়েছে। আর এমন মু'মিনদেরকে পবিত্র জীবনযাপন, খায়ের ও বরকত, মানসিক প্রশান্তি এবং জান্নাতের সুখবর দেয়া হয়েছে।

আল কুরআনে যাকাতের গুরুত্ব

অন্যান্য নবীদের দীনে যাকাত

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ج وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ○ (الانباء : ٧٣)

"আমি তাদেরকে নেতৃত্ব দিলাম। তারা আমার নির্দেশ মুতাবেক পথপ্রদর্শন করতো। আমি তাদের প্রতি ওহী অবতীর্ণ করলাম সৎকর্ম করার, নামায কায়েম করার এবং যাকাত দান করার। তারা ছিলো আমার ইবাদাত গুজার।"–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৭৩)

এর কিছু পূর্বে হযরত মূসা (আ) ও হযরত হারুন (আ)-এর কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে—তাদেরকে ঐশীগ্রন্থ প্রদান করা হয়েছিলো। যা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী ছিলো। মানুষকে সরল ও সঠিক পথের সন্ধান দিতো। তারপর বিস্তারিতভাবে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনা বিবৃত করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে নমরূদের অগ্নিকুণ্ড তাঁর জন্য আরামদায়ক হয়েছিলো। অতপর প্রসঙ্গক্রমে হযরত লূত, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব আলাইহিমুস সালামের কথা এসেছে। তারপর বলা হয়েছে—আমি সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামকেই সৎকাজ, নামায এবং যাকাতের কথা বলেছিলাম। অর্থাৎ অতীতের সমস্ত নবীগণের শরীয়তেই যাকাত ফরয ছিলো এবং সর্বদা এ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতটি ফরয হিসেবেই কার্যকর থাকবে।

বনী ইসরাঈল থেকে প্রতিশ্রুতি

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَاتَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ قف وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ط (البقرة : ٨٣)

"আমি বনী ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারো উপাসনা করবে না, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম ও দীন-দরিদ্রদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, মানুষকে ভালো ও সুন্দর কথা বলবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ৮৩)

বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে আল্লাহ্ যেসব বিষয়ে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। তা আল কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা আল বাকারায় তাদের সম্পর্কে যেসব কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে নামায কায়েম করা ও যাকাত প্রদানের কথা অন্যতম।

সত্যি কথা বলতে কি, তাদের মুক্তি, গুনাহের ক্ষমা ও জান্নাতে যাবার পূর্বশর্ত দেয়া হয়েছে আগমনকারী নবীর আনুগত্য ও তার সাহায্য-সহযোগিতা করা, নামায প্রতিষ্ঠা ও যাকাত প্রদান করা। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ ط لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ج (المائدة : ١٢)

"আল্লাহ্ বলেছিলেন—আমি তোমাদের সাথে আছি। যদি তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত দাও। আমার রাসূলের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করো, তাদের সহযোগিতা করো এবং আল্লাহ্কে উত্তম পন্থায় ঋণ দিতে থাকো, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবো এবং তোমাদেরকে এমন নন্দন কাননে প্রবেশ করাবো যার নিম্নদেশে নদী-নালা প্রবহমান।"
–(সূরা আল মায়িদা ঃ ১২)

হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি ওসিয়ত

সূরা মারইয়ামে আল্লাহ্ হযরত ঈসা (আ)-এর ভাষায় বলেছেন যে, আল্লাহ্ আমাকে ওসিয়ত করেছেন, যতদিন আমি জীবিত থাকবো ততদিন নামায কায়েম করবো এবং যাকাত দেবো।

وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَادُمْتُ حَيًّا ۝ (مريم : ٣١)

"আল্লাহ্ আমাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, যতদিন জীবিত থাকবো ততদিন নামায কায়েম করবো এবং যাকাত দেবো।"–(সূরা মারইয়াম ঃ ৩১)

এ আয়াতের মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ) নবুওয়াতের ঘোষণা করে লোকদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, আমাকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তার মূল কথা হচ্ছে—নামায কায়েম করা এবং যাকাত আদায় করা। সম্ভবত নবুওয়াতের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে—আল্লাহ্র নির্দেশের আওতায় থেকে নামায কায়েম ও যাকাত প্রদানের ব্যবস্থা করা।

হযরত ইসমাঈল (আ)-এর তাকিদ

وَكَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ص وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ۝

"হযরত ইসমাঈল পরিবারের লোকদেরকে নামায এবং যাকাতের জন্য তাকিদ করেছেন। তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র সন্তোষভাজন বান্দাদের অন্যতম।"–(সূরা মারইয়াম ঃ ৫৫)

অর্থাৎ হযরত ইসমাঈল (আ)-এর শরীয়তেও এ দু'টো মৌলিক ইবাদাত অর্থাৎ নামায ও যাকাত ফরয ছিলো। তাই তিনি তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদেরকে এ দু'টো বিষয়ে মনযোগী হবার জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন।

যাকাতদানে বিরত থাকা মানে হিদায়াত থেকে বঞ্চিত হওয়া

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ (البقرة : ٢-٣)

"হিদায়াত তো ঐসব মুত্তাকীদের জন্য যারা অদৃশ্যকে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে এবং তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।"
–(সূরা আল বাকারা ঃ ২-৩)

যাকাতকে এতবেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, একে হিদায়াতলাভের পূর্বশর্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ শর্তটি না মানা অর্থাৎ যাকাতদানে বিরত থাকা মানে হিদায়াত থেকে বঞ্চিত থাকারই নামান্তর। যারা কৃপণ, দুনিয়া পূজারী, সম্পদ-প্রেমিক, আল্লাহ্‌র পথে খরচ করতে বিমুখ, হিদায়াতের মতো সম্পদ তাদের ভাগ্যে জুটে না। পক্ষান্তরে যারা উদার, অকৃপণ, অপরের দুঃখ-বেদনায় সহমর্মী, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের জন্য আনন্দচিত্তে তার প্রিয় সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে, তারা প্রকৃতপক্ষেই ঈমানদার এবং হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

যাকাত ও শাহাদাতে হক

هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ج فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ط (الحج : ٧٨)

"তিনি তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছেন পূর্বেও এবং এ কুরআনেরও যেন রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা এবং তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও সমস্ত

মানবমণ্ডলীর জন্য। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌কে ভালোভাবে ধরো।"–(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৭৮)

'উম্মতে মুসলিমা'র আবির্ভাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে—রাসূলের তিরোধানের পর তারা-ই শাহাদাতে হকের দায়িত্ব পালন করবেন। রাসূল যেমন কথা ও কাজের সমন্বয় ঘটিয়ে লোকদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করতেন, তেমনিভাবে উম্মতে মুসলিমা যেন তাদের কথা ও কাজের সমন্বয় ঘটিয়ে দায়ী' ইলাল্লাহ্‌র কাজ আঞ্জাম দেন। আর এ কাজ করতে গেলে নিজেদের মধ্যে তিনটি গুণের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটাতে হবে। যথা নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং আল্লাহ্‌র সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কটাকে অত্যন্ত মযবুত করা।

যাকাতের মূল প্রেরণা হচ্ছে—অন্তরকে আল্লাহ্‌র ভালোবাসার কেন্দ্র বানানো এবং সেখান থেকে আল্লাহ্ বিরোধী যাবতীয় বস্তুর মহব্বতকে ঝেটিয়ে বিদায় করা। আল্লাহ্‌র জন্য যাবতীয় তৎপরতাকে সংরক্ষণ করা, ন্যায়ের পক্ষে অবিচল থাকা, আল্লাহ্‌র ভালোবাসার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটানো।

চিন্তা করে দেখুন, এগুলোকে বাদ দিয়ে না আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করা সম্ভব, আর না শাহাদাতে হকের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব। আর যদি সম্ভব না হয় তাহলে তাকে মুসলিম নামে অভিহিত করা যেতে পারে না। যাকাত এ যিম্মাদারীকে পালন করার যোগ্যতা তৈরী করে।

যাকাত ঃ কল্যাণের উৎস

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝ (المؤمنون : ١-٤)

"নিসন্দেহে কল্যাণপ্রাপ্ত তারা, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়ী, অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত এবং যাকাত আদায়ে তৎপর।"–(মু'মিনুন ঃ ১-৪)

যাকাত আদায়ে তৎপর মানে তারা তাদের আমলের পরিশুদ্ধির ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর। নিজেদের মাল-সম্পদ থেকে আল্লাহ্‌র অংশকে পৃথক করে সম্পদকে পরিশুদ্ধ করতেও তারা দ্বিধাবোধ করে না। সাথে সাথে দুনিয়া পূজা এবং সম্পদের মোহ থেকেও নিজেদের মনকে তারা পবিত্র করে নেয়। এক কথায় জান-মাল ও সম্পদকে তারা পবিত্র করে নেয়। তাদের মনের পবিত্রতার প্রভাব তাদের চরিত্র, চিন্তা ও কর্মে প্রতিফলিত হয়। এভাবেই তাদের পবিত্র আমল গোটা জীবনকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে দেয়। তাদের পাক-পবিত্র জীবনাচারই বলে দেয় যে, তারা কল্যাণ প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর জান্নাতের জন্য কবুল করেছেন।

যাকাত ঃ লাভজনক ব্যবসা

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ۝ لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ط اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ۝ (الفاطر : ٢٩-٣٠)

"যারা আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে, নামায কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসার আশা করে যা কখনো লোকসান হবার নয়। তাদেরকে আল্লাহ্ পুরোপুরি বিনিময় দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরো বেশী দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও গুণগ্রাহী।"–(সূরা ফাতির ঃ ২৯-৩০)

দুনিয়ার এ সীমাবদ্ধ জীবন, উপায়-উপকরণ, এই মানুষের মূলধন। আল কুরআন একে জান ও মাল বলেছে। অবিশ্বাসীরা জান-মালের এ পুঁজিকে দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করে এবং বিশ্বাসীগণ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি লাভের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করে। কুরআন একে ব্যবসার সাথে তুলনা করেছে। বলা হয়েছে যারা নশ্বর দুনিয়ার আরাম-আয়েশের পেছনে নিজেদের পুঁজি ও শ্রম বিনিয়োগ করবে তারা সে ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা সে পাওয়া শুধু নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য হবে এবং তা একবারই পাওয়া যাবে। একবার নষ্ট হয়ে গেলে পুনরায় আর তা পাওয়া যাবে না।

পক্ষান্তরে যারা তাদের পুঁজি ও শ্রম আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং অবিনশ্বর নেয়ামত ও ভোগ-বিলাস অর্জনের জন্য বিনিয়োগ করবে। তা তাদের জন্য শুধু লাভই বয়ে আনবে, কোন লোকসান তাদের হবে না। নামায ও যাকাত হচ্ছে সেই জান ও মালের বিনিয়োগ। বিরাট ব্যবসা। যে ব্যবসার একমাত্র ক্রেতা আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্‌যাত। যিনি লাভ প্রদানে এতো উদার যে, পাওনার চেয়েও আরো অনেক বেশী দিয়ে দেন। যা মানুষ কল্পনা করতে পারে না। সূরা আত তাওবায় এ ব্যবসার কথা বলা হয়েছে এভাবে ঃ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জান্নাতের বিনিময়ে মু'মিনদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন।'

চিন্তা করে দেখুন, সীমাবদ্ধ জান ও অস্থায়ী মালের বিনিময়ে আল্লাহ্ এমন নিয়ামত দেবার অঙ্গীকার করলেন যা অসীম ও চিরস্থায়ী।

যাকাতের বৃহৎ প্রতিদান

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ط وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○ (البقرة : ٢٦١)

"যারা আল্লাহ্‌র পথে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তার উদাহরণ একটি বীজের মতো, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়, প্রত্যেকটি শীষে একশ' করে দানা থাকে। আল্লাহ্ যাকে চান আরো বাড়িয়ে দেন। তিনি তো অত্যন্ত দানশীল, সর্বজ্ঞ।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৬১)

যাকাতের প্রতিদান কিভাবে দেয়া হয় তার এক মনোজ্ঞ চিত্র অংকিত হয়েছে এ আয়াতটিতে। আমরা যে বীজ বপন করি তার ছোট একটি দানা মাটিতে মিশে একাকার হয়ে যাওয়ার পর সেখান থেকে উদ্‌গম হয় ছোট্ট একটি শিশু গাছের। সেই শিশু চারাটি একদিন বড়ো হয়ে শত গুণ ফসল প্রদান করে। এমনি করে এক থলে দানা শত থলে ফসল হয়ে আমাদের ঘরে ওঠে। দুনিয়ায়-ই যদি আল্লাহ্ আমাদেরকে শত গুণ বাড়িয়ে প্রদান করতে পারেন তবে তিনি কি আখিরাতে এর চেয়ে আরো বহুগুণ বাড়িয়ে প্রদান করতে পারবেন না ? অবশ্যই পারবেন। আমরা যতটুকু আন্তরিকতা ও মহব্বতের সাথে তাঁর পথে খরচ করবো তিনি তার ওপর ভিত্তি করেই আমাদের বিনিময় নির্ধারণ করবেন। এবং সে বিনিময় পরিমাণে এতবেশী হবে যে, আমরা তার কল্পনাও করতে পারি না। আখিরাতে আমরা যাকাতের বিনিময় পাবো, শুধু তাই নয় দুনিয়ায়ও আমাদেরকে তার প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করা হবে না।

যাকাত ও সূদের বিপরীত ধর্মী পরিণতি

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ط (البقرة : ٢٧٦)

"আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং সাদকাকে বর্ধিত করে দেন।"

যাকাত ও সাদাকাতের মধ্যে পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্জিত সম্পদ আবর্তিত হয়। একজনের কাছে সম্পদ পুঞ্জীভূত হয় না। সমাজের ধনী থেকে গরীবদের মাঝে তা আবর্তিত হয়। পক্ষান্তরে সুদের মাধ্যমে বিনা পরিশ্রমে মুষ্টিমেয় কতিপয় লোকের নিকট সম্পদের পাহাড় গড়ে ওঠে। গরীবের রক্ত পানি করা শেষ পারিশ্রমিকটুকুও চলে যায় তাদের পকেটে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় সুদের মাধ্যমে সম্পদের বৃদ্ধি ঘটছে এবং যাকাত প্রদানের কারণে সম্পদ খরচ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কুরআন বলছে সূদে সম্পদ বৃদ্ধি পায় না বরং ঘাটতি হয়।

সম্পদের প্রকৃত বৃদ্ধি ঘটে যাকাত ও সাদাকাতের মাধ্যমে। যাকাত ও সাদাকাত হচ্ছে মানুষের জন্য রহমত স্বরূপ এবং সুদ মানবতার জন্য অভিশাপ। সুদের কারণে কৃপণতা, শঠতা, নির্মমতা ও হিংস্রতার মতো কু-স্বভাবগুলো মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়। ফলে তার ভেতরের মানবিক মূল্যবোধ ও গুণাবলী বিলুপ্ত হয়ে যায়। অপর পক্ষে যাকাত মানবিক গুণাবলীর প্রস্ফুটন ঘটায়। তখন তার মধ্যে মনের প্রশস্ততা, দানশীলতা, সহমর্মিতা, অল্পে তুষ্টি ইত্যাদি গুণাবলীর বিকাশ ঘটে।

সে সামাজে তো কোনদিন শান্তি আসতে পারে না, যে সমাজের লোকজন এরূপ ঘৃণ্য স্বভাবের অধিকারী হয়। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনকুবেরের কাছে জাতির সমস্ত সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। সুখতো কেবল ঐ সমাজের জন্য যে সমাজে সম্পদের সুষ্ঠ বন্টন হয়। এবং সবাই সে সম্পদের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে। ধনী-গরীবের বৈষম্য দূর হয়ে যায়। সবাই সম্মিলিতভাবে নিজেদের উন্নতির প্রচেষ্টা করে। যেখানে অর্থনীতি যাকাতভিত্তিক না হয়ে সুদভিত্তিক হয় সে সমাজে এ ধরনের চিত্র কল্পনাও করা যায় না। কেননা সম্পদের আবর্তন যত বিস্তৃত হবে এবং তা থেকে কল্যাণ লাভ, উৎপাদন ও বৃদ্ধিতে যতবেশী শক্তি প্রয়োগ করা হবে তা ততবেশী বর্ধিত হবে। এই মর্মে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ○

"মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এই আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহ্‌র কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। বরং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র মন নিয়ে মুক্ত হস্তে যারা দিয়ে থাকে তারাই কয়েকগুণ বেশী পাবে।"–(সূরা আর রূম ঃ ৩৯)

হাদীসে এসেছে—'যদি কোন মু'মিন আল্লাহ্‌র পথে একটি খেজুরও দান করে, তবে তার বিনিময় আল্লাহ্ বর্ধিত করে উহুদ পাহাড়ের সমান করে দেন।

যাকাতের প্রতিদান চিরস্থায়ী প্রশান্তি

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ (البقرة : ٢٧٧)

"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, নামায কায়েম করেছে এবং যাকাত দিয়েছে তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে।

সেখানে কোন ভয়-ভীতি থাকবে না এবং তারা সেখানে কোনরূপ মনোকষ্ট পাবে না।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৭)

অর্থাৎ তারা পূর্ণ মানসিক প্রশান্তিতে থাকবে। যে নিয়ামত তাদেরকে দেয়া হবে তা কখনো নিঃশেষ হয়ে যাবে না, কারণ সেগুলো হবে চিরস্থায়ী। এমনকি এ দুশ্চিন্তাও তাদের থাকবে না যে, দুনিয়ার মতো বুঝি সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। ঈমান, নামায এবং যাকাত তাদের জন্য এ সৌভাগ্য বয়ে আনবে।

যাকাতের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য

মাগফিরাত ও হিকমত

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاۤءِ ج وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝ يُّؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاۤءُ ج وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ط (البقرة : ٢٦٨-٢٦٩)

"শয়তান তোমাদেরকে অভাব অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশী অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সুবিজ্ঞ। তিনি যাকে ইচ্ছে হিকমত (বিশেষ জ্ঞান) দান করেন। আর যাকে হিকমত প্রদান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণ প্রাপ্ত হয়।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৮-২৬৯)

হিকমত হচ্ছে মু'মিনের সবচেয়ে বড়ো দৌলত, বড়ো অবলম্বন। এর মাধ্যমেই একজন মু'মিন তার জীবনের সংকট মুহূর্তে সঠিক ফায়সালা করতে সক্ষম হয় এবং সঠিক পথে চলে মন্‌জিলে মাকসুদে পৌঁছে যায়। জীবনের আঁকাবাঁকা পথে এবং ঝন্‌ঝা-বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার মধ্যে সঠিক পথের সন্ধান দেয় হিকমত। হিকমতের বদৌলতে মানুষ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে। এ জন্যই বলা হয়েছে—যাকে হিকমত প্রদান করা হয়েছে সে অমূল্য সম্পদের অধিকারী হয়েছে।

আত্মার পরিশুদ্ধি

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا ـ(التوبة : ١٠٣)

"তাদের মাল থেকে যাকাত গ্রহণ করো। এর মাধ্যমে তুমি সেগুলোকে পবিত্র ও বরকতময় করতে পারবে।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ১০৩)

যেসব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যাকাত ফরয করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তাযকিয়ায়ে নফস বা আত্মার পরিশুদ্ধি। লোভ, কৃপণতা ও দুনিয়ার মোহ থেকে অন্তর পবিত্র হয় এবং সেখানে আল্লাহ্‌র ভালোবাসা ও ভীতি সৃষ্টি হয়। ফলে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ সহজতর হয়। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ۝ الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ۝ (الليل : ١٧-١٨)

"জাহান্নাম থেকে তাকেই দূরে রাখা হবে, যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং অপরকে তার সম্পদ থেকে এই উদ্দেশ্যে দান করে যে, (লোভ ও কৃপণতা হতে যেন তার মন) পবিত্র হয়ে যায়।"–(সূরা আল লাইল ঃ ১৭-১৮)

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, যাকাতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে— আত্মার পরিশুদ্ধি। যাকাত মনের ময়লাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়।—সমস্ত অপকর্মের মূল হচ্ছে দুনিয়া প্রীতি। আর যে বস্তুটি দুনিয়ার প্রতি মোহ সৃষ্টি করে তা হচ্ছে ধন-সম্পদ। এজন্য নবী করীম (সা) ধন-সম্পদকে ফিতনা (পরীক্ষার সামগ্রী) বলে আখ্যায়িত করেছেন। যাকাত বস্তুবাদী সমস্ত ধ্যান-ধারণা থেকে মনকে পবিত্র করে আল্লাহ্‌মুখী করে দেয়। সৎকাজের স্পৃহা বাড়িয়ে দেয়। যাকাত শুধুমাত্র দুনিয়াপ্রীতি থেকে মানুষকে মুক্ত করেই ক্ষান্ত হয় না, সাথে সাথে আল্লাহ্‌র ভালোবাসাও সৃষ্টি করে।—যাকাতদাতা এই মানসিকতা নিয়েই যাকাত প্রদান করে যে, দুনিয়ার মোহ থেকে মনটা যেন পবিত্র হয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব হয় এবং দুনিয়ার ঘৃণিত কাজ থেকে পবিত্র হয়ে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে একাকার হয়ে যায়।

আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ط اَلَآ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ط سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ (التوبة : ٩٩)

"আর বেদুঈনদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ্ ও পরকালের ওপর ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ব্যয়কে আল্লাহ্‌র নৈকট্য এবং রাসূলের দু'আ প্রাপ্তির উপায় বলে গণ্য করে। জেনে রাখো ! তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম তা-ই। আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ রহমতে ঢেকে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মার্জনাকারী, করুণার আধার।"

–(সূরা আত তাওবা ঃ ৯৯)

অসহায়ের অবলম্বন

فِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۝ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۝(المعارج : ٢٤-٢٥)

"মু'মিনদের সম্পদের মধ্যে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।"

মু'মিনের অবস্থা হচ্ছে, সে দান করার পর একথা মনে করে না যে, আমি তার ওপর অনুগ্রহ করলাম। বরং সে মনে করে—আমার এ সম্পদে সমাজের দুঃখী মানুষের অধিকার আছে। তার এ দানের মাধ্যমে কোন উদ্দেশ্য হাসিল করা তার লক্ষ্য নয়। তার লক্ষ্য হচ্ছে—অসহায় ও দুঃখী মানুষের অভিভাবকত্ব করা, তাদের পাশে এসে দাঁড়ানো। যাকাত ফরয করার এটিও একটি কারণ যে, সমাজের নিঃগৃহিত ও নিঃস্ব মানুষগুলো যেন বাঁচার একটি অবলম্বন পায়। সূরা আল বাকারায় বলা হয়েছে ঃ

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ج (البقرة : ١٧٧)

"আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য।"

অর্থাৎ মু'মিনদেরকে যাকাত ও সাদকা প্রদানের যে নির্দেশ দিয়েছেন তার গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্দেশ্য এটিও যে, এর উপলক্ষে দুস্থ অভাবী মানুষগুলো যেন তাদের আর্থসামাজিক ও মৌলিক অধিকারসমূহ পুরো করতে পারে এবং সেই সাথে সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আসে।

আল্লাহর দীনের সাহায্য

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط

"তোমরা বের হয়ে পড়ো স্বল্প কিংবা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ করো আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের জান-মাল দিয়ে।"

–(সূরা আত তাওবা ঃ ৪১)

স্বল্প কিংবা প্রচুর সরঞ্জাম অর্থ—অস্ত্রসস্ত্র যথেষ্ট পরিমাণে থাকুক বা না থাকুক, শারীরিক শক্তি যথাযথভাবে থাকুক কিংবা না থাকুক আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে তাঁর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে এবং কুফরী শক্তির মূলোৎপাটন করতে গিয়ে জানের সাথে সাথে মালের কুরবানীও পেশ করতে হবে। তবে সেই কুরবানীর নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই। আল্লাহ্‌র দীনকে বিজয়ী করতে যা প্রয়োজন তাই প্রদান করতে হবে।

যাকাতের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে—সম্পদের বিনিময়ে যেন আল্লাহ্‌র দীনের অধিক সাহায্য-সহযোগিতা করা সম্ভব হয়। এ জন্য ইসলাম যাকাতের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাকে অপরিহার্য করে দিয়েছে।

আল্লাহ্‌র পথে দান না করা ধ্বংসের নামান্তর

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ج(البقرة : ١٩٥)

"আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করো এবং নিজেকে নিজে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত করো না।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৫)

আল্লাহ্‌র পথে খরচ করার অর্থ দীনে হককে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা প্রচেষ্টায় সম্পদ ব্যয় করা। দীনের সার্বিক দাবী পূরণ এবং দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অর্থ সম্পদ প্রদান না করাটা সংকীর্ণতা তো বটেই, ধ্বংসের নামান্তর। দীনি ও জাতীয় প্রয়োজনের চেয়ে ব্যক্তিগত প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেয়া মূলত নিজের ধ্বংসের পথকে প্রশস্ত করা এবং অকল্যাণকে আহ্বান জানানো।

যাকাত না দেয়ার ভয়ঙ্কর পরিণতি

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ
وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ط هٰذَا مَاكَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَاكُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ۝

"আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দিয়ে দাও। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করে সেগুলো দিয়ে তাদের ললাট পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে। (এবং বলা হবে) এগুলো তো তোমরা জমা করে রেখেছিলে, এখন জমা করে রাখার মজা বুঝো।"

–(সূরা আত তাওবা ঃ ৩৪-৩৫)

নবী করীম (সা) এ বিভিষিকাময় শাস্তির চিত্রটি অংকন করেছেন এভাবে ঃ

'যে ব্যক্তির নিকট সোনা ও রূপা জমা আছে কিন্তু সেখান থেকে আল্লাহ্‌র হক আদায় করলো না, কিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের একটি পাত তৈরী করা হবে এবং তা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তার কপালে, দু' পাশে এবং পিঠে ছ্যাকা দেয়া হবে। কিয়ামতের তাবৎদিন তাকে ছ্যাকা দেয়া হবে। সে দিনটির দীর্ঘতা হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।'

সহীহ আল বুখারীর এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ নবী করীম (সা) বলেছেন—

"যাকে আল্লাহ্ ধন-সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু সে তা থেকে যাকাত আদায় করে না। তার এ সম্পদ কিয়ামতের দিন এক বিশাল অজগরের রূপ ধারণ করবে। তার মাথায় দু'টো কালো ফোটা থাকবে। অজগরটি তার গলায় পেচিয়ে ধরবে এবং দু' গালে দংশন করতে থাকবে আর বলবে ঃ আমি তোমার মাল, আমি তোমার সম্পদ।' তারপর নবী করীম (সা) সূরা আলে ইমরানের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ঃ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ط بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ط سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط (ال عمران : ١٨٠)

"আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে তারা কৃপণতা করে। এই কার্পণ্য তাদের জন্য কল্যাণকর হবে বলে যেন তারা ধারণা না করে। বরং এটি তাদের জন্য একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যে সম্পদ নিয়ে তারা কার্পণ্য করে কিয়ামতের দিন এ সম্পদ দিয়েই তাদের গলায় বেড়ি পরানো হবে।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮০)

যাকাতের আদব

যাকাত ও সাদাকাত মহান আল্লাহ্র দরবারে ঠিক তখনই কবুল হবে এবং তার প্রতিদান পাওয়া যাবে, যখন তা কুরআন যেভাবে বলেছে সেই আদব ও আগ্রহের সাথে তা প্রদান করা হবে। আল্লাহ্র পথে কিছু খরচ করার পূর্বেই ভেবে দেখা উচিত, তা আগ্রহ ও সন্তুষ্টির সাথে হচ্ছে কিনা ?

১. আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা

وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ط (البقرة : ٢٧٢)

"তোমরা যাকিছু খরচ করো তা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে সেই লক্ষ্য নিয়েই খরচ করো।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭২)

যাকাত আদায়ের প্রসঙ্গে যে কথাটি সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে, তা হচ্ছে—আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছে। যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য সন্তুষ্ট চিত্তে নিজের উত্তম মাল দান করবে তার ব্যাপারে আল কুরআনে অত্যন্ত সুন্দর একটি উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ط فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (البقرة : ٢٦٥)

"যারা নিজের মনকে সুদৃঢ় করার জন্য এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাঁর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা টিলায় অবস্থিত বাগানের মতো, যেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হয় অতপর দ্বিগুণ ফসল উৎপন্ন হয়। আর যদি প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয় তবে হাল্কা বর্ষণই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন।"-(সূরা বাকারা ঃ ২৬৫)

'টিলায় অবস্থিত বাগান' বলতে মনের কথা বুঝানো হয়েছে, যা যাবতীয় আবেগ-উৎসাহের কেন্দ্রবিন্দু। যদি মন পবিত্র থাকে এবং সেখানে পূর্ণ আবেগ অনুভূতি বিরাজ করে তবে তা বিনিময় পাবার উপযুক্ত (স্থান) হিসেবে গণ্য হবে।

'প্রবল বর্ষণ' বলতে ঐ দান সাদকাকে বুঝানো হয়েছে, যা অত্যন্ত আবেগ ও উৎসাহের সাথে প্রদান করা হয়ে থাকে। আর 'হাল্কা বর্ষণ' বলতে ঐ দানের কথা বলা হয়েছে যা প্রদানের সময় আবেগ ও উৎসাহ পুরোমাত্রায় না থাকলেও একেবারে কম থাকে না।

উর্বর বাগানে যেমন প্রবল বৃষ্টি কিংবা হাল্কা বৃষ্টি হলেও সেখানে ফলন ভালো হয়। তদ্রূপ মনের জমিও যদি পবিত্র ও আবেগমণ্ডিত হয় তবে তা পুণ্য ও কল্যাণের বাগিচা স্বরূপ। যদি মনের জমি সৎ ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ছাড়া কোন দূষণ যুক্ত না থাকে তবে আর সে জমি কোন কিছুতে ধ্বংস করতে পারে না। তাই সেই বাগানে নেকীর বীজ পরা মাত্র তা সতেজ ও সুন্দর হয়ে বেড়ে ওঠে।

২. প্রদর্শনেচ্ছা পরিত্যাগ করা

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ط وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ط (البقرة : ٢٧١)

"যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত করো, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি গোপনে দান করো এবং অভাবগ্রস্তকে দাও, তবে তা আরো উত্তম।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭১)

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ (البقرة : ٢٦٤)

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত বরবাদ করে দিয়ো না সেই ব্যক্তির মতো যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও পরকালের ওপর বিশ্বাস রাখে না।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৪)

অপরকে দেখানোর মানসিকতা বা প্রদর্শনেচ্ছা এমন একটি খারাপ ব্যাধি যা সমস্ত ভালো কাজকে ধুলিসাৎ করে দেয়। কোন আমল আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হবার পূর্বশর্ত হচ্ছে তা শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই করা হবে এবং সেখানে কোনরূপ প্রদর্শনেচ্ছা থাকবে না। যে আমল আল্লাহ্র সন্তুষ্টিলাভের জন্য করা না হয় সে আমলের কোন প্রয়োজন আল্লাহ্র নেই। যে কাজ শুধু লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই করা হয় তার বিনিময় আল্লাহ্র কাছে চাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

বুখারী শরীফের এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

'কিয়ামতের দিন সাত প্রকার লোককে আল্লাহ্র আরশের ছায়ায় স্থান দেয়া হবে। যেদিন তার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। তার মধ্যে এক প্রকার লোক হচ্ছে—যারা আল্লাহ্র পথে এমন গোপনীয়তা রক্ষা করে দান করে যে, ডান হাতের দান বাম হাতও বুঝতে পারে না।'[১]

জামি' আত তিরমিযির এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র দরবারে সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে। তাদের একজনকে আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করবেন ঃ তোমাকে তো দুনিয়ায় অনেক ধন-সম্পদ দিয়েছিলাম, তুমি সেগুলো কি করেছো ?' সে উত্তর দেবে ঃ হে আমার প্রতিপালক ! আমি তো সেগুলো দিন-রাত তোমার পথেই খরচ করেছি। আল্লাহ বলবেন ঃ তুমি মিথ্যেবাদী। ফেরেশতারাও তাকে মিথ্যের অপবাদ দেবে। তারপর আল্লাহ্ আবার বলবেন—তুমি সেগুলো এজন্যই খরচ করেছো যে, লোকে তোমাকে দাতা বলবে। তোমাকে তো তা বলা হয়েছে। এ ব্যক্তি ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদেরকে প্রথমে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"

---

১. অবশ্য এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার—ফরয যাকাত প্রকাশ্যে দেয়া উত্তম। যেন অন্যেরা তা আদায় করতে উৎসাহ পায়। তাই যাকাত (ফরয হলে) তা প্রকাশ্যে প্রদান করা এবং যাবতীয় নফল ইবাদাত কিংবা দান গোপনে করা উত্তম।–লেখক

মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে আছে—

'যে লোক দেখানোর জন্য দান করলো, সে শির্ক করলো।' যারা লোক দেখানোর জন্য দান করে তাদের উপমা দিতে গিয়ে আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ط لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ○ (البقرة : ٢٦٤)

"তার দানের উদাহরণ হচ্ছে—একটি মসৃণ পাথরের মতো যার ওপর কিছু মাটির আবরণ পড়েছিলো। অতপর তার ওপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হলো এবং তাকে সম্পূর্ণ পরিস্কার করে দিলো। তারা ঐ বস্তুর কোন সওয়াব পায় না, যা তারা উপার্জন করেছে। আল্লাহ্ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৪)

'পাথর' বলতে অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির মনকে বুঝানো হয়েছে। যা মায়া-মমতা ও সদিচ্ছা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। 'বৃষ্টি' শব্দ দিয়ে দান-সাদকা এবং 'মাটি' শব্দ দিয়ে তাদের পুণ্য অর্জনের বাহ্যিক অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। যা শুধু আবরণের মতো দেখা যায়।

বৃষ্টির লক্ষ্য হচ্ছে—জমিনকে সুজলা-সুফলা করা। কিন্তু যে জমির উর্বরা শক্তি অবশিষ্ট নেই সেখানে বৃষ্টিপাত হওয়ার পরও তা বিরাণ ভূমিই থেকে যায়। তদ্রূপ তাদের অন্তরও বিরাণ পাথরে ভূমির মতো। সেখানে আল্লাহ্ভীতি কিংবা অসহায় মানুষের প্রতি কোন মমতা স্থান পায় না। যদি কখনো কিছু দান করতে বাধ্য হয়—তবে তা শুধু লোক দেখানোর জন্যই হয়ে থাকে। এতো সেই পাথরের মতোই যাতে মাটি নেই, শুধু মাটির প্রলেপ। কাজেই সেখানে বৃষ্টি পড়লেই কি বা না পড়লেই কি ? বৃষ্টি মাটির পরতে পরতে পৌঁছার পূর্বেই তা ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়।

৩. আত্মস্ফীতি থেকে মুক্ত থাকা

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ○

"তারা যা দান করার তা ভীত কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে দান করে যে, তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে।"

–(সূরা আল মু'মিনুন ঃ ৬০)

اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ○ (المائدة : ٥٥)

"তারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় আর সর্বদা বিনয়ে তাদের মন ঝুঁকে থাকে।"–(সূরা আল মায়িদা ঃ ৫৫)

একজন মু'মিন তার সাধ্যানুযায়ী যাকিছু আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে তা কি উদ্দেশ্যে করে সে কথা উপরোক্ত দু'টো আয়াতে সুস্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে। কোনরূপ প্রদর্শনেচ্ছা ব্যতিরেকে একজন মু'মিন দান করে বটে কিন্তু সে দান করেই নিশ্চিন্ত হয়ে যায় না বরং সর্বদা দ্বিধায় থাকে যে, তার দান কবুল হলো কি হলো না। তার একই চিন্তা—আমার দান পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে হয়েছে কি ? এর পেছনে দুনিয়ার কোন স্বার্থ কিংবা প্রদর্শনেচ্ছা কাজ করেনি তো ? এভাবে সর্বদা সে আল্লাহ্‌র নিকট বিনয় প্রকাশ করে। সে দান করে দুস্থদের উপকার করেছে একথা মনে করে না বরং আল্লাহ্‌র একটি নির্দেশ পালন করতে পেরেছে সেজন্য আল্লাহ্‌র দরবারে আরো বেশী বিনয় প্রকাশ করে থাকে।

৪. প্রশংসা পাবার লোভ পরিহার

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ○ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَانُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ○ اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ○ (الدهر : ٨-١٠)

"তারা আল্লাহ্‌র প্রেমে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীদেরকে আহার্য দান করে। তারা বলে ঃ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমরা তোমাদেরকে আহার করাই, এজন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান কিংবা কৃতজ্ঞতা কামনা করি না। আমরা আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত এক ভীতিপ্রদ ভয়ঙ্কর দিনের ভয় রাখি।"–(সূরা আদ দাহর ঃ ৮-১০)

উত্তম দান হচ্ছে—মানুষ যখন নিজের চাহিদা ও প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও শুধু আল্লাহ্‌র ভালোবাসায় অনুপ্রাণিত হয়ে অপরকে প্রাধান্য দিয়ে দান করে। রাসূলে আকরাম (সা) বলেছেন ঃ উত্তম দান হচ্ছে—'তুমি অভাব অনুভব করো, সম্পদ এ মুহূর্তে তোমার কাছে থাক এটা চাও এবং দান করলে তুমি মুখাপেক্ষী হয়ে যেতে পারো, তারপরও তুমি তা দান করে দাও।'

আল্লাহ্‌র ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়েই একজন মু'মিন অপরের প্রয়োজনে নিজের অর্থ দান করে দেয়। দুনিয়াতেই এ দানের প্রতিদান পাবে এ আশা সে

কখনো পোষণ করে না। বরং মেহেরবান আল্লাহ্ তাকে প্রতিদান দেবেন এ আশা-ই সে সারাক্ষণ হৃদয়ের গভীরে পোষণ করে বেড়ায়।

৫. দান করে খোঁটা না দেয়া

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَايُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ط وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ○ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى لا

"যারা স্বীয় ধন-সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না, তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার। তাদের কোন আশংকা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না। কোমল আচরণ ও ক্ষমা প্রদর্শন করা ঐ দান-খয়রাত থেকে উত্তম, যার পরে কষ্ট দেয়া হয়। আল্লাহ্ সম্পদশালী, অত্যন্ত সহিষ্ণু। হে ঈমানদারগণ ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান খয়রাতকে বরবাদ করে দিয়ো না।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৬২-২৬৪)

যারা প্রতিদান পাবার আশায় দান করে, তারা মনে করে গ্রহীতা সর্বদা তার নিকট নত হয়ে থাকবে, সে হাঁ বললে হাঁ বলবে এবং না বললে না বলবে, সর্বদা তার কথায় ওঠবে বসবে। আর যদি সেরূপ না করে তবে তাকে দানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যাতে তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, হৃদয় ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায় এবং নিজেকে করুণার পাত্র মনে করে। আল কুরআন দান করার পূর্বে এ ধরনের মন-মানসিকতা পরিহার করার নির্দেশ দেয়।

একজন মু'মিন এ ধরনের চিন্তা তো দূরের কথা বরং তিনি মনে করেন তার সম্পদে আল্লাহ্ এদের জন্য যে হক নির্দিষ্ট রেখেছেন তা সঠিকভাবে আদায় করতে পেরেছেন কিনা। আর যতটুকু দিচ্ছেন তা আল্লাহ্ তাওফিক দিয়েছেন বলেই দিতে পারছেন।

৬. সদাচার

وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ○ (بنى اسرائيل : ٢٨)

"তোমার পালনকর্তার করুণার প্রত্যাশায় অপেক্ষমান থাকাকালে যদি কোন সময় তাদেরকে বিমুখ করতে হয়, তখন তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলো।"–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৮)

وَاَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ (الضحى : ١٠)

"প্রার্থনাকারীকে বিমুখ করো না।"–(সূরা আদ দোহা ঃ ১০)

যদি কখনো কেউ অনটনে পড়ে যায় এবং প্রার্থনাকারীকে দেয়া সম্ভব না হয়, তবে অন্তত তার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে এবং মিষ্টি কথা দিয়ে তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বিদায় করতে হবে। নিজের দারিদ্রতার কথা বলে না বেড়িয়ে আল্লাহ্‌র রহমতের আশায় ধৈর্যধারণ করা। আল্লাহ্‌র ভাণ্ডারে সম্পদের অভাব নেই, যে কোন মুহূর্তে তিনি অঢেল সম্পদ দান করতে পারেন। সওয়ালকারীকে এমনভাবে বলতে হবে সে কিছু পেলে যেমন আত্মতৃপ্তির সাথে দু'আ করতো ঠিক তেমনি যেন না পেয়েও দু'আ করতে করতে চলে যায়।

৭. মনের প্রশস্ততা

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لاَيَجِدُوْنَ اِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ط سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ز وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○ (التوبة : ٧٩)

"যারা ভর্ৎসনা বিদ্রূপ করে সেসব মু'মিনদের প্রতি যারা মন খুলে দান করে এবং তাদের প্রতি যাদের কিছুই নেই শুধুমাত্র নিজের পরিশ্রমলব্ধ বস্তু ছাড়া। অতপর তাদের প্রতি ঠাট্টা করে। আল্লাহ্‌ও তাদেরকে উপহাস করেন। আর তাদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"–(তাওবা ঃ ৭৯)

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ○ (التغابن : ١٦-١٧)

"অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহ্‌কে ভয় করো, শোন, আনুগত্য করো এবং ব্যয় করো। এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফল। যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দাও, তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ গুণীর কদর করেন এবং অত্যন্ত সহনশীল।"

মু'মিন আল্লাহ্‌র রাস্তায় তার সাধ্যমত যাকিছু খরচ করে তার পেছনে তার আন্তরিকতা ও মনের প্রশস্ততা সক্রিয় থাকে। আর যদি কুরবানী করার মতো কিছু না থাকে তবে তার অন্তর বেদনা ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। এর বিপরীত হচ্ছে মুনাফিকের চরিত্র। সে পারিপার্শ্বিক চাপের সম্মুখীন হয়ে যাকিছু দান করে তার পেছনে মনের সংকীর্ণতা ও অবজ্ঞা কাজ করে। (যেমন কুরআনে বলা হয়েছে وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كَارِهُوْنَ তারা যাকিছু খরচ করে তা দায় পড়ে করে।) তারা যদি কোন অভাবীকে কিছু দান করে তবে তা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য না হয়ে বরং জরিমানার মতো হয়ে যায়। (وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا - সেসব বেদুঈনদের মধ্যে এমন কতক লোক আছে যাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে কিছু দিতে বললে জবরদস্তি মনে করে।)

মু'মিনের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় সন্তুষ্টচিত্তে এবং মুক্ত হস্তে দান করে। কৃপণতা ও সংকীর্ণতার কোন ছাপ তার অবয়বে প্রতিফলিত হয় না। এজন্য বলা হয়েছে—সফল ও কল্যাণপ্রাপ্ত তারা যারা কৃপণতা ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত।

৮. হালাল উপার্জন থেকে দান

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ -(البقرة : ٢٦٧)

"মু'মিনগণ ! আল্লাহ্‌র পথে তোমরা (হালাল উপায়ে অর্জিত) পবিত্র মাল দান করো।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৭)

যাকাত মালকে পবিত্র করে। তবে শর্ত হচ্ছে—হালালভাবে অর্জিত সম্পদ থেকে তা আদায় করতে হবে। হারামভাবে অর্জিত সম্পদ থেকে যাকাত দিলে তা যাকাত হিসেবেই গণ্য হবে না, কাজেই তা ঐ মালকে পবিত্র করার যোগ্যতাও রাখে না। রাসূলে আকরাম (সা) বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَّا يَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا -

"হে লোক সকল শোন ! আল্লাহ্ পবিত্র এবং তিনি শুধু ঐ দানকেই গ্রহণ করে থাকেন যা হালালভাবে উপার্জিত সম্পদ থেকে প্রদান করা হয়।"

৯. উত্তম মাল থেকে দান

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ -(البقرة : ٢٦٧)

"তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস দান করতে মনস্থ করো না।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৭)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْنَ مِمَّا تُحِبُّوْنَ (ال عمران : ٩٢)

"তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ নিজের প্রিয় বস্তু থেকে দান না করবে।"-(সূরা আলে ইমরান ঃ ৯২)

যারা প্রকৃত মু'মিন তারা তো নিজেদের চিরস্থায়ী আবাসস্থলের জন্য ঐ সমস্ত সম্পদই আল্লাহ্‌র নিকট গচ্ছিত রাখেন যা উত্তম ও প্রিয়। সে তো একথা কল্পনাও করতে পারে না যে, ক্ষণস্থায়ী আবাসের জন্য উত্তম জিনিস রেখে দেবে এবং চিরস্থায়ী আবাসের জন্য উত্তম নয় এমন জিনিস পাঠাবে। আর যদি সম্পদের মালিক আল্লাহ্‌কে মনে করা হয় তবে এমন সিদ্ধান্ত কি কোন মু'মিন নিতে পারে, সমস্ত ভালো সম্পদ নিজের জন্য রেখে দেবে এবং আল্লাহ্‌র জন্য তাঁর পথে খারাপ সম্পদ ব্যয় করবে ?

১০.একটি দৃষ্টান্তমূলক উপমা

যে যাকাত কিংবা সাদাকাত ঈমানী জযবা এবং আদব থেকে শূন্য তার বিনিময় পাবার আশা করা কি ঠিক ? ঐ দান তো আল্লাহ্‌র নিকট দান হিসেবেই গণ্য নয়। তার বিনিময় আখিরাতে দুঃখ অনুতাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। একথা ক'টি কুরআনে হাকীমে দৃষ্টান্তমূলক এক উপমার মাধ্যমে পেশ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ لَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ ۚ فَاَصَابَهَا اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ○ (البقرة : ٢٦٦)

"তোমাদের কেউ এমনটি পসন্দ করবে যে, তার খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান হবে। তার নীচ দিয়ে নদী-নালা প্রবাহিত হবে, আর এতে সব ধরনের ফল ফসল থাকবে। সে বার্ধ্যক্যে পৌঁছবে। তার দুর্বল সন্তান-সন্ততিও থাকবে, এমতাবস্থায় এ বাগানে একটি ঘূর্ণিবায়ু আসবে যাতে আগুন রয়েছে, তারপর বাগানটি পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে ? এমনি করে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন, যেন তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৬)

মানুষ সারা জীবন কষ্ট পরিশ্রম করে সম্পদ জমা করে এ আশায়—বুড়ো বয়সে তা থেকে উপকৃত হতে পারবে। চিন্তা করে দেখুন, একজন লোক সারা

জীবন পরিশ্রম করে একটি বাগানকে ফলে ফুলে সুশোভিত করলো, বাগানও এমন অবস্থায় পৌছুলো যে, সে বাগানের আয় থেকে অনায়াসে একটি পরিবারের সংস্থান হতে পারে। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে দেখলো হঠাৎ বাগানটি আগুনে পুড়ে ভূস্মিভূত হয়ে গেলো। সন্তানরাও এতো ছোট যে, তারা পরিবারের কোন উপকারে আসতে পারবে না। এদিকে বৃদ্ধ এতো নাজুক অবস্থায় পৌছে গেছে, পুনরায় যে আরেকটি বাগান করবে সে অবকাশটুকুও নেই।

ঠিক তেমনিভাবে যারা দান-সাদকা করে নেকীর বাগান করলো, আখিরাতে সে বাগানের বদৌলতে চলতে পারবে এ রকম ধারণাও অন্তরে পোষণ করতে লাগলো। কিন্তু সেখানে পৌছে দেখলো সেই বাগান দুনিয়া পূজার আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাড়খার হয়ে গেছে। না আছে পুনরায় বাগান করার সুযোগ আর না আছে কোথাও থেকে কোনরূপ সাহায্য-সহযোগিতা পাবার সম্ভাবনা। এ হতভাগা লোকটির অনুতাপ আর বিলাপ ছাড়া আর কি থাকতে পারে।

যাকাতদানের খাত

যাকাত প্রদানের গুরুত্ব, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করার সাথে সাথে আল কুরআন এটিও বলে দিয়েছে যে, যাকাতের সম্পদ কাদের মধ্যে আবর্তিত হবে। মোট আটটি খাত নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যদি কেউ নিজের ইচ্ছেমতো এর ব্যতিক্রম কিছু করতে চায় তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। খাতগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. অভাবী

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ-(التوبة : ٦٠)

"যাকাত অভাবীদের জন্য।"-(সূরা আত তাওবা ঃ ৬০)

অভাবী বা দরিদ্র বলতে তাদেরকে বুঝায় যাদের নিকট জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনটুকু মেটানোর জন্য কোন অবলম্বন নেই। এর জন্য অপরের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়।

২. মিসকীন

وَالْمَسٰكِيْنِ-(التوبة : ٦٠)

"মিসকীনদের জন্য।"-(সূরা আত তাওবা ঃ ৬০)

মিসকীন বলা হয় সম্ভ্রান্ত দরিদ্রকে। যারা মান-সম্ভ্রম কিংবা লোক লজ্জার ভয়ে কারো কাছে হাত পাততে পারে না কিন্তু যদি কোন সুহৃদ তাকে গোপনে কিছু দান করে তবে সে তা গ্রহণ করে। সত্যিকথা বলতে কি, এ ধরনের লোক

যাকাত গ্রহণের অধিক হকদার। কেননা সে তো আর দশজনের মতো হাত পেতে বেড়াতে পারে না।

৩. যাকাত আদায়কারী

وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا ـ(التوبة : ٦٠)

"আর যারা যাকাত আদায়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ৬০)

যাকাত আদায়কারী বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা যাকাতের মাল সংগ্রহ করে কিংবা সংরক্ষণ করে কিংবা তার হিসেব-নিকেশে নিয়োজিত কিংবা তা বন্টনে নিয়োজিত। তারা যদি দরিদ্র নাও হয় তবু তাদের বেতন বা পারিশ্রমিক যাকাতের সম্পদ থেকে দেয়া যাবে।[১]

৪. ইসলামের দিকে প্রভাবিত করার জন্য

وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ ـ(التوبة : ٦٠)

"এবং যাদেরকে ইসলামের দিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়।"
–(সূরা আত তাওবা ঃ ৬০)

এরা এমন ধরনের লোক যাদেরকে কিছু দান করলে ইসলামের বিরোধিতা কিংবা ক্ষতি করা থেকে তারা বিরত থাকবে এবং ইসলামের অগ্রগতিতে কোনরূপ বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। অথবা তারা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করবে। তাছাড়া যারা নও-মুসলিম তাদের পুনর্বাসনের কাজেও এ অর্থ ব্যয় করা যাবে।

৫. ক্রীতদাস মুক্তি

وَفِى الرِّقَابِ ـ(التوبة : ٦٠)

"এবং ক্রীতদাস মুক্তির জন্য।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ৬০)

৬. ঋণ পরিশোধের জন্য

وَالْغٰرِمِيْنَ ـ(التوبة : ٦٠)

"যারা ঋণগ্রস্ত তাদের সাহায্যার্থে।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ৬০)

---

১. আদমশুমারী, ভোটার লিষ্ট তৈরী প্রভৃতি করার সময় যেমন সরকার নির্দিষ্ট ভাতায় খণ্ডকালীন লোক নিয়োগ করে থাকেন তদ্রূপ যাকাত আদায়ের জন্যও নির্দিষ্ট ভাতায় খণ্ডকালিন লোক নিয়োগ করতে পারেন এবং সেই ভাতাও যাকাতের টাকায় পরিশোধ করতে পারেন।–অনুবাদক।

অর্থাৎ যারা অভাবী কিংবা মিসকীনের পর্যায়ের লোক নয় বটে কিন্তু সে যা আয় করে তা সংসারের প্রয়োজনে ব্যয় হয়ে যায়। কোন কারণে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে তা পরিশোধ করা তার জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে যায়। এ ধরনের লোকদেরকে যাকাত থেকে দান করা বৈধ।

৭. আল্লাহ্‌র পথে

وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (التوبة : ٦٠)

"এবং আল্লাহ্‌র পথে।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ৬০)

আল্লাহ্‌র পথ বলতে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌র কথা বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্‌র দীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে যত প্রকার তৎপরতা আছে সবই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত। আর এ সমস্ত কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা ইসলামের দাবী।

৮. বিপর্যস্ত ভ্রমণকারী

وَابْنِ السَّبِيْلِ ط (التوبة : ٦٠)

"এবং পথিক মুসাফিরের জন্য।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ৬০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন সফরে গিয়ে দুর্ভাগ্যবশত অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে যায় তাকে যাকাতের অর্থ থেকে দান করা। ব্যক্তি জীবনে সে যদি অনেক ধন-সম্পদের অধিকারীও হয় তবু তখন অবস্থার প্রেক্ষিতে যাকাত নেয়া তার জন্য বৈধ।

উপসংহার

فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○ (التوبة : ٦٠)

"এ খাতগুলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট। তিনি সবকিছু জানেন, মহাবিজ্ঞ।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ৬০)

অর্থাৎ যাকাত কিভাবে এবং কোথায় বন্টন করতে হবে তা আল্লাহ্ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এর ব্যতিক্রম করার অধিকার কারো নেই। শুধু এ অধিকার দেয়া হয়েছে সেই দানের ক্ষেত্রে যা অতিরিক্ত বা নফল হিসেবে গণ্য।

হাজ্জ

হাজ্জ একটি সম্মিলিত ইবাদাতের নাম। যা শরীর এবং মালের সমন্বয়ে সম্পাদন করা হয়। বিনয়, মুখাপেক্ষিতা, দাসত্ব, আনুগত্য, তাকওয়া, ত্যাগ ও

কুরবানী ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ইবাদাতের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। কিন্তু হাজ্জ এমন একটি ইবাদাত যাতে এর সবক'টি গুণের সমাবেশ ঘটে।

চিন্তা করে দেখুন, নামায—যা পুরো দীনের আমলী বুনিয়াদ। যা প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের সর্বপ্রথম ঘর নির্মিত হয়েছিলো, হাজ্জের মাধ্যমে মু'মিনগণ সেই ঘর তাওয়াফ করে। সারাজীবন যে ঘরকে সামনে রেখে প্রতিটি মু'মিন নামায আদায় করে সৌভাগ্যক্রমে হাজ্জে গিয়ে সেই ঘরটিকে চোখের সামনে রেখেই নামায আদায় করতে হয়। রোযা আত্মশুদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম। রোযা পালনের মাধ্যমে ক্ষুধা তৃষ্ণা ও দুঃখ-কষ্টের মুকাবেলায় ধৈর্য অবলম্বনের যে ট্রেনিং প্রদান করা হয়। হাজ্জে ইহ্‌রাম বাধার পর থেকে হাজ্জ সমাপন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারই পুনরাবৃত্তি করানো হয়। রোযার সময় শুধু দিনের বেলায় এ ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয় কিন্তু হাজ্জে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টাই এ ধৈর্যের চরম পরীক্ষা দিতে হয়। যাকাত ও সাদকা প্রদানের সময় বান্দা তার প্রিয় সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে বিলিয়ে দেয় ফলে লোভ ও কৃপণতা থেকে আত্মা মুক্তিলাভ করে। সাথে সাথে আল্লাহ্‌র ভালোবাসাও বৃদ্ধি পায়। হাজ্জে সারাজীবনের সঞ্চয় শুধু আল্লাহ্‌র ভালোবাসায় অকৃপণভাবে খরচ করা হয় শুধু তাই নয় বরং দুনিয়ার ভালোবাসা, মোহ-মায়া সবকিছু ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র দরবারে নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়া হয়। মোটকথা সমস্ত ইবাদাতের প্রাণশক্তিকে হাজ্জের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে দেয়া হয়েছে। হাজ্জ মানুষকে প্রকৃত মু'মিন ও মুসলিম বানিয়ে দেয় যদি সত্যিকারভাবে তা সম্পাদন করা যায়। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ 'যে সঠিকভাবে হাজ্জ সম্পাদন করে ঘরে ফিরলো সে এমন অবস্থায় ঘরে ফিরলো যে, আজই ভূমিষ্ঠ হয়েছে।'

অর্থাৎ মানুষ যত গুনাহ্‌ই করুন না কেন সঠিকভাবে হাজ্জ সম্পাদন করার কারণে তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায় এবং তাকে ইসলামী ফিতরাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দেয় হয়।

হাজ্জের আভিধানিক অর্থ—'সাক্ষাতের ইচ্ছে পোষণ করা'। কুরআনী পরিভাষায় হাজ্জ একটি ইবাদাতের নাম। যে ইবাদাতের জন্য মানুষ কা'বা ঘর জিয়ারতের ইচ্ছে পোষণ করে। সারাজীবনে মাত্র একবার প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের জন্য (যে কা'বা যিয়ারতে যাতায়াতের সামর্থ রাখে) হাজ্জ ফরয। রাসূলে আকরাম (সা) হাজ্জ সম্পাদনকারীর জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যারা হাজ্জ সম্পাদন করে না তাদেরকে কুফরীতে লিপ্ত বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

'সে ব্যক্তি ইহুদী কিংবা খৃস্টান হয়ে মারা যাক তাতে আমার কিছু যায় আসে না। (একথা তিনি তিনবার বললেন) যে হাজ্জ করার সামর্থ রাখে এবং সফর করার শক্তি আছে, সে যদি হাজ্জ আদায় না করে মারা যায়।'

কা'বা শরীফের দীনি গুরুত্ব

হাজ্জের গুরুত্ব ও ফযীলত জানার সাথে সেই ঘরের পরিচয় ও গুরুত্ব জানা একান্ত প্রয়োজন, যে ঘরকে তাওয়াফ করে হাজ্জ সম্পাদন করা হয়।

ইবাদাতের সর্বপ্রথম ঘর

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ -(ال عمران : ٩٦)

"নিসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্য নির্ধারিত হয়েছে তা এই ঘর যা মক্কায় অবস্থিত।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৬)

এ ঘরটি কি হযরত আদম (আ) নির্মাণ করেছেন, না হযরত ইবরাহীম (আ), না কি ফেরেশতাগণ ? সেটি বড়ো কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে— পৃথিবীর বুকে মানুষের ইবাদাতের জন্য নির্মিত সর্বপ্রথম ঘর হচ্ছে কা'বা। যা পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থিত। অন্যত্র অবশ্য একে প্রাচীনতম ঘর বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ-(الحج : ٢٩)

"তাদের উচিত সেই প্রাচীনতম ঘরটি তাওয়াফ করা।"

হিদায়াত ও বরকতের উৎস

مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ○ (ال عمران : ٩٦)

"হিদায়াত ও বরকতের উৎস তা সারা পৃথিবীবাসীর জন্য।"

ইবরাহীম (আ) যখন এ বরকতপূর্ণ ঘরের নিকট নিজের পরিবার ও সন্তান রেখে এসেছিলেন তখন দু'আ করেছিলেন ঃ হে পরওয়ারদেগার ! আমি তাদেরকে এ জন্য রেখে যাচ্ছি যে, তারা তোমার নামায কায়েম করবে। হে প্রভু ! তাদের দিল তোমার দিকে রুজু করে দাও এবং তাদের জন্য রিযিকের প্রাচুর্যতা দান করো। এ দু'আর কারণেই এ ঘর দীন এবং দুনিয়ার কল্যাণের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আজও তা সেই কল্যাণের উৎস হয়েই আছে। যাদের নসীব হয় গিয়ে দেখুন বরকত ও কল্যাণের অমিয় ধারা অবিরাম বর্ষিত হচ্ছে।

ইবরাহীম (আ)-এর ইবাদাতস্থল

فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ (ال عمران : ٩٧)

"সেখানে নিদর্শন স্বরূপ ইবরাহীমের ইবাদাতের জায়গাও আছে।"

অর্থাৎ এটি যে আল্লাহ্‌র ইবাদাত গৃহ তার উজ্জ্বল প্রমাণ হচ্ছে—হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ইবাদাতের জায়গা। তিনি এ ঘরকে কেন্দ্র করেই ইবাদাত করেছেন যার নিদর্শন আজও বিদ্যমান। যাতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, এ ঘরটি শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদাতের জন্যই নির্মিত হয়েছে।

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى ط (البقرة : ١٢٥)

"আর তোমরা ইবরাহীমের দাড়ানোর জায়গাকে নামাযের জায়গা বানাও।"

দীনের আধার

وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ (الحج : ٢٦)

"যখন আমি ইবরাহীমকে বাইতুল্লাহ্‌র স্থান ঠিক করে দিয়ে বলেছিলাম ঃ আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং আমার ঘরকে পবিত্র রাখো তাওয়াফকারী, নামাযে দণ্ডায়মান ব্যক্তি ও রুকূ' সিজদাকারীদের জন্য।"
–(সূরা আল হাজ্জ ঃ ২৬)

আল্লাহ্‌র একত্ববাদে দৃঢ় আস্থা এবং নামায কায়েম এ দু'টো হচ্ছে—পুরো দীনের মূলকথা। বিশ্বাসগত দিক থেকে তাওহীদ হচ্ছে—ঈমানের মূল এবং কর্মগত দিক থেকে নামায হচ্ছে—যাবতীয় আমলে সালেহ্‌র মূল। আল কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী বুঝা যায়—খানায়ে কা'বা দীনের এ গুরুত্বপূর্ণ দু'টো কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কা'বা থেকেই তাওহীদের রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে গোটা পৃথিবী উদ্ভাসিত হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত হবে। কোটি কোটি আল্লাহ্ প্রেমিক এ ঘরের দিকে মুখ করেই নামায আদায় করে থাকে। এ ঘরটি হচ্ছে দীনের আধার বা কেন্দ্রস্থল।

মানুষের সম্মিলনস্থল

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ط (البقرة : ١٢٥)

"(যখন) আমি কা'বা ঘরকে মানুষের জন্য সম্মিলনস্থল ও শান্তির আলয় করেছি।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১২৫)

মানুষের সম্মিলন স্থল বলতে শুধু একথা বুঝানো হয়নি যে, গোটা পৃথিবীর মানুষ একত্রিত হয়ে এ ঘরকে তাওয়াফ করে দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ লাভ করবে। বরং এর তাৎপর্য হচ্ছে—মু'মিনের গোটা জেন্দেগী একে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। এ হচ্ছে তাদের বিশ্বাসের কেন্দ্রস্থল, ইবাদাতের আসল জায়গা। এখান থেকেই তাওহীদের প্রাণশক্তি লাভ করা যায়।

বিশ্ব শান্তি কেন্দ্র

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ۝ (ابراهيم : ٣٥)

"যখন ইবরাহীম বললো ঃ হে প্রভু ! এ শহরকে শান্তিময় করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন।"

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ط (البقرة : ١٢٥)

"আমি কা'বা ঘরকে মানুষের জন্য সম্মিলনস্থল ও শান্তিময় করেছি।"

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ط

"তারা কি দেখে না, আমি একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল করেছি ? অথচ এর চতুর্পাশে যারা আছে তাদের ওপর আক্রমণ করা হয়।"

–(সূরা আল আনকাবুত ঃ ৬৭)

وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ط (ال عمران : ٩٧)

"যে সেখানে প্রবেশ করলো, সেই নিরাপদে রইলো।"–(আলে ইমরান ঃ ৯৭)

প্রথম আয়াত থেকে বুঝা যায় হযরত ইবরাহীম (আ) মক্কা শহরকে শান্তির শহরে পরিণত করার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করেছিলেন। দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ ইবরাহীম (আ)-এর সন্তানদেরকে বলে দিচ্ছেন যে, কা'বা ঘর সমস্ত মানুষের জন্য কল্যাণকর ও সম্মিলনস্থল বানিয়ে দিয়েছি। তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে—কা'বা ঘরকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল করা হয়েছে। চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করবে সেও নিরাপদ। কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

শেষের তিন আয়াতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জাত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দু'আ কবুল করেছিলেন, তাই তিনি কা'বার মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তা এতবেশী মর্যাদাবান করেছেন যে, তাবৎ পৃথিবীতে

তার কোন নজীর নেই। জাহেলিয়াতের তমসাচ্ছন্ন যুগেও কা'বা ঘরকে এমন সম্মান ও মর্যাদার স্থান মনে করা হতো, যদি কখনো সেখানে এমন কোন শত্রু প্রবেশ করতো যাকে হত্যা করার জন্য প্রতিপক্ষ হন্যে হয়ে খুঁজছে। কিন্তু তাকে সেখানে দেখার পরও তার গায়ে হাত ওঠানোর বিন্দুমাত্র সাহস কারো ছিলো না।

এরপর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সেই দু'আর দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক যেখানে তিনি বলেছেন—'আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখো।' শান্তি ও কল্যাণের দু'আর পর এ দু'আ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে—যাবতীয় ফিতনা -ফাসাদ ও অকল্যাণ্যের উৎস হচ্ছে—শির্ক ও কুফর। যেহেতু তিনি একে কল্যাণ ও শান্তির উৎস বানাতে চেয়েছেন তাই যাবতীয় অকল্যাণ থেকে একে মুক্ত রাখার প্রচেষ্টা করেছেন। তাই দেখা যায় যখন গোটা পৃথিবীতে শির্ক ও কুফরীর সয়লাব বয়ে গিয়েছে তখনও জাতিধর্ম নির্বিশেষে চাই সে ইহুদী, নাসারা কিংবা মূর্তিপূজক যাই হোক না কেন—সকলেই এ ঘরের সম্মান প্রদর্শন করেছে।

এমনকি আজও এ ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে যদি কোথাও প্রকৃত শান্তি থেকে থাকে তবে তা এই ঘর। সারাক্ষণ তাওহীদের ঘোষণা ও মহিমা প্রচার করছে এবং সকলকে এক কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত করার আহ্বান জানাচ্ছে।

কা'বা নির্মাতার দু'আ ও আকাংখা

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ط رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ط اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ○ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ط وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ج اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ○ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ○ (البقرة : ١٢٧-١٢٩)

"স্মরণ করো, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বা ঘরের ভিত্তিস্থাপন করছিলো। তখন তারা দু'আ করেছিলো—হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের থেকে কবুল করো, নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। প্রভু ! আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহ করো এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি করো। আমাদেরকে হাজ্জের রীতিনীতি বলে দাও এবং আমাদেরকে ক্ষমা করো। নিশ্চয় তুমি তাওবা কবুলকারী, দয়ালু। হে পরওয়ারদেগার ! তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ

করো—যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেবেন এবং পবিত্র করবেন। নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞানী।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১২৭-১২৯)

সূরা আলে ইমরানের ৯৬, ৯৭ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এ দু'আ কবুল করেছিলেন। ফলে এ ঘরকে তিনি দুনিয়াবাসীর জন্য হিদায়াত, বরকত, শান্তি ও নিরাপত্তার কেন্দ্র বানিয়ে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ঘোষণা এতো সুস্পষ্ট যে, তাতে বুঝা যায় তিনি এ ঘরকে কবুল করেছেন। সূরা আল বাকারার ১২৫নং আয়াতে আল্লাহ্ কা'বাকে নিজের ঘর বলেছেন।

رَبَّنَآ اِنِّىٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ○(ابراهيم : ٣٧)

"হে আমাদের প্রতিপালক ! আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র ঘরের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় রেখে যাচ্ছি। প্রভু আমার! তারা যেন নামায কায়েম করে। আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দিন এবং তাদেরকে ফল-মূল দিয়ে রিযিক প্রদান করুন। সম্ভবত তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।"–(সূরা ইবরাহীম ঃ ৩৭)

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ق رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ○ رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ○(ابراهيم : ٤٠-٤١)

"হে আমার পালনকর্তা ! আমাকে নামায কায়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্য থেকেও। আমার দু'আ কবুল করুন। হে প্রভু ! আমাকে আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মু'মিনকে মাফ করে দিন, যেদিন হিসেব গ্রহণ করা হবে।"–(সূরা ইবরাহীম ঃ ৪০-৪১)

কা'বা ঘর প্রতিষ্ঠাকারীর প্রতি নির্দেশ

وَعَهِدْنَآ اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَرُكَّعِ السُّجُوْدِ ○(البقرة :١٢٥)

"আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে নির্দেশ দিলাম—তোমরা আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রুকূ' সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখো।"

'পবিত্র রাখো' কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লাহ্‌র ঘর পবিত্র রাখার অর্থ হচ্ছে—তাকে শির্‌ক ও কুফর থেকে মুক্ত রাখা। সেখানে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। সেখান থেকে পৃথিবীবাসী শুধু তাওহীদের পয়গামই পাবে। আল্লাহ্‌র এ নির্দেশ আজো কার্যকর আছে তাদের মাঝে, যারা নিজেদেরকে মিল্লাতে ইবরাহীম বা ইবরাহীমের উত্তরসূরী মনে করে এবং আল্লাহ্‌র ঘরকে কিবলা হিসেবে গ্রহণ করে।

কা'বা নির্মাণের উদ্দেশ্য

وَاِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لاَّ تُشْرِكْ بِى شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ۝ وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالاً وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ۝ (الحج : ٢٦-٢٧)

"যখন আমি ইবরাহীমকে (আমার) ঘরের জায়গা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম তখন বললাম—আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার ঘরকে পবিত্র রাখো তাওয়াফকারী, নামাযে দাঁড়ানো ব্যক্তি এবং রুকূ' সিজদাকারীদের জন্য এবং মানুষের মধ্যে হাজ্জের ঘোষণা প্রচার করো। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেটে এবং সর্ব প্রকার কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত থেকে।"–(সূরা আল হাজ্জ ঃ ২৬-২৭)

প্রথম দিন থেকেই কা'বা নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিলো—এখানে ইবাদাত বন্দেগী করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকজন জড়ো হবে এবং তারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং রুকূ' সিজদার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র তাওহীদের ঘোষণা প্রদান করবে। এবং শুধু শির্‌ক ও কুফর থেকে এ ঘরকে পবিত্র করেই ক্ষান্ত হবে না। বরং সমস্ত পৃথিবী থেকে শির্‌ক ও কুফরকে উচ্ছেদ করবে। মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে এসে এ শিক্ষা নিয়েই তারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবে। এভাবে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে তাওহীদের এ বাণী পৌঁছে যাবে। মূলত এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আল্লাহ্ হযরত ইবরাহীম (আ)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

হাজ্জের অপরিহার্যতা

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً ط

"এ ঘরের হাজ্জ করা হলো মানুষের নিকট আল্লাহ্‌র প্রাপ্য, যার সামর্থ[১] আছে এ ঘর পর্যন্ত পৌঁছার।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৭)

---

১. সামর্থ বলতে কি বুঝায় তা বিভিন্ন হাদীসে এবং ফিক্‌হের পুস্তকে স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে।–লেখক

'আল্লাহর প্রাপ্য' কথাটির অর্থ হচ্ছে—এটি অপরিহার্য কর্তব্য বা ফরয। এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে—হাজ্জ সামর্থবান মুসলমানের ওপর ফরয। হাদীসে বলা হয়েছে প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমের জন্য জীবনে মাত্র একবার হাজ্জ করা ফরয। যদি সে মক্কা শরীফ পর্যন্ত যাতায়াতের সামর্থ রাখে।

হাজ্জের দীনি গুরুত্ব

وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ○ (ال عمران : ٩٧)

"আর যে লোক এ নির্দেশ অমান্য করে, (তার জেনে রাখা উচিত) আল্লাহ্ সারাবিশ্বের কোন কিছুর-ই মুখাপেক্ষী নন।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৭)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও এ নির্দেশ মানবে না (অর্থাৎ হাজ্জ আদায় করবে না) আল্লাহ্ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন। আর আল্লাহ্ যার থেকে বিমুখ হবেন তার চেয়ে হতভাগা আর কে হতে পারে ? নবী করীম (সা) হাজ্জের গুরুত্বকে তুলে ধরেছেন এভাবে ঃ

"যাকে কোন অসুস্থতা কিংবা দুর্ঘটনা কিংবা অত্যাচারীর অত্যাচারে বাধা দিলো না। কিন্তু সে হাজ্জ না করে মারা গেলো। সে ইহুদী কিংবা খৃষ্টান যে অবস্থায়ই মারা যাক না কেন তাতে আমার কিছু যায় আসে না।"

হাজ্জের বরকত

وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالاً وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ○ لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ-(الحج : ٢٧-٢٨)

"আর মানুষের মাঝে হাজ্জের ঘোষণা প্রচার করো। তারা তোমার নিকট আসবে পায়ে হেটে এবং সর্বপ্রকার কৃশকায় উটে চড়ে। দূর-দূরান্ত থেকে। যেন এর উপকারিতা বুঝতে পারে যা তাদের জন্য রাখা হয়েছে।"

'যেন এর উপকারিতা বুঝতে পারে যা তাদের জন্য রাখা হয়েছে' অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এ বাক্যটি। নিসন্দেহে হাজ্জ দীন ও আখিরাত উভয়টির জন্যই কল্যাণকর কিন্তু এখানে দীনি কল্যাণের সাথে সাথে দুনিয়ায় কল্যাণের দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। খাদ্য ও পানীয় বিহীন এক উপত্যকায় যখন হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর পরিবারকে রেখে যান তখন দরবারে ইলাহীতে প্রার্থনা করেছিলেন ঃ 'পরওয়ারদেগার ! তুমি মানুষের অন্তরকে তাদের দিকে ঝুঁকিয়ে দাও। নানা ধরনের ফল-মূল পর্যাপ্ত পরিমাণে তাদেরকে প্রদান করো এবং কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে তাদেরকে কবুল করে নাও।'

এ দু'আর পর বনী ইসমাঈলের প্রাচুর্যতা বৃদ্ধি পায় এমনকি নবী করীম (সা)-এর আবির্ভাবের পরও হাজ্জের মওসুম এলে গোটা আরবে কল্যাণ ও বরকতের সয়লাব বয়ে যেতো। ব্যবসায়ী কাফেলা নিশ্চিন্তে ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যেতো। দূর-দূরান্ত থেকে বিভিন্ন গোত্রের ও দেশের লোকেরা হাজ্জ করতে আসতো। আল্লাহ্‌র ঘরের সাথে সাথে আরব গোত্রগুলোর ওপরও তাদের ভালোবাসা সৃষ্টি হতো। ফলে অতি সহজেই তাদের তাহজীব-তামাদ্দুনের প্রভাব অন্যদের ওপর পড়তো। এভাবেই তারা পার্থিব কল্যাণ লাভ করতো।

ইসলাম বিশ্বজনীন জীবন বিধান। এর লক্ষ্য হচ্ছে—বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে একই কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত করে আল্লাহ্‌র দাসত্ব করানো। এজন্যই হাজ্জের মতো বরকতময় এক ইবাদাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। হাজ্জ গোটা পৃথিবীর আল্লাহ্ ওয়ালাদের মধ্যে দীনের প্রাণশক্তি এবং তাওহীদের সুদৃঢ় ভিত্তিস্থাপন করে। তাছাড়া তাদের মধ্যে একতা ও ভাতৃত্ব সৃষ্টিরও এক অনুপম মাধ্যম। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাওহীদের লক্ষ লক্ষ নিশান বরদার প্রতি বছর এসে মিলিত হয় একই জায়গায়। বিশেষ করে হাজ্জের সময় হলে তো তাবৎ দুনিয়া তাওহীদি আমেজে জেগে ওঠে। 'বিশ্ব প্রচার কেন্দ্র' থেকে প্রতি বছর তাওহীদের পয়গাম বিশ্বের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়ে। তারা শুধু হাজ্জ করেই চলে যায় না বরং সাথে করে নিয়ে যায় তাওহীদের শাশ্বত পয়গাম। আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের মেহমান বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এবং বলেছেন তারা যা চাবে তাই তিনি তাদেরকে দেবেন। নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন ঃ

'যারা হাজ্জ কিংবা উমরা করার জন্য বাইতুল্লায় যায় তারা আল্লাহ্‌র মেহমান। তারা যদি আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করে তখনই সে দু'আ কবুল করা হয়। আর যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।'

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

'মাবরুর[১] হাজ্জের বিনিময় জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।'–মুসলিম

সাম্যের অনুপম দৃষ্টান্ত

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِىْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ نِ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ ط

"এবং মাসজিদে হারাম, যাকে আমি বিশ্ববাসীর জন্য কেন্দ্র বানিয়েছি। যেখানে স্থানীয় লোক এবং বহিরাগত লোক সকলেই সমান।"

–(সূরা আল হাজ্জ ঃ ২৫)

---

১. মাবরুর হাজ্জ বলা হয় তাকে যা পবিত্র নিয়ত এবং পুরো আদব ও শর্তসমূহ অনুসরণ করে আদায় করা হয়।–লেখক

বাইতুল্লাহ্‌কে কেন্দ্র করে লক্ষ লক্ষ মানুষের যে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় তেমন একটি সমাবেশের দৃশ্য পৃথিবীর আর কোথাও নেই। পৃথিবীর আনাচে-কানাচে থেকে আগত লক্ষ মানুষের মধ্যে কেউ উষ্ণ এলাকার, আবার কেউ মেরু এলাকার আবার কেউ নাতিশীতোষ্ণ এলাকার লোক। একেকজন এক এক ভাষায় কথা বলেন। কারো বর্ণ কালো আবার কেউ গৌরবর্ণের। কেউ দুর্বল আবার কেউ সবল। কেউ বিশাল বিত্ত-বৈভবের মালিক আবার কেউ দীনহীন। কিন্তু তাওহীদের শক্তিশালী বন্ধনে সবকিছু শিথীল ও গৌণ হয়ে যায়। সবাই একই পোশাকে ও একই ভাষায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হয় বলতে থাকে ঃ

'আমরা তোমার সন্তুষ্টিলাভের আশায় তোমার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। তোমার পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করছি।' প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর প্রতিটি কাফেলা সমস্বরে একই ভাষায় একই কথা বারবার ঘোষণা করে। সবাই এক সাথে নিজের ঘর থেকে দূরে বহুদূরে এসে বিশ্বপালকের ঘরের চতুর্দিক ঘুরে ঘুরে তার মহিমা কীর্তন করে এবং তার নিকট নিজেকে পুরোপুরি সোপর্দ করে দেয়।

হাজ্জের আদব

হাজ্জের আদব বলতে এমন কিছু কাজকে বুঝানো হয়েছে যেগুলো ছাড়া হাজ্জ প্রকৃতপক্ষে হাজ্জ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না। যে হাজ্জে এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না আল কুরআনের ভাষায় তা সাধারণ এক সফর ছাড়া আর কিছুই নয়। এজন্য হাজ্জের আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। যদি আদবের সাথে হাজ্জ আদায় করা যায়। তবেই সে হাজ্জ আত্মা ও দেহের মধ্যে সাড়া জাগাতে সক্ষম হবে।

১. নিয়তের পরিশুদ্ধি

وَلَآ آمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ط

"তাদেরকে উৎপীড়ন করো না যারা সম্মানিত গৃহ অভিমুখে যাচ্ছে, যারা স্বীয় পালনকর্তার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে।"–(সূরা আল মায়িদা ঃ ২)

সমস্ত আমলে সালেহ্‌র মূলকথা হচ্ছে—আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। ইবাদাতে আল্লাহ্‌র সাথে আর কাউকে সামান্যতম শরীকও না করা। কেননা শির্‌কের সামান্য মিশ্রণ সমস্ত আমলকে বরবাদ করে দেয়। হাজ্জের সময় একথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, আত্মশুদ্ধি ও রূহানী তরক্কীর জন্য এ হচ্ছে

সর্বশেষ প্রচেষ্টা। কারণ মনের যে ব্যধি এ ঔষধে ভালো না হয় সম্ভবত আর কোন ঔষধে-ই তা আরোগ্য লাভ করতে পারে না।

২. দু'জাহানের কল্যাণ কামনা

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَالَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ○ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ط وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

"তারপর অনেকে বলে—পরওয়ারদেগার ! আমাদেরকে দুনিয়ায় দান করো, প্রকৃতপক্ষে আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে—হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করো এবং আখিরাতেও। আর আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও। এদের জন্যই অংশ রয়েছে তাদের অর্জিত সম্পদে। আর আল্লাহ্ দ্রুত হিসেব গ্রহণকারী।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২০০-২০২)

প্রকৃত হাজ্জ তো তার, যে আখিরাতে তার প্রতিদান পেতে চায়। আর যে ব্যক্তির মনে আখিরাতে বিনিময় পাবার কোন প্রত্যাশা নেই, যে শুধু দুনিয়াদারী নিয়ে ব্যস্ত, তার হাজ্জ আল্লাহ্র নিকট হাজ্জ হিসেবেই গণ্য নয়। অথচ মু'মিনের কামনা হচ্ছে—দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের আশায় আল্লাহ্র ঘরে পৌঁছানো এবং এ আশা করে যে, জাহান্নামের আগুন থেকে যেন সে বাঁচতে পারে।

৩. আল্লাহ্র স্মরণ

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ط (البقرة : ٢٠٣)

"আল্লাহ্র স্মরণে মশগুল থাকো নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনের জন্য।"

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ط

"অতপর যখন হাজ্জের সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড শেষ করে ফেলবে তখন স্মরণ করবে আল্লাহ্কে যেমন করে তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাকে স্মরণ করতে, বরং তার চেয়েও বেশী স্মরণ করবে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২০০)

হাজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, বান্দা যেন আল্লাহ্র স্মরণে ডুবে থাকে। সামান্য ক'টি দিনের অনুশীলন যেন অবশিষ্ট জীবনের জন্য যথেষ্ট হয়। জীবনের কোন সময় যেন আল্লাহ্র স্মরণ ছাড়া অতিবাহিত না হয়। জাহেলী যুগে লোকেরা হাজ্জ করে বাপ-দাদার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে আত্মগর্বে

স্ফীত হয়ে ওঠতো। এখানে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, আত্মপ্রচার ও বংশ গৌরব বাদ দিয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণ করো। তাদের বড়ত্ব ও মাহাত্ম্য ঘোষণার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র বড়ত্ব ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করো।

৪. সর্বোত্তম পাথেয়

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَا الزَّادِ التَّقْوٰى ز وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ○

"আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও। নিসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে —আল্লাহ্‌র ভয়। আর আমাকে ভয় করতে থাকো, হে বুদ্ধিমানগণ !"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৭)

প্রাক ইসলামী যুগে কোন ব্যক্তি হাজ্জের জন্য বের হলে রাস্তা খরচ নিয়ে বের হওয়াকে অত্যন্ত দোষের কাজ মনে করতো। তাদের বক্তব্য ছিলো হাজ্জের জন্য বেরুলে দারিদ্র বেশে বেরুতে হবে। আল কুরআন তাদের এ ভ্রান্ত ধারণাকে অপনোদন করে সাথে সাথে বলে দিয়েছে যে, হাজ্জ কবুলের জন্য আসল পুঁজি হচ্ছে—তাকওয়া। এ হচ্ছে পথের সম্বল। যতক্ষণ বান্দার নিকট এ সম্বল থাকবে ততক্ষণ সে আল্লাহ্‌র যাবতীয় নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। এবং সেই উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারবে যে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তার ওপর হাজ্জ ফরয করা হয়েছে।

৫. আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর সম্মান প্রদর্শন

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْىَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآ اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ط

"হে মু'মিনগণ ! অসম্মান করো না আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ এবং সম্মানিত মাসসমূহকে এবং কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট পশুকে এবং ঐসব পশুকে যেগুলোর গলায় কণ্ঠাভরণ রয়েছে এবং ঐসব লোককে যারা সম্মানিত ঘরের দিকে যাচ্ছে, যারা স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে।"–(সূরা আল মায়িদা ঃ ২)

আত্মপোলব্ধি ও মন-মানসকে প্রভাবান্বিত করার জন্য যে সকল বস্তু রাখা হয়েছে—সেগুলোকে 'শাআয়ির' বা নিদর্শন বলা হয়। এ সমস্ত নিদর্শনাবলীর প্রতিটির পেছনেই কোন না কোন স্মৃতি বিজড়িত। ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে এগুলোয় প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। হাজ্জের প্রতিটি বস্তুই সম্মানার্হ। হাজ্জের মাস, হাজ্জের বিভিন্ন স্থানসমূহ, কুরবানীর পশু, ইহ্‌রামের অবস্থা সবকিছুই

সম্মান প্রদর্শনের জন্য। উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রতিটি মু'মিন যেন শরীয়তের সবক'টি নির্দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।

وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ○ (الحج : ٣٢)

"কেউ আল্লাহ্‌র নামযুক্ত বস্তুসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে, সেটি তার হৃদয়ে আল্লাহ্‌ভীতির নিদর্শন।"–(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৩২)

وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ط (الحج : ٣٠)

"কেউ যদি আল্লাহ্‌র সম্মানযোগ্য বিধানাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে প্রতিপালকের নিকট তা উত্তম বলে বিবেচিত হবে।"–(সূরা হাজ্জ ঃ ৩০)

৬. হাজ্জের রুকনগুলোর তাৎপর্য অনুধাবন

وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰكُمْ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ○ (البقرة : ١٩٨)

"আর তাঁকে স্মরণ করো তেমনি করে যেভাবে তোমাদেরকে নির্দেশ করা হয়েছে। নিশ্চয় ইতোপূর্বে তোমরা ছিলে অজ্ঞ।"–(সূরা বাকারা ঃ ১৯৮)

হাজ্জের মধ্যস্থিত সবগুলো জিনিস আল্লাহ্‌র ইবাদাতের কোন না কোন গুরুত্বপূর্ণ মর্ম অনুধাবন কিংবা স্মৃতিচারণের জন্য। এজন্য দ্রুততার সাথে হাজ্জের আরকান ও আদব আদায় করা অথবা হাজ্জের জন্য নির্দিষ্ট স্থানসমূহে উপস্থিত হওয়াই যথেষ্ট নয়। বরং আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দিষ্ট নিদর্শনাবলীর মর্ম উপলব্ধি করা, সেগুলো সম্পর্কে জানা এবং তার মর্ম অনুযায়ী চলার জন্য উদ্বুদ্ধ হওয়া। অন্যথায় প্রাণহীন হাজ্জের কোন মূল্যই নেই।

৭. যৌন অবদমন

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ج فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ ـ

"হাজ্জের কয়েকটি মাস সুবিদিত। এসব মাসে যে লোক হাজ্জের পরিপূর্ণ নিয়ত করবে, তার পক্ষে স্ত্রীর সাথেও নিরাবরণ হওয়া বৈধ নয়।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৭)

হাজ্জের ইচ্ছে পোষণ করা মাত্র যে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে তা হচ্ছে—যৌন সুড়সুড়িমূলক কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকা। সফরের সময় তো যৌন বিষয়ে উস্কানী দাতারা একত্রিত হয়ে যায়। যদি মানুষ সামান্য শিথীলতা প্রদর্শন করে তাহলে সামান্য চাহনীতেও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। এ রাস্তা বন্ধ করার জন্য বলা হয়েছে অন্য দিকে চোখ ফেরানো তো দূরের কথা স্বামী-স্ত্রী এরূপ আলোচনা করতে পারবে না, যা যৌন সুড়সুড়িকে

আরো বাড়িয়ে দেয়। যদি দাম্পত্য জীবনেই এমন কড়াকড়ি আরোপ করা হয় তবে স্বেচ্ছাচারিতার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না।

৮. নাফরমানী থেকে বাঁচা

وَلَا فُسُوْقَ ۙ (البقرة : ١٩٧)

"আর না নাফরমানীর কথা ও কাজ করা বৈধ।"

আল্লাহ্‌র নাফরমানী থেকে একজন মু'মিন সর্বদা বেঁচে থাকবে এটি তার ঈমানী দায়িত্ব। কিন্তু হাজ্জের সময়ে এ অনুভূতিকে আরো তীব্রতর করতে হবে। গুনাহ্‌র কাজ সর্বদা পরিত্যাজ্য। তবু হাজ্জের পবিত্র সফরে এ অনুভূতিকে তীব্র রেখে সর্বদা চলাই হচ্ছে হাজ্জের একান্ত দাবী।

৯. ঝগড়া-বিবাদ থেকে দূরে থাকা

وَلَا جِدَالَ (البقرة : ١٩٧)

"ঝগড়া-বিবাদ করা যাবে না।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৭)

হাজ্জের সময় এমন কোন আচার-আচরণ করাও ঠিক নয় যার কারণে পরস্পর সম্পর্কের অবনতি হতে পারে। এমনকি সতর্কতা স্বরূপ চাকর-বাকরদের সাথেও গরম হয়ে কথা-বার্তা বলা পরিত্যাগ করা উচিত।

হাজ্জের আহকাম

কিভাবে হাজ্জ সম্পাদন করতে হবে সে সম্পর্কে হাদীসে বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে অবশ্য আল কুরআনেও মৌলিক কিছু বিধান বর্ণিত হয়েছে। যেমন—

হাজ্জের মাস হওয়া

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ج (البقرة : ١٩٧)

"হাজ্জের কতিপয় মাস, যে সম্পর্কে সবাই অবহিত।"

অর্থাৎ হাজ্জের প্রস্তুতির মাসসমূহ। যেমন—শওয়াল, জিলকাদ ও জিলহাজ্জ। যা প্রাচীনকাল থেকেই সবার নিকট পরিচিত ও সম্মানার্হ।

হাজ্জে বাধাপ্রাপ্ত হলে কুরবানী দেয়া

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ط فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ج

"আর তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হাজ্জ ও ওমরা পরিপূর্ণভাবে পালন করো। যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও তবে তোমাদের সাধ্যানুযায়ী কুরবানী করো।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৬)

হাজ্জের সফরে যদি কোন কারণে বাধার সৃষ্টি হয় এবং হাজ্জ সম্পাদন করা সম্ভব না হয় তবে নিয়তের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে সাধ্যানুযায়ী কুরবানী করা উচিত। আর যদি কুরবানীও করা সম্ভব না হয় তবে তার মূল্য পাঠিয়ে দেয়া উচিত যাতে কুরবানীর পশু ক্রয় করে কুরবানী করা যায়।

কুরবানীর পূর্বে মাথামুণ্ডন না করা

وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ ط (البقرة : ١٩٦)

"আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথামুণ্ডন করবে না, যতক্ষণ না কুরবানী যথাস্থানে পৌঁছে যাবে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের জন্য বাইতুল্লাহ্ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলো কিন্তু পথিমধ্যে কোন বাধা এসে তার সামনে দাঁড়ালো, তখন সে যদি কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দেয় তবে তা যথাস্থানে পৌঁছানোর পূর্বে মাথামুণ্ডন করে ইহ্‌রাম খুলে ফেলা উচিত নয়। যখন বিশ্বাস হবে যে, কুরবানী যথাস্থানে পৌঁছে গেছে কেবল তখনই মাথামুণ্ডন করে ইহ্‌রাম খুলে ফেলতে হবে।

অপারগতায় ফিদিয়া প্রদান

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ج (البقرة : ١٩٦)

"যারা তোমাদের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়বে কিংবা মাথায় যদি কোন কষ্ট থাকে তাহলে তার পরিবর্তে রোযা করবে কিংবা ফিদিয়া হিসেবে সাদকা দেবে অথবা কুরবানী করবে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৬)

যদি কোন ব্যক্তি কুরবানী করার পূর্বে মাথামুণ্ডন করে ফেলে তবে তাকে ফিদিয়া দিতে হবে। হাদীসে আছে—সে ব্যক্তি তিনদিন রোযা রাখবে কিংবা ছয়জন মিসকীনকে খানা খাওয়াবে অথবা একটি ছাগল কিংবা ভেড়া কুরবানী দেবে।

হাজ্জের সফরে ওমরা করা

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ج فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ

فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ط تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ط ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط (البقرة : ١٩٦)

"আর তোমাদের মধ্যে যারা হাজ্জ ও ওমরা একত্রে একই সাথে পালন করতে চাও, তবে যাকিছু সহজলভ্য তা দিয়ে কুরবানী করাই যথেষ্ট। অতপর যারা কুরবানীর পশু পাবে না তারা হাজ্জের দিনগুলোর মধ্যে তিনটি রোযা রাখবে এবং ফিরে যাবার পর আরো সাতটি রোযা রাখবে। এভাবে দশটি রোযা পূর্ণ হয়ে যাবে। এ নির্দেশটি তাদের জন্য যাদের পরিবার-পরিজন মাসজিদুল হারামের আশেপাশে বসবাস করে না।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৬)

হাজ্জের সফরে ওমরা করার সুযোগ আল্লাহ্ প্রদত্ত এক বিশেষ অনুগ্রহ তাদের জন্য যারা মক্কার বাইরে বসবাস করে। জাহেলী যুগে লোকজনের ধারণা ছিলো যে, একই সফরে হাজ্জ এবং ওমরা করা শক্ত গুনাহ্র কাজ। কুরআন তাদের সেই ভ্রান্ত ধারণাকে খণ্ডন করে নীতিমালা বর্ণনা করেছে।

হাজ্জের সফরে ব্যবসা

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ ط (البقرة : ١٩٨)

"হাজ্জের সাথে সাথে তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করায় কোন দোষ নেই।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৮)

'অনুগ্রহ অন্বেষণ' করার তাৎপর্য হচ্ছে—জীবিকা অর্জনের জন্য চেষ্টা ও শ্রম। ইসলাম পূর্ব যুগের লোকেরা হাজ্জের সফরে ব্যবসা-বাণিজ্য করাকে অবৈধ মনে করতো। আল কুরআন সে ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করে বলছে—জীবিকা অর্জনের প্রচেষ্টাও আল্লাহ্র ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত। এ চেষ্টাকে আল্লাহ্র অনুগ্রহ অন্বেষণের চেষ্টা বলা হয়েছে।

কা'বা শরীফ তাওয়াফ করা

وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ (الحج : ٢٩)

"এবং তারা যেন এ প্রাচীন গৃহের তাওয়াফ করে।"

কা'বা ঘরকে তাওয়াফ করা হাজ্জের অন্যতম রুকন বা শর্ত। জিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখে এ তাওয়াফ সম্পাদন করতে হয়। এই তাওয়াফের দ্বারা হাজ্জ পূর্ণতা লাভ করে। একে 'তাওয়াফে যিয়ারত' বলে।

মুযদালিফায় অবস্থান

فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ص وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰكُمْ ج وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ○ (البقرة : ١٩٨)

"অতপর যখন তাওয়াফের জন্য ফিরে আসবে আরাফাত থেকে তখন 'মাশআরে হারামের' নিকট আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো। এবং তাকে এমনভাবে স্মরণ করো যেভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অবশ্য তোমরা ইতোপূর্বে অজ্ঞ ছিলে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৮)

আরাফাতে যাওয়া

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ (البقرة : ١٩٩)

"অতপর তাওয়াফের জন্য দ্রুতগতিতে সেখান থেকে ফিরে এসো, যেখান থেকে সবাই ফেরে। আর আল্লাহ্‌র কাছে মাগফিরাত কামনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মার্জনাকারী, করুণাময়।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৯)

জাহেলী যুগে কুরাইশ ও তাদের মিত্রগোত্র এই ধারণা পোষণ করতো যে, সাধারণ মানুষের মতো মুযদালিফায় থেকে আরাফাতে যাওয়া আমাদের জন্য সম্মানহানির ব্যাপার। আমরা হেরেমের সীমানার বাইরে না গিয়ে আমাদের স্বাতন্ত্র বহাল রাখবো। কুরআন বলিষ্টভাবে তাদের এ ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং স্থায়ী নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, আল্লাহ্‌র ইবাদাতের ব্যাপারে সবাই সমান, কারো কোন বিশেষ মর্যাদা নেই।

মিনায় অবস্থান

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ط فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ج وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ لا لِمَنِ اتَّقٰى ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○ (البقرة : ٢٠٣)

"আর স্মরণ করো আল্লাহ্‌কে নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি দিনে। অতপর যে ব্যক্তি তাড়াহুড়া করে চলে যাবে শুধু দু'দিনের মধ্যে, তাতে কোন দোষ নেই। আর যে লোক থেকে যাবে তার কোন গুনাহ হবে না, অবশ্য যারা ভয় করে। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো এবং জেনে রেখো তোমরা সবাই তাঁর সামনে সমবেত হবে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২০৩)

'নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি দিন' বলতে জিলহাজ্জ মাসের এগার, বার এবং তের তারিখের কথা বুঝানো হয়েছে। এ দিনগুলোতে মিনায় অবস্থান করা হয়। মিনায় অবস্থান দু'দিন করা হোক কিংবা তিনদিন, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে হবে এটিই উদ্দেশ্য।

সাফা মারওয়া সাঈ করা

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ج فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ط (البقرة : ١٥٨)

"নিসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনগুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কা'বা ঘরে হাজ্জ বা ওমরা পালন করে, তাদের পক্ষে এ দু'টোকে তাওয়াফ করাতে কোন দোষ নেই।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৫৮)

সাফা ও মারওয়া সাঈ করা ও হাজ্জের অন্যতম একটি রুকন। জাহেলী যুগে এ দু' পাহাড়ে দু'টো মূর্তিস্থাপন করে তাদের পূজা করা হতো। পরবর্তীতে মুসলমানগণ ধারণা করে নিয়েছিলো যে, সাফা মারওয়া দৌঁড়ানো গুনাহ্‌র কাজ। এতো জাহেলী যুগের প্রথা। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর শেখানো হাজ্জের পদ্ধতি এটা নয়। কুরআন সে ভ্রান্ত ধারণাকে খণ্ডন করে সঠিক পথনির্দেশনা প্রদান করেছে।

ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার না করা

غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ط (المائدة : ١)

"ইহ্‌রাম বাধা অবস্থায় শিকার করাকে হালাল মনে করো না।"

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ط (المائدة : ٩٥)

"হে মু'মিনগণ ! তোমরা ইহ্‌রাম বাধা অবস্থায় শিকার বধ করো না।"

বাইতুল্লাহ্ যিয়ারত করার জন্য যে গরিবী পোশাক পরা হয় তাকে ইহ্‌রাম বলে। কা'বার চতুর্দিকে নির্দিষ্ট কিছু স্থানকে বলে 'মীকাত'। এ সমস্ত সীমা তখনই অতিক্রম করা যায় যখন মানুষ ব্যবহার্য পোশাক খুলে মাত্র দু' টুকরো কাপড় পরিধান করে। এ অবস্থাকে এ জন্য ইহ্‌রাম বলা হয় যে, এ সময় অনেক বৈধ জিনিস তার জন্য সাময়িকভাবে অবৈধ হয়ে যায়। যেমন জাক-জমকভাবে চলাফেরা করা, সুগন্ধি ব্যবহার, ক্ষৌর কাজ করা, যৌন স্পৃহা চরিতার্থ করা, শিকার করা ইত্যাদি।

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ওমরা করা

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ط (البقرة : ١٩٦)

"আর যখন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য হাজ্জ কিংবা ওমরার নিয়াত করো তখন তা পুরো করবে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৬)

হাজ্জের নির্দিষ্ট দিন ছাড়া অন্য সময়ে বাইতুল্লাহ্ যিয়ারত করাকে ওমরা বলে। ওমরার মধ্যে সাতবার কা'বা শরীফ তাওয়াফ এবং সাত বার সাফা-মারওয়া দৌড়াতে হয়।

ওমরা করার সময় সাফা-মারওয়া সাঈ করা

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ط

"যারা কা'বা ঘরে হাজ্জ কিংবা ওমরা পালন করে, তারা যদি এ দু'টো জায়গায় সাঈ (দৌড়ানো) করে তাতে কোন দোষ নেই।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৫৮)

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

'আল কুরআনের শিক্ষা' পুস্তকাকারে রূপ দিতে যেসব বইয়ের সাহায্য নেয়া হয়েছে

১. মজমু'আয়ে তাফাসীর—ফারাহী (র), ভাষান্তর ঃ মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী।

২. তাফহীমুল কুরআন—মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)

৩. তরজুমানুল কুরআন—মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (র)

৪. তাফসীরে বয়ানুল কুরআন—মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র)

৫. তাফসীরে মাওজুহুল কুরআন—শাহ আবদুল কাদের দেহলভী (র)

৬. তরজুমায়ে কুরআন—মাওলানা ফতেহ মুহাম্মদ খান (র)

৭. আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাবীল (তাফসীরে বায়যাবী) —কাজী বায়যাবী

৮. লুবাবুত তাবীল ফী মাআনিত্ তানযীল (তাফসীরে খাজেন) —আলাউদ্দিন বুগদাদী (র)

৯. তাফসীরুন নুফুসী—আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ (র)

১০. তাফসীর ওয়া তরজুমা—শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র) ও মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (র)

১১. সহীহ আল বুখারী—মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আল বুখারী (র)

১২. সহীহ আল মুসলিম—মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ নিশাপুরী (র)

১৩. জামিউত তিরমিযি—মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত তিরমিযি (র)

১৪. সুনানু আবী দাউদ—আবু দাউদ সুলাইমান ইবন আল আছ (র)

এছাড়াও জরুরী নির্ভরযোগ্য অনেক গ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে। আল্লাহ্র নিকট দু'আ করছি তিনি যেন এসব গ্রন্থের লেখকদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করেন। আমীন।

আল কুরআন মানব সমাজের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা এবং যাবতীয় সমস্যার সমাধান ক্ষেত্র। তা একদিকে যেমন পার্থিব কল্যাণের আকর অন্যদিকে পরকালিন মুক্তি ও সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। মানুষের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় নেই যার সমস্যার সমাধান আল কুরআন দিতে পারে না।

'আল কুরআনের শিক্ষা'র মধ্যে সেইসব সমস্যার সমাধান ও প্রয়োজনীয় হিদায়াত সম্বলিত আয়াতগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। নির্দিষ্ট শিরোনামের নিচে সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোকে একত্রিত করা হয়েছে এবং তা সহজে বুঝানোর লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করা হয়েছে।

- সহজ ও সরল অনুবাদ।
- প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।
- কোথাও কোথাও ব্যাখ্যাটিকে আরো সুস্পষ্ট করার জন্য হাদীসে রাসূল আনা হয়েছে।
- ভাষার দুর্বোধ্যতা পরিহার করে সহজ-সরল ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।
- ফিক্‌হী ও ইল্‌মী বির্তককে এড়িয়ে চলা হয়েছে।
- কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা কুরআনের আয়াত দিয়েই করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আশা করি যারা সঠিকভাবে আল কুরআনকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন তারাও এ গ্রন্থখানা পড়ার পর কুরআনের প্রতি উৎসুক হয়ে ওঠবেন। আল কুরআনের দাওয়াত ও তা'লীমের সাথে পরিচিত হতে পারবেন। তাছাড়া আয়াতগুলো বিষয়ভিত্তিক সাজানোর ফলে প্রতিটি হুকুম-আহকাম তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে। তারা বুঝতে পারবেন কোন্ বিষয়ের আয়াত আল কুরআনের কোথায় কোথায় আছে।

সব ধরনের লোক-ই (মুসলিম কিংবা অমুসলিম) এ গ্রন্থখানা থেকে উপকৃত হতে পারবেন এবং আল কুরআনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি তা জানতে পারবেন। বিশেষ করে যারা লেখক, চিন্তাবিদ, বক্তা, শিক্ষক কিংবা ছাত্র তারা সবাই সমানভাবে উপকৃত হবেন।

আল কুরআনের শিক্ষা

২

আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী

আল কুরআনের শিক্ষা-২

(আল কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত)

আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী

অনুবাদ ও সম্পাদনা

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ৩১৪

১ম প্রকাশ
জিলক্বদ ১৪২৪
পৌষ ১৪১০
ডিসেম্বর ২০০৩

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৭৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

AL QURANER SHIKKHA Voll-2 Allama Yusuf Islahi.
Transalated by Mohammad Khalilur Rahman Momin.
Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane,
Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Fixed Price : Taka 75.00 Only.

দু'আ

সাত্তার ও গাফ্‌ফার আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ তিনি যেনো আমার এ কুরআনী খেদমতটুকুর বিনিময় ও সওয়াব আমার মুহ্‌তারামা মরহুম আম্মা এবং আমার মুহ্‌তারাম ও মুকাররম আব্বাজানের আমলনামায় লিখে দেন। যাদের দু'আয়, ইচ্ছায় এবং প্রচেষ্টায় এ খেদমতটুকু করার উপযুক্ত হয়েছি।

আর আমার স্নেহশীল মেহেরবান উস্তাদ হযরত মাওলানা আখতার আহসান ইসলাহীর ওপরও এর সওয়াব পৌঁছে দিন। যার চেষ্টা, প্রশিক্ষণ ও ফায়েজের বরকতে এ মহান কাজটুকু সম্পাদন করতে পেরেছি।

—মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী

অভিমত

কুরআন মজীদ হচ্ছে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে হিদায়াতের সর্বশেষ আকৃতি। যা তিনি মানব সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে দিয়ে আসছিলেন। এটি এমন একটি গ্রন্থ যা আপন মর্যাদায় ও মহিমায় নিজেই নিজের উদাহরণ। শুধুমাত্র সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞানদান করেই এটি বিরত থাকেনি বরং যুক্তি ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তার দলিল-প্রমাণও উপস্থিত করেছে। আল কুরআনের এ আহ্বান মানুষের চিন্তা ও কর্মকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। শুধু তাই নয়, মানুষের প্রকৃতিকে পর্যন্ত জাগ্রত করে আল্লাহ্র হুকুমের অনুসারী বানিয়ে দেয়। এটি নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ড কিংবা নির্দিষ্ট কোন জনপদের অধিবাসীদেরকে আহ্বান করে না, এটি গোটা মানব সমাজকে আহ্বান করে যাতে তারা আল্লাহ্র পুরোপুরি অনুগত হয়ে যায়। কুরআন মানুষকে জীবনের কোন বিশেষ দিকের সমস্যা নিয়ে কথা বলে না বরং মানুষের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় সমস্যা নিয়েই কুরআন কথা বলে। সমাধান দেয়।

গোটা পৃথিবীতে এটিই একমাত্র সংরক্ষিত আসমানী কিতাব যার সামান্যতম অংশও রদবদল হয়নি কিংবা ভবিষ্যতে হবেও না, যার ইতিহাসের একটি পাতাও কালের গর্ভে হারিয়ে যায়নি বরং দ্বিপ্রহরের রোদ্রোজ্জ্বল সূর্যের মতোই জ্বাজল্যমান। এটি শুধুমাত্র হিদায়াত দিয়েই ক্ষ্যান্ত হয়নি, এটি কল্যাণ ও মুক্তির বাস্তব পথ বাতলে দিয়েছে। যা মানুষকে মন্‌জিলে মকসুদ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এটি এমন একটি গ্রন্থ যার পথ নির্দেশকে মেনে চললে দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের মুক্তির পথ সুগম হয়। তাই দেখা যায় এটি কোন জাতির পথ নির্দেশ নয়, সমস্ত মানব জাতিকেই এটি পথ-নির্দেশনা দেয়।

এ রকম একটি অসাধারণ গ্রন্থ থেকে কল্যাণ লাভের জন্য মানুষ এর ব্যাখ্যা ও ভাষ্যগ্রন্থের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে তা হতে পারে না। তাছাড়া এ গ্রন্থ কী বলে তা যদি না-ই বুঝা গেল তবে এর হক আদায় করবে কিভাবে ? তাই বলে সকলেই এ কুরআনের নিগুঢ় তত্ত্ব বুঝে ফেলবে তাও হতে পারে না। এজন্যই যাদেরকে আল্লাহ্ ইল্‌ম দিয়েছেন তাদের কর্তব্য এ মহাগ্রন্থটিকে সহজ-সরল ভাষায় সাধারণের সামনে উপস্থাপন করা।

বিভিন্নভাবেই তা হতে পারে। কারণ এটি কোন রচনা কিংবা প্রবন্ধ নয় এটি হচ্ছে দাওয়াতী ভাষণের সমষ্টি। এজন্যই এ গ্রন্থে বিষয়বস্তুর কিংবা বর্ণনার ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ করা হয়নি। সত্যিকথা বলতে কি এটি স্বয়ং আহ্বানকারী হিসেবে মানুষকে আহ্বান করে থাকে। এজন্য এর দৃষ্টি সর্বদা মানুষের ওপর নিবদ্ধ থাকে। বক্তব্যের সময় মুখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মানুষের সাথে কথা বলে যাতে সেই আবেদন তাদের মন-মস্তিষ্ককে আলোড়িত করতে পারে। কিন্তু অনেক সময় বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা না থাকায় সাধারণ মানুষের বুঝতে কষ্ট হয়। এজন্যই বিষয়বস্তু অনুযায়ী সবগুলো আয়াতকে ভাগ করে যদি তাদের সামনে পেশ করা যায় তবে এক নজরে তারা পুরো বিষয়টিকে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে।

আলহামদুলিল্লাহ ! উলামায়ে কিরাম এ গুরুত্বপূর্ণ দিকে সর্বদা দৃষ্টি দিয়ে এসেছেন। কখনো গুরুত্বপূর্ণ এ দিকটিকে তারা অবহেলার চোখে দেখেননি। এ গ্রন্থখানা 'আল কুরআনের শিক্ষা' যা আপনার হাতে বর্তমান এটিও সেই ধারাবাহিক প্রচেষ্টার-ই অংশ। এ পুস্তকের মধ্যে আল কুরআনের হিদায়াত, শিক্ষা ও নির্দেশাবলী বিভিন্ন শিরোনামে বিন্যাসিত হয়েছে। বর্ণনা ভঙ্গিও অত্যন্ত সাদামাটা। অতি সাধারণ একজন লোকও এ গ্রন্থখানা থেকে অনায়াসে কল্যাণ লাভ করতে পারবেন।

আমার বিশ্বাস এ গ্রন্থখানা সর্বস্তরের লোককেই আল কুরআনের অত্যন্ত নিকটবর্তী করে দেবে। ফলে কুরআনের দাওয়াত তাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কেও তারা অবহিত হতে পারবে। উপরন্তু কুরআন অধ্যয়নের আগ্রহ তাদের কাছে বেড়ে যাবে। সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে—আল কুরআনের অনুসরণের জন্য তাদের অন্তর খুলে যাবে।

আল্লাহ্ যেন এ ইচ্ছেটাকে পূরণ করেন এবং এ মুবারক খেদমতটুকু কবুল করে নেন। আমীন।

—সদরুদ্দীন ইসলাহী
২৭শে জিলহাজ্জ, ১৩৮৫ হিজরী।

লেখকের অভিব্যক্তি

আল কুরআনের দাওয়াত ও প্রশিক্ষণকে সার্বজনীন করে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা অত্যন্ত মহৎ ও সৌভাগ্যের কাজ। 'আল কুরআনের শিক্ষা' আমার সেই প্রচেষ্টারই একটি অংশ, যা মানুষকে আল কুরআনের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করবে। সাথে আমাকেও যেন মহিয়ান গরিয়ান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আল কুরআনের নগণ্য এক খাদেম হিসেবে কবুল করে নেন।–আমীন।

আল কুরআন মানব সমাজের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা এবং যাবতীয় সমস্যার সমাধান দেয়। তা একদিকে যেমন পার্থিব কল্যাণের আকর অন্যদিকে পরকালিন মুক্তি ও সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। মানুষের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় নেই যার সমস্যার সমাধান আল কুরআন দিতে পারে না।

'আল কুরআনের শিক্ষা'য় সেইসব সমস্যার সমাধান ও প্রয়োজনীয় হিদায়াত সম্বলিত আয়াতগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। নির্দিষ্ট শিরোনামের নিচে সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোকে একত্রিত করা হয়েছে এবং তা সহজে বুঝানোর লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করা হয়েছে।

- সহজ ও সরল অনুবাদ।
- প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।
- কোথাও কোথাও ব্যাখ্যাটিকে আরো সুস্পষ্ট করার জন্য হাদীসে রাসূল আনা হয়েছে।
- ভাষার দূর্বোধ্যতা পরিহার করে সহজ-সরল ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।
- ফিক্হী ও ইল্মী বির্তককে এড়িয়ে চলা হয়েছে।
- কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা কুরআনের আয়াত দিয়েই করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আশা করি যারা সঠিকভাবে আল কুরআনকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন তারাও এ গ্রন্থটি পড়ার পর কুরআনের প্রতি উৎসুক হয়ে ওঠবেন। আল কুরআনের দাওয়াত ও তা'লীমের সাথে পরিচিত হতে

পারবেন। তাছাড়া আয়াতগুলো বিষয়ভিত্তিক সাজানো থাকার ফলে প্রতিটি হুকুম-আহকাম তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে। তারা বুঝতে পারবেন কোন্ বিষয়ের আয়াত আল কুরআনের কোথায় কোথায় আছে।

সব ধরনের লোক-ই (মুসলিম কিংবা অমুসলিম) এ গ্রন্থটি থেকে উপকৃত হতে পারবেন এবং আল কুরআনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি, তা জানতে পারবেন। বিশেষ করে যারা লেখক, চিন্তাবিদ, বক্তা, শিক্ষক কিংবা ছাত্র তারা সবাই সমানভাবে উপকৃত হবেন।

যাতে মানুষ এ গ্রন্থটিকে সহজে ক্রয় করতে পারেন এবং বহন করে স্থানান্তরে নিয়ে যেতে পারেন সে জন্য দু' খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশ করা হলো। প্রথম খণ্ডে তিনটি অধ্যায় [ঈমানিয়াত, আত্মশুদ্ধি ও ইবাদাত] আর দ্বিতীয় খণ্ডে চারটি অধ্যায় [সচ্চরিত্র, সুন্দর জীবন, আচরণ বিধি এবং তাবলীগে দীন] রাখা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট খুঁটিনাটি সব ব্যাপারেই আলোচনা এসেছে। প্রতিটি আলোচনাই সহজ সরলভাবে করার চেষ্টা করা হয়েছে।

পরম কৃপানিধান আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ আল কুরআনের এ খেদমতটুকু তিনি যেনো কবুল করেন এবং তাঁর বান্দাদের যেনো এ থেকে উপকৃত হবার তওফিক দান করেন। আর এ অধম খাদেমের আখিরাতকে উজ্জ্বল ও কল্যাণময় বানিয়ে দেন। আমীন।

—মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী
২৮, জিলহজ্জ, ১৩৮৫ হিজরী

শিরোনাম বিন্যাস
প্রথম অধ্যায়

❑ সচ্চরিত্র ২৪
❑ সচ্চরিত্র গঠনের উপাদানসমূহ ২৫
১. সত্যবাদিতা ২৫
[১.১] সত্যবাদী মুমিন ২৫
[১.২] সত্যবাদীদের মর্যাদা ২৬
২. সবর (ধৈর্য) ২৬
[২.১] আবেগ উচ্ছ্বাস নিয়ন্ত্রণ ২৭
[২.২] সত্যের ওপর অবিচল থাকা ২৭
[২.৩] কষ্ট সহিষ্ণুতা ২৮
[২.৪] সবরের ভিত্তি ২৮
[২.৫] সবরের পুরস্কার ২৮
৩. ভারসাম্য বা মধ্যমপন্থা অবলম্বন ২৯
[৩.১] নামাযে ভারসাম্য ২৯
[৩.২] দান সাদকায় ভারসাম্য ২৯
[৩.৩] খরচে ভারসাম্য ২৯
[৩.৪] চালচলনে ভারসাম্য ২৯
৪. ইহ্সান ৩০
৫. অপরকে অগ্রাধিকার প্রদান ৩০
৬. লজ্জা ৩০
৭. শালীনতা ৩১
৮. আমানতদারী ৩১
৯. প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ৩২
১০. সত্য প্রকাশ ৩২
১১. বীরত্ব ৩২
১২. আল্লাহ নির্ভরতা (তাওয়াক্কুল) ৩৩
১৩. অল্পে তুষ্টি ৩৩
১৪. বদান্যতা ৩৪
১৫. ক্ষমা ৩৪
১৬. ক্রোধ সংবরণ ৩৫
১৭. সহনশীলতা ৩৫
১৮. কোমলতা ৩৫
১৯. ভালো আচরণ দিয়ে মন্দ আচরণের মুকাবেলা ৩৬
২০. বিনয় ৩৬
২১. আত্মমর্যাদা ও গাম্ভীর্য ৩৬
২২. আদল ও ইনসাফ ৩৭
০ সচ্চরিত্রের পরিপন্থী বিষয়সমূহ ৩৯
১. মিথ্যে ৩৯
২. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ৪০
৩. খিয়ানত ৪০
৪. অহমিকা ৪১
৫. আত্ম প্রশান্তি ৪১
৬. দুমুখোপনা ৪২
৭. হিংসা ৪২
৮. কৃপণতা ৪৩
৯. অপব্যয় ৪৪
❑ মুসলমানদের পারস্পরিক স্বভাব চরিত্র যেমন হওয়া উচিত ৪৫
১. ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকা ৪৫
২. জীবনের নিরাপত্তা প্রদান ৪৬
৩. সম্মানহানি না করা ৪৭
৪. কাউকে তুচ্ছ মনে না করা ৪৮
৫. কারও মনোকষ্ট না দেয়া ৪৮
৬. দোষারোপ না করা ৪৯
৭. বিকৃত নামে না ডাকা ৪৯
৮. খারাপ ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাকা ৪৯
৯. কারো পেছনে না লাগা ৫০
১০. গীবত (পরচর্চা) না করা ৫০
১১. চোগলখুরী থেকে বেঁচে থাকা ৫১
১২. ভাই ভাইয়ের মত থাকা ৫১
১৩. পরস্পর লড়াই ঝগড়া হলে মীমাংসা করে দেয়া ৫২
১৪. অত্যাচারীকে রুখে দাঁড়ানো ৫২
১৫. কল্যাণমূলক কাজে পরস্পর সহযোগিতা করা ৫২
১৬. সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রদর্শন ৫৩
১৭. সৎকাজে উৎসাহ প্রদান ৫৩

১৮. অন্যায়ের প্রতিরোধ ৫৪
১৯. মিষ্টভাষী হওয়া ৫৪
২০. সভা সমাবেশে অপরের জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়া ৫৪
২১. অন্যায়কে প্রশ্রয় না দেয়া ৫৫
২২. মুসলমানের জন্য দুআ করা ৫৫
২৩. অপরকে সালাম দেয়া ৫৬
২৪. উত্তমভাবে সালামের জবাব দেয়া ৫৬
২৫. জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করা ৫৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

❑ সুন্দর জীবন ৬০
বিয়ে ৬১
১. মানব সভ্যতায় বিয়ের মর্যাদা ৬১
২. বিয়ে আম্বিয়া কিরামের সুন্নাত ৬২
৩. বিয়ে একটি মযবুত প্রতিশ্রুতি ৬৩
৪. বিয়ে একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ সম্পর্ক ৬৩
৫. সুসন্তান লাভের জন্য বিয়ে ৬৩
৬. বিয়ে সভ্যতার ভিত্তি ৬৪
৭. বিয়ে মানব ধারা অব্যাহত রাখে ৬৫
৮. বিয়ে নারী পুরুষের ভালোবাসার ভিত্তি ৬৬
৯. বিয়ে মানসিক প্রশান্তির উপকরণ ৬৬
১০. বিয়ে ইজ্জত ও শালীনতার গ্যারান্টি ৬৬
১১. বিয়ে সংরক্ষিত দুর্গ ৬৭
১২. বিয়ের উৎসাহ প্রদান ৬৭

❑ বিয়েতে ঈমান ও ইসলামের গুরুত্ব ৬৯
১. সৎ পুরুষের জন্য সতী নারী ৭০
২. ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারীই বিয়ে করবে ৭০

❑ যেসব মহিলাকে বিয়ে করা হারাম ৭১
১. সৎ মা ৭২
২. মা ৭৩
৩. কন্যা ৭৩
৪. বোন ৭৩
৫. ফুফু ৭৩
৬. খালা ৭৪
৭. ভাতিজী ৭৪
৮. ভাগ্নি ৭৪
৯. দুধ মা ৭৪
১০. দুধ বোন ৭৫
১১. শাশুড়ী ৭৫
১২. স্ত্রীর অন্য স্বামীর ঘরের মেয়ে ৭৫
১৩. পুত্র বধু ৭৬
১৪. দুই সহোদরাকে একত্রে বিয়ে ৭৬
১৫. অন্যের বিবাহাধীনে থাকা মহিলা ৭৬

❑ যাদেরকে বিয়ে করা বৈধ ৭৭
১. যুদ্ধ বন্দিনী ৭৭
২. যাদেরকে বিয়ে হারাম তারা ছাড়া সকল মহিলা ৭৭
৩. আহলে কিতাব মহিলা ৭৭
৪. মুসলিম বাঁদী ৭৮
৫. সৎ কন্যা [যদি তার মাকে বিয়ে করে সহবাসের পূর্বেই তালাক দেয়া হয়] ৭৮
৬. মুখে ডাকা পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ৭৮

❑ বিয়ের নিয়ম কানুন ৮০
১. বিয়ে প্রকাশ্যে হতে হবে ৮০
২. দেনমোহর নির্ধারণ ৮০
৩. পাত্রী নির্বাচনের স্বাধীনতা ৮০
৪. একাধিক বিয়ের অনুমতি ৮১
৫. ইনসাফ করতে না পারলে একটি বিয়ের অনুমতি ৮১
৬. স্ত্রীদের মধ্যে সমতা ৮২
৭. একাধিক বিয়ের সীমা ৮২
৮. ইদ্দত পালনরত অবস্থায় বিয়ে নিষিদ্ধ ৮৩
৯. ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে বিয়ের পয়গাম না পাঠানো ৮৩

❑ দেনমোহর ৮৪
১. দেনমোহর প্রদান বাধ্যতামূলক ৮৪
২. স্বেচ্ছায় দেনমোহর প্রদান ৮৪
৩. দেনমোহর বাবদ প্রদত্ত সম্পদ ফেরত নেয়া যাবে না ৮৪
৪. যৌন সম্পর্কস্থাপন করা হয়নি এমন মহিলার দেনমোহর ৮৫
৫. দেনমোহর প্রদানে বদান্যতা প্রদর্শন ৮৫
৬. দেনমোহর মাফ করে দেয়ার অধিকার স্ত্রীর ৮৬
৭. মাফকৃত দেনমোহর স্বামীর ৮৬
৮. মাফ তাকেই বুঝায় যা সন্তুষ্টচিত্তে করা হয় ৮৬
৯. দেনমোহর নির্দিষ্ট করা না হলে ৮৭
১০. দেনমোহর স্ত্রীর অধিকার একে নষ্ট না করা ৮৭

❑ স্বামী স্ত্রীর সুসম্পর্ক ৮৮
১. স্বামী স্ত্রীর অধিকার সমান ৮৮
২. পুরুষের কিছুটা প্রাধান্য ৮৯
৩. পারিবারিক জীবনে পুরুষের মর্যাদা ৮৯
৪. পুরুষের প্রাধান্যের কারণ ৮৯

❑ স্বামীর দায়িত্ব-কর্তব্য ৯০
১. স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার ৯১
২. উভয়ে সমঝোতার মনোভাব নিয়ে চলা ৯১
৩. স্ত্রীর প্রতি ভালো ধারণা পোষণ ৯১
৪. দয়া ও ক্ষমার নীতি অবলম্বন ৯২

❑ স্ত্রীর দায়িত্ব-কর্তব্য ৯৩
১. স্বীয় আদর্শে নিষ্ঠাবান ৯৩
২. স্বামীর আনুগত্য ৯৩
৩. আমানতের হিফাযত ৯৩
৪. দাম্পত্য সমস্যায় ধৈর্যশীলা ৯৪
৫. দাম্পত্য সমস্যায় সমাজের ভূমিকা ৯৫

❑ তালাক ৯৬
১. তালাকের অনুমোদন ৯৬
২. তালাক সর্বশেষ ব্যবস্থা ৯৬
৩. দাম্পত্য কলহে সালিসের ভূমিকা ৯৭
৪. বিচ্ছেদ হয়ে গেলে উভয় পক্ষ আল্লাহর ওপর নির্ভর করবে ৯৮

❑ তালাক কিভাবে দেবেন ৯৮
১. পবিত্রাবস্থায় তালাক দিতে হবে ৯৮
২. তালাকের সীমা ৯৯
৩. রিজঈ তালাক ১০০
৪. স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার স্বামীর আছে ১০০
৫. ফিরিয়ে নেবার ছলে স্ত্রীকে কষ্ট না দেয়া ১০০
৬. বিচ্ছিন্ন অবস্থায়ও ভদ্রতা বজায় রাখা ১০১
৭. তিন তালাকের পর পুরোপুরি বিচ্ছেদ ১০১
৮. তাহলীলের পর পুনরায় বিয়ে দোষনীয় নয় ১০২
৯. ঈলার নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তালাক কার্যকরী হয়ে যায় ১০২

❑ খুলা ১০৩
❑ যিহার ১০৩
১. যিহার করলেই স্ত্রী মা হয়ে যায় না ১০৪
২. যিহারে বিয়েতে কোনো ত্রুটি আসে না ১০৪
৩. যিহার নির্বুদ্ধিতামূলক কাজ ১০৪
৪. যিহারের কাফ্ফারা ১০৫

❑ লি'আন ১০৫
১. লি'আনের পদ্ধতি ১০৬

❑ ইদ্দত ১০৮
❑ ইদ্দতের নিয়ম কানুন ১০৯
১. ইদ্দতের মেয়াদ ১০৯
২. যাদের মাসিক হয় না তাদের ইদ্দত ১০৯
৩. গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত ১০৯
৪. বিধবার ইদ্দত ১১০
৫. গর্ভবতী তার গর্ভের কথা লুকোবে না ১১০
৬. নির্জনবাসের পূর্বেই তালাকপ্রাপ্তা হলে তার ইদ্দত ১১০
৭. ইদ্দতকাল সঠিকভাবে গণনা করা ১১১

৮. তালাকপ্রাপ্তার সাথে সদ্ব্যবহার ১১১
৯. স্বামীর বাড়িতে ইদ্দত পালন ১১১
১০. ইদ্দত পালনরত অবস্থায় তাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে না দেয়া ১১২
১১. ইদ্দত পালনকালে তাদেরকে কষ্ট না দেয়া ১১২
১২. অশালীন আচরণ করলে বের করে দেয়া যাবে ১১২
১৩. বিদায়কালে কিছু উপহার দেয়া ১১২
১৪. গর্ভবতী তালাকপ্রাপ্তার ব্যয়ভার বহন করা ১১২
১৫. সন্তানকে দুধপান করালে বিনিময় দেয়া ১১৩
১৬. ইদ্দত শেষে তাদেরকে অন্যত্র বিয়েতে বাধা না দেয়া ১১৩
১৭. প্রদত্ত সম্পদ ফেরত নেয়া যাবে না ১১৪

❑ বিধবার সাথে সদাচারণ ১১৪
১. বিধবাকে ওয়ারিসীস্বত্ব মনে না করা ১১৫
২. বিধবার সম্পদ আত্মসাত না করা ১১৫
৩. বিধবাকে পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করা ১১৫

❑ রাযা'আত বা দুধ পান করানো ১১৬
১. সন্তানকে দুধ পান করানোর মেয়াদ ১১৬
২. দু বছরের আগেও দুধ ছাড়ানো যায় ১১৬
৩. দুধ পান করানোর ব্যাপারে উভয়ের সহযোগিতা ১১৬
৪. অন্য মহিলাকে (ধাই) দিয়ে দুধ পান করানো ১১৭
৫. ধাত্রীর ভরণ পোষণের ভার সন্তানের পিতার ১১৭
৬. পিতার অবর্তমানে সন্তানের অভিভাবক যিনি, তিনি ব্যয় নির্বাহ করবেন ১১৭
৭. কাউকে সমস্যায় ফেলা যাবে না ১১৮

❑ পালক পুত্র কিংবা মুখে ডাকা পুত্র ১১৯
১. মুখে ডাকা পুত্রের মর্যাদা ১১৯
২. প্রকৃত পিতার সাথেই তাকে সম্পর্কিত করা হবে ১১৯
৩. পিতৃ পরিচয় জানা না থাকলে সে মূলত দীনি ভাই ১২০
৪. সোহাগ করে পুত্র ডাকা ১২০

❑ পর্দা ১২১
১. পর্দার উদ্দেশ্য ১২২
২. পর্দার বিধান ১২৪
[২.১] নারীর আবাসস্থল ১২৪
[২.২] মুখমণ্ডল আবৃত রাখা ১২৫
[২.৩] ঠমকের সাথে বাইরে না বেরুনো ১২৭
[২.৪] পরপুরুষের সাথে সতর্কতা অবলম্বন করে কথা বলা ১২৮
[২.৫] অলংকারাদির টুংটাং শব্দও শোনানো যাবে না ১২৯
[২.৬] দৃষ্টি অবনত রাখা ১২৯
[২.৭] সতরের হিফাযত করা ১৩০
[২.৮] সাজসজ্জা ঢেকে রাখা ১৩১
[২.৯] মাথা ও বুক ওড়না দিয়ে ঢেকে রাখা ১৩১
[২.১০] অতিবৃদ্ধাদের জন্য শিথিলতা ১৩৩
[২.১১] চাদর ব্যবহার করাই উত্তম ১৩৩
[২.১২] পুরুষরাও তাদের দৃষ্টি অবনত রাখবে ১৩৪
[২.১৩] তারাও সতরের হেফাযত করবে ১৩৪
৩. আত্মীয়-স্বজনের সাথে পর্দা ১৩৫
[৩.১] মহিলাদের সাজসজ্জা যাদেরকে দেখানো যায় (মুহাররাম আত্মীয়-স্বজন) ১৩৬
১. স্বামী ১৩৭
২. পিতা ১৩৭
৩. শ্বশুর ১৩৮
৪. ছেলে ১৩৮
৫. সৎ-ছেলে ১৩৮
৬. ভাই ১৩৮
৭. ভাইপো ১৩৮
৮. বোনপো ১৩৯
৯. একত্রে বসবাসকারী মহিলা ১৩৯

১০. মালিকানাভুক্ত দাস দাসী ১৩৯
১১. যৌন কামনামুক্ত পুরুষ কর্মচারী ১৪০
১২. অবুঝ বালক ১৪১

❑ বাপ মায়ের অধিকার ১৪২
১. বাপ মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা ১৪২
২. তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা ১৪২
৩. তাদের আদব রক্ষা করা ১৪৩
৪. বাপ মায়ের জন্য খরচ করা ১৪৩
৫. তাদের ইচ্ছের গুরুত্ব দেয়া ১৪৪
৬. তাদের সাথে বিনম্র আচরণ ১৪৪
৭. বাপ মায়ের জন্য দুআ করা ১৪৪
৮. মায়ের অধিকার বেশী ১৪৫
৯. মায়ের বিশেষ অনুগ্রহ ১৪৫
১০. বাপ মায়ের আনুগত্যের সীমা ১৪৬
১১. মুশরিক পিতামাতার সাথে সদাচারণ ১৪৬
১২. বাপ দাদার অন্ধঅনুকরণ জাহিলিয়াত ১৪৭
১৩. পিতামাতার আনুগত্যে ত্রুটি বিচ্যুতি ১৪৮

❑ সন্তানের অধিকার ১৪৮
১. সন্তানের জন্ম অধিকার নিশ্চিত করা ১৪৮
২. সন্তানকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও ১৪৮
৩. সন্তানের জন্য দু'আ করা ১৪৯
৪. সন্তান চোখ জুড়িয়ে দেয় ১৫০
৫. সন্তান কেন কামনা করা হয় ১৫০

❑ আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ১৫১
১. আত্মীয়তার সম্পর্ক ১৫১
২. আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখা ১৫১
৩. আত্মীয় স্বজনের অধিকার আদায় করা ১৫২
৪. তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা ১৫২
৫. আত্মীয় স্বজনকে ভালোবাসা ১৫৩
৬. তোমাদের সম্পদে প্রথম হক আত্মীয় স্বজনের ১৫৩
৭. আত্মীয় স্বজনকে সাহায্য করা ১৫৪
৮. যারা ওয়ারিশ নয় এমন পরিজনের সাথে আচরণ ১৫৪
৯. আত্মীয় স্বজন অসদাচারণ করলে তবু তাদের অধিকার প্রদান করা ১৫৪

❑ ইয়াতীমের অধিকার ১৫৬
১. ইয়াতীমের সাথে ভালো ব্যবহার করা ১৫৬
২. ইয়াতীমকে সন্তানের মতো মনে করা ১৫৬
৩. তাদেরকে ধমক না দেয়া ১৫৭
৪. তাদের জন্য নিজের সম্পদ খরচ করা ১৫৭
৫. ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ না করা ১৫৭
৬. ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাতের পরিণাম ১৫৭
৭. ভালো সম্পদকে খারাপ সম্পদ দিয়ে বদল না করা ১৫৮
৮. তাদের সাথে প্রতারণা না করা ১৫৮
৯. প্রয়োজনে নিজের সম্পদের সাথে ইয়াতীমের সম্পদ মিলিয়ে রাখা যেতে পারে ১৫৮
১০. তাদের সম্পদ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যয় ১৫৮
১১. সচ্ছল ব্যক্তি তাদের সম্পদ থেকে নিজের জন্য ব্যয় করতে পারবে না ১৫৯
১২. দরিদ্র অভিভাবক প্রয়োজনীয় ভাতা গ্রহণ করতে পারেন ১৫৯
১৩. ইয়াতীমের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করা ১৬০
১৪. তাদেরকে সংশোধনের চেষ্টা করা ১৬০
১৫. বুদ্ধির পরিপক্কতা না আসা পর্যন্ত সম্পদ নিজেদের দায়িত্বে রাখা ১৬০
১৬. বয়সপ্রাপ্ত হলে তাদের সম্পদ তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া ১৬১
১৭. সাক্ষীদের উপস্থিতিতে সম্পদ হস্তান্তর করা ১৬১
১৮. ইনসাফ করতে না পারলে ইয়াতীমদেরকে বিয়ে না করা ১৬১

❑ অভাবীদের সাথে আচরণ ১৬৩
১. মুমিনের সম্পদে দুঃস্থদের অধিকার ১৬৩
২. ভিক্ষুককে তাড়িয়ে না দেয়া ১৬৩
৩. মিসকীনকে না দেয়ার ভয়াবহ পরিণাম ১৬৩
৪. দরিদ্রকে ফাঁকি দেয়ার পরিণতি ১৬৪
৫. অভাবীদের সাহায্য না করা আখিরাতকে অস্বীকার করার নামান্তর ১৬৫
৬. প্রতিবেশী ও সাথীদের সাথে সদাচারণ ১৬৫
৭. মুসাফির এবং মেহমানের সাথে সদ্ব্যবহার ১৬৬
৮. চাকর চাকরানীর সাথে ভালো আচরণ ১৬৬

তৃতীয় অধ্যায়

❑ আচরণ বিধি ১৬৯
১. হালাল-হারামের বিধান দেয়ার অধিকার আল্লাহর ১৬৯
২. হালাল হারামের কুরআনী দৃষ্টিকোণ ১৭০
৩. হারাম প্রাণী ১৭০
৪. অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা ১৭০
৫. ব্যভিচার ১৭১
[৫.১] ব্যভিচারের শাস্তি ১৭১
৬. মাদক দ্রব্য এবং জুয়া-লটারী ১৭২
৭. হত্যা এবং লুট-তরাজ ১৭২
৮. চুরির শাস্তি ১৭৩
[৮.১] তাওবার আহ্বান ১৭৩
৯. খুন-খারাপী পরিহার করা ১৭৩
[৯.১] একজনকে হত্যা মানে গোটা মানব জাতিকে হত্যা ১৭৪
[৯.২] খুন-খারাপী মুমিনের কাজ নয় ১৭৪
[৯.৩] কোনো মুমিনকে হত্যার ভয়াবহ পরিণতি ১৭৪
[৯.৪] কিসাস ১৭৫
[৯.৫] কিসাস প্রত্যাহার ১৭৫
[৯.৬] কিসাসের যৌক্তিকতা ১৭৬
১০. ব্যক্তি মালিকানার সংরক্ষণ ১৭৬
১১. সুদ ১৭৭
[১১.১] যারা সুদকে বৈধ মনে করে তাদের পরিণতি ১৭৭
[১১.২] যারা সুদে লেন-দেন করে তাদের স্থায়ী ঠিকানা ১৭৮
[১১.৩] সুদখোরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ১৭৮
১২. ঋণ গ্রহীতার সাথে কোমল আচরণ ১৭৯
[১২.১] ঋণের ডকুমেন্ট রাখা ১৭৯
[১২.২] ঋণপত্র লেখকের প্রতি নির্দেশ ১৮০
[১২.৩] ঋণপত্র লেখাবার দায়িত্ব ঋণগ্রহীতার ১৮০
[১২.৪] ঋণপত্র বা লেনদেনের দলিলে সাক্ষ্য গ্রহণ ১৮০
[১২.৫] সাক্ষীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৮১
[১২.৬] দলিল লিখানোর যৌক্তিতা ১৮১
১৩. নগদ বেচা কেনায় দলিল লেখা জরুরী নয় ১৮১
[১৩.১] সাক্ষ্য নির্ধারণের প্রয়োজন ১৮২
[১৩.২] সাক্ষী ও লেখকদেরকে কোনো চাপ প্রয়োগ করা যাবে না ১৮২
[১৩.৩] সাক্ষ্য গোপন করা অপরাধ ১৮২
১৪. বন্ধক বা রেহেন ১৮২
১৫. ওসিয়তের গুরুত্ব ১৮৩
১৬. শপথ ১৮৪
[১৬.১] কল্যাণমূলক কাজ না করার জন্য শপথ করো না ১৮৪
[১৬.২] শপথের কাফ্ফারা ১৮৪
১৭. উত্তরাধিকার বা মীরাস ১৮৬
[১৭.১] উত্তরাধিকার আইনের দীনি গুরুত্ব ১৮৬

[১৭.২] এ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর ১৮৬
[১৭.৩] পুরুষ ও মহিলা প্রত্যেকেই মীরাসের অধিকারী ১৮৭
[১৭.৪] ওয়ারিসী–স্বত্ব অবশ্যই বণ্টন করতে হবে ১৮৭
[১৭.৫] বণ্টনের আগে ঋণ এবং ওসিয়ত পূর্ণ করতে হবে ১৮৮
[১৭.৬] একজন পুরুষ পাবেন দুজন মহিলার সমান ১৮৮
[১৭.৭] সন্তানের অংশ ১৮৮
ক. ছেলে মেয়ের অংশ ১৮৮
খ. শুধু কন্যা সন্তান থাকলে সকলে মিলে $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে ১৮৯
গ. শুধু একজন হলে সে অর্ধেক পাবে ১৮৯
[১৭.৮] পিতা-মাতার অংশ ১৮৯
ক. মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে বাপ-মা $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবেন ১৮৯
খ. মৃত ব্যক্তি নিঃসন্তান হলে মা $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবেন ১৮৯
গ. মৃত ব্যক্তির ভাইবোন থাকলে মা $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবেন ১৯০
[১৭.৯] স্বামী-স্ত্রীর অংশ ১৯০
ক. মৃত স্ত্রী নিঃসন্তান হলে স্বামী $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবেন ১৯০
খ. স্ত্রীর সন্তান থাকলে স্বামী $\frac{১}{৪}$ অংশ পাবেন ১৯০
গ. মৃত স্বামী নিঃসন্তান হলে স্ত্রী $\frac{১}{৪}$ অংশ পাবেন ১৯০
ঘ. স্বামীর সন্তান থাকলে স্ত্রী $\frac{১}{৮}$ অংশ পাবেন ১৯০
[১৭.১০] ভাইবোনের অংশ ১৯১
ক. মৃত ব্যক্তির একজন ভাই কিংবা একজন বোন থাকলে ১৯১
খ. ভাই বোনের সংখ্যা একাধিক হলে ১৯১
গ. মৃত ব্যক্তি নিঃসন্তান এবং মাত্র একজন বোন থাকলে ১৯১
[গ.১] দু বোন ওয়ারিস হলে ১৯১
[গ.২] ভাই বোন একাধিক হলে ১৯২

চতুর্থ অধ্যায়

❑ **তাবলীগে দীন বা দীনের প্রচার** ১৯৪
১. মানুষের প্রকৃত জীবন ব্যবস্থা ১৯৫
২. সকল নবী একই দাওয়াত দিয়েছেন ১৯৫
৩. সকল নবী রাসূলই ইসলামের দিকে ডেকেছেন ১৯৫
৪. সকল মানুষ একই উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত ১৯৬
৫. জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম ছাড়া আর কিছু গ্রহণযোগ্য নয় ১৯৭
❑ **হযরত ইবরাহীম (আ) এবং ইসলাম** ১৯৭
১. হযরত ইবরাহীম (আ) ও বিশ্ব নেতৃত্ব ১৯৭
২. ইবরাহীম (আ)-এর ওসিয়ত ১৯৮
৩. ইবরাহীম (আ)-এর দীন থেকে মুখ ফেরানো নির্বুদ্ধিতা ১৯৮
৪. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রত্যাশা ১৯৮
❑ **শেষ নবীর আবির্ভাব** ২০০
১. শেষ নবী প্রেরণের জন্য দুআ ২০০
২. মুমিনদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ দয়া ২০০
❑ **শেষ নবীর ওপর অর্পিত দায়িত্ব** ২০১
১. দীনের প্রচার ২০১
২. সুসংবাদ ও ভীতি প্রদর্শন ২০১
৩. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ ২০১
৪. সত্যের সাক্ষ্য ২০২
৫. সুবিচার প্রতিষ্ঠা ২০২
৬. সত্য দীনের (দীনে হকের) বিজয় ২০৩
৭. দীন পূর্ণতার ঘোষণা ২০৪
৮. খতমে নবুওয়াত ২০৪

❑ মুসলিম উম্মাহ ও তাদের দায়িত্ব কর্তব্য ২০৫
১. মুসলিম উম্মাহর আবির্ভাবের দুআ ২০৫
২. রাসূলের প্রতিনিধিত্ব ২০৫
৩. মুসলিম উম্মাহর বিশেষ মর্যাদা ২০৭
৪. মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত দায়িত্ব ২০৭
৫. উম্মাহর লক্ষ্য থাকবে ইকামাতে দীন বা দীনের প্রতিষ্ঠা ২০৮

❑ ইসলামী দাওয়াত ও রাষ্ট্র ক্ষমতা ২১১
১. সার্বভৌমত্ব ২১১
২. সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ ২১১
৩. আল্লাহর সার্বভৌমত্বে আর কেউ অংশীদারী নেই ২১২
৪. আল্লাহ সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ২১২
৫. হুকুমাত আল্লাহর ২১৩
৬. দীনের প্রয়োজনেই রাষ্ট্রক্ষমতা আবশ্যক ২১৩
৭. ইসলামী শক্তির গুরুত্ব ২১৪
৮. ইসলামকে ক্ষমতাসীন করার লক্ষ্যেই রাসূলের আবির্ভাব ২১৪

❑ হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব ২১৪
❑ বাতিল শক্তির ইচ্ছে এবং আবদার ২১৫
১. দীনের প্রদীপকে নিভিয়ে দেয়া ২১৫
২. হকপন্থীদেরকে বাতিলের দিকে ফিরিয়ে নেবার প্রচেষ্টা ২১৫
৩. সত্য দীনে রদবদলের আবদার ২১৬

❑ চিরন্তনী এ দ্বন্দ্বে হকপন্থীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ২১৬
১. হকের ওপর অবিচল থাকা ২১৬
২. আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা ২১৭
৩. কুফরীর প্রতি কোনো দুর্বলতা প্রকাশ না করা ২১৭
৪. কুফরী শক্তির ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক থাকা ২১৮
৫. কাফিরদেরকে বন্ধু মনে না করা ২১৮
৬. ফিতনার মূলোৎপাটন ২১৮

❑ ইকামাতে দীনের পদ্ধতি ও মূলনীতি ২১৯

❑ চরিত্র গঠন ২১৯
১. পরিপূর্ণ ঈমান ২১৯
২. নিষ্কলুষ ইবাদাত ২১৯
৩. নামায প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ততা ২২০
৪. পূর্ণ আনুগত্য ২২১
৫. তাকওয়া ২২১
৬. পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ ২২২
৭. পরীক্ষার উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা ২২২
৮. কথা ও কাজের মিল ২২৩
৯. আমলের দৃষ্টান্ত স্থাপন ২২৩
১০. যিকির ও ফিকির ২২৪
১১. আল কুরআন অধ্যয়ন এবং গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা ২২৪

❑ সংগঠন ২২৬
১. দীনি সংগঠনের গুরুত্ব ২২৬
২. সংগঠনের ভিত্তি ২২৬
৩. আদর্শ সংগঠন ২২৭
৪. পারস্পরিক সম্পর্ক ২২৭
৫. পারস্পরিক হিতোপদেশ ১২৮
৬. পারস্পরিক সহযোগিতা ২২৮
৭. সংশোধনীমূলক মনোভাব ২২৮
৮. দলাদলি নিষিদ্ধ ২২৮
৯. আমীরের আনুগত্য ২২৮
১০. নেতা ও কর্মীর বিরোধ মীমাংসা ২৩০
১১. সংগঠিত জীবনের দীনি মর্যাদা ২৩০

❑ ইসলামী সংগঠনের আমীর ২৩১
১. আমীর নির্বাচনের মাপকাঠি ২৩১
২. নির্বাচনের দীনি গুরুত্ব ২৩১
৩. পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ২৩২
৪. প্রত্যেক মুমিনই সম্মানার্হ ২৩২
৫. দলীয় কর্মীদের গুরুত্ব অনুধাবন ২৩৩
৬. অধিনস্তদের সাথে কোমল আচরণ ২৩৩
৭. নম্রতা ও ভালোবাসা প্রদর্শন ২৩৩
৮. বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ ২৩৪

৯. সাংগঠনিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা ২৩৪

❑ **দাওয়াতী কাজ** ২৩৪
১. ইসলামী সংগঠনের উদ্দেশ্য ২৩৪

❑ **দাওয়াতের কুরআনী পদ্ধতি** ২৩৫
১. ইসলামের মৌলিক দাওয়াত ২৩৫
২. চিন্তামূলক দাওয়াত ২৩৬
৩. চিন্তার বিশুদ্ধিকরণ ২৩৭
৪. দাওয়াতী কাজের কলা-কৌশল ২৩৮

❑ **দাওয়াত দানকারীর গুণাবলী** ২৪০
১. দীনের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বুঝা ২৪০
২. দায়িত্বের পূর্ণ অনুভূতি ২৪০
৩. সমাজ সংস্কারের পেরেশানী ২৪১
৪. সত্যের উপলব্ধি ২৪১
৫. ধৈর্য ও দৃঢ়তা ২৪১
৬. বিনিময় প্রত্যাশী না হওয়া ২৪১
৭. আল্লাহর সাহায্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ২৪২

❑ **সত্যের আহ্বানকারী ও বিরোধী মহল** ২৪২
১. বিরোধী মহলের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ ২৪২
২. উচ্চকণ্ঠে ইসলামের ঘোষণা ২৪৩
৩. বিরোধিতায় অকুতোভয় হওয়া ২৪৩
৪. আপোষহীন মনোবৃত্তি ২৪৪
৫. দৃঢ় ও অটল থাকা ২৪৫
৬. সর্বাবস্থায় পূর্ণাঙ্গ দীনের দাওয়াত দিতে হবে ২৪৫
৭. বাতিলের উৎপীড়নে ধৈর্যধারণ করা ২৪৫
৮. নরম সুরে দাওয়াত দেয়া ২৪৬
৯. শালীনতার সীমা অতিক্রম না করা ২৪৬
১০. অপরের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কথা বলা ২৪৬
১১. জোর জবরদস্তি না করা ২৪৬
১২. দীনে কোনো জবরদস্তি নেই ২৪৭
১৩. ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি রাখা ২৪৭
১৪. আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রাখা ২৪৮

❑ **হিজরত** ২৪৮
১. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর হিজরত ২৪৯

❑ **আল্লাহর পথে জিহাদ** ২৫০
১. জিহাদ ঈমানের মাপকাঠি ২৫০
২. আল্লাহর পথে বেরুনোর পেরেশানী ২৫১
৩. জিহাদে অংশগ্রহণ না করা মুমিনদের কাহিনী ২৫২

❑ **গ্রন্থ নির্দেশিকা** ২৫৫

প্রথম অধ্যায়

সচ্চরিত্র

সচ্চরিত্র

সচ্চরিত্র সম্পর্কে আল কুরআনে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এক কথায় বলা যেতে পারে–মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য ঈমানের পর যে জিনিসটি অপরিহার্য, তার নাম সচ্চরিত্র। আল কুরআনের যাবতীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ফলাফলই হচ্ছে সচ্চরিত্র। এজন্য ব্যাপক ও ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। চারিত্রিক অধপতনকে ঈমানের পরিপন্থী বলে আখ্যায়িত করে, বেঁচে থাকার কঠোর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

সচ্চরিত্র গঠনের উপাদানসমূহ

১. সত্যবাদিতা

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ○ التوبة : ١١٩

"মুমিনগণ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাহচর্য অবলম্বন করো।"–সূরা আত তাওবা ঃ ১১৯।।

তাবুক অভিযানে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যে তিনজন সাহাবা নিজেদের আলস্য ও গাফলতির কারণে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, তাদের প্রসঙ্গ আলোচনার পর মুমিনদের এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তোমরা সত্যবাদী লোকদের সঙ্গী হয়ে থেকো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক থেকে ফিরে আসার পর, তাঁরা মিথ্যে কিংবা বানোয়াট অজুহাত পেশ করেননি। বরং নিজেদের দুর্বলতার কথা অকপটে স্বীকার করেন। তাদের এ সত্য বক্তব্যই অপরাধ মুক্তির সহায়ক হয়। আর সত্যিবাদিতার এ কাহিনী কিয়ামত পর্যন্তই পুনরাবৃত্তি হতে থাকবে।

একটি কথা স্মর্তব্য, সত্যবাদিতা শুধু মৌখিক ব্যাপার নয় বরং এর সম্পর্ক অন্তর ও কাজের সাথে।

[১.১] সত্যবাদী মুমিন

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ○ الحجرت : ١٥

"প্রকৃত মুমিনতো তারা-ই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর বিশ্বাসী। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সংশয়ও তারা পোষণ করে না। আর আল্লাহর পথে জীবন ও সম্পদ দিয়ে লড়াই করে। তারাই সত্যবাদী।"
–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৫।।

অর্থাৎ তারা শুধু ঈমানের মৌখিক স্বীকৃতিই দেন না, তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস রেখে কাজের মাধ্যমে বাস্তব প্রমাণ দেন। মূলত মৌখিক স্বীকৃতি, অন্তরের বিশ্বাস এবং কাজের সমন্বয়ের নাম সত্যবাদিতা। এ সমন্বয়ের ওপরই মানুষের যাবতীয় কাজ ও চরিত্র নির্ভরশীল।

[১.২] সত্যবাদীদের মর্যাদা

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ج وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا○

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মেনে চলবে, সে তাদের সঙ্গী হবে যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ দানে ধন্য করেছেন। তারা হলেন নবী, সিদ্দীক (সত্যবাদী), শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। বস্তুত তারা কত উত্তম সঙ্গী।"–সূরা আন নিসা ঃ ৬৯।।

সিদ্দীক তাদেরকে বলা হয়েছে যারা কথায়, কাজে ও বিশ্বাসে সততার পরিচয় দেন। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপই যাদের স্বচ্ছতা ও সুন্দরের মোড়কে আবৃত। আল্লাহর নিকট নবীদের পরই তাদের মর্যাদা নির্ধারিত রয়েছে।

২. সবর (ধৈর্য)

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ-

"অতএব হে রাসূল ঃ আপনি ধৈর্যধারণ করুন, মর্যাদাবান রাসূলগণ যেভাবে ধৈর্যধারণ করেছেন।"–সূরা আল আহকাফ ঃ ৩৫।।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا قف وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ○ ال عمران : ٢٠٠

"ঈমানদারগণ! সবরের পথ অবলম্বন করো, ধৈর্যে পরস্পর প্রতিযোগিতা করো এবং বাতিলের মুকবেলায় দৃঢ় থাকো, আর আল্লাহকে ভয় করে চলো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।"-সূরা আলে ইমরান ঃ ২০০।।

আল কুরআনে নৈতিক-চরিত্রকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার জন্য যেসব জিনিসের ওপর অত্যন্ত জোর দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে সবর বা ধৈর্য-ই হচ্ছে মূল ভিত্তি। সবর শব্দটি আল কুরআনে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সবরের তিনটি দিক রয়েছে। যথা–

- আবেগ উচ্ছ্বাসকে নিয়ন্ত্রণে রাখা।
- কঠিন মুহূর্তেও সত্যের ওপর অবিচল থাকা এবং নিজের নীতি-আদর্শকে বিসর্জন না দেয়া।

০ সত্যের পথে চলতে গিয়ে যাবতীয় যুলম নির্যাতনকে হাসি মুখে বরদাশ্‌ত করা।

[২.১] আবেগ উচ্ছ্বাস নিয়ন্ত্রণ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ج تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط ـ الكهف : ٢٨

"তুমি নিজেকে তাদের সাহচর্যে রাখো যারা সকাল সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টিলাভের জন্য তাঁকে ডাকে। তুমি পার্থিব জীবনের চাকচিক্যের মোহে তাদের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ো না।"

–সূরা আল কাহফ ঃ ২৮।।

[২.২] সত্যের ওপর অবিচল থাকা

اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ج اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ قف يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ط

"আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও এবং ধৈর্যধারণ করো (অর্থাৎ সত্যের ওপর অবিচল থাকো।) পৃথিবী আল্লাহর। তিনি তার বান্দাদের থেকে যাকে ইচ্ছে–তার উত্তরাধিকারী বানিয়ে থাকেন।"

–সূরা আল আরাফ ঃ ১২৮।।

ফিরআউনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ বনী ইসরাঈলকে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নসীহত করতে গিয়ে বলেছিলেন–তোমাদের অবস্থা যতই নাজুক ও সংগীন হোক না কেন, সত্যের ওপর অবিচল থাকতে হবে তাহলে আল্লাহর কুদরত ও হিকমত দেখতে পাবে। পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহর। যাকে খুশী তিনি এর কর্তৃত্ব প্রদান করে থাকেন।

وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ج وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ○

"যেভাবে নির্দেশ আসে সেইভাবে চলো এবং আল্লাহর ফায়সালা আসার আগ পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করো। কেননা তিনিই উত্তম ফায়সালাকারী।"

-সূরা ইউনুস ঃ ১০৯।।

رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

"হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদেরকে ধৈর্যধারণ করার শক্তি দিন, দৃঢ় রাখুন এবং অবিশ্বাসী জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৫০।।

[২.৩] কষ্ট সহিষ্ণুতা

وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ط اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ـ

"যুলম নির্যাতনকে (হাসি মুখে) বরদাশ্‌ত করো, নিসন্দেহে এটি অত্যন্ত সাহসের কাজ।"–সূরা লুকমান ঃ ১৭।।

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلاً ـ

"কাফিররা যা বলে বলুক, তুমি ধৈর্যধারণ করো এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে এড়িয়ে চলো।"–সূরা আল মুয্‌যাম্মিল ঃ ১০।।

[২.৪] সবরের ভিত্তি

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوْا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ

"তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্যধারণ করে।"
–সূরা আর রাদ ঃ ২২।।

[২.৫] সবরের পুরস্কার

اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا لا خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ○ الفرقان : ٧٥-٧٦

"সবরের পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে জান্নাতে উচ্চতম ভবন প্রদান করা হবে এবং তাদের সাদর সম্ভাষণের সাথে অভ্যর্থনা জানানো হবে। তারা সবসময়ই সেখানে থাকবে। অবস্থান ও বসবাসের জায়গা হিসেবে তা কতই না উত্তম !"–সূরা আল ফুরকান ঃ ৭৫-৭৬।।

এ দুটো আয়াতের পূর্বে মুমিনদের কিছু চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অতপর তার পুরস্কার ও প্রতিদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু পুরস্কার ও প্রতিদানের উল্লেখের সময় সেইসব গুণাবলীর কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে এটি সবরের প্রতিদান। সবরকে ঐসব গুণাবলীর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় সবর

শুধুমাত্র একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের নাম নয় বরং অনেকগুলো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সম্মিলিত রূপের নাম।

৩. ভারসাম্য বা মধ্যমপন্থা অবলম্বন

ভারসাম্য বা মধ্যমপন্থা অবলম্বন এমন এক সৌন্দর্য যা জীবনের প্রতিটি আচার আচরণের সাথেই সংশ্লিষ্ট। আল কুরআনও প্রতিটি কাজে ভারসাম্য রক্ষা করা এবং কঠোরতা ও শিথিলতার দু প্রান্তিক অবস্থা পরিহার করে চলার গুরুত্ব প্রদান করেছে।

[৩.১] নামাযে ভারসাম্য

وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً ○

"তুমি নামায একেবারে জোরেজোরে কিংবা মনে মনে পড়বে না, বরং উভয় অবস্থার মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করবে।"

–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১১০।।

[৩.২] দান সাদকায় ভারসাম্য

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ○ بنى اسرائيل : ٢٩

"তুমি দানের ব্যাপারে কার্পণ্য করো না কিংবা হাতকে উন্মুক্ত করে দিয়ো না, তাহলে তুমি নিঃস্ব হয়ে যাবে এবং তিরস্কৃত হবে।"

–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৯।।

[৩.৩] খরচে ভারসাম্য

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ـ

"(রহমানের প্রিয় বান্দা তারা) যারা খরচ করার সময় অপচয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না বরং মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে।"

–সূরা আল ফুরকান ঃ ৬৭।।

[৩.৪] চালচলনে ভারসাম্য

وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ ـ لقمن : ١٩

"নিজের চাল চলনে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো।"-সূরা লুকমান ঃ ১৯।।

৪. ইহ্সান

অপরের সাথে সদাচারণ, আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার এবং অপরকে তার প্রাপ্যের চেয়ে বেশী দেয়াকে 'ইহ্সান' বলা হয়।

وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ـ القصص : ٧٧

"তোমরা অন্যের প্রতি ইহ্সান করো, যেরূপ আল্লাহ তোমাদের প্রতি ইহ্সান করেছেন।"-সূরা আল কাসাস ঃ ৭৭।।

৫. অপরকে অগ্রাধিকার প্রদান

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ط وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ الحشر : ٩

"নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তারা অপরকে অগ্রাধিকার দেয়। বস্তুত যাদেরকে মনের সংকীর্ণতা হতে রক্ষা করা হয়েছে তারাই সফল।"
-সূরা আল হাশর ঃ ৯।।

মদীনার আনসারগণ নিজেদের শত প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও মুহাজিরদেরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং তাদের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়েছেন। প্রতিটি ব্যাপারেই তাদেরকে অগ্রাধিকার প্রদানের ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন।

৬. লজ্জা

اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِىَّ فَيَسْتَحْىٖ مِنْكُمْ ز ـ الاحزاب : ٥٣

"তোমাদের এ আচরণ নবীকে পীড়া দেয় কিন্তু তিনি তোমাদের বলতে লজ্জাবোধ করছেন।"-সূরা আল আহযাব ঃ ৫৩।।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহার বিয়ের ওয়ালিমার দাওয়াত খেয়ে কয়েকজন সেখানেই নিশ্চিন্তে বসে পড়েন। এদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসখুস করতে থাকেন। তিনি চাচ্ছিলেন তারা চলে যান। তিনি নিজেও ওঠে

দাঁড়ালেন কিন্তু তারা ঠায় বসে রইলেন। লজ্জায় তিনি তাদেরকে কিছু বলতেও পারছিলেন না। তখন আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে তাদেরকে বলে দিলেন।

فَدَلّٰهُمَا بِغُرُوْرٍ ج فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ط ـ الاعراف : ٢٢

"এভাবে ইবলিস তাদের দুজনকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে দিলো। শেষ পর্যন্ত তারা যখন সেই গাছের স্বাদ আস্বাদন করলো তখন তাদের লজ্জাস্থান পরস্পরের নিকট উন্মুক্ত হয়ে গেলো। তারা জান্নাতের লতা-পাতা দিয়ে তাদের লজ্জাস্থান ঢেকে নেয়ার চেষ্টা করলো।"

–সূরা আল আরাফ ঃ ২২।।

অর্থাৎ লজ্জা মানুষের স্বভাবজাত সৌন্দর্য, যা তাদেরকে অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে।

৭. শালীনতা

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ـ المؤمنون : ٥

"আর তারা (অর্থাৎ ঈমানদারগণ) তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে।"–সূরা আল মুমিনূন ঃ ৫

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ج ـ الانعام : ١٥١

"অশ্লীলতার ধারে কাছেও যেয়ো না, চাই তা প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৫১।।

৮. আমানতদারী

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا لا ـ النساء : ٥٨

"আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় আমানত তার প্রাপকের কাছে ফিরিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছেন।"–সূরা আন নিসা ঃ ৫৮।।

আমানত বলতে সকল প্রকার আমানতই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন–ধন-সম্পদের আমানত, দায়িত্বের আমানত, প্রতিশ্রুতির আমানত কিংবা মতামত (ভোট) প্রদানের আমানত।

৯. প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা

وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ج ـ البقرة : ١٧٧

"সৎলোকতো তারাই যারা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা রক্ষা করে।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৭।।

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ج اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً ـ بنى اسرئيل : ٣٤

"প্রতিশ্রুতি রক্ষা করো। অবশ্যই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৪।।

১০. সত্য প্রকাশ

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ـ الحجر : ٩٤

"হে নবী ! তোমাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা অকপটে প্রকাশ করে দাও।"–সূরা আল হিজর ঃ ৯৪

يُجَاهِدُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ط ـ المائدة : ٥٤

"তারা আল্লাহর দীনকে বিজয়ের প্রচেষ্টা করে যায়, কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে পরোয়া করে না।"–সূরা মায়িদা ঃ ৫৪।।

সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করতে গিয়ে কোনো বাধাই তাদেরকে রুখে দাঁড়াতে পারে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন —'যালিম শাসকের বিরুদ্ধে সত্য কথা বলা সবচেয়ে বড়ো জিহাদ।'

১১. বীরত্ব

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ

اِيْمَانًا ق وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ـ ال عمران : ١٧٣

"যাদেরকে লোকেরা এই বলে সংবাদ দিলো, তোমাদের বিরুদ্ধে বিপুল সংখ্যক সৈন্য জড়ো করা হয়েছে, তাদেরকে ভয় করো। তখন তাদের ঈমান আরো দৃঢ় হয়ে গেল এবং বললো–আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, অভিভাবক হিসেবেও তিনি কত উত্তম।"
–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭৩।।

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ ۙ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّآ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ط ـ الاحزاب : ٢٢

"যখন মুমিনগণ সম্মিলিত বাহিনীকে দেখলো তখন তারা বলে উঠলো–এরই প্রতিশ্রুতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের দিয়েছেন। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ঠিকই বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেলো।"–সূরা আল আহযাব ঃ ২২।।

১২. আল্লাহ নির্ভরতা (তাওয়াক্কুল)

وَمَا لَنَآ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ط وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ـ ابرهيم : ١٢

"আল্লাহর ওপর নির্ভর না করার কী কারণ থাকতে পারে, অথচ তিনিই আমাদের পথ দেখিয়েছেন। তোমরা আমাদেরকে যে কষ্ট দিচ্ছো সে জন্য আমরা ধৈর্যধারণ করবো। নির্ভরশীলদের একমাত্র আল্লাহর ওপরই নির্ভর করা উচিত।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ১২।।

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ط ـ الطلاق : ٣

"যে আল্লাহর ওপর ভরসা করবে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।"
–সূরা আত তালাক ঃ ৩।।

আল্লাহর ওপর যিনি নির্ভর করতে পারেন তিনি কখনো নিরাশ হন না। আল্লাহ তাআলা অদৃশ্য হতে এমনভাবে তাকে সাহায্য করে থাকেন যা তিনি কল্পনাও করতে পারেন না।

১৩. অল্পে তুষ্টি

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ط وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ـ طه : ١٣١

"আমি এদের মধ্যে বিভিন্ন লোককে পরীক্ষার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ ভোগ বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, তুমি সেদিকে

চোখ তুলেও তাকাবে না। তোমার প্রতিপালকের দেয়া জীবিকা এর চেয়ে উত্তম ও স্থায়ী।"-সূরা ত্বা-হা ঃ ১৩১।।

কাফির মুশরিকরা সম্পদের যে পাহাড় গড়ে তুলছে, ভোগ বিলাসের যেসব উপায় উপকরণ বের করছে, তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করাতো দূরের কথা তার দিকে তাকানোও উচিত নয়। কারণ এগুলো হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষার উপকরণ মাত্র। যেন কিয়ামতের দিন তারা তাদের পক্ষে কোনো ওজর আপত্তি দাঁড় করাতে না পারে। কাজেই ওসবের ওপর লুলোপ দৃষ্টিতে তাকানো কোনো মুমিনের কাজ নয়।

১৪. বদান্যতা

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ البقرة : ٢٧٤

"যারা তাদের ধন-সম্পদ দিনরাত গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাদের প্রতিফল তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। তাদের কোনো ভয় কিংবা দুশ্চিন্তার কারণ নেই।"-সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৪।।

তাদের এ বদান্যতা ও দানশীলতার এমন বিনিময় আল্লাহ দেবেন, যা কখনো হারিয়ে যাবে না কিংবা নষ্ট হবে না। এমন কি দুনিয়ার জীবন অনর্থক অতিবাহিত হয়েছে এমন আক্ষেপও তাদের থাকবে না। বরং তারা সেখানে আনন্দ ও প্রশান্তির সাথে জীবন যাপন করতে থাকবেন।

১৫. ক্ষমা

وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

"তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি চাও না আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, মেহেরবান।"-সূরা আন নূর ঃ ২২।।

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ○ الاعراف : ١٩٩

"হে রাসূল ! ক্ষমার নীতি অবলম্বন করো, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চলো।"-সূরা আল আরাফ ঃ ১৯৯।।

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ○ الشورى : ٤٣

"যারা ধৈর্যধারণ করে এবং লোকদের মাফ করে দেয়, এটি খুবই সাহসিকতার কাজ।"-সূরা আলে ইমরান ঃ ৪৩।।

১৬. ক্রোধ সংবরণ

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

"যারা ক্রোধ সংবরণ করে এবং অন্যের দোষ-ত্রুটি মাফ করে দেয়, আল্লাহ এ ধরনের সৎলোকদের অত্যন্ত ভালোবাসেন।"

-সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৪।।

১৭. সহনশীলতা

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ـ هود : ٧٥

"ইবরাহীম বড়ো ধৈর্যশীল, কোমল অন্তর, আল্লাহ্মুখী ছিলেন সন্দেহ নেই।"-সূরা হুদ ঃ ৭৫।।

কঠিন থেকে কঠিনতর মুহূর্তেও নিজেকে সামলে রাখা, প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ গ্রহণ না করাকে সহনশীলতা বলে। এটি মহান আল্লাহ্র একটি গুণ এবং আম্বিয়া কিরামও এ গুণে গুণান্বিত ছিলেন।

১৮. কোমলতা

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ج وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ص فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ـ ال عمران : ١٥٩

"আল্লাহ্র মেহেরবানীতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয়ের অধিকারী হয়েছেন। যদি আপনি রুঢ় ও কঠিন হৃদয়ের অধিকারী হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেতো। অতএব তাদের ভুল-ত্রুটি মাফ করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করুন।"-সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯।।

১৯. ভালো আচরণ দিয়ে মন্দ আচরণের মুকাবেলা

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ط اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ـ وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ج وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ○ حم السجده : ٣٤

"ভালো ও মন্দ সমান নয়। ভালো দিয়েই মন্দের মুকাবেলা করো। তখন দেখবে, যে তোমার শত্রু সেও প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে। এ গুণ তাদেরই নসীব হয় যারা ধৈর্যশীল। আর এ গুণের অধিকারীগণ অত্যন্ত সৌভাগ্যবান।"–সূরা হা-মীম আস সাজদা ঃ ৩৪-৩৫।।

যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ভদ্রতা ও মানবতাবোধ থাকে সে মন্দের মুকাবেলায় ভালো আচরণ দেখতে পেলে খারাপ আচরণে আর স্থির থাকতে পারে না। বরং তার অন্তরে ঘৃণা ও হিংসার পরিবর্তে ভালোবাসা ও মমতার সৃষ্টি হয়।

২০. বিনয়

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا ـ

"রহমানের বান্দা তারা, যারা জমিনের বুকে বিনয় ও নম্রতার সাথে চলাফেরা করে।"–সূরা আল ফুরকান ঃ ৬৩।।

মানুষের আচার-আচরণ মূলত তার ব্যক্তিত্বের দর্পণ স্বরূপ। আচার-আচরণ দেখেই তার মনের অবস্থা উপলব্ধি করা যায়। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের চাল চলনেই তাদের অন্তরের নম্রতা, কোমলতা ও বিনয়ীভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ط ـ لقمن : ١٨

"অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে চলাফেরা করো না।"–সূরা লুকমান ঃ ১৮।।

২১. আত্মমর্যাদা ও গাম্ভীর্য

وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ـ الفرقان : ٧٢

"তারা যখন অর্থহীন বিষয়ের কাছে দিয়ে যায় তখন ভদ্র মানুষের মতোই অতিক্রম করে।"-সূরা আল ফুরকান ঃ ৭২।।

অর্থাৎ কোথাও তারা অর্থহীন কাজে জড়িয়ে পড়েন না বরং ভদ্রতার সাথে নিজেকে বাঁচিয়ে চলেন।

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَايَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ ز يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ج تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ج لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ط ـ البقرة : ٢٧٣

"দান খয়রাত ঐসব লোকদের প্রাপ্য, যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে নিয়োজিত থাকে যে, জীবিকা অর্জনের জন্য পৃথিবীতে তারা কোনো চেষ্টা করতে পারে না। হাত পেতে বেড়ায় না বলে অজ্ঞ লোকেরা এদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তুমি তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি মিনতি করে ভিক্ষে চায় না।"
-সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৩।।

তাদের শত প্রয়োজন ও অভাব অনটন থাকা সত্ত্বেও আত্মমর্যাদার কারণে নিজেদের দৈন্যতা ও প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করেন না।

২২. আদল ও ইনসাফ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ج ـ الحديد : ٢٥

"আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি দিয়ে পাঠিয়েছি। সেই সাথে কিতাব ও মানদণ্ড অবতীর্ণ করেছি, যেন লোকেরা ইনসাফ ও সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।"-সূরা আল হাদীদ ঃ ২৫।।

মানব জীবনে ইনসাফ ও সুবিচারের গুরুত্ব এতোবেশী যে, আল্লাহ তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিধান অবতীর্ণ করেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, আদল এবং ইনসাফ চারিত্রিক সৌন্দর্যের এমন সম্মিলিত অবস্থার নাম যা ছাড়া ব্যক্তিত্ব ও মানবতা পূর্ণতা লাভ করে না। এমন কি মানব সভ্যতাও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। আদল বা সুবিচারের

সম্পর্ক ব্যক্তি ও সমাজের প্রতিটি দিক ও বিভাগের সাথে। এজন্যই আল কুরআন বিষয়টিকে এতোবেশী জোর দিয়ে উপস্থাপন করেছে। আরো বলা হয়েছে–

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ج - النساء : ٥٨

"যখন লোকদের মধ্যে ফায়সালা করবে তখন ন্যায়পরায়ণার সাথেই তা করবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ৫৮।।

وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ج

"আর যখন কথা বলবে তখন ইনসাফের কথাই বলবে, ব্যাপারটি নিজের আত্মীয়েরই হোক না কেন।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৫২।।

সচ্চরিত্রের পরিপন্থী বিষয়সমূহ

সচ্চরিত্রের পরিপন্থী সেইসব আচার-আচরণকে দুশ্চরিত্র বলা হয়, মানুষের সুস্থ বিবেক বুদ্ধি যাকে সর্বদা ঘৃণা করে আসছে। এসব কুস্বভাব যখন কোনো ব্যক্তি বা সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করে তখন তাকে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের হাত থেকে কোনো শক্তিই আর রক্ষা করতে পারে না। ঐসব কুস্বভাবের কোনো ছায়াও যেন ব্যক্তি বা সমাজে প্রতিফলিত হতে না পারে সে জন্য কুরআন জোর তাকিদ দিয়েছে।

১. মিথ্যে

وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ـ الحج : ٣٠

"মিথ্যে বলা পরিহার করো।"–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৩০।।

কথা ও কাজের যত খারাপ দিক আছে, মিথ্যে হচ্ছে তার মূল বা শিকড়। মিথ্যে থেকে যে আত্মরক্ষা করতে পারে না কিংবা মিথ্যেকে যে পরিহার করতে পারে না তাকে দিয়ে ভালো ও কল্যাণকর কোনো কাজের আশা-ই করা যায় না।

اَنْ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ـ النور : ٧

"তার ওপর আল্লাহর লানত হোক, যদি সে মিথ্যেবাদী হয়।"

–সূরা আন নূর ঃ ৭।।

লানত অর্থ আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং আল্লাহর আক্রোশ ও গযবে পড়া। আল কুরআন কুফর ও যুলমের পর কেবল মিথ্যের জন্যই এ ভয়ানক শাস্তির কথা বলেছে।

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۝ المنفقون : ١

"আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন অবশ্যই মুনাফিকরা চরম মিথ্যেবাদী।"

–সূরা আল মুনাফিকুন ঃ ১।।

অর্থাৎ তারা যা বলে তা তাদের মনের কথা নয়। সে জন্যই মিথ্যে বলাকে মুনাফিকীর অন্যতম নিদর্শন মনে করা হয়।

২. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ

فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ○ التوبة : ٧٧

"এরই পরিণতিতে তাদের অন্তরে মুনাফিকী স্থান করে নিয়েছে। সেইদিন পর্যন্ত যেদিন তারা তাঁর সাথে গিয়ে মিলবে। কারণ তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা লংঘন করে এবং মিথ্যে বলে।"

–সূরা আত তাওবা ঃ ৭৭।।

৩. খিয়ানত

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ الانفال : ٢٧

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা জেনে শুনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে এবং তোমাদের কাছে যে আমানত রাখা হয় তার খিয়ানত (বিশ্বাস ভঙ্গ) করো না।"–সূরা আল আনফাল ঃ ২৭।।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খিয়ানত অর্থ–মুখে ঈমানের দাবী করে কার্যত তাঁর হুকুম আহকাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং দীনি দায়িত্ব ও ফরযসমূহ পালনে গাফলতি প্রদর্শন করা। আর আমানত বলতে ইসলামী জামায়াত বা ব্যক্তির পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্বকে বুঝানো হয়েছে।

وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ج ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَايُظْلَمُوْنَ ○ ال عمران : ١٦١

"যে ব্যক্তি খিয়ানত করবে সে কিয়ামতের দিন খিয়ানতকৃত বস্তুসহ উপস্থিত হবে। তারপর প্রত্যেকেই তার কৃত কাজ অনুযায়ী প্রতিফল পেয়ে যাবে। কারো ওপর যুলম করা হবে না।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬১।।

৪. অহমিকা

وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ط اِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ○ لقمن : ١٨

"লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলো না। আর পৃথিবীতে দম্ভ অহংকার নিয়ে চলাফেরা করো না। আল্লাহ আত্ম অহংকারী দাম্ভিক লোকদেরকে পসন্দ করেন না।"–সূরা লুকমান ঃ ১৮।।

وَلاَ تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ج اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلاً ○ بنى اسرائيل : ٣٧

"জমিনে দম্ভভরে চলো না। তুমি না জমিনকে বিদীর্ণ করতে পারবে আর না উঁচুতে পাহাড়কে ছাড়িয়ে যেতে পারবে।"

–বনী ইসরাঈল ঃ ৩৭

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—'যার অন্তরে তিল পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

অহংকার হচ্ছে—নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করার ভ্রান্ত প্রয়াস। আর সে প্রত্যেকের চেয়ে নিজেকে উত্তম মনে করে বলেই সত্যের সামনে অবনত হতে তার সংকোচবোধ হয়।

এ বড়োত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ভ্রান্ত ধারণাই ইবলিসকে আদম আলাইহিস সালামের সামনে নত হওয়া থেকে বিরত রেখেছিলো। ফলে সে চিরতরে আল্লাহর কোপানলে পড়ে। ইবাদাতের নিগুঢ় রহস্য হচ্ছে—সর্বদা বিনয় ও মুখাপেক্ষিতার অনুভূতি নিয়ে আল্লাহর কাছে নিজেকে তুলে ধরার চেষ্টা করা।

৫. আত্ম প্রশস্তি

لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْ وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○ ال عمران : ١٨٨

"তুমি মনে করো না যারা নিজেদের কৃতকর্মের ওপর আনন্দিত হয় এবং যে কাজ তারা করেনি সে বিষয়ে প্রশংসা পেতে চায়-তারা আমার কাছ থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেছে। আসলে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।"-সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৮।।

فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى - النجم : ٣٢

"তোমরা আত্ম পবিত্রতার দাবী করে বেড়িয়ো না। প্রকৃত মুত্তাকী কে তা তিনিই ভালো জানেন।"-সূরা আন নাজম ঃ ৩২।।

৬. দু মুখোপনা

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ج وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ لا قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ لا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ○ البقرة : ١٤

"যখন তারা ঈমানদারদের সাথে মিলিত হয়, বলে আমরাও ঈমান এনেছি। আর যখন তারা গোপনে তাদের নেতৃবৃন্দের সাথে মিলিত হয় তখন বলে-আমরাতো তোমাদের সাথেই রয়েছি। তাদের সাথে শুধু ঠাট্টা মশকরা করে থাকি।"-সূরা আল বাকারা ঃ ১৪।।

এরূপ জঘন্য চরিত্র হচ্ছে মুনাফিকদের। মুমিনের চরিত্রের সাথে এর কোনো দূরতম সম্পর্কও নেই। আয়াতে শয়তান বলতে মুনাফিকদের ঐসব বড়ো বড়ো নেতাকে বুঝানো হয়েছে। যারা নেপথ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যায়।

৭. হিংসা

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ - البقرة : ١٠٩

"আহলে কিতাবদের অনেকেই প্রতিহিংসা-বশত চায়, মুসলমান হওয়ার পর তোমাদেরকে আবার কাফির বানিয়ে দেবে।"

-সূরা আল বাকারা ঃ ১০৯।।

اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ج النساء : ٥٤

"তারা কি অন্যদের প্রতি এজন্য হিংসে করছে যে, আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে ধন্য করেছেন।"-সূরা আন নিসা ঃ ৫৪।।

মুসলমানদের কাছে কুরআন ও ঈমানের মতো দৌলত দেখে আহলে কিতাবরা জ্বলে পুড়ে মরছিলো। তাদের ঐকান্তিক চেষ্টা ছিলো কিভাবে মুসলমানদের এ দুটো নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করা যায় এবং পুনরায় তাদেরকে কুফরীর দিকে নেয়া যায়।

হিংসা সৃষ্টি হয় মানুষের আভ্যন্তরীণ কলুষতা ও আত্মপূজা থেকে। এ ধরনের লোক কাউকে কোনো নিয়ামত ভোগ করতে দেখলেই হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—'হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাকো। কারণ হিংসা-বিদ্বেষ মানুষের নেক আমলকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেয়, যেভাবে আগুন কাঠকে ভস্ম করে।'

আল কুরআন যেসব বিষয়ে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনার কথা বলেছে হিংসা তার মধ্যে অন্যতম।

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ○ الفلق : ٥

"আমি আশ্রয় চাচ্ছি-হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসে করে।"-সূরা আল ফালাক ঃ ৫।।

৮. কৃপণতা

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ط بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ط سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط - ال عمران : ١٨٠

"আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দান করেছেন তাতে তারা কৃপণতা করে। তারা যেন কৃপণতাকে নিজেদের জন্য কল্যাণকর মনে না করে। এটি তাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কৃপণতা করে তারা যা কিছু জমাচ্ছে তা কিয়ামতের দিন তাদের গলার বেড়ি হবে।"

-সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮০।।

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ○ وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ○ وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ○ وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ○ الفجر : ١٧-٢٠

"কখনোই নয় বরং তোমরা ইয়াতীমের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করো না এবং মিসকীনদের খাওয়াবার ব্যাপারে পরস্পরকে উৎসাহিত করো না। এবং তোমরা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ আত্মসাত করে ফেলো। সত্যি বলতে কি, তোমরা ধন-সম্পদের মোহে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছো।"–সূরা আল ফজর ঃ ১৭-২০।।

الَّذِىْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهٗ ۝ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ۝ كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۝ الهمزة : ٢-٤

"যে অর্থ-সম্পদ জমা করে এবং তা গুণে গুণে হিসেব রাখে, মনে করে তার এ অর্থ সম্পদ চিরদিন তারই থাকবে। কখনো নয়, তাকে তো চূর্ণ-বিচূর্ণকারী জায়গায় ফেলে দেয়া হবে।"–সূরা আল হুমাযা ঃ ২-৪।।

হুতামা হচ্ছে–আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন যা মানুষের অন্তর পর্যন্ত স্পর্শ করবে। জাহান্নামের মাঝখানে লম্বা খুটির সাথে তাদেরকে বেধে রাখা হবে, যারা সম্পদের পূজারী। সেখান থেকে বেরুবার কোনো উপায়ই আর তাদের থাকবে না।

৯. অপব্যয়

وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ۝ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ط وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ۝ بنى اسرائيل : ٢٦-٢٧

"অপব্যয় করো না, যারা ধন-সম্পদ অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি বড়ো-ই অকৃতজ্ঞ।"
–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৬-২৭।।

গর্ব, অহংকার ও ভোগ বিলাসে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতারই নামান্তর। আর এ অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিরাই শয়তানের ভাই।

মুসলমানদের পারস্পরিক স্বভাব চরিত্র যেমন হওয়া উচিত

মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। এই সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে—ঈমান ও ইসলাম। একজন মুসলমানের ওপর আত্মীয় স্বজনদের যেমন হক আছে তেমনিভাবে দীনি আত্মীয়েরও কিছু হক রয়েছে। আল কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় সেসব বিষয় ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেখানে এ অনুভূতি সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে যে, মুসলিমগণ মিলে মিশে একটি সম্মিলিত জাতি হিসেবে বসবাস করবেন। একে অপরের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হবেন। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সেই অপরিহার্য (ফরয) দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করবেন যে জন্য আল্লাহ তাদেরকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে গড়ে তুলেছেন।

১. ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকা

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ص وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا ج

"তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রশিকে শক্তভাবে ধরো, দলাদলিতে লিপ্ত হয়ো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, তা স্মরণ করো। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। তিনি তোমাদের মনকে জুড়ে দিয়েছেন। তাঁরই অনুগ্রহ ও মেহেরবানীতে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেছো।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৩।।

আল্লাহর রশি বলতে এখানে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা ইসলামের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাও। ঐক্য ও ভালোবাসার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে ইসলাম। যখন তাদের থেকে ইসলামী মূল্যবোধ বিদায় নেবে তখনই তারা অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতা ও পারস্পরিক শত্রুতার শিকার হয়ে পড়বেন। তারা বিচ্ছিন্নভাবে জীবন যাপন করবেন কিংবা ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হবেন এটি তাদের জন্য জায়েয নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

'মুসলমানেরা পরস্পর ইমারাতের মতো। এক অংশ আরেক অংশের শক্তি যোগায়।' একথা বলার সময় তিনি এক হাতের আঙ্গুল আরেক হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করালেন।

২. জীবনের নিরাপত্তা প্রদান

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ○ النساء : ٩٣

"যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো মুসলমানকে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে অনন্তকাল থাকবে। তার ওপর আল্লাহর গযব ও লা'নত। আল্লাহ্ তার জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।"
–সূরা আন নিসা ঃ ৯৩।।

এক মুসলমান আরেক মুসলমানের জীবনের নিরাপত্তা প্রদান করবেন। প্রতিটি মুসলমানের ওপর এটি ফরয করে দেয়া হয়েছে। এটিকে তিনি অন্য মুসলমানের অধিকার মনে করবেন। আল কুরআনও এ ব্যাপারটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। কেননা একজন মুমিনের হত্যাকারীকে যে ভয়ানক আযাবের হুমুকী দেয়া হয়েছে তাতেই বুঝা যায় একজন মুমিনের জীবনের মূল্য আল্লাহর কাছে কত বেশী। আল্লাহর লা'নত, গযব, জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব, এর চেয়ে বড়ো বিপর্যয় মানুষের জন্য আর কী হতে পারে ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের দিন বলেছেন–

'হে মুসলিমগণ ! মনযোগ দিয়ে শোনো, আল্লাহ তোমাদের জান ও মালকে সম্মানিত করেছেন। যেমন সম্মানিত করেছেন আজকের এ দিন, এ মাস ও শহরকে। আচ্ছা আমি কি আল্লাহর পয়গাম যথাযথভাবে তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি ? জনতা সমস্বরে জবাব দিলেন—'হ্যাঁ, পৌঁছে দিয়েছেন।' তিনি বললেন–হে আল্লাহ ! তুমি সাক্ষী থেকো আমি আমার উম্মতকে তোমার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি।' একথা তিনি তিনবার বললেন। তারপর তিনি বললেন 'দেখো, আমার পর তোমরা মুসলমান হয়ে আরেক মুসলমানকে হত্যা করে কাফির হয়ে যেয়ো না।'

৩. সম্মানহানি না করা

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ص وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○ يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ النور : ٢٣-٢٤

"যারা সতী ও নিরীহ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ও পরকালে ধিকৃত এবং তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি। সেদিন তাদের জিহ্বা, হাত ও পা তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করবে।"–সূরা আন নূর ঃ ২৩-২৪।।

ইসলামী সমাজে প্রতিটি মুসলমানের জান-মাল যেমন নিরাপদ তেমনিভাবে তাদের ইজ্জত-সম্মানও নিরাপদ। ইসলামের শিক্ষা-ই হচ্ছে —প্রতিটি মুসলমান তার নিজের ইজ্জত-সম্মান যেভাবে সংরক্ষণ করে অন্য মুসলমানের ইজ্জত-সম্মানকেও ঠিক সেইভাবে সংরক্ষণ করা জরুরী মনে করবেন। তবু যদি কেউ শয়তানের ধোঁকায় পড়ে কারো সম্মানহানির কথা কল্পনা করে বসেন, তখনই পরকালীন কঠিন শাস্তি ও দুনিয়ার অপমানের কথা চিন্তা করে তিনি বিরত থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–'কোনো সতী নারীর ওপর অপবাদ আরোপ করা একশো বছরের নেক আমল বরবাদ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।'

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বারে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন—'হে মৌখিক ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ ! যাদের ঈমান অন্তরের গভীরে পৌঁছেনি, তোমরা সত্যিকার মুসলমানদেরকে কষ্ট দিয়ো না, তাদের ইজ্জত হানি করো না এবং তাদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়িও না। যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেবেন। আর আল্লাহ যার দোষ প্রকাশ করে দেন তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে ছাড়েন যদিও সে তার ঘরে বসে থাকে।'

মিরাজের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—'আমার প্রতিপালক আমাকে যখন আসমানে

নিয়ে গেলেন তখন আমি এমন কিছু লোক দেখতে পেলাম যাদের হাতের নখ পিতলের তৈরি ছিলো, তারা সেই নখ দিয়ে নিজেদের বুকে আচড় কেটে ক্ষতবিক্ষত করছিলো। আমি জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলাম—এরা কারা ? তিনি বললেন—এরা ঐসব লোক যারা পৃথিবীতে মানুষের গীবত করে বেড়াতো এবং মানুষের ইজ্জত সম্মানের পেছনে লেগে থাকতো।'

৪. কাউকে তুচ্ছ মনে না করা

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ

"আর (অহংকার বশে) লোকদের সাথে গাল ফুলিয়ে কথা বলো না।"–সূরা লুকমান ঃ ১৮।।

এ আয়াতে অহংকারী লোকদের একটি সুন্দর চিত্র অংকিত হয়েছে। মুমিন কখনো অহংকারী হতে পারে না। তার দীন ও ঈমান তাকে মিষ্টভাষী, চরিত্রবান, ন্যায়নিষ্ঠ ও হামদরদী হিসেবে চলার জন্য উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

৫. কারও মনোকষ্ট না দেয়া

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَايَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ج ـ الحجرت : ١١

"মুমিনগণ ! কেউ যেন কারো সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ না করে, হতে পারে সে তাদের তুলনায় উত্তম। তেমনিভাবে কোনো মহিলাও অন্য কোনো মহিলাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে না। হতে পারে সে তাদের চেয়ে ভালো।"–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১১।।

এখানে 'ইয়াস্‌খার' বলতে এমন হাসি তামাশাকে বুঝানো হয়েছে যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেকে হেয় মনে করে কষ্ট অনুভব করেন। মুসলমানের উচিত তার ভাইকে ইজ্জত সম্মান দিয়ে কথা বলা। মনে কষ্ট পান এমন হাসি তামাশা করা উচিত নয়। যিনি অন্যকে তুচ্ছ মনে করে বিদ্রূপ করেন, কী করে ভেবে নিয়েছেন তিনি তার চেয়ে উত্তম ? সম্মান অসম্মানের মাপকাঠিতো আল্লাহর কাছে। একথা কে সন্দেহ করতে পারেন যে, প্রকৃত সম্মানী ঐ ব্যক্তি যিনি আল্লাহর কাছে সম্মান মর্যাদার অধিকারী।

অধমতো সেই, যে আল্লাহর কাছে লাঞ্ছিত। যিনি ঠাট্টা করবেন, তার ভেবে দেখা উচিত, যাকে ঠাট্টা করছি হতে পারে আল্লাহর কাছে তার চেয়ে আমিই নগণ্য।

৬. দোষারোপ না করা

وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ـ الحجرت : ١١

"তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করো না।"–সূরা হুজুরাত ঃ ১১।।

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ـ الهمزة : ١

"ধ্বংস অনিবার্য তাদের, যারা লোকদের ধিক্কার দেয় ও দোষারোপ করে।"–সূরা আল হুমাযা ঃ ১।।

নিজের দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে চোখ বন্ধ রেখে অপরের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াবে এবং ধিক্কার দেবে এটি কোনো মুসলমানের কাজ নয়।

৭. বিকৃত নামে না ডাকা

وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ط ـ الحجرت : ١١

"তোমরা কেউ কাউকে খারাপ উপনামে ডেকো না।"
–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১১।।

মানুষকে সেই নামে ডাকা উচিত, যে নাম তার পসন্দ। কোনো মুসলমান কাউকে বিকৃত নামে কিংবা অপসন্দনীয় নামে ডাকবেন, এটি উচিত নয়। মুসলমানের ওপর আরেক মুসলমানের অধিকার হচ্ছে—যখন তাকে ডাকবেন, উত্তম নামে ডাকবেন।

৮. খারাপ ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাকা

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ ز ـ

"মুমিনগণ ! বেশী বেশী খারাপ ধারণা পোষণ থেকে বেঁচে থাকো। কেননা অনেক ধারণায় গুনাহ হয়।"–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১২।।

অন্যের প্রতি সুধারণা রাখা-ই মুসলমানের উচিত। অযথা সূতো-নাতাকে ভিত্তি করে কল্পনার ইমারত তৈরি করা উচিত নয়। হতে পারে

তার সব অনুমানই ভিত্তিহীন। কাজেই এ রকম কুধারণা আল্লাহর কাছে অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হয়।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ط اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ـ بنى اسرائيل : ٣٦

"এমন কিছুর পেছনে লেগো না, যে সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই। চোখ, কান, মন এসব কিছুকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"
-সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৬।।

এ দিক নির্দেশনা জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ আয়াত থেকে যে মূলনীতিটি পাওয়া যায়, তা হচ্ছে-আন্দাজ অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কোনো ব্যাপারেই অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। তাছাড়া সন্দেহের ভিত্তিতে চিন্তা ও কর্মের সম্পাদন থেকেও বিরত থাকা একান্ত প্রয়োজন।

৯. কারো পেছনে না লাগা

وَلَا تَجَسَّسُوْا ـ الحجرت : ١٢

"কারো দোষ খুঁজতে লেগে যেয়ো না।"-সূরা আল হুজুরাত ঃ ১২।।

আরবী 'তাজাস্‌সাসু' শব্দের অর্থ কারো দোষ খুঁজতে লেগে যাওয়া। গোয়েন্দাগিরি। সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম দোষ বের করার চেষ্টা করা। একজন মুমিন ভাইয়ের দুর্বলতা খুঁজে খুঁজে বের করবে, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার হীন মানসে মন-মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে রাখবে, এটি কোনো মুমিনের কাজ হতে পারে না।

১০. গীবত (পরচর্চা) না করা

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ط اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط ـ الحجرت : ١٢

"তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। এমন কেউ আছে কি, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পসন্দ করবে ? তোমরা নিজেরাই তো এটি অপসন্দ করো।"-সূরা আল হুজুরাত ঃ ১২।।

গীবতের অন্তর্নিহিত কলুষতা এমন, যেন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া। কে আছে, যে তা ঘৃণা করে না ? একজন মুমিনও গীবতকে এ রকম ঘৃণা করেন।

১১. চোগলখুরী থেকে বেঁচে থাকা

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ۝ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيْمٍ ۝ القلم : ١٠-١١

"তুমি এমন ব্যক্তির পাল্লায় পড়ো না, যে খুব বেশী কিরা-কসম করে। সেতো গুরুত্বহীন ব্যক্তি যে গালিগালাজ করে, অভিশাপ দেয় ও চোগলখুরী করে বেড়ায়।"–সূরা আল কলম ঃ ১০-১১।।

চোগলখুরী এমন এক চারিত্রিক ব্যাধি, যা মানুষের পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্পর্কের শিকড় কেটে দেয়। রাগারাগি ও ঘৃণার বীজ বপন করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—'সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সেই, যে চোগলখুরী করে বেড়ায় এবং বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে সম্পর্কে ফাটল ধরায়।'—তিনি আরো বলেছেন, 'চোগলখোর কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।'

১২. ভাই ভাইয়ের মত থাকা

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ ـ الحجرت : ١٠

"মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। তাই তোমাদের ভাইদের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে দাও।"–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১০।।

অর্থাৎ একে অপরের সাথে ভ্রাতৃ সম্পর্ক মযবুত করে দাও। ভাইয়ে ভাইয়ে যে ভালোবাসা, দরদ, সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব থাকে পরস্পরের মধ্যে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করে দাও। কেউ যেন কারো ওপর বিরূপ না থাকে। অকস্মাৎ এরূপ হয়ে গেলে, দ্রুত তাদের মিলমিশের ব্যবস্থা করে দেয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—'মুসলমান ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনদিন থাকবে, সামনা সামনি হলে একজন এদিক আরেকজন ওদিক মুখ ফেরাবে এটি কোনো মুসলমানের জন্য শোভনীয় নয়। দুজনের মধ্যে সেই উত্তম যে আগে সালাম দেবে।'

১৩. পরস্পর লড়াই-ঝগড়া হলে মীমাংসা করে দেয়া

وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ج ـ الحجرت : ٩

"ঈমানদার লোকদের মধ্যে দু দল পরস্পর লড়াইয়ে জড়িয়ে গেলে, তাদের মধ্যে সন্ধি করে দাও।"–সূরা আল হুজুরাত ঃ ৯।।

১৪. অত্যাচারীকে রুখে দাঁড়ানো

فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِىْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ط فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ○ الحجرت : ٩

"লড়াইয়ে লিপ্ত দু দলের মধ্যে একদল যদি অন্য দলের প্রতি বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন করে, সীমালংঘনকারী দলের সাথে লড়াই করো, যতক্ষণ না সেই দলটি আল্লাহর নির্দেশের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে। প্রত্যাবর্তন করলে তাদের উভয়ের মধ্যে ইনসাফপূর্ণ সন্ধি করে দাও। আর সর্বাবস্থায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করো। অবশ্যই আল্লাহ ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারীদের ভালোবাসেন।"–সূরা আল হুজুরাত ঃ ৯।।

মোটকথা, মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কে অবনতি ঘটলে অন্যদের দায়িত্ব হচ্ছে তাদেরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে মীমাংসা করে দেয়া। কোনো পক্ষ যদি গোয়ার্তুমী করে যুলুমের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, বিরত না হয়, সকল মুসলমানের উচিত তাদেরকে রুখে দাঁড়ানো। যতক্ষণ না তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। ফিরে এলে, উভয় পক্ষের মধ্যে ইনসাফের সাথে মীমাংসা করে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে সামান্য পক্ষপাতিত্ব যেন না হয়। আল্লাহ এমন মীমাংসাকারীকে পসন্দ করেন, যিনি অবৈধ সহায়তা ও পক্ষপাতিত্ব করেন না।

১৫. কল্যাণমূলক কাজে পরস্পর সহযোগিতা করা

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ص وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ص ـ

"তাকওয়া ও কল্যাণমূলক কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো। সীমালংঘন ও গুনাহর কাজে সহযোগিতা করবে না।"

–সূরা আল মায়িদা ঃ ২।।

মুসলিম সমাজে সত্য প্রীতি ও দীনি চেতনা এমন ব্যাপক ও সজীব থাকা উচিত, কেউ কোনো নেক কাজে অগ্রসর হলে সকলেই যেন তাকে স্বাগত জানিয়ে সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। কল্যাণমূলক কাজে লিপ্ত ব্যক্তির হাতকে শক্তিশালী করা এটিই যেন প্রত্যেকের কাম্য হয়। নেক কাজ থেকে সম্পর্কহীন থেকে শুধু মৌখিক সহানুভূতির বুলি আওড়ানো, এমন কুস্বভাবে যেন কাউকে পেয়ে না বসে। সকলেই যেন আক্ষরিক অর্থে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। নেক কাজে সহযোগিতা করার তাওফিককে নিজের জন্য পরম সৌভাগ্য মনে করেন।

১৬. সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রদর্শন

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ م ـ التوبة : ٧١

"মুমিন পুরুষ ও মহিলা পরস্পরের বন্ধু ও সাথী।"

–সূরা আত তাওবা ঃ ৭১।।

দীনি আত্মীয়তা মুমিনদেরকে এমন কাছাকাছি এনে দেয়, তারা পরস্পরের সার্বক্ষণিক সাথী এবং শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে যায়। তারা একে অপরের পৃষ্ঠপোষক ও কল্যাণকামী হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–'নিজের ভাইকে সাহায্য করো। সে যালিম হোক কিংবা মাযলুম।' এক ব্যক্তি বলে উঠলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! মাযলুমকে সাহায্য করাতো বুঝলাম। যালিমকে সাহায্য করবো কিভাবে?' বললেন—'তাকে যুলম থেকে বিরত রাখাই তাকে সাহায্য করা।'

–সহীহ আল বুখারী

১৭. সৎকাজে উৎসাহ প্রদান

يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ـ التوبة : ٧١

"তারা একে অপরকে সৎকাজে উৎসাহিত করে থাকে।"

–সূরা আত তাওবা ঃ ৭১।।

وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ ـ لقمن : ١٧

"তোমরা নেক কাজের আদেশ দাও।"–সূরা লুকমান ঃ ১৭।।

নেক কাজের প্রতি আন্তরিক টান, নেক কাজের বিস্তৃতি, ঈমানের পরিচায়ক। একজন মুমিন সারাক্ষণ এর-ই চিন্তায় বিভোর থাকে। এ কাজেই ব্যপৃত থাকে প্রতিটি মুহূর্ত।

১৮. অন্যায়ের প্রতিরোধ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ التوبة : ٧١

"তারা একে অপরকে অন্যায় থেকে ফিরিয়ে রাখে।"

–সূরা আত তাওবা ঃ ৭১।।

وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ لقمن : ١٧

"অন্যায়ের প্রতিরোধ করো।"–সূরা লুকমান ঃ ১৭।।

সত্যের প্রতি আগ্রহ, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা, অন্যায় প্রতিরোধ প্রচেষ্টা, মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোনো মুসলমান ভাইকে অন্যায়ে লিপ্ত দেখলে তিনি বিব্রত বোধ করেন। অন্যায়ের প্রতি স্বাভাবিক যে ঘৃণা, সেই ঘৃণা-ই অন্যায়কে রুখে দাঁড়ানোর প্রবণতাকে বাড়িয়ে দেয়। তাই কোনো প্রিয় দীনি ভাই অন্যায় পথ থেকে না ফেরা পর্যন্ত তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন তাকে ন্যায় পথে ফিরিয়ে আনার জন্য।

১৯. মিষ্টভাষী হওয়া

وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا ـ البقرة : ٨٣

"মানুষের সাথে মিষ্টি কথা বলো।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৮৩

মুসলমান পরস্পরের সাথে হাসিমুখে, মিষ্টি সুরে ও সুভাষণে কথা বলবেন, এটি এক মুসলমানের ওপর আরেক মুসলমানের অধিকার। কখনো রুক্ষ ও কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করবেন না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—'মুসলমান ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাত করায়ও সওয়াব রয়েছে।'

২০. সভা সমাবেশে অপরের জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়া

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ج وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ لا وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ـ المجادلة : ١١

"ঈমানদারগণ ! তোমাদেরকে যখন বলা হবে সভাস্থলে প্রশস্ততা সৃষ্টি করো, তোমরা জায়গা প্রশস্ত করে দেবে। আল্লাহ তোমাদেরকে

প্রশস্ততা দান করবেন। আর যখন বলা হবে উঠে যাও, তোমরা উঠে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও জ্ঞানী আল্লাহ্ তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন। আর যা কিছু তোমরা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে খুব ভালোই জানেন।"–সূরা আল মুজাদালা ঃ ১১।।

মুসলমান একে অপরের প্রতি উদার হওয়া উচিত। আরাম আয়েশের ব্যাপারে একে অপরকে আন্তরিকতার সাথে স্বাগত জানানো উচিত। কোনো সভা সমাবেশে বিলম্বে আসা ব্যক্তিদের উদারতা ও মহব্বতের সাথে জায়গা করে দেয়া কর্তব্য। অসদাচারণ করা উচিত নয়। এমনভাবে বসা উচিত, যেন সকলেরই জায়গা হয়ে যায়। সভাপতি যদি কিছু লোককে উঠে যেতে আবেদন করেন, দ্বিধা সংকোচ না করে খুশী মনে উঠে যাওয়া উচিত। অবস্থা এমনও হতে পারে সভাপতি কতিপয় লোকের উপস্থিতি সমীচীন মনে করছেন না এজন্য উঠে যেতে বলছেন।

২১. অন্যায়কে প্রশ্রয় না দেয়া

وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ج ـ الانعام : ١٥٢

"আর যখন তোমরা কথা বলো ইনসাফের সাথে বলো, ব্যাপারটি নিজের আত্মীয়েরই হোক না কেন।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৫২।।

একজন মুমিন সর্বদা ইনসাফের কথা বলবেন। ন্যায় ইনসাফ পরিহার করে স্বজন প্রীতি ও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবেন, এটি মুমিনের জন্য শোভনীয় নয়।

২২. মুসলমানের জন্য দুআ করা

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ط ـ محمد : ١٩

"নিজের জন্য ও মুমিন পুরুষ-মহিলার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।"
–সূরা মুহাম্মদ ঃ ১৯।।

মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক, শুধু তাদের আচার-আচরণ ও সভ্যতা সংস্কৃতির পরিমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয় বরং তাদের মধ্যে এমন আন্তরিকতা ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠা উচিত, যেন সকলেই সকলের কল্যাণকামী হয়। কোনো মুমিন বান্দা যখন একান্তে নিজেকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে দিয়ে কাকুতি মিনতি জানাতে উদ্যত হন,

তখনো যেন তিনি তার মুসলমান ভাইদের কথা ভুলে না যান সকলের জন্যই যেন তিনি কায়মনে দু জাহানের কল্যাণের জন্য দুআ করেন। আর এ দুআ-কে যেন মুসলমানদের পারস্পরিক অধিকার মনে করেন।

২৩. অপরকে সালাম দেয়া

وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ـ الانعام : ٥٤

"আমার আয়াতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এমন লোক যখন তোমাদের কাছে আসে, তখন তাদেরকে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলো।"

–সূরা আল আনআম ঃ ৫৪।।

২৪. উত্তমভাবে সালামের জবাব দেয়া

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا ط ـ النساء : ٨٦

"যখন কেউ তোমাকে সালাম দেয়, তার চেয়ে উত্তমভাবে সালামের জবাব দাও। অন্তত তার মতো করে হলেও জবাব দেবে।"

–সূরা আন নিসা ঃ ৮৬।।

কেউ সালাম করলে হাসিমুখে ও আনন্দচিত্তে জবাব দেয়া এবং সালামের জবাবে অপেক্ষাকৃত উত্তম রীতি অবলম্বন করা উচিত। সালাম শুধু কতিপয় শব্দের বিনিময়ই নয় বরং পরস্পরের জন্য মনের গহনে যে আন্তরিকতা লুক্কায়িত আছে, সালাম তারই বহিঃপ্রকাশ।

২৫. জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করা

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ط اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ط ـ التوبة : ١٠٣

"তাদের জন্য দুআ করুন, আপনার দুআ তাদের সান্ত্বনার কারণ হবে।"–সূরা আত তাওবা ঃ ১০৩।।

আয়াতে বর্ণিত 'সাল্লি আলাইহিম' (صَلِّ عَلَيْهِمْ)-এর তাৎপর্য কেবল জীবিতাবস্থায় দুআ করা নয়, মৃত্যুর পরও দুআ করা বুঝায়। জানাযা নামায পড়াও এর মধ্যে শামিল। এ সূরার ৮৪নং আয়াতে মুনাফিকদের জানাযা নামায পড়া কিংবা তাদের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দুআ করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। উল্লেখিত আয়াতে গুনাহগার মুসলিমের কথা আলোচনা

করা হয়েছে। যারা মুনাফিক নয়। এজন্যই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে দুআ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ দুআ তাদের প্রশান্তির কারণ হবে। আর প্রকৃত প্রশান্তিতো আখিরাতের প্রশান্তি। যে মুমিন জীবিতাবস্থায় রাসূলের দুআ পাবার অধিকারী হবেন মৃত্যুর পরও তিনি রাসূলের দুআ পাবার যোগ্য বিবেচিত হবেন।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন— 'এক মুসলমানের প্রতি আরেক মুসলমানের ছয়টি হক রয়েছে।' জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কি কি ?' বললেন-'১. কোনো মুসলমান ভাইয়ের সাথে দেখা হলে, সালাম দেবে। ২. মুসলমান ভাই যখন তোমাকে খাওয়ার দাওয়াত দেবে, দাওয়াত কবুল করবে। ৩. সে তোমার কাছে উপদেশ চাইলে, সদুপদেশ দেবে। ৪. হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললে তার জবাব দেবে। ৫. যখন সে অসুস্থ হয়ে পড়বে, তার সেবা করবে। ৬. এবং ইন্তিকাল করলে তার জানাযার নামাযে শরীক হবে।'

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুন্দর জীবন

সুন্দর জীবন

মানুষের পারিবারিক জীবনকে সুখ-স্বাচ্ছন্দের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে পুরুষ ও মহিলা উভয়েরই কিছু দায়-দায়িত্ব রয়েছে। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যখন নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও মনযোগের সাথে সেই দায়িত্ব পালন করেন, কেবল তখনই সৃষ্টি হতে পারে মধুর ও আনন্দঘনো পারিবারিক পরিবেশ। এ দায়িত্ব পালনে কোনো একজন যদি অমনযোগী হয়ে যায়, গোটা পারিবারিক বন্ধনই শিথিল হয়ে পড়ে। শুরু হয় চরম অশান্তি ও বিশৃংখলা।

বিয়ে

১. মানব সভ্যতায় বিয়ের মর্যাদা

বিয়ে নারী-পুরুষের নিছক যৌন সম্ভোগের সার্টিফিকেট নয়। এটি এক মহৎ সামাজিক বন্ধন। পুতঃপবিত্র নৈতিক সম্পর্ক। এটিই হচ্ছে মানব সভ্যতার ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপরই মানব সভ্যতার প্রতিষ্ঠা ও স্থিতি নির্ভরশীল।

ইসলাম বিয়ের মাধ্যমে নারী-পুরুষের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে মানব সভ্যতাকে মযবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে চায়। তাই ইসলাম বিয়ের ব্যাপারে যেমন গুরুত্ব দিয়েছে তেমনি উৎসাহ প্রদান করেছে।

মোটকথা নারী-পুরুষের ভালোবাসার সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করেই মানব সভ্যতায় ভালোবাসার ক্রমবিকাশ হয়। আর এ সম্পর্কের বিপর্যয় মানব সভ্যতার গোটা ভিতকেই নড়বড়ে করে দেয়। তাই ইসলাম বিয়েকে সহজ করে দিয়ে পরস্পরের সম্পর্ককে গভীর ও দৃঢ় করণের লক্ষ্যে নানাভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছে।

وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ط ـ

"মুহাররাম মহিলা ছাড়া আর সকলকে অর্থ সম্পদের বিনিময়ে লাভ করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। অবশ্যই তাদেরকে বিয়ে করতে হবে। (বিয়ে ছাড়া) অবাধ যৌন লালসা চরিতার্থ করার জন্য নয়।"–সূরা আন নিসা ঃ ২৪

উল্লেখিত আয়াতের আগে ঐ সমস্ত মহিলাদের তালিকা বর্ণনা করা হয়েছে যাদেরকে বিয়ে করা হারাম। উক্ত মহিলাদের ছাড়া একজন পুরুষ যে কোনো মহিলাকে বিয়ে করতে পারেন। শর্ত হচ্ছে—দেনমোহর পরিশোধ করতে হবে এবং শরঈ আইন কানুন মুতাবেক বিয়ে সম্পাদন করতে হবে। বিয়ে ছাড়া নারী পুরুষের যে কোনো ধরনের যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম। এরূপ অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনকারী চরম অপরাধী।

فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ج فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ط ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ط وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ النساء : ٢٥

"তোমরা তাদের অভিভাবকের অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিয়ে করো। প্রচলিত পদ্ধতিতে তাদেরকে দেনমোহর দাও। যেন তারা বিয়ের বেষ্টনীতে সুরক্ষিত থাকে। অবাধ যৌন লালসা চরিতার্থে উদ্যোগী না হয় এবং অভিসারে না বেরোয়। বিয়ের বেষ্টনীতে সুরক্ষিত থাকার পরও যদি তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। স্বাধীন মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির অর্ধেক তাদেরকে দিতে হবে। এ ব্যবস্থা তাদের জন্য যারা বিয়ে না হলে গুনাহর কাজ করে বসতে পারে। সবর করতে পারলে তোমাদের জন্য ভালো (অজান্তে কোনো ভুলভ্রান্তি হয়ে গেলে তাওবা করো), আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (তাই তোমাদের জন্য এসব সহজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছেন)।"–সূরা আন নিসা ঃ ২৫।।

সমাজ সভ্যতার ভিত্তি গড়ে উঠে নারী পুরুষের ভালোবাসায়। তাই ইসলাম নারী পুরুষের সম্পর্ক স্থাপনের একটি মাত্র উপায়কে বৈধ করেছে। তা হচ্ছে—বিয়ে। বিয়ে পবিত্র এক চুক্তি। এছাড়া সম্পর্ক স্থাপনের সব উপায়-উপকরণই অবৈধ।[১]

২. বিয়ে আম্বিয়া কিরামের সুন্নাত

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ط ـ الرعد : ٣٨

"হে নবী ! আমি আপনার আগেও অনেক নবী রাসূল পাঠিয়েছি। তাদেরও স্ত্রী-সন্তান ছিলো।"–সূরা আর রাদ ঃ ৩৮।।

দীন সম্পর্কে অজ্ঞ ও নির্বোধ কিছু লোক বিয়েকে মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির প্রতিবন্ধক মনে করে। সন্ন্যাসবাদকে মনে করে আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান। পবিত্র কুরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে—আধ্যাত্মিক

---

১. অবশ্য বাঁদীকে বিয়ে না করেও তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা বৈধ। এ অনুমতি স্বয়ং আল্লাহ্-ই কুরআন-এর মাধ্যমে দিয়েছেন।–লেখক

উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিলেন নবী-রাসূলগণ, তাঁরাও বিয়ে করেছেন, তাদেরও সন্তানাদি ছিলো। বিয়ে হচ্ছে তাদের সুন্নাত।

৩. বিয়ে একটি মযবুত প্রতিশ্রুতি

وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ـ النساء : ٢١

"মহিলারা তোমাদের থেকে মযবুত প্রতিশ্রুতি নিয়েছে।"
—সূরা আন নিসা ঃ ২১।।

বিয়েকে 'মযবুত প্রতিশ্রুতি' বলার উদ্দেশ্য—এটি এমন এক প্রতিশ্রুতি যা সারাটি জীবন রক্ষা করার প্রচেষ্টা করা হয়। এ প্রতিশ্রুতি রক্ষার দায়িত্ব স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সমান। কাজেই এ ব্যাপারে উভয়ের আন্তরিকতার প্রয়োজন। প্রতিশ্রুতি দুর্বল হয়ে পড়ে, এরূপ কোনো আচরণই কারো করা উচিত নয়। প্রতিশ্রুতি যদি কোনো মতেই আর রক্ষা করা সম্ভব না হয়, কেবল তখনই তা ভঙ্গ করা বৈধ।

৪. বিয়ে একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ সম্পর্ক

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ص فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ز ـ البقرة : ٢٢٣

"স্ত্রীরা তোমাদের ক্ষেত স্বরূপ। যেভাবে ইচ্ছে—তোমাদের ক্ষেতে যাও।"—সূরা আল বাকারা ঃ ২২৩

স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক কেবল যৌন তৃপ্তি লাভের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি এক উদ্দেশ্যপূর্ণ সম্পর্ক। স্বামী স্ত্রীর উদাহরণ ক্ষেত ও কৃষকের মতো। পুরুষ হচ্ছে মানব বাগানের চাষী, আর মহিলা হচ্ছে সেই বাগান। একজন কৃষক শুধু আনন্দ ফুর্তি ও ভ্রমণের জন্য তার ক্ষেতে যায় না, ফসল উৎপন্ন করাই তার লক্ষ্য। তাই মানব বাগানের এ চাষীকে মানব ফসল উৎপাদনের লক্ষ্য নিয়েই তাকে বাগানে যেতে হবে।

৫. সুসন্তান লাভের জন্য বিয়ে

وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ط ـ البقرة : ٢٢٣

"তোমরা নিজেদের ভবিষ্যত চিন্তা করো।"—সূরা আল বাকারা ঃ ২২৩

এ শব্দ দুটোর তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। সারকথা হচ্ছে—বিয়ের মাধ্যমে তোমরা তোমাদের বংশধারা অব্যাহত রাখো। যেন তোমরা

পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার আগেই তোমাদের কাজের জন্য যোগ্য উত্তরসূরী তৈরি হয়ে যায়। সেই উত্তরসূরী যেন দীনদারী, নীতি নৈতিকতায় ও মানবিক মূল্যবোধে আদর্শস্থানীয় হয়ে গড়ে উঠে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত। কেবল উত্তরসূরী বানিয়ে রেখে যাবে, মুসলমানের জন্য এটিই যথেষ্ট নয়। সে ঈমান আকীদা, নৈতিক চরিত্র, শালীনতা ও মানবতায় শীর্ষস্থানীয় হয়ে গড়ে উঠলো কিনা তাও চিন্তা করতে হবে। এর ওপরই নির্ভর করছে আগামী দিনের শান্তি, শৃঙ্খলা ও কল্যাণ।

৬. বিয়ে সভ্যতার ভিত্তি

وَاَنْكِحُوْا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ط اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَايَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط ـ النور : ٣٢ـ٣٣

"তোমাদের মধ্যে যারা জুড়িহীন আর তোমাদের গোলাম বাঁদীর মধ্যে যারা সচ্চরিত্রবান তাদের বিয়ে দাও। তারা অস্বচ্ছল হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে স্বচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহই স্বচ্ছলতা প্রদানকারী, মহাবিজ্ঞ। আর যারা বিয়ের সামর্থ রাখে না, তাদের উচিত নৈতিকতা ও পবিত্রতা বজায় রাখা, যতক্ষণ না আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী বানিয়ে দেন।"–সূরা আন নূর ঃ ৩২-৩৩।।

কুরআন প্রতিটি পুরুষ ও মহিলাকে বিয়ের তাকিদ দেয়। প্রকৃতিগত যৌন তাড়না বৈধ উপায়ে পরিতৃপ্তির আহ্বান জানায়। বিয়ে ছাড়া নারী পুরুষের যৌন সম্পর্ক স্থাপন হারাম। এতে মানবতা বিপর্যস্ত হয়। তাই কুরআন প্রাপ্ত বয়স্ক কোনো নারী পুরুষকে বিয়ে ব্যতিরেকে দেখতে পসন্দ করে না। গোটা মানব সমাজকে এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে উদ্বুদ্ধ করে। অস্বচ্ছলতার কারণে কেউ বিয়ে করতে না পারলে তাকেও অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত না হয়ে সংযমী হয়ে চলার নির্দেশ দেয়। যতদিন আল্লাহ তাকে আর্থিক স্বচ্ছলতা না দেন, বিয়ে করে দাম্পত্য জীবন শুরু করে পারিবারিক জীবনের ভিত গড়তে সক্ষম না হয়, ততদিন তাকে ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করতে বলে। অবৈধ পথ অবলম্বন করে মানব সভ্যতার শিকড় কাটতে কঠোরভাবে নিষেধ করে।

মানব সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার একমাত্র অবলম্বন হচ্ছে বিয়ে। কেননা সভ্যতার গোড়া পত্তনই তো হয় নারী পুরুষের পবিত্র আত্মিক বন্ধনে। এ ক্ষেত্রে যদি এমন স্বাধীনতা দেয়া হয়, নারী পুরুষ বিয়ে ছাড়াই যৌন তৃপ্তি লাভ করতে পারবে। তাহলে যৌন সম্ভোগের পর যে যার পথে চলে যাবে। দেখা যাবে মানুষের জীবনে বিপর্যয় নেমে এসেছে। সভ্যতা সংস্কৃতির প্রাসাদ ধ্বসে পড়ছে বালুর বাধের মতো। এজন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

"বিয়ের সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি দাম্পত্য জীবন থেকে পালিয়ে বেড়াবে তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।"

সত্যি বলতে কি, যারা বিয়ের মতো পবিত্র সম্পর্ককে অস্বীকার করে, বিকল্প পথে নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করে, তারা মানব সভ্যতার শত্রু। এ ধরনের লোকের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোনো সম্পর্ক নেই। আর ইসলামী সমাজে অবস্থানের কোনো অধিকারও তাদের নেই।

৭. বিয়ে মানব ধারা অব্যাহত রাখে

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ج - النساء : ١

"হে মানব জাতি ! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে। আর একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া। পরে তাদের দুজন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু সংখ্যক নারী পুরুষ।"–সূরা আন নিসা ঃ ১।।

মানব জাতির অস্তিত্ব বিয়ের শক্তিশালী বন্ধনের ওপর নির্ভরশীল। শুধু সাময়িক যৌন সুখ লাভ করে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার মধ্যে নয়। দাম্পত্য বন্ধন ছাড়া মানব ধারা একদিনের জন্যও চলতে পারে না। মানব শিশু স্বাবলম্বী হতে দীর্ঘ কয়েক বছরের সেবা-যত্ন, লালন পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার মুখাপেক্ষী। তার এ চাহিদা তখনই পূরণ হতে পারে, যখন পিতামাতা আন্তরিকতা ও ভালোবাসার সাথে সমানভাবে তাদের দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসবেন। আর সমানভাবে দায়িত্ব পালন ও আন্তরিকতা সৃষ্টিতে যে জিনিসের ভূমিকা অপরিসীম, তা হচ্ছে বিয়ে।

৮. বিয়ে নারী পুরুষের ভালোবাসার ভিত্তি

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط ـ الروم : ٢١

"আল্লাহর নিদর্শনের মধ্যে অনণ্যতম একটি নিদর্শন হচ্ছে—তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করেছেন। যেন তোমরা তাদের থেকে পরম প্রশান্তি লাভ করতে পারো। আর তিনি তোমাদের পরস্পরকে প্রীতি ডোরে বেঁধে দিয়েছেন।"–সূরা রূম ঃ ২১

৯. বিয়ে মানসিক প্রশান্তির উপকরণ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ج ـ

"তিনিই তোমাদেরকে একটি জীবন থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর স্বজাতি থেকে বানিয়েছেন জোড়া। যেন মানসিক প্রশান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারো।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১৮৯।।

এখানে 'মানসিক প্রশান্তি ও স্বস্তি' বলতে যৌন তৃপ্তিকেই বুঝানো হয়েছে। বৈধভাবে যৌন তৃপ্তি মানুষকে এমন প্রশান্তি এনে দেয় যার প্রভাব গোটা জেন্দেগীতেই পড়ে থাকে। পক্ষান্তরে যৌন অতৃপ্তি মানুষের গোটা জীবনকে বিষিয়ে তুলে এবং এলোমেলো করে দেয়।

১০. বিয়ে ইজ্জত ও শালীনতার গ্যারান্টি

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ط ـ البقرة : ١٨٧

"তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের, তোমরা তাদের পরিচ্ছদ স্বরূপ।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৭।।

পোশাক যেমন মানুষের শালীনতাকে রক্ষা করে,তেমনিভাবে স্ত্রী স্বামীর ও স্বামী স্ত্রীর ইজ্জতের হিফাযতকারী। এজন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুবকদের ব্যাপারে বলেছেন—

"বিয়েতে সামর্থ আছে এমন যুবক যেন অবশ্যই বিয়ে করে। বিয়ে মানুষকে যৌন নিপীড়ন থেকে বাঁচায়। তা বিয়ে-ই হচ্ছে ইজ্জত ও শালীনতার গ্যারান্টি।"

তিনি আরো বলেছেন—'পবিত্র জীবন যাপনের মানসে যে বিয়ে করবে, তার সাহায্যের দায়িত্ব আল্লাহর।'

১১. বিয়ে সংরক্ষিত দুর্গ

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ط ـ المائدة : ٥

"ঈমানদার সতী নারী এবং আগের কিতাবধারী সতী নারী তোমাদের জন্য হালাল। শর্ত হচ্ছে—তোমরা তাদের দেনমোহর পরিশোধ করবে এবং তাদের হিফাযতকারী হবে। অবাধ যৌন লালসা চরিতার্থ করতে উদ্যোগী হবে না এবং অভিসারীও হবে না।"–সূরা মায়িদা ঃ ৫।।

বিয়ে মানুষের শালীনতা ও সম্ভ্রম রক্ষার এক দুর্গের মতো। অবৈধ যৌনাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ সেই দুর্গে আশ্রয় নেয় এবং যাবতীয় নৈতিক অবক্ষয় থেকে বেঁচে থেকে নতুন প্রজন্মের ভিত্তি স্থাপন করে।

১২. বিয়ের উৎসাহ প্রদান

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ط اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط ـ النور : ٣٢-٣٣

"তোমাদের মধ্যে যারা জুড়িহীন, আর তোমাদের দাস দাসীদের মধ্যে যারা সচ্চরিত্রবান তাদের বিয়ে দাও। তারা যদি গরীব হয় আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের ধনী বানিয়ে দেবেন। আল্লাহ স্বচ্ছলতা প্রদানাকারী, জ্ঞানী।"–সূরা আন নূর ঃ ৩২।।

'আয়ামা' শব্দটি অবিবাহিত নারী পুরুষ উভয়কেই বুঝায়। এমন মহিলা যার স্বামী নেই এবং এমন পুরুষ যার স্ত্রী নেই উভয়কেই আরবীতে 'আয়ামা' বলা হয়।

অবিবাহিত সকল নারী-পুরুষকে আল কুরআন বিয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। কোনো পুরুষ মহিলাকেই বিয়ের বাইরে থাকতে দিতে চায় না। এমন কি দাস দাসীকেও বিয়ে ব্যতিরেকে থাকতে নিষেধ করে। এ তাকিদ শুধু সংশ্লিষ্ট পুরুষ মহিলাকে করা হয়নি। বরং যারা তাদের মুরব্বী, আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী তাদেরকেও করা হয়েছে। যেন তাদের বিয়ের ব্যাপারে তারাও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। যার কোনো অভিভাবক নেই রাষ্ট্র তার অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করবে।

বিয়েতে উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বলা হয়েছে—'তারা যদি গরীব হয় আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের ধনী বানিয়ে দেবেন' এর অর্থ এই নয় যে, তিনি বিয়ে করলেই ধনী হয়ে যাবেন বরং এর তাৎপর্য হচ্ছে—যদি গরীব হন, আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকে তবু যেন তিনি বিয়ে থেকে পিছ পা না হন।

কনে পক্ষের প্রতি হিদায়াত হচ্ছে—ভদ্র ও চরিত্রবান কোনো ছেলের পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হলে, দারিদ্রতার ওজুহাতে যেন তা প্রত্যাখ্যান করা না হয়। ছেলে পক্ষের অভিভাবকদের বলা হয়েছে ছেলের আয় উপার্জন কম বলে বিয়েতে বিলম্ব করা উচিত নয়। যাদের বিয়ের বয়স হয়েছে তাদের জন্য নির্দেশ, আয় উপার্জন কম হলেও যেন তারা বিয়েতে টালবাহানা না করে। বরং আয় রোযগার কম, তবু আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে বিয়ে করে ফেলাই ভালো। অনেক সময় দেখা যায় বিয়েই তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণ হয়ে যায়। স্ত্রীর সহযোগিতায়ও অনেক ক্ষেত্রে উপার্জনে জোয়ার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া কাঁধে দায়দায়িত্ব চেপে যাওয়ার পর সাধারণত পুরুষরা অপেক্ষাকৃত বেশী পরিশ্রমী হয়ে উঠে। সবচেয়ে বড়ো কথা, কার তাকদীরে কী লেখা আছে কে বলতে পারে ? আল্লাহ কাকে কী করতে চান তা কি কেউ জানেন ? এজন্য বিয়ের ব্যাপারে হিসেব করলেও, বেশী হিসেব ভালো নয়।

বিয়েতে ঈমান ও ইসলামের গুরুত্ব

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ط وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ج وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ط وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ط اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ج وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ج وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ○ البقرة : ٢٢١

"ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা মুশরিক মহিলাকে বিয়ে করো না। তারা তোমাদেরকে মুগ্ধ করলেও মুসলিম বাঁদী সম্ভ্রান্ত মুশরিক মহিলার চেয়ে উত্তম। মুশরিক পুরুষকেও তোমরা বিয়ে করো না যতক্ষণ সে ঈমান না আনে। মুশরিক পুরুষ যতই সুদর্শন হোক না কেন একজন মুমিন ক্রীতদাসও তার চেয়ে উত্তম। মুশরিকরা তোমাদেরকে আগুনের দিকে আহ্বান করে। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে আহ্বান করেন ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে। তিনি মানুষের জন্য তাঁর নির্দেশসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যেন তারা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২১।।

মুমিন ব্যক্তি কোনো মুশরিক মহিলাকে বিয়ে করবেন, এ অনুমতি কুরআন তাকে দেয় না। তদ্রূপ একজন ঈমানদার মহিলাকেও কোনো মুশরিকের সাথে বিয়ের অনুমোদন করে না। কারণ বিয়ে কেবল যৌন চাহিদা মেটানোর জন্যই নয়। বিয়ে এক আদর্শিক, নৈতিক ও আন্তরিক সম্পর্কের নাম। তাই একজন মুমিনের আন্তরিক সম্পর্ক কেবল আরেকজন মুমিনের সাথেই সম্ভবপর। একজন মুশরিকের চিন্তা চেতনার প্রভাব বন্ধু হিসেবে শুধু তার ওপরই পড়ে না। পরবর্তী বংশধরেরাও এর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। এজন্য একজন খাঁটি মুমিন ব্যক্তিকে যৌন কামনা পরিতৃপ্তির জন্য তার ঈমান আকীদা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও আচার-আচরণকে হুমকীর সম্মুখীন করার এবং পরবর্তী বংশধরদের ক্ষতিগ্রস্ত করার অবকাশ কোনোক্রমেই তাকে দেয়া যেতে পারে না।

১. সৎ পুরুষের জন্য সতী নারী

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ج وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ج ـ النور : ٢٦

"দুশ্চরিত্র মহিলা অসচ্চরিত্র পুরুষের জন্য। আর অসচ্চরিত্রের পুরুষ দুশ্চরিত্র মহিলার যোগ্য। তদ্রূপ সচ্চরিত্রের পুরুষ পবিত্র চরিত্রের মহিলাদের জন্য এবং পবিত্র চরিত্রের মহিলা সচ্চরিত্র পুরুষের যোগ্য।"–সূরা আন নূর ঃ ২৬।।

পবিত্র চরিত্রের পুরুষ মহিলার জোড়া অনুরূপ চরিত্রের পুরুষ মহিলার সাথেই সম্ভব। দুশ্চরিত্রের নারী-পুরুষ কেবল অনুরূপ দুশ্চরিত্র নারী পুরুষেরই যোগ্য। চরিত্রহীন পুরুষের সাথে একজন সতী মহিলা কিংবা চরিত্রবান পুরুষের সাথে একজন অসতী মহিলার আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। তাছাড়া ইসলাম যে মহৎ উদ্দেশ্যে বিয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করে, তা এই পরস্পর বিপরীত চরিত্রের নারী-পুরুষের মিলনে কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

২. ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারীই বিয়ে করবে

اَلزَّانِىْ لَايَنْكِحُ اِلاَّ زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ز وَّالزَّانِيَةُ لَايَنْكِحُهَآ اِلاَّ زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ج وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ○ النور : ٣

"ব্যভিচারিণীকে বিয়ে করবে না ব্যভিচারী বা মুশরিক ছাড়া (অন্য কেউ)। এটি ঈমানদারদের জন্য হারাম করা হয়েছে। তদ্রূপ ব্যভিচারীও যেন ব্যভিচারিণী কিংবা মুশরিক ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে না করে।"–সূরা আন নূর ঃ ৩।।

উচ্ছৃংখল যৌনাচারীর সাথে একজন শান্তশিষ্ট ও সতী মেয়ের বিয়ে হতে পারে না। জেনে শুনে নিজ কন্যাকে এমন বখাটে ছেলের হাতে তুলে দেবে এটি কোনো ঈমানদার অভিভাবকের জন্যও জায়েয নেই বরং হারাম। তেমনিভাবে দীনদার চরিত্রবান একটি ছেলে দুশ্চরিত্রা ও অভিসারিনী কোনো মেয়েকে বিয়ে করবে তাও হতে পারে না।

যেসব মহিলাকে বিয়ে করা হারাম

মানব জাতির ধারাবাহিকতা, নর-নারীর শান্তি ও স্বস্তি লাভ, (বিয়ের মাধ্যমে) যৌন পরিতৃপ্তির ওপর নির্ভরশীল। কুরআন এ ধরনের যৌন সম্পর্ক স্থাপনকে শুধু স্বীকৃতিই দেয় না বরং একে আবশ্যকীয় মনে করে। উপরন্তু এ সম্পর্ক স্থাপন ত্যাগ করাকে ভীষণ অপসন্দ করে। তাই বলে (বিয়ের মাধ্যমে) যৌন সম্পর্ক স্থাপনের বেলায়ও তাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়নি। এজন্য কিছু বিধি-নিষেধ প্রণয়ন করা হয়েছে। এগুলোর সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন প্রত্যেকের জন্যই অপরিহার্য। নইলে তাদের বংশীয় ও আত্মীয়তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে। নষ্ট হবে গোত্রীয় সম্পর্ক। সামাজিক সুষ্ঠতা ও বংশধারা অব্যাহত রাখার জন্য নারী পুরুষের সম্পর্ক যেমন জরুরী তেমনিভাবে নিষিদ্ধ বিধি বিধানের সংরক্ষণও অপরিহার্য।

আল কুরআন যেসব আত্মীয়াকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ করেছে তারা তিন শ্রেণীর। ১. বংশগত কারণে নিষিদ্ধ, ২. দুধ পানের কারণে নিষিদ্ধ, ৩. বৈবাহিক কারণে নিষিদ্ধ।

১. বংশগত কারণে নিষিদ্ধ ঃ পিতামাতার সম্পর্কের কারণে যেসব আত্মীয়তার সৃষ্টি হয়। এরা মৌলিকভাবে সাত প্রকারের। যেমন–১, মা ২. কন্যা ৩. বোন ৪. ফুফু ৫. খালা ৬. ভাতিজী ৭. ভাগ্নী এসব আত্মীয়ার মধ্যে পরস্পর বিয়ে নিষিদ্ধ। এ নিষিদ্ধতা বংশগত কারণে হয় বলে একে 'হুরমাতু নাসাব' বলা হয়।

২. দুধ পানের কারণে নিষিদ্ধ ঃ ছোট ছেলে বা মেয়ে কোনো মহিলার দুধ পান করলে সেই মহিলা তার দুধ-মা এবং তার স্বামী দুধ-পিতা হিসেবে গণ্য হয়। এ ধরনের পিতা-মাতার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা নিষিদ্ধ। পিতা-মাতার সম্পর্কের কারণে যাদের সাথে বিয়ে হারাম হয়ে যায় দুধ-পিতা দুধ-মায়ের সম্পর্কের কারণেও তাদের সাথে বিয়ে হারাম বা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—'দুধ পানের কারণে ঐসব আত্মীয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ হয়ে যায়, বংশগত কারণে যাদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ।'

৩. বৈবাহিক কারণে নিষিদ্ধ ঃ বৈবাহিক কারণে যাদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ তাকে 'হুরমাতু মুসাহ্হারাত' বলে। এটি দু প্রকারের।

এক ঃ স্থায়ী হারাম ঃ যেমন স্ত্রীর মা (শ্বাশুড়ী), ছেলের বৌ, স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঘরের কন্যা (যদি স্ত্রীর সাথে একান্তে বাস হয়ে থাকে)। এসব আত্মীয়ের সাথে বিয়ে স্থায়ীভাবেই নিষিদ্ধ।

দুই ঃ অস্থায়ী হারাম ঃ যেমন-স্ত্রীর বোন (শালী)। স্ত্রী বর্তমান থাকা অবস্থায় স্ত্রীর বোনকে বিয়ে নিষিদ্ধ। কিন্তু স্ত্রী মারা গেলে কিংবা তালাক দিলে তার বোনকে বিয়ে করা যাবে।

১. সৎ মা

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ط اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ط وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ○ النساء : ٢٢

"তোমাদের পিতা যেসব মহিলাকে বিয়ে করেছে তাদেরকে তোমরা বিয়ে করো না। আগে যা হয়ে গেছে তা ভিন্ন কথা। এটি একটি নির্লজ্জ কাজ। অপসন্দনীয় ও নিকৃষ্ট আচরণ।"-সূরা আন নিসা ঃ ২২।।

পরবর্তী আয়াতে যাদেরকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ তাদের তালিকা বর্ণিত হয়েছে। সেখানে প্রথমেই মায়ের কথা উল্লেখ রয়েছে। মা শব্দটি সৎ ও আপন উভয়ের বেলায়ই প্রযোজ্য। তবু আলোচ্য আয়াতে সৎ মায়ের ব্যাপারটি বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ জাহেলী যুগে অনেক নির্লজ্জ ব্যক্তি বাপ-দাদার বিয়ে করা মহিলাদের বিয়ে করতো। কিন্তু রুচি ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী অনেকেই তখন এ আচরণকে খারাপ মনে করতেন। এদের ঔরসজাত সন্তানকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। কুরআন এ অশালীন আচরণকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। সৎ মাকে দুধ-মায়ের মতো মর্যাদা দিয়ে বিষয়টিকে আলাদাভাবে গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করেছে।

মুহাররাম মহিলাকে বিয়ে কিংবা তাদের সাথে কোনোরূপ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্যতম অপরাধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতেন এবং তার যাবতীয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতেন। ইমাম ইবনু মাজা হযরত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাতে বুঝা যায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটিকে নীতি হিসেবে

নির্ধারণ করেছেন যে, মুহাররাম মহিলার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

আয়াতে 'আবাউন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটি 'আবুন' শব্দের বহুবচন। অর্থ বাপ-দাদা। এতে বুঝা যায়, শুধু পিতার স্ত্রীর কথাই বলা হয়নি সাথে দাদা ও নানার স্ত্রীদের কথাও বলা হয়েছে। অর্থাৎ এদের বিয়ে করা স্ত্রীদের বিয়ে করাও হারাম।

২. মা

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ ـ النساء : ٢٣

"মায়েদেরকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ।"

–সূরা আন নিসা ঃ ২৩।।

মায়ের হুকুমের মধ্যে নানী দাদীও শামিল। তারপর নানী ও দাদীর মা। এভাবে যত উপরেরই হোক না কেন, হারাম।

৩. কন্যা

وَبَنٰتُكُمْ-

"তোমাদের কন্যাগণ (ও তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ)।"–সূরা নিসা ঃ ২৩।।

কন্যা বলতে নাতনী, নাতনীর মেয়ে এভাবে যত নিচের দিকেরই হোক, হারাম।

৪. বোন

وَاَخَوٰتُكُمْ

"(হারাম করা হয়েছে) তোমাদের বোন।"–সূরা আন নিসা ঃ ২৩।।

বোন বলতে দুধ বোন, বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয় সকল শ্রেণীর বোনই এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত।

৫. ফুফু

وَعَمّٰتُكُمْ

"তোমাদের ফুফু।"–সূরা আন নিসা ঃ ২৩।।

ফুফুর হুকুমের মধ্যেও পিতার বোন, দাদার বোন, পর দাদার বোন সবাই শামিল। আপন হোক, সৎ হোক কিংবা দুধ বোন, সবাই।

৬. খালা

وَخٰلٰتُكُمْ

"তোমাদের খালা।"-সূরা আন নিসা ঃ ২৩।।

মায়ের বোন, নানীর বোন কিংবা পর নানীর বোন সবাই। আপন, সৎ ও দুধ বোন যাই হোক না কেন।

৭. ভাতিজী

وَبَنٰتُ الْاَخِ

"আর তোমাদের ভাইয়ের মেয়ে (ভাতিজী)।"-সূরা আন নিসা ঃ ২৩।।

আপন ভাই, সৎ ভাই অথবা দুধ ভাইয়ের মেয়ে ও তার নিচের দিকে সকলেই হারাম।

৮. ভাগ্নি

وَبَنٰتُ الْاُخْتِ

"তোমাদের ভাগ্নিদেরকে।"-সূরা আন নিসা ঃ ২৩।।

এখানে আপন, সৎ ও দুধ বোনের কন্যাও অন্তর্ভুক্ত। আরো যত নিচেই হোক, হারাম।

৯. দুধ মা

وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىْٓ اَرْضَعْنَكُمْ-

"যে মা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছে, তারাও।"-সূরা নিসা ঃ ২৩।।

নিজ পিতামাতার সম্পর্কের কারণে যাদেরকে বিয়ে নিষিদ্ধ, দুধ পিতামাতার সম্পর্কের কারণেও তাদেরকে বিয়ে নিষিদ্ধ।

১০. দুধ বোন[২]

وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ ـ

"আর তোমাদের দুধ বোন।"-সূরা আন নিসা ঃ ২৩।।

১১. শাশুড়ি

وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ ـ

"তোমাদের স্ত্রীদের মা (অর্থাৎ শাশুড়ি)।"-সূরা আন নিসা ঃ ২৩।।

স্ত্রীর মা আপন মায়ের মতো। তাকে বিয়ে করা সব সময়ের জন্যই হারাম। বিয়ের পর নির্জন বাসের সুযোগ হয়নি এমন স্ত্রীর মাকেও বিয়ে করা হারাম। এ সম্পর্কে চার ইমামই একমত।

১২. স্ত্রীর অন্য স্বামীর ঘরের মেয়ে

وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ز

"যেসব স্ত্রীর সাথে তোমাদের যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে তাদের মেয়ে। যারা তোমাদের কোলে পিঠে মানুষ হয়েছে।"

-সূরা আন নিসা ঃ ২৩।।

'যারা তোমাদের কোলে পিঠে মানুষ হয়েছে' কথাটি মানুষের রুচি ও লজ্জাবোধ জাগ্রত করার জন্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ যাকে কোলে পিঠে করে লালন-পালন করা হয় তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা কোনো ভদ্র ও রুচিশীল ব্যক্তির পক্ষে কি আদৌ সম্ভব ? সাধারণত বিয়ে হালাল হারামের ব্যাপারে কোলে পিঠে মানুষ হওয়া কোনো শর্ত নয়। যেমন স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঘরের মেয়ে যে তার কাছে লালিত পালিত না হয়ে অন্যত্র প্রতিপালিত হয়েছে তাকেও বিয়ে করা হারাম।

---

২. পরস্পর আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই এমন ছেলে ও মেয়ে যদি কোনো এক মহিলার দুধ পান করে তাহলে তারা পরস্পর দুধ ভাইবোন হয়ে যায়। তাছাড়া যে মহিলা দুধ পান করান তার আপন মেয়েও দুধবোন হিসেবে গণ্য হয়।-অনুবাদক

১৩. পুত্রবধূ

وَحَلَائِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ

"তোমাদের ঔরসজাত ছেলের বউ।"-সূরা আন নিসা ঃ ২৩।।

'ঔরসজাত' কথাটি এজন্য ব্যবহার করা হয়েছে, পালক পুত্রের বউকে তালাক দিলে বিয়ে করা বৈধ। পুত্রবধূর মধ্যে নাতবউ বা নাতির ছেলের বউও অন্তর্ভুক্ত।

১৪. দুই সহোদরাকে একত্রে বিয়ে

وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ-

"আপন দু বোনকে একত্রে বিয়ে করাও তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে।"-সূরা আন নিসা ঃ ২৩।।

স্ত্রীর আপন বোনকে স্ত্রীর বর্তমানে বিয়ে করা হারাম। স্ত্রী মারা গেলে কিংবা তালাক দিলে বিয়ে করায় কোনো দোষ নেই। স্ত্রীর খালা, ফুফু, ভাইঝি ও বোনঝিদের বেলায়ও একই হুকুম প্রযোজ্য। অর্থাৎ স্ত্রীর অবর্তমানে এদেরকে বিয়ে করা যাবে, কিন্তু স্ত্রীর বর্তমানে যাবে না। ইসলামী আইন বিশারদ (ফকীহ্) গণ এ সম্পর্কে একটি মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন-

"এমন দুজন মহিলাকে একত্রে বিয়ে করা হারাম যাদের একজনকে পুরুষ কল্পনা করলে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিয়ে বৈধ হতে পারে না।"

১৫. অন্যের বিবাহাধীনে থাকা মহিলা

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاۤءِ ـ النساء : ٢٤ ·

"অন্যের বিবাহিত স্ত্রী (তালাক না হওয়া পর্যন্ত) তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ।"-সূরা আন নিসা ঃ ২৪।।

যাদেরকে বিয়ে করা বৈধ

১. যুদ্ধ বন্দিনী

إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ـ النساء : ٢٤

"যুদ্ধ-বন্দিনী হিসেবে যেসব মহিলা হস্তগত হয় তারা তোমাদের জন্য বৈধ।"–সূরা আন নিসা ঃ ২৪।।

যুদ্ধ-বন্দিনী হিসেবে যেসব মহিলা মুসলমানদের হস্তগত হয় আর তাদের অমুসলিম স্বামী অমুসলিম দেশেই রয়ে যায়, তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন জায়েয। অমুসলিম রাষ্ট্র থেকে ইসলামী রাষ্ট্রে আগমনের কারণে তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক বাতিল হয়ে যায়। পরে তারা যে মালিকের ভাগে পড়বে, বিয়ে ছাড়াই তাঁদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা জায়েয।

২. যাদেরকে বিয়ে হারাম তারা ছাড়া সকল মহিলা

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ ـ النساء : ٢٤

"যেসব মহিলাকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ তারা ছাড়া আর সকল মহিলাকে বিয়ে করা বৈধ।"–সূরা আন নিসা ঃ ২৪।।

অর্থাৎ উল্লেখিত মহিলা ছাড়া পসন্দমত অন্য যে কোনো মহিলাকে বিয়ে করা জায়েয।

৩. আহলে কিতাব মহিলা

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ ـ المائدة : ٥

"পূর্ববর্তী কিতাবধারী মহিলাদের মধ্যে যারা সতী তাদেরকেও বিয়ে করা বৈধ।"–সূরা আল মায়িদা ঃ ৫।।

কুরআন আহলে কিতাব মহিলা বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে, সেই অনুমোদন থেকে ফায়দা উঠানোর পূর্বে ভেবে দেখতে হবে ইসলামে বিয়ের গুরুত্ব কী। ইসলামে বিয়ের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে দীন ও ঈমানের হিফাযতের জন্য। দীন ও ঈমান হিফাযত অসম্ভব বিধায় মুশরিক মহিলাকে

বিয়ের অনুমোদন দেয়া হয়নি। সেই মহিলা যত সুন্দরী, বিদূষী, বিত্তশালী এবং সতী হোক না কেন।

ইহুদী ও খৃস্টান মহিলা অবশ্যই বিয়ে করা বৈধ। সেই বৈধ কাজটি করার পূর্বেও ভেবে দেখতে হবে, (ভবিষ্যত বংশধরদের) দীন ও ঈমান আশংকামুক্ত কিনা। দীন ও ঈমানের ক্ষতির আশংকা থাকলে এ ধরনের মহিলাকে উপেক্ষা করাই ভালো। অনুমতির অর্থ এই নয় যে, তা করতেই হবে।

৪. মুসলিম বাঁদী

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ط ـ النساء : ٢٥

"তোমাদের মধ্যে যারা মুসলিম স্বাধীন মহিলাকে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না তারা তোমাদের অধিকারভুক্ত মুমিন বাঁদীদের মধ্যে কাউকে বিয়ে করবে।"-সূরা আন নিসা ঃ ২৫।।

যারা অভাবী গরীব, সাধারণ মুসলিম মহিলাদের উপযুক্ত মোহরানা দিয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, তারা মুসলিম কোনো বাঁদীকে বিয়ে করতে পারেন।

৫. সৎ কন্যা (যদি তার মাকে বিয়ে করে সহবাসের পূর্বেই তালাক দেয়া হয়)

فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ـ النساء : ٢٢

"যদি তোমরা স্ত্রীদের সাথে বিছানায় না গিয়ে থাকো, তাদের মেয়েকে বিয়ে করায় কোনো দোষ নেই।"-সূরা আন নিসা ঃ ২২।।

বিয়ের পর একান্তে মিলিত হওয়ার আগেই যদি কোনো কারণে বিচ্ছেদ ঘটে যায়, সেই মহিলার কন্যাকে বিয়ে করা বৈধ।

৬. মুখে ডাকা পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَىْ لاَيَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ـ الاحزاب : ٣٧

"অতপর যায়িদ যখন (স্ত্রী) যায়নাবের সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেললো, আমি তাকে আপনার সাথে বিয়ে দিয়ে দিলাম। যেন পালক পুত্ররা তাদের স্ত্রীকে ছেড়ে দিলে সেই স্ত্রীদের বিয়ের ব্যাপারে মুমিনদের কোনো অসুবিধা না থাকে।"-সূরা আল আহযাব ঃ ৩৭।।

'সম্পর্ক চুকিয়ে ফললো' অর্থাৎ তালাক দিয়ে দিলো এবং ইদ্দতও অতিবাহিত হলো। এ ঘটনা হযরত যায়নাব ও হযরত যায়িদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর। যায়িদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পালক পুত্র বা মুখে ডাকা পুত্র ছিলেন। তিনি যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে তার বিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের বনিবনা হলো না। শেষে তা তালাক পর্যন্ত গড়ালো। ইদ্দত পালনের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিয়ে করলেন। কুরআন এ বিয়ের যে হিকমাতের কথা বলেছে, তা হচ্ছে—পালক পুত্রের স্ত্রীকে তালাক দিলে ইদ্দত শেষে বিয়ে করায় কোনো দোষ নেই। নিসন্দেহে তা করা যেতে পারে। মুখে ডাকা পুত্র আপন পুত্র হয়ে যায় না, তাই তার স্ত্রীকে বিয়ে করাও স্থায়ীভাবে হারাম হয় না।

বিয়ের নিয়ম কানুন

১. বিয়ে প্রকাশ্যে হতে হবে

فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ـ النساء : ٢٥

"অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিয়ে করো এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে মোহরানা আদায় করে দাও। যেন তারা বিয়ের আবেষ্টনীতে সংরক্ষিত থাকে। অবাধ যৌন লালসা পূর্ণ করতে উদ্যোগী না হয় কিংবা লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করে না বেড়ায়।"–সূরা আন নিসা ঃ ২৫।

বেলেল্লাপনা কিংবা গোপনে প্রেম করা থেকে বিরত রাখার জন্য প্রচলিত পবিত্র পদ্ধতিতে বিয়ের জন্য কুরআন নির্দেশ দেয়। বিয়ে প্রকাশ্যে হওয়া এবং এর প্রচার করা উচিত। জনসমাগম বেশী এমন জায়গায় বিয়ে হওয়াটাই ফকীহ্গণ পসন্দ করেছেন। যেন বেশী লোকের কানে এ খবর পৌঁছে যায়।

২. দেন মোহর নির্ধারণ

وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ ـ النساء : ٢٤

"যাদের আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে তাদের ছাড়া অবশিষ্ট সকল মহিলাকে অর্থ সম্পদের মাধ্যমে লাভ করা (বিয়ে করা) তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।"–সূরা আন নিসা ঃ ২৪।।

৩. পাত্রী নির্বাচনের স্বাধীনতা

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ ـ النساء : ٣

"তোমাদের পসন্দ মতো মেয়েদেরকে বিয়ে করো।"–সূরা নিসা ঃ ৩।।

বিয়ে যার, পসন্দ করার মৌলিক অধিকার তারই। এ অধিকার ছেলে মেয়ে উভয়েরই সমান। পরিবারের লোকদের এ অধিকার নেই, ছেলে

মেয়ের মতামতের পরওয়া না করে তাদেরকে জোর করে বিয়ে দেবেন। ফলে তাদের জীবন অশান্তির দাবানলে জ্বলতে থাকবে।

৪. একাধিক বিয়ের অনুমতি

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ـ النساء : ٣

"তোমাদের পসন্দনীয় মেয়েদের মধ্যে দুই, তিন কিংবা চারজনকে বিয়ে করো।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩।।

পবিত্র কুরআন পরিষ্কারভাবে একজন পুরুষকে একাধিক বিয়ের অনুমতি দিয়েছে। এ অনুমতি মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। একাধিক বিয়ে অনেক সময় কৃষ্টি-সভ্যতা এবং নৈতিকতা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় হিসেবে দেখা দেয়। একাধিক বিয়ের অনুমতি না থাকলে যেসব পুরুষ এক স্ত্রীতে পরিতৃপ্ত নয় তারা যৌনাচারে লিপ্ত হয়ে সমাজকে কলুষিত করে ফেলবে। প্রয়োজনের তাকিদেই আল কুরআন একাধিক বিয়ের অনুমতি দিয়েছে। এটি দোষের কিছু নয়।

৫. ইনসাফ করতে না পারলে একটি বিয়ের অনুমতি

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً ـ النساء : ٣

"একাধিক স্ত্রীর মধ্যে ইনসাফ করতে পারবে না বলে ভয় হলে একজন স্ত্রীই রাখো।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩।।

আল কুরআন চারজন স্ত্রীর অনুমতি দিয়েছে সত্যি, একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না বলে আশংকা হলে একজন স্ত্রীতেই তার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। ইনসাফ করতে পারবে না, তবু দুটো বিয়ে করে ফেললো আর তা বাতিল হয়ে যাবে ব্যাপারটি এমনও নয়। বিয়ে বৈধ হবে, কিন্তু সে আল্লাহ ও সমাজের দৃষ্টিতে অনাচারী হিসেবে চিহ্নিত হবে। যে আল্লাহ প্রদত্ত সুযোগ গ্রহণ করতে আগ্রহী কিন্তু স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ করার শর্ত পূরণের যোগ্যতা রাখে না, তার দ্বিতীয় বিয়ে করা আল্লাহর সাথে প্রতারণারই শামিল। এ ধরনের কাপুরুষদের দ্বিতীয় বিয়ে করার কী অধিকার থাকতে পারে ?

৬. স্ত্রীদের মধ্যে সমতা

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ط وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

"স্ত্রীদের মধ্যে পুরোপুরি ইনসাফ করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তোমরা চাইলেও এ ক্ষমতা তোমাদের নেই। এক স্ত্রীকে একদিকে ঝুলিয়ে রেখে অন্য স্ত্রীর প্রতি ঝুঁকে পড়বে না। যদি তোমাদের কর্মনীতি সংশোধন করো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।"–সূরা আন নিসা ঃ ১২৯।।

আল কুরআন একাধিক বিয়েতে স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ ও সমতা প্রতিষ্ঠার যে শর্তারোপ করেছে, তার অর্থ এই নয় যে, প্রতিটি বিষয় ও ক্ষেত্রেই সমতার নীতি বহাল রাখতে হবে। সাম্য ও সমতার তীব্র আশা বলবৎ থাকলেও তা সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আল্লাহ কি তাহলে বান্দাকে অসাধ্য সাধন করতে বলেছেন ? নিশ্চয়ই নয়। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে—মানুষ তার আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য ও বাসস্থান, অধিকার ও রাত্রিবাসে সমতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে। মানুষের শক্তি-সামর্থ্যের বাইরে কোনো দায়িত্ব তার ওপর বর্তায় না। ইচ্ছেকৃতভাবে বাড়াবাড়ি না করে সকল স্ত্রীকে সমান দৃষ্টিতে দেখলে, সকলের সাথে একই রকম আচার-আচরণ করলে, মানবীয় দুর্বলতার কারণে খুঁটিনাটি ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে আল্লাহ তা নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করে দেবেন।

হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের অধিকারের বেলায় পুরোপুরি ইনসাফ করতেন। আর এই বলে আল্লাহর কাছে দুআ করতেন—হে আল্লাহ! এটি আমার আয়ত্ত্বাধীন বিষয়ের সমবন্টন। একান্ত তোমার আয়ত্ত্বাধীন বিষয়ে আমার ত্রুটির জন্য আমাকে ভর্ৎসনা করো না।"

৭. একাধিক বিয়ের সীমা

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ط ـ النساء : ٣

"তোমাদের পসন্দনীয় মেয়েদের মধ্যে দুই, তিন কিংবা চারজনকে বিয়ে করো।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩।।

কুরআন এ আয়াতের মাধ্যমে একাধিক বিয়ের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। ইসলামী উম্মাহর সকল ফকীহ্ একমত। কোনো ব্যক্তি এক সাথে সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী রাখতে পারবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস থেকেও একথার সমর্থন পাওয়া যায়।

গায়লান নামক এক তায়েফী ধনকুবের যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তার নয়জন স্ত্রী ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে চারজন রেখে অন্যদের ত্যাগ করার নির্দেশ দেন।

৮. ইদ্দত পালনরত অবস্থায় বিয়ে নিষিদ্ধ

وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ـ البقرة : ٢٣٥

"নির্দিষ্ট সময় (ইদ্দত) পার না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ো না।"-সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৫।।

মহিলাদের ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া যাবে না। তবে আকার ইঙ্গিতে অবহিত করায় দোষ নেই।

৯. ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে বিয়ের পয়গাম না পাঠানো

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِىْ اَنْفُسِكُمْ ط عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ط ـ البقرة : ٢٣٥

"বিধবার ইদ্দত পালনকালে ইঙ্গিতে বিয়ের প্রস্তাব দিলে কিংবা মনের মধ্যে গোপন রাখলে, কোনো পাপ নেই। তোমাদের মনে যে এ রকম খেয়াল সৃষ্টি হবে আল্লাহ তা জানেন। বিধিসম্মত কথাবার্তা ছাড়া গোপনে তাদের সাথে অংগীকার করে বসো না।"-সূরা বাকারা ঃ ২৩৫

ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো মহিলাকে সরাসরি বিয়ের পয়গাম পাঠানো যাবে না। বিয়ের কোনো অংগীকারও নেয়া যাবে না তার কাছ থেকে। তবে মনে মনে বিয়ের ইচ্ছে পোষণ করা অপরাধ বলে গণ্য হবে না। ইদ্দত শেষ না হতেই খোলাখুলিভাবে বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো কিংবা বিয়ের কথাবার্তা সেরে ফেলা জায়েয নয়।

দেনমোহর

১. দেনমোহর প্রদান বাধ্যতামূলক

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ـ النساء : ٢٤

"দাম্পত্য জীবনের যে স্বাদ তোমরা স্ত্রীদের মাধ্যমে গ্রহণ করো, তার বদলে ফরয মনে করে দেনমোহর আদায় করে দাও।"

–সূরা আন নিসা ঃ ২৪।।

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ـ المائدة : ٥

"সুরক্ষিত নারীরাও তোমাদের জন্য হালাল—তারা ঈমানদার লোকদের মধ্য থেকে হোক কিংবা যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্য থেকে। শর্ত হচ্ছে—বিয়ে করে তাদের দেনমোহর প্রদান করতে হবে।"–সূরা আল মায়িদা ঃ ৫।।

২. স্বেচ্ছায় দেনমোহর প্রদান

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ـ النساء : ٤

"স্ত্রীদের দেনমোহর (স্বেচ্ছায়)-ও সন্তুষ্টচিত্তে আদায় করে দাও।"

–সূরা আন নিসা ঃ ৪।।

৩. দেনমোহর বাবদ প্রদত্ত সম্পদ ফেরত নেয়া যাবে না

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا ـ اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ۝ وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝ النساء : ٢٠-٢١

"যদি তোমরা এক স্ত্রীর জায়গায় অন্য স্ত্রী আনতে চাও এবং একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে থাকো, তা থেকে কিছুই ফেরত নিতে

পারবে না। তোমরা কি তা মিথ্যে অপবাদ ও প্রকাশ্য যুলমের মাধ্যমে ফিরিয়ে নেবে ? আর তোমরা নেবেই বা কেমন করে, যখন তোমরা পরস্পরের স্বাদ গ্রহণ করেছো। তারাও তোমাদের থেকে পাকাপোক্ত অংগীকার আদায় করে নিয়েছে।"–সূরা আন নিসা ঃ ২০-২১।।

বিয়ে এক শক্তিশালী বন্ধন। একজন মহিলা এ প্রত্যয়ে একজন পুরুষের কাছে নিজেকে সোপর্দ করে দেয়, সারাটি জীবন এ বন্ধন অটুট থাকবে। দাম্পত্য জীবনের ফায়দা লুটার পর পুরুষ যদি তার সেই বন্ধনকে ছিঁড়ে ফেলতে চায়, তাহলে বৈবাহিক বন্ধনের সময়ে দেয়া সম্পদ ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার তার কি করে থাকতে পারে ? কোন্ মুখেই বা সে ফিরিয়ে দেয়ার দাবী করবে ?

৪. যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা হয়নি এমন মহিলার দেনমোহর

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلُ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ـ البقرة : ٢٣٧

"যদি তোমরা স্পর্শ করার আগেই তাদেরকে তালাক দাও এবং দেনমোহরও ধার্য করে থাকো। তাহলে ধার্যকৃত দেনমোহর অর্ধেক পরিশোধ করতে হবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৭।।

৫. দেনমোহর প্রদানে বদান্যতা প্রদর্শন

اَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ط وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝ البقرة : ٢٣٧

"দেনমোহর নির্ধারণের পর স্পর্শ করার আগেই যদি তালাক দিয়ে দাও, তাহলে নির্দিষ্ট দেনমোহরের অর্ধেক প্রদান করতে হবে। স্ত্রী যদি মাফ করে দেয় কিংবা যার সাথে বিয়ের বন্ধন রয়েছে সে মাফ করে, ভিন্ন কথা। মাফ করে দেয়াটাই তাকওয়ার কাছাকাছি। পারস্পরিক সহানুভূতির কথাও ভুলো না। তোমরা যাকিছু করো আল্লাহ দেখেন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৭।।

সামাজিক জীবনে আইন শৃঙ্খলা মেনে চলার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই বলে আইনকে নিজের জন্য কঠোর থেকে কঠোরতর করে নেয়া, তাও ঠিক নয়। পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমাজ জীবনকে সুন্দর করার জন্য দয়া ও ক্ষমার নীতি অবলম্বন করা উচিত।

৬. দেনমোহর মাফ করে দেয়ার অধিকার স্ত্রীর

اِلاَّ اَنْ يَّعْفُوْنَ ـ البقرة : ٢٣٧

"(স্পর্শের পূর্বে তালাক দিলে অর্ধেক দেনমোহর দিতে হবে,) যদি না স্ত্রী মাফ করে দেয়।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৭

দেনমোহর স্ত্রীর অধিকার। স্ত্রী যখন মাফ করে দেবে তখনই তা মাফ হতে পারে। (পুরো দেনমোহর পরিশোধ করা থাকলে স্বামীও অর্ধেক ফেরত না নিয়ে মাফ করে দিতে পারে)। মাফ করা দেনমোহর সন্তুষ্টচিত্তে ভোগ করা যাবে।

৭. মাফকৃত দেনমোহর স্বামীর

فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا○ النساء : ٤

"স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় দেনমোহরের কিছু অংশ মাফ করে দেয়, তোমরা সানন্দে তা ভোগ করতে পারো।"–সূরা আন নিসা ঃ ৪।।

স্বামীর কাছে পাওনা দেনমোহর মাফ করে দেয়ার অধিকার স্ত্রীর সবসময়ই থাকে। ইচ্ছে করলে মোহরানার কিছু অংশ কিংবা পুরোটাই মাফ করে দিতে পারেন। স্ত্রী মাফ করে দিলে সেই সম্পদ স্বামীর। তিনি যেভাবে চাইবেন তা ব্যয় করতে পারেন।

৮. মাফ তাকেই বুঝায় যা সন্তুষ্টচিত্তে করা হয়

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ط فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا○ النساء : ٤

"সানন্দে স্ত্রীদের দেনমোহর (ফরয মনে করে) আদায় করে দাও। তারা যদি স্বেচ্ছায় নিজেদের পাওনার কিছু অংশ মাফ করে দেয়, বিনা দ্বিধায় তা ভোগ করতে পারো।"–সূরা আন নিসা ঃ ৪।।

দেনমোহর মাফ করার অধিকার কেবলমাত্র স্ত্রীর। তিনি মাফ করলে মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু 'তারা যদি স্বেচ্ছায় নিজেদের পাওনার কিছু অংশ মাফ করে দেয়।' এখানে স্বেচ্ছায় ও স্বতস্ফূর্ত ব্যাপারটির শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে। পরিবারে এমন কোনো পরিবেশের সৃষ্টি করা যাবে না যাতে স্ত্রী প্রলোভনে পড়ে কিংবা চাপের মুখে দেনমোহর মাফ করে দিতে বাধ্য হন। অথচ তিনি তা মাফ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

এজন্য হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভিমত হচ্ছে—কোনো মহিলা যদি তার স্বামীকে মোহরানার কিছু অংশ মাফ করে দেন কিংবা পুরোটাই, পরে আবার তা দাবী করেন স্বামী তা দিতে বাধ্য থাকবেন। স্বামী যেন তা আদায় করে দেন সেজন্য তাকে বাধ্য করা যাবে। পরবর্তীতে দেনমোহরের দাবী একথাই প্রমাণ করে, তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তা মাফ করেননি। হয়তো কোনো চাপের মুখে মাফ করার কথা উচ্চারণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

৯. দেনমোহর নির্দিষ্ট করা না হলে

لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ج

وَّمَتِّعُوْهُنَّ ج عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ج مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ ط

"স্ত্রীদের দেনমোহর নির্দিষ্ট ও তাকে স্পর্শ করার আগেই যদি তালাক দিয়ে দাও, তাতে কোনো পাপ নেই। তবে তাদেরকে কিছু (খরচ পাতি) দেবে। বিত্তশালীরা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং বিত্তহীনরা তাদের সাধ্যানুযায়ী প্রচলিত নিয়মে প্রদান করবে। এটি সৎপরায়ণশীলদের কর্তব্য।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৬।।

উক্ত নির্দেশ ঐ মহিলার জন্য প্রযোজ্য যাকে তার স্বামী স্পর্শ করার আগেই তালাক দিয়েছেন। যে মহিলার সাথে স্বামী যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছেন তাকে তার বংশের অন্যান্য মহিলাদের অনুরূপ দেনমোহর প্রদান করবেন।

১০. দেনমোহর স্ত্রীর অধিকার একে নষ্ট না করা

وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ ـ النساء : ١٩

"যে দেনমোহর তোমরা স্ত্রীদেরকে দিয়েছো, তার কিছু অংশ তাদেরকে কষ্ট দিয়ে আত্মসাৎ করা তোমাদের জন্য হারাম।"–সূরা নিসা ঃ ১৯।।

স্বামী স্ত্রীর সুসম্পর্ক

কুরআনুল কারীম স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ককে সামাজিক জীবনের মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ সম্পর্ককে সুষ্ঠু রাখার ব্যাপারে জোর দিয়েছে। পরস্পরের মধ্যে প্রেম-ভালোবাসা, ইনসাফ, ত্যাগ, সহনশীলতা ও ক্ষমার মানসিকতা রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। এ দায়িত্ব উভয়ের। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এটি অব্যাহত রাখা উচিত। এ সম্পর্কের সুস্থতার ওপরই নির্ভর করছে মানব সমাজের পবিত্রতা, সংহতি, উন্নতি ও স্থায়িত্ব।

পারিবারিক জীবনকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার জন্য পবিত্র কুরআন যেসব নীতিমালা প্রণয়ন করেছে তার কোনো বিকল্প নেই। কারণ এটি খেয়ালী মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত কোনো বিধান নয়। নারী পুরুষের মেজাজ, প্রকৃতি, যোগ্যতা, প্রতিভা ও দুর্বলতার দিকগুলোকে সামনে রেখেই এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এর প্রণেতা স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা। তাই স্বামী স্ত্রী উভয়েরই কর্তব্য আন্তরিকভাবে সেসব নীতিমালা অনুযায়ী চলা।

১. স্বামী স্ত্রীর অধিকার সমান

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ـ البقرة : ١٧٣

"স্বামীর ওপর স্ত্রীদের তেমনি অধিকার আছে যেমনি অধিকার রয়েছে স্ত্রীর ওপর স্বামীর।"–সূরা আল বাক্বারা ঃ ১৭৩।।

আল্লাহ তা'আলা স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের অবস্থা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে অধিকার নির্ধারণ করেছেন। স্ত্রীকে স্বামীর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন আবার স্বামীকে স্ত্রীর মোহরানা সহ অন্যান্য অধিকার আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। দেখা যাচ্ছে, পরস্পরের অধিকার সমান। সারাক্ষণের দায়-দায়িত্ব এবং যিম্মাদারীও সমান। অধিকারসমূহের ধরন অবশ্য আলাদা। উভয়ের প্রাকৃতিক অবস্থা ও সহজাত যোগ্যতার ভিত্তিতেই তা নির্ধারণ করা হয়েছে।

২. পুরুষের কিছুটা প্রাধান্য

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ط ـ البقرة : ٢٢٨

"নারীদের ওপর পুরুষের কিছুটা প্রাধান্য রয়েছে।"-সূরা বাকারা ঃ ২২৮

স্বামী স্ত্রীর অধিকার নির্ধারণে আল কুরআন কোনো বৈষম্যের নীতি গ্রহণ করেনি। উভয়ের অধিকার সমান। পারিবারিক জীবনেও উভয়ের তৎপরতা ও সহযোগিতার মর্যাদা এক। কিন্তু প্রতিটি ব্যবস্থাপনা সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য একজন পরিচালকের প্রয়োজন। যিনি সুষ্ঠভাবে তা পরিচালনা করে কাংখিত পর্যায়ে নিয়ে যাবেন। এজন্য পারিবারিক জীবনেও কুরআন পুরুষকে কিছুটা প্রাধান্য দিয়েছে। অন্য কথায়, পুরো যিম্মাদারীটাই তার কাঁধে ন্যস্ত করেছে।

৩. পারিবারিক জীবনে পুরুষের মর্যাদা

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ ـ النساء : ٣٤

"পুরুষ মহিলাদের কর্তা, রক্ষক।"-সূরা আন নিসা ঃ ৩৪।।

পুরুষকে 'কাওয়াম' মনোনীত করা হয়েছে। যার অর্থ কর্তা এবং রক্ষক। এমন ব্যক্তিকে কাওয়াম বলা হয় যার ওপর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। যেহেতু পরিবার নারী পুরুষের সম্মিলিত একটি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা, কাজেই সেই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার কাজ রয়েছে। যে ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু পরিচালনার ওপর নির্ভর করছে সমাজের উন্নতি। স্বামী স্ত্রীর সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানে স্বামীকে বানানো হয়েছে পরিচালক। এ অর্থে তিনি কাওয়াম বা কর্তা।

৪. পুরুষের প্রাধান্যের কারণ

بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَاۤ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ـ

"এজন্য আল্লাহ তাদের একজনকে আরেকজনের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ পুরুষ তার (কষ্টার্জিত) সম্পদ (তাদের জন্য) ব্যয় করে।"-সূরা আন নিসা ঃ ৩৪।।

পারিবারিক জীবনে মহিলাদের ওপর পুরুষের যে প্রাধান্য রয়েছে, তাকে কর্তা ও রক্ষক বানানো হয়েছে, তার দুটো কারণ আছে। একটি স্বভাবজাত অপরটি নৈতিক।

স্বভাবজাত কারণ ঃ পারিবারিক প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দৈহিক শক্তি সামর্থ ও যোগ্যতার প্রয়োজন, প্রকৃতিগতভাবে তা একজন পুরুষের রয়েছে। এজন্যই পারিবারিক কার্যক্রমে তার মতামত প্রাধান্য পায়। যাবতীয় কর্মে তার মত ও ইচ্ছের প্রতিফলন ঘটে। মহিলারা শুধু পরামর্শ ও সমর্থনের মাধ্যমে তাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা করে থাকেন।

নৈতিক কারণ ঃ ধন-সম্পদের ওপর মানুষের জীবন ও অস্তিত্ব নির্ভরশীল। তাই সম্পদকে আল কুরআনে কিয়াম বলা হয়েছে। কিয়াম বলা হয় কোনো জিনিসের ভিত্তিকে। স্বামী শ্রম মেহনত করে সম্পদ উপার্জন করেন, পরিবারের সকলের সুখ ও কল্যাণের জন্য তা ব্যয় করেন, এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় একজন স্বামী পরিবারের ভিত্তি স্বরূপ। তিনিই নেতৃত্ব দেবেন, স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করে সুখী সমৃদ্ধ সংসার গড়ে তুলবেন। এটিই কুরআনের নির্দেশ।

পুরুষের এ মর্যাদা কেবল পারিবারিক ব্যবস্থাপনাকে সুশৃঙ্খল ও ফলপ্রসু করার জন্য। এ মর্যাদা পার্থিব জীবনে সীমাবদ্ধ। পরকালে এজন্য তার আলাদা কোনো মর্যাদা হবে না। সেখানে মর্যাদা নির্ণয় হবে, কী পরিমাণ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে আল্লাহর ইচ্ছেকে বাস্তবায়ন করতে পেরেছে কিংবা আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কতটুকু মানবতার পরিচয় দিয়েছে, তার ওপর।

স্বামীর দায়িত্ব কর্তব্য

পারিবারিক জীবনকে সুন্দর ও সুশৃংখল করার জন্য নারী পুরুষ উভয়েরই কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। ঘরোয়া পরিবেশ তখনি সুন্দর ও সুখের হয়, স্বামী স্ত্রী উভয়ে যখন তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকেন। মনে প্রাণে সেই দায়িত্ব কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হন। দুজনের কোনো একজন যদি কর্তব্যে অবহেলা করেন, পুরো পারিবারিক শৃংখলা বিনষ্ট হয়। পরিবারে নেমে আসে বিপর্যয়।

১. স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ـ النساء : ١٩

"তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো।"
–সূরা আন নিসা ঃ ১৯।।

'আশিরু' শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। এ শব্দটির মধ্যে ঐসব বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত, যা পারিবারিক জীবনকে সুন্দর ও সুখের করে জান্নাতী পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক।

২. উভয়ে সমঝোতার মনোভাব নিয়ে চলা

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ـ النساء : ١٢٨

"উভয়ে সমঝোতার পথে চলা উত্তম।"–সূরা আন নিসা ঃ ১২৮।।

দাম্পত্য জীবনে অনেক সময় বন্ধুত্বে চির ধরে। একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে। এ অভিযোগের পরিণতি অনেক সময় বিচ্ছিন্নতা পর্যন্ত গড়ায়। এ ক্ষেত্রে উভয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবেন, অধিকারের যৌক্তিকতা পরিহার করে উদার ও ক্ষমার নীতি অবলম্বন করবেন। তাহলে এ ধরনের বিপর্যয় থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে। উভয় পক্ষই বিয়ের অঙ্গীকার রক্ষায় সচেষ্ট হবেন, স্বামী-স্ত্রী এ ধরনের নীতি অবলম্বন করে চলবেন—এটিই আল কুরআনের দাবী।

৩. স্ত্রীর প্রতি ভালো ধারণা পোষণ

فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ۝

"যদি তাদেরকে তোমরা অপসন্দ করো, হয়তো এমন কিছুকেই অপসন্দ করছো, যার মধ্যে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।"
–সূরা আন নিসা ঃ ১৯।।

যদি স্ত্রীর কোনো দিক অপসন্দ হয় যেমন–সুন্দরী নয় কিংবা অন্য কোনো দোষ বা দুর্বলতা থাকে, স্বামীর তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা উচিত। ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে সম্পর্ককে স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। হতে পারে আল্লাহ তাআলা ঐ স্ত্রীর মধ্যেই এমন কিছু

কল্যাণ তার জন্য রেখেছেন যা তিনি উপলব্ধি করতে পারছেন না। যেমন সেই স্ত্রীর গর্ভে এমন নেক সন্তান জন্মগ্রহণ করতে পারে যাতে তামাম পৃথিবীবাসী উপকৃত হবে। তিনি তার সাওয়াব নিয়মিত পেতে থাকবেন এবং জান্নাতের নিকটতর হতে থাকবেন কিংবা তার সৌভাগ্যের পরশে পার্থিব জীবন সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে ভরে উঠবে। এজন্যই প্রকাশ্য কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটানো ঠিক নয়। বরং ছোট খাট দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর করার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

৪. দয়া ও ক্ষমার নীতি অবলম্বন

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ التغابن : ١٤

"ঈমানদারগণ ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে কতিপয় তোমাদের শত্রু। তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। আর যদি তোমরা সহানুভূতি ও সহনশীলতার ব্যবহার করো এবং ক্ষমা করে দাও, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"–সূরা আত তাগাবুন ঃ ১৪।।

অনেক স্ত্রী স্বামীর দীনদারীতে বা দীনের পথে অগ্রসর হতে চরম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। আখিরাত রক্ষা করাই তার জন্য কষ্টকর হয়ে যায়। আবার স্বামীর দুর্বলতার সুযোগে অনেক স্ত্রী স্বামীকে মায়াজালে আটকে অবৈধভাবে নিজের ও সন্তানের অনেক অন্যায় আবদার পূরণ করতে বাধ্য করে। ফলে নিজের দীন, ঈমান এবং আখিরাত থেকে তিনি অনেক দূরে সরে যান। এজন্য আল্লাহ তাআলা অনেক স্ত্রী ও সন্তানকে শত্রু বলেছেন। তাই বলে সকল স্ত্রী ও সন্তানরাই খারাপ ও শত্রু এরূপ ভাবার কোনো কারণ নেই। এরূপ অনেক স্ত্রী আছেন যারা তার স্বামীর দীন ও ঈমানের হিফাযত করেন।

আপন স্ত্রী ও সন্তানদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে দূরে ঠেলে দেয়া একজন মুমিনের কাজ নয়। বরং তিনি তাদের অজ্ঞতা ও বিরোধিতামূলক কার্যকলাপ উপেক্ষা করে ধৈর্যধারণ করবেন। দরদ ও সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। মুমিন ব্যক্তির এ আচরণ তার প্রতি আল্লাহর রহমতকে ত্বরান্বিত করবে এবং আল্লাহর ক্ষমা ও করুণার দৃষ্টি আকৃষ্ট করবে।

স্ত্রীর দায়িত্ব-কর্তব্য

দাম্পত্য জীবনকে সুখের ও মধুময় করার জন্য স্বামীর যেমন ভূমিকা আছে তেমনিভাবে স্ত্রীরও কিছু দায়-দায়িত্ব রয়েছে। উভয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালিত হলেই দাম্পত্য জীবন বরকতময় ও শান্তিপূর্ণ হতে পারে। স্ত্রীর দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো।

১. স্বীয় আদর্শে নিষ্ঠাবান

فَالصّٰلِحٰتُ ـ النساء : ٣٤

"সৎকর্মশীল মহিলারা।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩৪।।

পরিবারের সংহতি, সন্তানের প্রতিপালন এবং গার্হস্থ্য জীবন বরকতময় হওয়া স্ত্রীর আদর্শ ও নিষ্ঠার ওপর নির্ভরশীল। তার এ আদর্শ ও নিষ্ঠার কল্যাণ পার্থিব জীবনেই সীমাবদ্ধ নয়, তার আদর্শ ও নিষ্ঠা যদি আল্লাহর নীতি অবলম্বনে হয় তাহলে প্রতিটি পদক্ষেপেই তা ইবাদাত বলে গণ্য হবে। ফলে পরকালে তিনি অসীম সাওয়াব ও পুরস্কার লাভ করবেন।

২. স্বামীর অনুগত

قٰنِتٰتٌ ـ النساء : ٣٤

"তারা স্বামীর অনুগত।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩৪।।

গার্হস্থ্য জীবন সুন্দর ও গতিশীল রাখার জন্য স্ত্রীকে স্বামীর কর্তৃত্ব স্বীকার করে সন্তুষ্টচিত্তে তার আনুগত্য করতে হবে। স্বামীর আনুগত্য করা আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ। স্বামীর আনুগত্যের মধ্যেই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ নিহিত। একথার ওপর আস্থা রেখে কেউ তার স্বামীর আনুগত্য করলে, ঘরোয়া পরিবেশ তো সুখের হবেই সেই সাথে প্রতিটি পদক্ষেপ তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের নিকটবর্তী করতে থাকবে।

৩. আমানতের হিফাযত

حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ط ـ النساء : ٣٤

"আল্লাহ যা হিফাযত যোগ্য করেছেন লোক চক্ষু আড়ালেও তা তারা হিফাযত করে।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩৪।।

অধিকার ও আমানতের হিফাযত বলতে ঐসব বিষয়কেই বুঝানো হয়েছে যা সাধারণত স্ত্রীর কাছে আমানত রাখা হয় এবং স্বামী মনে করেন স্ত্রী যথাযথভাবে এগুলোর হিফাযত করবেন। যেমন স্বামীর ধন-সম্পদ, মান-সম্ভ্রম, গোপনীয় বিষয়াদি, কথা ও ওয়াদা ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকারের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—"সেই উত্তম স্ত্রী যাকে দেখলে তোমার মন খুশীতে ভরে উঠে, কোনো কাজের নির্দেশ দিলে তা পালন করে, আর তোমার অনুপস্থিতিতে ধন-সম্পদ ও নিজের ইজ্জত আব্রুর হিফাযত করে।" তিনি আরো বলেছেন—"নারী যদি যথাযথভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, নিজের মান-সম্ভ্রমের হিফাযত করে এবং স্বামীর অনুগত থাকে, সে জান্নাতের যে দরোজা দিয়ে খুশি প্রবেশ করতে পারবে।" তিনি অবাধ্য স্ত্রী সম্পর্কে বলেছেন—"কিয়ামতের দিন আল্লাহ ঐ মহিলার দিকে চোখ তুলেও তাকাবেন না, যারা স্বামীর অবাধ্য হবে। অথচ স্বামীর প্রতি সে কখনো বেপরওয়া হতে পারে না।"

৪. দাম্পত্য সমস্যায় ধৈর্যশীলা

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ط وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ط ـ النساء : ١٢٨

"যদি কোনো মহিলা স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে (কিছু অধিকার কমবেশীর ভিত্তিতে) পরস্পর মীমাংসা করে নেয়, দোষের কিছু নেই। মীমাংসা সর্বাবস্থায়ই উত্তম।"
–সূরা আন নিসা ঃ ১২৮।।

দাম্পত্য জীবনে স্বামীর অসদাচরণ ও উপেক্ষায় বারবার বন্ধুত্বের সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দিতে পারে। অনেক স্ত্রী এরূপ পরিস্থিতিতে দাম্পত্য সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলেন। হয়তো এটি একটি সমাধান। কিন্তু ইসলাম এরূপ সমাধানকে অপসন্দ করে। এক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে—স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ই নিজের আচরণ সংশোধন করে নেবেন। অধিকার কমবেশীর ভিত্তিতে একটি সমঝোতায় পৌঁছুবেন। স্ত্রী আরেকবার সিদ্ধান্ত

নেবেন, যে স্বামীর সাথে জীবনের একটি অংশ কেটেছে তার সাথে সম্পর্ক বহাল রাখবেন।

৫. দাম্পত্য সমস্যায় সমাজের ভূমিকা

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا○

"যদি তোমরা আশংকা করো স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক বিগড়ে যাবে, তাহলে পুরুষের আত্মীয়ের মধ্য থেকে একজন এবং মহিলার আত্মীয়ের মধ্যে একজনকে সালিস মনোনীত করো। তারা দু পক্ষ সংশোধন করে নিতে চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন, খবর রাখেন।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩৫।।

দাম্পত্য সম্পর্ক মূলত মানব সভ্যতার শিকড়। তাই দাম্পত্য সম্পর্কের সুষ্ঠুতার ওপর নির্ভর করে গোটা মানব সভ্যতা। দাম্পত্য সম্পর্ককে মযবুত করে দেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে বড়ো নেকীর কাজ। আর দাম্পত্য সম্পর্কে ফাটল ধরানোর প্রচেষ্টা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। হাদীসে এসেছে—

"অভিশপ্ত ইবলিস তার দপ্তর থেকে প্রতিদিন পৃথিবীর আনাচে কানাচে কর্মী বাহিনী পাঠিয়ে থাকে। অতপর তারা ফিরে এসে নিজেদের কাজের রিপোর্ট পেশ করে। কেউ বলে আমি অমুক জায়গায় ঝগড়া বাঁধিয়ে এসেছি। কেউ বলে আমি অমুক জায়গায় বিপর্যয় সৃষ্টি করে দিয়ে এসেছি। ইবলিস প্রত্যেককে বলে তুমি কাজের কাজ কিছুই করতে পারোনি। ইত্যবসরে এক কর্মী এসে খবর দেয়, আমি অমুক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়ে এসেছি। তখন ইবলিস তাকে খুশীতে জড়িয়ে ধরে এবং বলে—তুই-ই কাজের কাজ করেছিস্।"

তাই যে ব্যক্তি স্বামী স্ত্রীর পবিত্র সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়, সে জঘন্য অপরাধী, বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। কারণ এ সম্পর্কের দৃঢ়তার ওপর পুরো মানব সমাজের শান্তি ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল।

কুরআনুল কারীম স্বামী স্ত্রীকে তাদের স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দানের সাথে সাথে সমাজকেও দায়িত্ব দিয়েছে, তাদের সম্পর্ককে অটুট ও মযবুত রাখার জন্য। তারা সামাজিকভাবে দাম্পত্য সম্পর্ক রক্ষায় এগিয়ে আসবেন। সামাজিক শক্তি ও প্রভাব দিয়ে তারা উভয় পক্ষকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাবেন।

তালাক

তালাক ইসলামী সমাজের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। অনেক সময় হাজারো চেষ্টা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দাম্পত্য সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করা সম্ভব হয় না। সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে। চেষ্টা তদবীর ও নৈতিক শিক্ষা দীক্ষা কোনো কাজে আসে না। জোর করে সম্পর্ক বহাল রাখতে গেলে নানা রকম নৈতিক অবক্ষয়ের আশংকা সৃষ্টি হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে আল কুরআন তালাকের অনুমতি দিয়েছে।

১. তালাকের অনুমোদন

لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ـ البقرة : ٢٣٦

"তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাইলে কোনো দোষ নেই।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৬।।

বিয়ে বলবত রাখার ব্যাপারে যদিও ইসলাম গুরুত্ব দিয়ে আসছে। তবু যদি উভয়ে দাম্পত্য জীবন বলবত থাকলে চরম ক্ষতির আশংকা করেন, তখন তাদেরকে তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ) এর অনুমতি দেয়া হয়েছে। ইসলামী সংস্কৃতি মানুষকে অযথা সংকীর্ণতার দিকে ঠেলে দিতে চায় না। তাই তখনই তালাকের সুযোগ নেয়া উচিত যখন উভয় পক্ষের মধ্যে আর কোনো বিকল্প না থাকে। কারণ আল্লাহর কাছে বৈধ কাজের মধ্যে তালাক-ই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী অপসন্দনীয়।

২. তালাক সর্বশেষ ব্যবস্থা

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ـ النساء : ١٩

"তাদের সাথে ভালো আচরণ করো। যদি তাদেরকে অপসন্দ করো, হতে পারে তাদের একটি জিনিস তোমাদের কাছে অপসন্দ কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে অনেক কল্যাণ রেখেছেন।"–সূরা নিসা ঃ ১৯।।

স্বামী কোনো কারণে স্ত্রীকে পসন্দ করছেন না। তিনি সুন্দরী নন কিংবা তার কোনো ত্রুটি আছে। এ ক্ষেত্রে স্বামীর ধৈর্য অবলম্বন করা উচিত। হুট করে তাকে তালাক দেয়ার চিন্তা করা উচিত নয়। দাম্পত্য সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর। এ সম্পর্কের ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজ ও সভ্যতা। এমন একটি বিষয়ে তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নেয়া কোনোক্রমেই উচিত নয়।

ইসলাম অবশ্যই তালাকের অনুমতি দিয়েছে কিন্তু তা সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে। যখন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আর সমঝোতার কোনো পথ-ই অবশিষ্ট থাকে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

"বিয়ে করো, তালাক দিয়ো না। আল্লাহ এমন পুরুষ মহিলাকে পসন্দ করেন না যারা জনে জনে মজা লুটে বেড়ায়।"

৩. দাম্পত্য কলহে সালিসের ভূমিকা

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ج اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ○ (النساء : ٣٥)

"যদি তোমরা আশংকা করো স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক বিগড়ে যাবে, তাহলে পুরুষের আত্মীয়ের মধ্য থেকে একজন এবং মহিলার আত্মীয় থেকে একজনকে সালিস মনোনীত করো। তারা দুজন সংশোধন করে নিতে চাইলে, আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন, খবর রাখেন।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩৫।।

স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে ফাটল ধরলে, তা যেন তালাক পর্যন্ত না গড়ায় কিংবা আদালত পর্যন্ত না পৌঁছে, সে জন্য সমাজের দায়িত্বশীলদের ভূমিকা রাখা উচিত। এরূপ ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের আত্মীয় থেকে একজন করে সালিস নিযুক্ত করে দেবেন। তারা সৎ ন্যায়পরায়ণ এবং মার্জিত আচরণের অধিকারী হবেন। অতপর উভয় পক্ষের সালিসদ্বয় বসে ইনসাফের সাথে দাম্পত্য বিরোধের কারণ অনুসন্ধান করবেন এবং তাদের মধ্যে মিলমিশের ব্যবস্থা করে দেবেন। সালিসদ্বয় যদি নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন আর স্বামী স্ত্রীও যদি নিজেদের বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে ইচ্ছুক হন, আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করবেন। অর্থাৎ মিলমিশের পরিবেশ ও আন্তরিকতা সৃষ্টি করে দেবেন।

৪. বিচ্ছেদ হয়ে গেলে উভয় পক্ষ আল্লাহর ওপর নির্ভর করবে

وَاِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلاًّ مِّنْ سَعَتِهٖ ط وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ○

"উভয়ে যদি পরস্পর পৃথক হয়ে যায়, আল্লাহ তার বিপুল ক্ষমতায় প্রত্যেককে অপরের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী, প্রজ্ঞাবান।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৩০।।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যদি মিলমিশ না-ই হয়, দাম্পত্য সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়, উভয়ের উচিত আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া। আল্লাহ তাঁর অপার মহিমায় পুরুষকে যেমন ব্যবস্থা করে দেবেন তেমনি মহিলার জন্যও একটি আশ্রয়স্থল নির্ধারণ করবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন, দেখেন। তিনি সকলের প্রয়োজন সম্পর্কেই অবহিত। কোনো কিছুই তাঁর আয়ত্ত্বের বাইরে নয়।

তালাক কিভাবে দেবেন

পৃথিবীতে যত হালাল ও বৈধ জিনিস আছে তার মধ্যে নিকৃষ্ট হচ্ছে–তালাক। তাই স্বামী স্ত্রী উভয়েরই উচিত এরূপ ঘৃণিত কাজে জড়িয়ে না পড়া। এজন্য সর্বদা সতর্ক হয়ে চলা। তবু সকল চেষ্টা প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে কেউ যদি তালাককেই সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করেন, তাকে কিছু নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হবে। যে নীতিমালা আল কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রণীত।

১. পবিত্রাবস্থায় তালাক দিতে হবে

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ـ الطلاق : ٢٨

"হে নবী ! তাদেরকে বলে দিন, তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাইলে এমন সময় তালাক দেবে, যেন ইদ্দত গণনা সহজ হয়।"
–সূরা আত তালাক ঃ ১।।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর স্ত্রীকে মাসিকের সময় তালাক দিয়েছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনে রেগে যান। স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য তাকে নির্দেশ দেন। বলেন,

'যদি তালাক দিতেই হয়, তবে মাসিক শেষ হওয়ার পর তালাক দেবে।' তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

পবিত্রাবস্থায় মহিলারা শরীরিক ও মানসিক দিকে সুস্থ থাকেন। এ সময় তিনি তার ভবিষ্যত সম্পর্কে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন। এটি তার অধিকার। তাছাড়া এ সময় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সেই সম্পর্ক স্থাপনেরও সুযোগ থাকে যা ভালোবাসা সৃষ্টিতে সহায়ক।

২. তালাকের সীমা

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ط فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ـ البقرة : ٢٢٩

"তালাক দুটো। এরপর হয় তাকে নিয়ম মাফিক রেখে দেবে কিংবা ভালোয় ভালোয় বিদায় করবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৯।।

সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তালাকের এ বিধানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ পুরুষকে তালাকের ক্ষমতা দিয়েছেন, সেই সাথে তার সীমাও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। জাহেলী যুগে তালাকের কোনো সীমা পরিসীমা ছিলো না। স্বামী কোনো কারণে স্ত্রীর ওপর বিগড়ে গেলে তাকে তালাকের পর তালাক দিতো, আবার কদিন পর ফিরিয়ে আনতো। বেচারী স্ত্রী সারাটি জীবন দুর্বিসহ বোঝা বয়ে বেড়াতেন। তিনি না পারতেন স্বামীর সাথে সুখের দাম্পত্য জীবন গড়তে আর না পারতেন সম্পর্ক ছিন্ন করে অন্যত্র সুখের নীড় বাঁধতে। আল কুরআন তালাকের নীতিমালা প্রণয়ন করে যুগযুগ ধরে চলে আসা যুলমের পথ চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে।

আল কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে মাত্র দুটো তালাক দেয়ার অধিকার রাখেন। দুবার তালাক দেয়ার (এবং ফিরিয়ে নেয়ার) পর যদি তৃতীয়বার তালাক দেন তাহলে স্ত্রী এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তাকে আর ফিরিয়ে আনার সুযোগ থাকবে না। 'তাহলীল' ছাড়া আর দ্বিতীয়বার বিয়েও করা যাবে না।

ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী তালাকের নিয়ম হচ্ছে—পবিত্রাবস্থায় এক তালাক দেয়া। যা রিজঈ তালাক হিসেবে গণ্য হবে। মাসিকের পর পরবর্তী পবিত্রাবস্থায় আরেক তালাক দেয়া। তবে সর্বোত্তম পদ্ধতি হচ্ছে—পবিত্রাবস্থায় শুধুমাত্র একটি তালাক দিয়ে স্ত্রীকে ইদ্দত পালনের সুযোগ

দেয়া। ইচ্ছে করলে স্বামী ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবেন কিংবা ইদ্দত শেষে স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে করবেন।

দু তালাক দিয়ে ফেললে ইদ্দত শেষে স্ত্রীকে পুনরায় বিয়ে করে নেবেন কিংবা স্ত্রীকে ভদ্রভাবে বিদায় করে দেবেন যেন অন্যত্র বিয়ে করার সুযোগ তিনি পান।

৩. রিজঈ তালাক

فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ط ـ البقرة : ٢٢٩

"(রিজঈ তালাকের পর) হয় তাকে ভালোভাবে রেখে দেবে, না হয় ভদ্রভাবে বিদায় করে দেবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৯।।

রিজঈ তালাকের অর্থ স্পষ্টভাবে স্ত্রীকে তালাক দেয়া। রিজঈ তালাকের সর্বোচ্চ সীমা দুটো। স্ত্রী ইদ্দত পালনরত অবস্থায় স্বামী চাইলে তালাক প্রত্যাহার করে তাকে ফিরিয়ে নিতে পারেন।

৪. স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার স্বামীর আছে

وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِىْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْا اِصْلاَحًا ط ـ البقرة : ٢٢٨

"তারা আপোষ মীমাংসা করতে চাইলে, পুনরায় গ্রহণের অধিকার স্বামীরই বেশী।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৮।।

৫. ফিরিয়ে নেবার ছলে স্ত্রীকে কষ্ট না দেয়া

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ط وَلاَ تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ط وَلاَ تَتَّخِذُوْا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ـ البقرة : ٢٣١

"স্ত্রীদেরকে তালাক দেয়ার পর ইদ্দত শেষ হবার কাছাকাছি সময় পৌঁছুলে হয় তোমরা নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে রেখে দেবে, না হয় বিধিমত মুক্ত করে দেবে। তাদের ক্ষতির মানসে সীমালংঘন করে তাদেরকে আটকে রেখো না। যে এরূপ করে সে যেন নিজের ওপরই যুলম করে। আল্লাহর বিধানকে তোমরা খেল তামাশার বস্তু বানিয়ে নিয়ো না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩১।।

রিজঈ তালাকের পর তাকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসতে পারলে তবেই ফিরিয়ে নেয়া উচিত। শুধু কষ্ট দেবার মানসে তাকে ফিরিয়ে নেয়া কোনো মুসলিম স্বামীর জন্য শোভা পায় না। এরূপ করা আল্লাহর বিধানকে তুচ্ছ ও অবমাননা করারই নামান্তর।

৬. বিচ্ছিন্ন অবস্থায়ও ভদ্রতা বজায় রাখা

اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ط ـ البقرة : ٢٣١

"অথবা ভদ্রভাবে তাদেরকে বিদায় করে দাও।"-সূরা বাকারা ঃ ২৩১।।

اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ط وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا ـ

"ভালোয় ভালোয় তাদেরকে মুক্ত করে দেবে। তোমরা তাদেরকে যাকিছু দিয়েছো তার কোনো কিছুই ফেরত নেয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়।"-সূরা আল বাকারা ঃ ২২৯।।

দু তালাকের পর স্ত্রীকে পৃথক করে দেয়ার ইচ্ছে পোষণ করলে, তখনো ভদ্রতার সীমালংঘন করা যাবে না। তিনি এখন আর স্ত্রী না হতে পারেন, মানুষ তো ? একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত একই সাথে ঘর সংসার করেছেন। তাকে মোহরানা বাবদ কিছু দিয়ে থাকলে তা ফেরত নেয়ার প্রশ্নই উঠে না। পারলে আরো কিছু দিয়ে তাকে সসম্মানে বিদায় দেয়া উচিত।

৭. তিন তালাকের পর পুরোপুরি বিচ্ছেদ

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ط ـ البقرة : ٢٣٠

"(দু তালাকের পরও) তাকে তালাক দিলে, অন্য কোনো পুরুষের সাথে ঐ মহিলা বিয়ের পর, তাকে (তালাক দেয়ার আগে) আর বিয়ে করা বৈধ নয়।"-সূরা আল বাকারা ঃ ২৩০।।

দু তালাক দেয়ার পর ইদ্দত পালনরত অবস্থায় স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার স্বামীর আছে। ইদ্দতের পর বিয়ে করে নিলেই হলো। কিন্তু তিন তালাক প্রদানের পর জটিলতা বাড়ে। ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করার সুযোগও থাকে না এবং ইদ্দত শেষে পুনরায় বিয়ে করবে সে অধিকারও হারিয়ে যায়। শুধু একটি অবস্থা বাকী থাকে, সেই স্ত্রী আরেক

জায়গায় বিয়ে করে দাম্পত্য মজা লুটার পর যদি সেই স্বামী তাকে তালাক দেন, ইদ্দত শেষে তিনি আগের স্বামীকে পুনরায় বিয়ে করতে পারেন। একে ইসলামী শরীআর পরিভাষায় 'হালালা' বা 'তাহলীল' বলা হয়।

৮. তাহলীলের পর পুনরায় বিয়ে দোষনীয় নয়

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّا اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ۔

"অতপর (দ্বিতীয় স্বামী) যদি তাকে তালাক দেয় এবং প্রথম স্বামী ও সেই স্ত্রী মনে করে আল্লাহ প্রদত্ত সীমালংঘন না করেই দাম্পত্য জীবন পরিচালনা করতে পারবে, এমতাবস্থায় তাদের পুনর্মিলনে কোনো দোষ নেই।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩০।।

অন্যত্র বিয়ের পর যদি দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দেন, ইদ্দত পালনের পর সেই স্ত্রীকে প্রথম স্বামী পুনরায় বিয়ে করতে পারেন। তাই বলে এটি বৈধ নয়, তালাক দেয়া স্ত্রীকে কারো সাথে এই শর্তে বিয়ে দেবেন যে, বিয়ের পরপরই তাকে তালাক দিতে হবে, যেন পুনরায় বিয়ে করা যায়। যারা এ ধরনের বিয়ে দেন এবং যারা করেন তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিশাপ দিয়েছেন।

৯. ঈলার নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তালাক কার্যকরী হয়ে যায়

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ط فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ وَاِنْ عَزَمُوْا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ البقرة : ٢٢٦-٢٢٧

"যারা স্ত্রীদের সাথে বিছানায় যাবে না এই মর্মে শপথ করে, তারা চার মাস অপেক্ষা করবে। যদি এ সময়ের মধ্যে তাদের শপথ প্রত্যাহার করে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। আর যদি তালাক দেবার ব্যাপারেই অনড় হয়, আল্লাহ সবকিছু শুনেন, জানেন।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৬-২২৭।।

স্বামী স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন না করার শপথকে শরঈ পরিভাষায় 'ঈলা' বলে। এজন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। চার মাসের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর সাথে বিছানায় না গেলে চার মাস শেষ হওয়ার সাথে

সাথে তালাক কার্যকরী হয়ে যাবে। আর যদি উক্ত সময়ের মধ্যে শপথ ভেঙ্গে ফেলে তাহলে শুধু শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা আদায় করতে হবে।

খুলা

فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَّيُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط

"যদি তোমাদের আশংকা হয়, বিয়ে বহাল রেখে আল্লাহর সীমারেখা মেনে চলতে পারবে না। এমতাবস্থায় স্ত্রী কোনো কিছুর বিনিময়ে বিচ্ছিন্ন হতে চাইলে, তাতে কোনো দোষ নেই।"-সূরা বাকারা ঃ ২২৯

স্ত্রী স্বামীকে কোনো কিছু দিয়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়াকে শরঈ পরিভাষায় 'খুলা' বলা হয়। স্ত্রীর সাথে বনিবনা না হলে তাকে তালাক দেয়া যাবে। এ অধিকার স্বামীকে দেয়া হয়েছে। তেমনিভাবে স্ত্রীকেও এ অধিকার দেয়া হয়েছে, তিনি চাইলে কোনো কিছু দিয়ে স্বামীকে ম্যানেজ করে বিচ্ছিন্ন হতে পারবেন। এ বিচ্ছিন্নতা 'তালাকে বাইন' হিসেবে গণ্য হবে। কেননা তিনি স্বামীকে বিনিময় দিয়ে এ তালাক কিনে নিয়েছেন। তাই ইদ্দত পালনের সময় স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার স্বামীর থাকে না। বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর যদি কখনো তারা আবার দাম্পত্য সম্পর্ক গড়তে চান, তাও পারবেন। সেই সুযোগ তাদের জন্য থাকবে।

'খুলা' করার ব্যাপারে স্বামী স্ত্রী উভয়েই ঐকমত্যে পৌঁছুলে নিজেরাই তা করে নিতে পারেন। কিন্তু মোকদ্দমা যদি আদালত পর্যন্ত গড়ায় আদালত তদন্ত করে দেখবে সত্যিই স্ত্রীর জীবন দুর্বিসহ কিনা। কিংবা সংশোধনের কোনো উপায় অবশিষ্ট আছে কিনা। সংশোধনের কোনো উপায় অবশিষ্ট না থাকলে আদালত বিনিময় ধার্য করে দেবেন, সেই ধার্যকৃত বিনিময় প্রদান করে স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে তালাক নিয়ে নেবেন।

অবশ্য ওলামা কিরাম মনে করেন নির্ধারিত মোহরানার অতিরিক্ত বিনিময় ধার্য করা উচিত নয়।

যিহার

'যিহার' একটি পারিভাষিক শব্দ। আরবে প্রাচীনকাল থেকেই যিহার প্রথা চলে আসছিলো, কেউ তার স্ত্রীকে যদি বলতো-'তুমি আমার মায়ের

মতো' তাহলে মনে করা হতো স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে গেছে। কেননা সে স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করেছে। সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে আল কুরআন এসব কুসংস্কারের অপনোদন করেছে। বলা হয়েছে কেউ তার স্ত্রীকে মা বললে কিংবা মায়ের সাথে তুলনা করলেই সে মা হয়ে যায় না। মা তো কেবল তিনি-ই যার গর্ভ থেকে মানুষ জন্মলাভ করে। মুখে মা বলার কারণেই কারো সম্পর্ক বদলে যায় না। যিনি স্ত্রী ছিলেন তাকে মা বলার কারণে দাম্পত্য সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে, ব্যাপারটি এমন নয়।

১. যিহার করলেই স্ত্রী মা হয়ে যায় না

وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰئِىْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ـ الاحزاب : ٤

"তোমাদের স্ত্রীগণ যাদের সাথে তোমরা 'যিহার' করো তারা তোমাদের মা হয়ে যায় না।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৪।।

২. যিহারে বিয়েতে কোনো ত্রুটি আসে না

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِنْ نِّسَآءِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلاَّ الّٰئِىْ وَلَدْنَهُمْ ـ مجادله : ٢

"যারা স্ত্রীর সাথে যিহার করে, (যিহারের কারণে) সেই স্ত্রী মা বনে যায় না। মা তো সেই, যে নিজের গর্ভে ধারণ করে প্রসব করেছে।"–সূরা আল মুজাদালা ঃ ২।।

৩. যিহার নির্বুদ্ধিতামূলক কাজ

وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ـ المجادلة : ٢

"প্রকৃতপক্ষে যিহারকারীরা অশালীন ও মিথ্যে কথা বলে থাকে।"
–সূরা আল মুজাদালা ঃ ২।।

যিহারের মাধ্যমে বিয়েতে কোনো ত্রুটি আসে না। তবু এমন অশালীন ও মিথ্যে কথা বলার প্রয়োজনটা কী ?

৪. যিহারের কাফ্ফারা

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ
اَنْ يَّتَمَاسَّا ط ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ○ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا ج فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ
سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ط ـ المجادله : ٣ـ٤

"যারা স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, তারপর তাদের সেই কথা প্রত্যাহার করে নেয়। পরস্পরকে স্পর্শ করার আগেই তাকে একজন দাস মুক্ত করতে হবে। তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। তোমরা যাকিছু করো আল্লাহ তা খবর রাখেন। (মুক্ত করার জন্য) দাস না পেলে একাধারে দু মাস রোযা রাখবে। যে না পারবে, সে যেন ষাটজন মিসকীনকে খাওয়ায়।"–সূরা আল মুজাদালা ঃ ৩-৪।।

লি'আন

আল কুরআন সমাজকে অশ্লীলতার ব্যধিমুক্ত করার জন্য অশ্লীল কথাবার্তার প্রচার ও প্রকাশকে নিষিদ্ধ করেছে। অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার চর্চা এবং কথাবার্তা মানুষের মন-মস্তিষ্ককে কুলষিত করে, যৌন উত্তেজনা বাড়িয়ে দেয়।

কোনো চরিত্রবান লোকের ওপর মিথ্যে অপবাদের বোঝা চাপিয়ে দেয়াকে ইসলাম জঘন্য অপরাধ বলে ঘোষণা করেছে। কোনো পুরুষ বা মহিলার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনলে চারজন সাক্ষী যোগাড় করতে হবে—যদিও অন্যান্য ব্যাপারে দুজন সাক্ষী হলেই চলে—নইলে তাকে মিথ্যে অপবাদ প্রদানের অভিযোগে শাস্তি গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ তাকে ৮০ ঘা বেত খেতে হবে।

মানুষের চরিত্র সংরক্ষণ ও বেহায়াপনার মূলোচ্ছেদের জন্য ইসলাম যে কঠোর আইন প্রণয়ন করেছে, এরপরও কি কেউ অপবাদ দেবার সাহস পাবে ? কারো ওপর খারাপ ধারণা পোষণ করতে পারে ?

ইসলামী এ আইনের প্রেক্ষিতে কারো মনে প্রশ্ন আসতে পারে, অন্য পুরুষ মহিলার বেলায় সাক্ষ্য না পেয়ে হয়তো চেপে গেল। কিন্তু কেউ যদি নিজের স্ত্রীকে অন্য কোনো পুরুষের সাথে অপকর্মে লিপ্ত দেখতে পায় তখন কী করবে ? সারা জীবনই কি সে অশান্তির আগুনে জ্বলতে থাকবে ? যদি স্ত্রীকে হত্যা করে, উল্টো নিজেই দোষী সাব্যস্ত হবে, সাক্ষ্য খুঁজতে গেলে অপরাধী কি ততক্ষণ বসে থাকবে ? আর যদি ধৈর্যধারণ করে, কিভাবে ? স্ত্রীকে তালাক দেয়া যেতে পারে, তাতে সে তার অপকর্মের উপযুক্ত শাস্তি পেলো না। স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চার হলে অবৈধ সন্তান তার ঘাড়েই পড়বে। প্রথম দিকে এ ধরনের কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। কিছুদিন পর দেখা গেল এ ধরনের কয়েকটি মামলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদালতে দায়ের করা হলো। এ সমস্যা সমাধানে আল্লাহ তা'আলা নীতিমালা প্রণয়ন করে দিলেন, যাকে ইসলামী পরিভাষায় 'লি'আন' বলা হয়।

১. লিআনের পদ্ধতি

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ○ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ○ النور : ٦-٧

"যারা তাদের স্ত্রী সম্পর্কে অভিযোগ তুলবে কিন্তু নিজেকে ছাড়া আর কোনো সাক্ষ্য পাবে না। তাদের একজন চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে—তার আনীত অভিযোগ সঠিক। পঞ্চমবারে বলবে—তার ওপর আল্লাহর গযব পড়ুক, যে (আনীত অভিযোগের ব্যাপারে) মিথ্যেবাদী।"–সূরা আন নূর ঃ ৬-৭।।

স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ দায়ের করলে ইসলামী আদালত স্বামীকে পাঁচবার শপথ করাবে। প্রথম চারবার বলবে—'আল্লাহর শপথ ! আমি সত্য অভিযোগ করেছি।' পঞ্চমবার বলবে—'আল্লাহর কসম ! আমি যদি মিথ্যে অভিযোগ এনে থাকি আমার ওপর আল্লাহর গযব পড়ুক।' স্বামীর কসমের পর স্ত্রীকে অভিযুক্ত করা হবে। স্ত্রী কেবল তখনই ব্যভিচারের শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবে, যদি সেও পাঁচবার আল্লাহর নামে শপথ করে।

উভয়কে শপথ করার পূর্বে মিথ্যে শপথের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করতে হবে। বলতে হবে-দুনিয়ার শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য তোমরা এরূপ করছো, অথচ পরকালের শাস্তি আরো ভয়াবহ। স্ত্রী শপথ করবে এভাবে-

وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ

وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا م اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ○ النور : ٨-٩

"স্ত্রী ব্যভিচারের শাস্তি থেকে রেহাই পেতে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে—'তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যে।' পঞ্চমবার বলবে—আমার ওপর আল্লাহর গযব পড়ুক যদি সে (তার আনীত অভিযোগে) সত্যবাদী হয়।"-সূরা আন নূর ঃ ৮-৯।।

ইসলামী আদালতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের শপথের পর বিচারক তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবেন। এরপর আর কোনোদিন তারা একে অপরকে বিয়ে করতে পারবে না।

ইদ্দত

মহিলাদের স্বামীর মৃত্যুর পর কিংবা তালাকপ্রাপ্তা হলে ইসলাম তাদেরকে (অন্যত্র বিয়ে না করে) কিছুদিন অপেক্ষা করতে বলেছে। একে শরঈ পরিভাষায় 'ইদ্দত' বলা হয়।

ইদ্দত পালনের কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ শরঈ উদ্দেশ্য রয়েছে। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে—স্বামী অনেক সময় রাগের বশবর্তী হয়ে তালাক দিয়ে ফেলেন, ইদ্দতের বিধান থাকায় এ সময় তিনি গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করার অবকাশ পান। দেখা যায় এক সময় স্বামী অনুতপ্ত হয়ে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেন। ইসলাম চায়, যে দম্পতি মিলেমিশে তাদের জীবন পরিচালনা শুরু করেছেন, তা অব্যাহত থাকুক। মাঝপথে এসে বিচ্ছিন্ন না হোক। এ কারণে ইদ্দতের সময়ের মধ্যে যে কোনো সময় চাইলে স্বামী তার স্ত্রীকে পুনরায় বিয়ে ছাড়াই ফিরিয়ে নিতে পারেন। এ অধিকার তার আছে। অবশ্য তিন তালাক প্রদান করা হলে ভিন্ন কথা।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে—স্ত্রী তার জীবন সাথীর বিচ্ছিন্নতায় শোক পালন করবেন। সেই সাথে (গভীরভাবে চিন্তা করবেন) তার কোনো ভুলের কারণে বিরহ ঘটে গেলে নিজেকে সংশোধন করে, পুনরায় তাকে ফিরিয়ে নেবার জন্য স্বামীকে উদ্বুদ্ধ করবেন।

তৃতীয় উদ্দেশ্যে হচ্ছে—এ সময়ের মধ্যে প্রমাণিত হয়ে যাবে, স্ত্রী গর্ভবর্তী কিনা। যেন সন্তানের বংশ নির্ণয়ে সংশয়ের অবকাশ না থাকে। কারণ এ সম্পর্কের ওপর যেমন সন্তানের মান মর্যাদা নির্ভরশীল। তেমনিভাবে উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত।

চতুর্থ গুরত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে—বিয়ে এবং তালাক শুধু সামাজিক ব্যবস্থাপনাই নয়—বরং এটি দীনি ও শরঈ বিধানও বটে। স্বামী স্ত্রী ও সন্তানের অধিকার সংরক্ষণ, এটিও ফরয। ইদ্দত, শরীআহ নির্ধারিত একটি অধিকার। যদি স্বামী তার স্ত্রীকে লিখিত উইল করে যান—'আমার মৃত্যুর পর কিংবা তালাকের পর আমার পক্ষ থেকে স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হবে না, তবু শরঈ নির্দেশ থেকে তিনি (স্ত্রী) অব্যাহতি পাবেন না।

স্ত্রীর অবস্থা ভেদে ইদ্দতের সময়কাল বিভিন্ন ধরনের হয়। কিছু ইদ্দত পালনকালে উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলো একই সাথে পাওয়া যায় আবার অনেক ইদ্দত পালনে কিছু কিছু পাওয়া যায়।

ইদ্দতের নিয়ম কানুন

১. ইদ্দতের মেয়াদ

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ ط ـ البقرة : ٢٢٨

"তালাকপ্রাপ্তা তিনটি কুরু (মাসিক) পর্যন্ত নিজেকে বিরত রাখবে।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৮।।

ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাইহির মতে 'কুরু' অর্থ 'মাসিক' আর ইমাম শাফিঈ রহমাতুল্লাহ আলাইহির মত 'কুরু' শব্দের অর্থ মাসিক উত্তর পবিত্রাবস্থা। উভয় মত অনুসারেই সময়কাল তিন মাস হয়ে থাকে।

২. যাদের মাসিক হয় না তাদের ইদ্দত

وَالّٰئِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَاۤئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ
وَّالّٰئِىْ لَمْ يَحِضْنَ ـ الطلاق : ٤

"তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা মাসিক সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে তাদের ইদ্দতের ব্যাপারে তোমাদের কোনো সংশয় হলে, তাদের ইদ্দত তিন মাস। আর এ নির্দেশ তাদের জন্যও, যাদের এখনো মাসিক শুরু হয়নি।"–সূরা আত তালাক ঃ ৪।।

৩. গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত

وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ـ الطلاق : ٤

"গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দত, তাদের প্রসব পর্যন্ত।"
–সূরা আত তালাক ঃ ৪।।

৪. বিধবার ইদ্দত

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ط ـ البقرة : ٢٣٤

"তোমরা যারা স্ত্রী রেখে মারা যাবে, সেই স্ত্রীরা চার মাস দশদিন পর্যন্ত নিজেদেরকে বিরত রাখবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৪।।

স্বামীর সাথে সহবাস করা না করা সব বিধবার জন্যই এ আইন প্রযোজ্য।

৫. গর্ভবতী তার গর্ভের কথা লুকাবে না

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ـ البقرة : ٢٢٨

"তালাকপ্রাপ্তার গর্ভাশয়ে আল্লাহ যাকিছু সৃষ্টি করেছেন তা তারা লুকাবে না, যদি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৮।।

প্রসবের সময় আসতে অনেক দেরী, এই ভেবে যদি কেউ গর্ভ সঞ্চারের কথা গোপন রেখে মাসিকের হিসেবে ইদ্দত পালন করে তাড়াতাড়ি অব্যাহতি পেতে চায়। এতে ইদ্দত পালন হবে না। গুনাহগার হতে হবে। স্বামী তালাক দিক কিংবা মরে যাক সর্বাবস্থায় তার ইদ্দত প্রসব পর্যন্ত। প্রসবের পূর্ব পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

৬. নির্জনবাসের পূর্বেই তালাকপ্রাপ্ত হলে তার ইদ্দত

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ج فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا O

"ঈমানদারগণ ! মুসলিম মহিলাকে বিয়ের পর স্পর্শ করার আগেই তাদেরকে তালাক দিলে তাদের পালনীয় কোনো ইদ্দত নেই যা তোমরা গণনা করবে। তোমরা তাদেরকে কিছু দিয়ে সৌজন্যতার সাথে বিদায় করবে।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৪৯।।

স্পর্শ অর্থ দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন। স্ত্রী সাথে বিছানায় না গিয়ে তাকে তালাক দিলে, ঐ স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার অধিকার স্বামীর থাকে না। তালাকপ্রাপ্ত হয়ে স্ত্রী সাথে সাথে অন্যত্র বিয়ে বসতে পারেন। আর যদি সহবাসের পূর্বেই স্বামী ইন্তেকাল করেন তাহলে স্ত্রীকে অবশ্যই চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে।

৭. ইদ্দতকাল সঠিকভাবে গণনা করা

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ط

"হে নবী ! (মুসলমানদেরকে বলে দিন) তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দেবে, তাদেরকে তাদের ইদ্দতের জন্য তালাক দাও আর ইদ্দতের দিন গুণতে থাকো।"–সূরা আত তালাক ঃ ১।।

'ইদ্দতের দিন গুণতে থাকো' কথাটি যদিও মনে হয় পুরুষকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, তবু এখানে পুরুষ ও মহিলা উভয়কেই বলা হয়েছে। এখানে পরোক্ষ ইঙ্গিতে যেন একথাই বলা হচ্ছে, মহিলাদের হিসেব নিকেশে ভুলত্রুটি হয়ে যেতে পারে, তাই পুরুষের উচিত ইদ্দত গণনার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা।

৮. তালাক প্রাপ্তার সাথে সদ্ব্যবহার

যদিও তালাকের মাধ্যমে দাম্পত্য সম্পর্কের অবসান ঘটে, তবু ইসলাম তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে সৌজন্যমূলক আচরণের গুরুত্ব দিয়েছে এবং বিজ্ঞচিতভাবে এটিকে অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় ইসলাম কত উদার, মানবতাবাদী, নৈতিক ও ইনসাফপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামী সমাজের জন্য এ যেন রহমতের ছায়া।

৯. স্বামীর বাড়িতে ইদ্দত পালন

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ـ الطلاق : ٦

"তাদেরকে (ইদ্দত পালনের জন্য) সেখানেই থাকতে দাও, যেখানে তোমরা থাকো। তা যেমনই হোক না কেন।"–সূরা আত তালাক ঃ ৬।

১০. ইদ্দত পালনরত অবস্থায় তাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে না দেয়া

وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لاَتُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ ـ الطلاق : ١

"আল্লাহকে ভয় করো যিনি তোমাদের প্রতিপালক। তোমরা তাদেরকে বসবাসের ঘর থেকে বের করে দিয়ো না, আর তারাও যেন বেরিয়ে না যায়।"–সূরা আত তালাক ঃ ১।।

১১. ইদ্দত পালনকালে তাদেরকে কষ্ট না দেয়া

وَلاَ تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ـ الطلاق :٦

"(ইদ্দত পালনকালে) তাদেরকে কষ্ট দেয়ার জন্য জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়ো না।"–সূরা আত তালাক ঃ ৬।।

১২. অশালীন আচরণ করলে বের করে দেয়া যাবে

اِلاَّ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ـ الطلاق : ١

"(ইদ্দত পালনকালে) যদি তারা প্রকাশ্যে কোনো অশ্লীল কাজে জড়িয়ে পড়ে, সে ভিন্ন কথা।"–সূরা আত তাওবা ঃ ১।।

প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজে জড়িয়ে পড়া মানে ব্যভিচার, চুরি, গালিগালাজ এবং ঝগড়া বিবাদ ইত্যাদি। এরূপ অবস্থায় বাড়ি থেকে বের করে দিলে কোনো দোষ নেই।

১৩. বিদায়কালে কিছু উপহার দেয়া

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ ط حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ـ البقرة : ٢٤١

"তালাকপ্রাপ্তাকে প্রথামত কিছু দিয়ে দেয়া মুত্তাকীদের কর্তব্য।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ২৪১।।

১৪. গর্ভবতী তালাকপ্রাপ্তার ব্যয়ভার বহন করা

وَاِنْ كُنَّ اُوْلاَتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ـ

"তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী হলে তার ব্যয়ভার বহন করো, যে পর্যন্ত না সে প্রসব করে।"-সূরা আত তালাক ঃ ৬।।

১৫. সন্তানকে দুধ পান করালে বিনিময় দেয়া

فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ج الطلاق : ٦

"তালাকপ্রাপ্তা যদি তোমাদের সন্তানকে দুধ পান করায়, তাদেরকে পারিশ্রমিক দাও।"-সূরা আত তালাক ঃ ৬।।

১৬. ইদ্দত শেষে তাদেরকে অন্যত্র বিয়েতে বাধা না দেয়া

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○ البقرة : ٢٣٤

"যখন তাদের ইদ্দত পালন শেষ হয়ে যাবে তখন নিজেদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার তাদের রয়েছে। তোমাদের কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। তোমরা যাকিছু করো সে খবর আল্লাহ রাখেন।"
-সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৪।।

ইদ্দত শেষে মহিলাগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন। যেখানে খুশী তিনি বিয়ে বসতে পারেন। তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারো নেই। তদ্রূপ তার কাজের দায়দায়িত্বও কেউ বহন করবে না।

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ط ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لاَتَعْلَمُوْنَ ○

"তোমরা স্ত্রীদের তালাক দিলে তারা তাদের ইদ্দতকাল পুরো করার পর যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয়ে পুনরায় বিয়ে করতে চায় তোমরা তাদেরকে বাধা দিয়ো না। এ উপদেশ তার জন্য যে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী। এতে তোমাদের জন্য পরিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।"
-সূরা আল বাকারা ঃ ২৩২।।

স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর স্ত্রীর ইদ্দত শেষে স্বামী স্ত্রী ইচ্ছে করলে পুনরায় বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন। কনে পক্ষের আত্মীয় স্বজনের এতে বাধ সাধা উচিত নয়। আবার তালাকপ্রাপ্তা ইদ্দত শেষ করে অন্যত্র বিয়ে করতে চাইলে পূর্ব স্বামী বাঁধ সেধে দাঁড়াবেন এটিও ঠিক নয়। ইদ্দত শেষে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। যেখানে খুশী বিয়ে করতে পারেন। এ ব্যাপারে প্রাক্তন স্বামীর বাধা দেয়া কিংবা মাথা ঘামানোর কোনো অধিকারই নেই।

১৭. প্রদত্ত সম্পদ ফেরত নেয়া যাবে না

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا ـ البقرة : ٢٢٩

"তোমরা তাদেরকে যা কিছু দিয়েছো (তালাকের পর) তা থেকে কিছু ফেরত নেবে, সেটি তোমাদের জন্য বৈধ নয়।"–সূরা বাকারা ঃ ২২৯

স্ত্রীকে দেনমোহর, অলংকার ও পোশাক পরিচ্ছদ বাবদ যা কিছু দেয়া হয় তালাক প্রদানের পর সেগুলো ফেরত নেয়ার অধিকার স্বামীর থাকে না।

ইসলাম মানুষকে যে উন্নত নৈতিকতা শিক্ষা দিয়েছে, সেখানে দেখা যায়–কেউ কাউকে কিছু উপহার দিলে তা ফেরত নেয়া অপছন্দ করা হয়েছে। হাদীসে এ নোংরা কাজটিকে এমন কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে, 'যে নিজের বমি নিজেই চেটে খায়।' তাহলে একজন স্বামী, তার স্ত্রীকে দেয়া মোহরানা, অলংকারাদি কিংবা অন্যান্য জিনিস পত্র তালাকের পর ফেরত নিয়ে যাবেন, এরূপ হীন মানসিকতার পরিচয় কি করে দিতে পারেন। বরং ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে—যাকিছু দেয়া হয়েছে তালাকের সময় সেগুলো তো দিবেই উপরন্তু আরো কিছু দিয়ে ভদ্রভাবে বিদায় করা।

বিধবার সাথে সদাচরণ

স্বামীর মৃত্যুর কারণে যেসব মহিলা অসহায় অবস্থায় বৈধব্য জীবন যাপন করে, ইসলামী সমাজে দয়া ও অনুগ্রহ পাবার অধিকার তাদেরই সবচেয়ে বেশী। বিভিন্ন সমাজে বিধবরা নিগৃহীত ও বৈষম্যের শিকার হয়েছে। তাদের ওপর করা হয়েছে যুলম। নিষ্ঠুরভাবে তাদেরকে মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আল কুরআন তাদের যাবতীয় অধিকারকে সংরক্ষণ করেছে এবং তাদেরকে ইজ্জত সম্মানের সাথে সমাজে বসবাস করার সুযোগ দিয়েছে।

১. বিধবাকে ওয়ারিসীস্বত্ব মনে না করা

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَايَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا ط ـ النساء : ١٩

"ঈমানদারগণ ! তোমরা জোর করে মহিলাদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসবে, এটি সমীচীন (হালাল) নয়।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৯।।

অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর পর ঐ মহিলাকে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ মনে করে অভিভাবক সেজে বসো না। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি পুরোপুরি স্বাধীন। (ইদ্দত শেষে) তিনি যেখানে যার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চান, স্বাধীনভাবে তা করতে পারেন। তার ইচ্ছেয় বাধা দেবার অধিকার কারো নেই। এমন কি তার বিয়েতেও কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না।

২. বিধবার সম্পদ আত্মসাত না করা

وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ ـ النساء : ١٩

"(তোমাদের জন্য বৈধ নয়) তাদেরকে কষ্ট দিয়ে ঐসব মাল সম্পদ হাতিয়ে নেয়া, যা তোমরা তাদেরকে দিয়েছো।"–সূরা নিসা ঃ ১৯।।

এমনিতেই বিধবাগণ সমাজের সকলের দয়া ও অনুকম্পা পাবার অধিকারী। সে ক্ষেত্রে স্বামী প্রদত্ত সম্পদ, তার থেকে আত্মসাত করার মত ঘৃণ্য আচরণ যেন কখনো প্রকাশ না পায়।

৩. বিধবাকে পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করা

وَاَنْكِحُوْا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ ـ النور : ٣٢

"তোমাদের মধ্যে যারা জুড়িহীন তাদেরকে বিয়ে দাও।"
–সূরা আন নূর ঃ ৩২।।

একজন অসহায় বিধবার সাথে সবচেয়ে বড়ো সদাচারণ হচ্ছে— কোনো নেক ও চরিত্রবান বর যোগাড় করে তার বিয়ের ব্যবস্থা করা। কারণ একজন নেক ও সচ্চরিত্রবান স্বামীই একজন বিধবার উত্তম সহায়ক, সংরক্ষক ও সাহায্যকারী।

রাযা'আত বা দুধ পান করানো

'রাযা'আত' অর্থ দুধ পান করানো। পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে যদি স্বামী স্ত্রী পৃথক হয়ে যান। চাই তা খুলা'র মাধ্যমে হোক কিংবা তালাকের। স্ত্রীর কোলে যদি দুধের শিশু থাকে তাহলে দুধ পান করানোর ব্যাপারে সমস্যা দেখা দেয়। আল কুরআন এ সম্পর্কেও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।

১. সন্তানকে দুধ পান করানোর মেয়াদ

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَن يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ـ

"যেসব মায়েরা দুধ পানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়, তারা তাদের সন্তানকে পুরো দু বছর দুধ পান করাবে।"–সূরা বাকারা ঃ ২৩৩।।

স্বামী মারা গেলে কিংবা তালাক দিলে উভয় অবস্থায়ই এ বিধান প্রযোজ্য।

২. দু বছরের আগেও দুধ ছাড়ানো যায়

فَاِنْ اَرَادَ فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ـ البقرة : ٢٣٣

"যদি পিতামাতা পরস্পর সম্মত হয়ে এবং পরামর্শক্রমে দুধ পান করানো বন্ধ করতে চায়, তাতে কোনো দোষ নেই।"–সূরা বাকারা ঃ ২৩৩।।

৩. দুধ পান করানোর ব্যাপারে উভয়ের সহযোগিতা

فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ط وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗ اُخْرٰى ـ الطلاق : ٦

"তালাকপ্রাপ্তা যদি তোমাদের সন্তানকে দুধ পান করায়, সে জন্য তাদেরকে পারিশ্রমিক দাও। (পারিশ্রমিকের ব্যাপারটি) পরস্পর ভালোভাবে ঠিকঠাক করে নাও। কিন্তু তোমরা যদি একে অপরকে অসুবিধায় ফেলতে চাও, তাহলে অন্য কোনো মহিলা সন্তানকে দুধ পান করাবে।"–সূরা আত তালাক ঃ ২।।

পিতামাতার গোয়ার্তুমি ও দরকষাকষির কারণে সন্তানের জীবন যেন বিপন্ন না হয়। সন্তানতো উভয়েরই ভালোবাসার ফসল। তাই পরস্পর সমঝোতার ভিত্তিতে তাকে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা উচিত। মাকে ভাবতে হবে, তিনি যদি সন্তানকে দুধ পান করাতে অস্বীকার করেন তার প্রভাব কোথায় গিয়ে পড়বে। পিতা একজন মহিলা জুটিয়ে নিতে পারবেন। কিন্তু আমার সন্তান আমার দুধ পান থেকে বঞ্চিত হবে। আবার পিতার চিন্তা করা উচিত, দুধ পান করানোর পারিশ্রমিকতো তাকে দিতেই হবে, তাহলে সন্তানের মাকে দিতে দোষ কি। যেখানে সে সর্বদা আদর সোহাগে প্রতিপালিত হবে।

৪. অন্য মহিলা (ধাই)-কে দিয়ে দুধ পান করানো

وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ط ـ البقرة : ٢٣٣

"যদি ধাইকে দিয়ে তোমাদের সন্তানের দুধ পান করাতে চাও, পারো, তাতে কোনো দোষ নেই। তবে আগেই পারিশ্রমিক ঠিক করে নাও এবং বিধিমত তা আদায় করে দাও।"-সূরা আল্ বাকারা ঃ ২৩৩।।

মা দুধ পান করাতে অস্বীকার করলে, অন্য মহিলাকে দিয়ে সন্তানকে দুধ পান করানো যাবে। তবে পারিশ্রমিকের ব্যাপারটি আগেই বলে কয়ে নেয়া ভালো।

৫. ধাত্রীর ভরণ পোষণের ভার সন্তানের পিতার

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط ـ البقرة : ٢٣٣

"যে মহিলা বাচ্চাকে দুধ পান করাবে, তার ভরণ পোষণের ভার সন্তানের পিতার।"-সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৩।।

৬. পিতার অবর্তমানে সন্তানের অভিভাবক যিনি, তিনি ব্যয় নির্বাহ করবেন

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ط ـ البقرة : ٢٣٣

"সন্তানকে দুধ পান করানোর দায়িত্ব পিতার ন্যায় অভিভাবকদেরও।"
—সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৩।।

সন্তানের পিতা যদি মারা যান তখন যিনি সন্তানের অভিভাবক হবেন—তিনিই তাকে দুধ পান করানোর ব্যবস্থা করবেন।

৭. কাউকে সমস্যায় ফেলা যাবে না

لَاتُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلاَّ وُسْعَهَا ط لَاتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُوْدٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ -

"কাউকে তার সাধ্যাতীত কাজের ভার অর্পণ করা হয় না। আর মাকে তার সন্তানের জন্য এবং যার সন্তান তাকেও তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না।"—সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৩।।

সন্তানতো উভয়েরই। তাই এককভাবে কারো ওপর সন্তানের দায় চাপানো যাবে না। কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। পিতা অসমর্থ হলে মায়ের এমন পারিশ্রমিক দাবী করা ঠিক হবে না, যা পরিশোধ করার সংগতি তার নেই। পক্ষান্তরে পিতা সচ্ছল হলে দুধ পান করানোর পারিশ্রমিক যথাসময়ে ও যথাযথভাবে পরিশোধ করা উচিত। কম পারিশ্রমিক দিয়ে সন্তানের মাকে অযথা হয়রানী করা ঠিক নয়। আত্মীয় স্বজনেরও লক্ষ্য রাখা উচিত, সন্তানের জন্য যেন কেউ কাউকে কষ্টে ফেলতে না পারে।

পালক পুত্র কিংবা মুখে ডাকা পুত্র

পালক পুত্রকে আরবীতে 'মুতাবান্না' বলে। 'মুতাবান্না' বা পালকপুত্র সম্পর্কে আরবে নানা রকম কুসংস্কার প্রচলিত ছিলো। জাহেলী সমাজে পালক পুত্রকে আপন পুত্রের মতোই মনে করা হতো। যিনি দত্তক আনতেন, তার পরিচয়েই ঐ ছেলের বংশ পরিচয় হতো। ঔরসজাত সন্তানের মতোই সে সামাজিক মর্যাদা পেতো এবং যাবতীয় অধিকার ভোগ করতো।

আল কুরআন এসব কুসংস্কারকে অপনোদন করে পালক পুত্রের যথার্থ অবস্থান ও মর্যাদা নির্ধারণ করে দিয়েছে।

১. পালক কিংবা মুখে ডাকা পুত্রের মর্যাদা

وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَ كُمْ اَبْنَاءَ كُمْ ط ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ـ الاحزاب : ٤

"আল্লাহ তোমাদের মুখে ডাকা পুত্রদেরকে আপন পুত্রের মতো করেননি। এ তোমাদের মুখের কথা মাত্র।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৪।

অর্থাৎ কাউকে নিজের পুত্র বলে ঘোষণা দিলেই সে পুত্র হয়ে যায় না। সামাজিক জীবনেও তার ঐ মর্যাদা হতে পারে না, যে মর্যাদা ঔরসজাত সন্তানের রয়েছে। আর আপন সন্তানের মতো সকল অধিকারও সে ভোগ করতে পারে না।

২. প্রকৃত পিতার সাথেই তাকে সম্পর্কিত করা হবে

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَاۤءِ هِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ج ـ الاحزاب : ٥

"তোমরা পালক পুত্রদেরকে তাদের প্রকৃত পিতৃ পরিচয়ে ডাকো। আল্লাহর কাছে এটি অধিক ন্যায়সংগত।"-সূরা আল আহযাব ঃ ৫।।

হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লোকেরা যায়েদ ইবনু হারিসা না বলে যায়েদ ইবনু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন। এ নির্দেশ জারীর পর সকলেই তখন যায়েদ ইবনু মুহাম্মাদ এর পরিবর্তে

যায়েদ ইবনু হারিসা বলা শুরু করলেন। এ আয়াত অবতীর্ণের পর নিজের পিতা ছাড়া অন্য কারো নামে বংশ পরিচয় নির্ধারণ করাকে হারাম ঘোষণা করা হলো। সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিমে আছে—'যে নিজের পিতৃ পরিচয় গোপন করে অন্য কারো পিতৃ পরিচয় দেবে, অথচ সে জানে তিনি তার পিতা নন, তার জন্য জান্নাত হারাম।' এরূপ আরো হাদীস আছে—যেখানে এ ধরনের কাজকে গুনাহর কাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৩. পিতৃ পরিচয় জানা না থাকলে সে মূলত দীনি ভাই

فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اٰبَآءَ هُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ـ الاحزاب : ٥

"যদি তোমরা তাদের পিতৃ পরিচয় না জানো, তাহলে তারা তোমাদের দীনি ভাই।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৫।।

যদি তোমরা জানতে না পারো, তার পৈত্রিক পরিচয় কী, তবু অন্য কারো পিতৃ পরিচয়ে তাকে পরিচিত করা ঠিক নয়। এমতাবস্থায় তাকে দীনি ভাই বা বন্ধু মনে করতে হবে।

৪. সোহাগ করে পুত্র ডাকা

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ـ

"সোহাগ করে ভুলে পুত্র ডাকায় কোনো দোষ নেই। তবে তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে অপরাধ হবে।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৫।।

অর্থাৎ স্নেহবশে কাউকে বেটা বা পুত্র ডাকলে দোষ নেই। তদ্রূপ সোহাগ করে কাউকে ভাই, বোন, মা কিংবা কন্যা বলাও দোষের নয়। কিন্তু মুখে ডাকার সাথে সাথে আন্তরিকভাবে তাকে সেইরূপ মনে করা কিংবা মর্যাদা দেয়া জায়েয নয়।

পর্দা

আল কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষের মর্যাদার মূল চাবিকাঠি তার নৈতিকতা। মানুষের শ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান পুঁজি হচ্ছে তার নিষ্কলুষ চরিত্র। এজন্যই চরিত্র গঠন ও তার সংরক্ষণের ওপর সবচেয়ে বেশী জোর দেয়া হয়েছে। চারিত্রিক স্খলনকে কোনো রকম বরদাশত করেনি।

পাপ-পংকিলতা পরিহার, কুপ্রবৃত্তির দমন, অসৎ প্রবণতার প্রতিরোধ এবং পূত পবিত্রতার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আল কুরআন যে নীতিমালার প্রবর্তন করেছে, তার চেয়ে উন্নত নীতিমালার কথা কল্পনাই করা যায় না। এর স্বপক্ষে ইতিহাসের স্বর্ণোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়, যখন সাহাবা কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম সেই নীতিমালা ও ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজের কল্যাণ লাভে ধন্য হচ্ছিলেন। যে সমাজ ছিলো মানবতার মুক্তি, কল্যাণ এবং জানমালের নিরাপত্তার এক মযবুত দুর্গ। যেখানে জাতি গঠন এবং উন্নতির এক মুক্ত ও অনুকূল পরিবেশ ছিলো, ছিলো সুখী-সমৃদ্ধশালী জীবনের নিশ্চয়তা।

আল কুরআন অদৃশ্য জগতের নিয়ন্তা ও অন্তর্যামী আল্লাহ তাআলার ভয় এবং আখিরাতে জবাবদিহিতা সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করে মানব মনে এমন দুজন পাহারাদার বসিয়ে দিয়েছে, যারা সারাক্ষণ মানুষকে পর্যবেক্ষণে রাখে। শুধু গুনাহর কাজ থেকেই তাদেরকে নিবৃত্ত রাখে না বরং চারিত্রিক উচ্চমর্যাদায় উন্নীত করার জন্যও সর্বদা উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। এমন প্রতিটি পুরুষ ও মহিলা যাদের মধ্যে যৌনশক্তি রয়েছে তাদেরকে বিয়ের জন্য উৎসাহিত করে। যৌন চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে একটি কেন্দ্র নির্দিষ্ট করে দিয়ে তার অমিত শক্তিকে সমাজ গঠন ও উন্নতির কাজে প্রয়োগের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। অপরদিকে ব্যভিচার ও যৌন উচ্ছৃংখলতাকে জঘন্যতম নৈতিক, চারিত্রিক ও আইনগত অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। যেন অন্যায় ও নৈতিকতা বিরোধী সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়। কেননা এ পথেই মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করে তাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করা হয়।

আল কুরআন পুরুষ ও মহিলার জন্য পৃথক পৃথক কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করে তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করেছে। যেন তারা স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে

যোগ্যতার সাথে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারেন। নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পর্দার বিধান প্রবর্তন করেছে। একে ঈমান ও ইসলামের সুস্পষ্ট দাবী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা প্রকাশ করে জোরালো বক্তব্য রাখা হয়েছে। সূরা আন নূরে যেখানে পর্দা সংক্রান্ত চূড়ান্ত নীতি বর্ণিত হয়েছে, তার বাচনভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রতিটি শব্দ থেকে ভাষার বলিষ্ঠতা, বর্ণনার গাম্ভীর্য, মর্যাদা ও গুরুত্ব বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

"এটি একটি সূরা। আমি অবতীর্ণ করেছি এবং আমি একে বাধ্যতামূলক (ফরয) করে দিয়েছি। এতে আমি স্পষ্ট ও প্রকাশ্য হিদায়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি। যেন তোমরা স্মরণ রাখতে পারো।"–সূরা আন নূর ঃ ১।।

এ মুখবন্ধে যে কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে, তা হচ্ছে— এ হিদায়াত ও নীতিমালা 'আমি' অবতীর্ণ করেছি। এটি মানব মস্তিষ্কপ্রসূত কোনো বিধান নয়। এখন যদি কেউ আল্লাহর ওপর সত্যিকার ঈমান এনে থাকেন, তার প্রেরিত নীতিমালাকে নিজের জীবন বিধান হিসেবে মেনে নেন, তাহলে ঈমান ও ইসলামের দাবী হচ্ছে—একে তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাসের সাথে সাথে ব্যবহারিক জীবনেও কার্যকর করবেন। সমাজ সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ এ বিধানটি পরামর্শ স্বরূপ দেয়া হয়নি। মন চাইলে মানবেন নইলে মানবেন না, ব্যাপারটি এমন নয়। এটি মানব সভ্যতার স্থিতি-উন্নতি এবং সংস্কার ও সাফল্যের এমন মৌলিক বিধান, যা মেনে চলা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। যদি তিনি সত্যিকারের মুসলমান হোন। একমাত্র সেই ব্যক্তিই একে অমান্য করতে পারে, কুরআনকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা যার আছে। পর্দা ইসলামী সমাজের অপরিহার্য অংশ। এটি ছাড়া সুশৃংখল পরিবার, পবিত্র সমাজ এবং একটি উন্নত সভ্যতার কথা ও কল্পনাও করা যায় না।

১. পর্দার উদ্দেশ্য

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ط ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ط ـ الاحزاب : ٥٣

"মুমিনগণ ! তোমরা নবী-পত্নীদের নিকট কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাও। এটি তোমাদের ও তাদের অন্তরের পবিত্রতার জন্য উত্তম।"-সূরা আল আহযাব ঃ ৫৩।।

একে 'পর্দার আয়াত' বলা হয়। এখানে পর্দা মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং পর্দার যৌক্তিকতা ও উপকারিতার কথাও বলা হয়েছে।

এ আয়াত অবতীর্ণের আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে অবাধে লোকজন যাতায়াত করতেন। হযরত ওমর (রা) ব্যাপারটি পসন্দ করতেন না। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন—ভালো মন্দ অনেক লোক-ই আপনার ঘরে যাতায়াত করেন, আপনি যদি আপনার স্ত্রীদের পর্দায় থাকতে বলতেন। তখন সূরা আল আহযাবের ৫৫নং আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সেখানে বলা হয়েছে—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে মুহাররাম আত্মীয় স্বজন ছাড়া আর কেউ যেন প্রবেশ না করে। কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে তারা যেন পর্দার আড়াল থেকে কথা বলে।

এ বিধান অবতীর্ণের পর মুসলিম মহিলারা নিজেদের ঘরে পর্দা করা শুরু করেন এবং প্রতিটি ঘরের দরোজায় পর্দা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। মুহাররাম পুরুষ ছাড়া অন্যদেরকে অন্দর মহলে প্রবেশে বারণ করা হয়।

মুসলিম সমাজে পর্দার যে প্রচলন করা হয় তার যৌক্তিকতা ও কল্যাণ সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয়েছে-

ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ط ـ الاحزاب : ٥٣

"তোমাদের (নারী পুরুষ) উভয়ের অন্তরের পবিত্রতার জন্য এটি উত্তম ও উপযুক্ত পদ্ধতি।"-সূরা আল আহযাব ঃ ৫৩।।

একথার তাৎপর্য হচ্ছে-মহিলাগণ পর্দার ভেতর অবস্থান করবেন। পরপুরুষের সাথে তারা সামনাসামনি কথাবার্তা বলবেন না। এটি উভয়ের জন্যই কল্যাণকর। কুপ্রবৃত্তি ও অবৈধ যৌন লালসা থেকে উভয়কে হিফাযত করে।

সবজান্তা ও মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ তাআলার এমন সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকার পরও যারা সহশিক্ষা, যৌথ সভা-সমাবেশ, অবাধ মেলামেশা ও দেখা সাক্ষাতের পক্ষে অযথা সাফাই গেয়ে বেড়ান, এতে না কি তাদের

মনের পবিত্রতা নষ্ট হয় না। তারা মূলত আল্লাহকে মহাজ্ঞানী ও সুবিজ্ঞানী হিসেবে মানতে নারাজ।

মানুষের মনকে পবিত্র রাখতে এবং সমাজকে যৌন উচ্ছৃংখলা থেকে রক্ষা করতে এবং চারিত্রিক পদস্খলন রোধে নিসন্দেহে ঐ ব্যবস্থাই উত্তম ও উপযোগী যা আল কুরআন প্রবর্তন করেছে। এর বিকল্প কিছু চিন্তা করা নিজের ঈমান নিয়ে খেলতামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়।

২. পর্দার বিধান

২.১ নারীর আবাসস্থল

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ- احزاب : ٣٣

"তোমরা নিজেদের ঘরে স্বস্তিতে অবস্থান করো।"

–সূরা আল আহযাব ঃ ৩৩।।

মহিলাদের আসল কর্মক্ষেত্র তার ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে। সেখানেই তারা স্বস্তি ও মানসিক প্রশান্তির সাথে অবস্থান করে তাদের দায়িত্ব কর্তব্য পালন করে যাবেন। বিনা প্রয়োজনে তারা ঘরের বাইরে বেরুবেন না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—'নারীর আপদমস্তক পুরোটাই পর্দা। সে ঘর থেকে বাইরে বেরুলে শয়তান তার পেছনে লেগে যায়। মহিলাগণ ততক্ষণ আল্লাহর রহমতের কাছাকাছি অবস্থান করেন যতক্ষণ তারা ঘরে থাকেন।'

আল কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকার পরও কী করে একজন মুসলিম মহিলাদের বাইরে বের করতে ঔদ্ধত্য দেখাতে পারেন ? তাকে ঘরের বাইরে এনে সামাজিক কাজকর্মে, স্কুল-কলেজে, কল-কারখানায়, অফিস-আদালতে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় পুরুষের পাশাপাশি বসিয়ে কাজ করাবার জন্য বাড়াবাড়ি করতে পারেন ?

কুরআনী বিধানের বিরুদ্ধে কেবল সেই দুঃসাহস দেখাতে পারে, যে আল্লাহর কিতাবের অস্বীকারকারী কিংবা মুনাফিক। যারা নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কুরআনী দীনের প্রাসাদকে ধুলিসাৎ করতে চায়।

২.২ মুখমণ্ডল আবৃত রাখা

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاۤءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ط ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا○

"হে নবী ! আপনার স্ত্রী, কন্যা ও মুমিন মহিলাদের বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদরের একটি অংশ নিজেদের ওপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৫৯।।

মহিলারা যখন বাড়িতে অবস্থান করবেন তখন স্বাভাবিকভাবেই তার কাজকর্ম চালিয়ে যাবেন। অবশ্য বাইরে বেরুনোর প্রয়োজন হলে চেহারা এবং শরীর ভালোভাবে ঢেকে বেরুবেন।

আরবের প্রচলন ছিলো, যদি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাগণ বাইরে বেরুতেন, একটি বড়ো চাদর দিয়ে এমনভাবে নিজের সারা শরীর ঢেকে নিতেন, যেন শরীরের কোনো অংশ দৃষ্টিগোচর না হয়। এরূপ বড় চাদরকে 'জিলবাব' বলা হতো। পানজাব এবং উত্তর প্রদেশেও এরূপ বড় ধরনের চাদর মহিলারা ব্যবহার করে থাকেন। স্থানীয় ভাষায় এগুলোকে 'সয়াল' বলা হয়। আমাদের যুগের বোরকাও মূলত এগুলোর উন্নত সংস্করণ। বোরকার নিকাবও সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করে, যে জন্য মুখের সামনে দিয়ে চাদরকে টেনে দিতে বলা হয়েছে।

আল কুরআনের লক্ষ্য হচ্ছে–সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ যখন বাইরে বেরুবেন তখন তিনি নিজের হিফাযতের ব্যাপারে এমন সচেষ্ট হবেন, যেন কোনো লোলুপ দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করার চিন্তাও না করতে পারে। চাদরে শরীর ভালোভাবে জড়িয়ে নিয়ে একটি অংশ দিয়ে মাথা ঢেকে চেহারার ওপর ঘোমটা বানিয়ে নেবে। যেন শরীর ও মুখমণ্ডল দেখা না যায়। সাহাবা কিরাম (রা)-এর যুগ থেকে পরবর্তী যুগের বড়ো বড়ো মুফাস্‌সিরগণ উল্লেখিত আয়াতের এ তাৎপর্যই বুঝিয়েছেন এবং মুখমণ্ডল ঢেকে রাখাকে আবশ্যকীয় বলেছেন। আরবী অভিধানেও ঐসব শব্দের এরূপ ব্যবহার বর্তমান। কোনো মহিলার চেহারা থেকে কাপড় সরে গেলে বলা হয়–

اَدْنِ ثَوْبَكَ عَلٰى وَجْهِكَ -

"কাপড় দিয়ে চেহারা ঢেকে নাও।"

হযরত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে যে অভিমত পাওয়া যায় তার তাৎপর্য অনুরূপ। বলা হয়েছে—'আল্লাহ তাআলা মহিলাদের নির্দেশ দিয়েছেন, যখন কোনো জরুরী কাজে বাড়ির বাইরে যাবে তখন চাদর দিয়ে চেহারা ও শরীরকে যেন তারা ভালোভাবে ঢেকে নেয়। শুধু একটি চোখ খোলা রাখবে।'

একবার মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহ) হযরত উবাইদ সালমানী (রহ)-এর কাছে এ আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। তিনি মুখে কিছু না বলে একটি চাদর নিয়ে এমনভাবে নিজেকে ঢেকে ফেললেন, মাথা, চেহারা সহ সবকিছু ঢেকে গেলো। শুধু একটি চোখ খোলা রাখলেন।

আল্লামা যামাখশারী (রহ) তাফসীরে আল কাশ্‌শাফে এবং আল্লামা আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ নাস্‌ফী (রহ) 'মাদারিকত্ তানযীল' নামক তাফসীর গ্রন্থে বলেন—মহিলাগণ চাদর এমনভাবে ঝুলিয়ে দেবেন, যেন চেহারা এবং নিচের অংশ ভালোভাবে ঢেকে যায়।'

হযরত ইবনু জারীর (রহ) বলেন—'ভদ্র ঘরের মহিলারা যেন দাসী বাঁদীর মতো পোশাক পরে বাইরে না বেরোয় এবং মাথার চুল ও চেহারা খোলা না রাখে। তাদের উচিত বড়ো চাদর দিয়ে নিজেকে চেহারা সমেত ঢেকে নিয়ে রাস্তায় বেরুনো। যেন কোনো কুলাঙ্গার তাকে উত্যক্ত করার সুযোগই না পায়।

আল কুরআনের শব্দ এবং মুফাসসিরগণের তাফসীর থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, চেহারা ঢেকে রাখা ফরয। নবুওয়াতী যুগে মুসলিম সমাজে যে পর্দা প্রথা ছিলো সেখানেও মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা অপরিহার্য গণ্য করা হতো।

এক যুদ্ধে উম্মু খালাদ রাদিয়াল্লাহু আনহা নামের এক মহিলার ছেলে শাহাদাত বরণ করেন। মহিলা শাহাদাতের সংবাদ নিশ্চিত হবার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হন। এ হৃদয়বিদারক ঘটনার পরও তার চেহারা নিকাব দিয়ে ঢাকা ছিলো। লোকজন আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলো—'এতো বড়ো দুসংবাদের পরও আপনার মুখে নিকাব ঝুলছে ! মহিলা শান্তমনে উত্তর দিলেন—'আমি ছেলে হারিয়েছি সত্যি, কিন্তু আমার লজ্জাতো বিসর্জন দেইনি।'

হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর ওপর আরোপিত অপবাদের ঘটনা নিজ মুখে বিস্তারিত বলেছেন। তার সনদ অত্যন্ত শক্তিশালী।

সেখানে তিনি বলেছেন—'প্রাকৃতিক প্রয়োজন শেষে আমি ফিরে এসে দেখলাম, কাফেলা চলে গেছে, আমি সেখানেই বসে পড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে গেলাম। সকালে সাফওয়ান ইবনু মুআত্তাল সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় দূর থেকে কিছু একটা পড়ে থাকতে দেখে কাছে এলেন। দেখেই আমাকে চিনে ফেললেন। কারণ পর্দার বিধান অবতীর্ণের আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। আমাকে দেখেই তিনি 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' বলে উঠলেন। শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে যায়। সাথে সাথে আমি চাদর দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলি।'

হজ্জের সময় ইহরাম বাঁধাকালীন সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আরো বলেন—বিদায় হজ্জের ইহরাম বেঁধে আমরা মক্কার দিকে যাচ্ছিলাম। যখনই কোনো পুরুষ আমাদের সামনে দিয়ে যেতেন আমরা চাদর টেনে আমাদের চেহারাকে আড়াল করে ফেলতাম। তিনি দূরে চলে গেলে আমরা আমাদের চেহারার কাপড় সরিয়ে দিতাম।

২.৩ ঠমকের সাথে বাইরে না বেরুনো

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولٰى ـ احزاب : ٣٣

"জাহেলী যুগের মতো তোমরা সেজেগুজে ঠমকের সাথে বাইরে বেরিয়ো না।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৩৩।।

আয়াতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝতে হলে 'তাবাররুজ' ও 'জাহিলিয়্যাত' শব্দ দুটোর মর্ম ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

'তাবাররুজ' শব্দের তাৎপর্য তিনটি–

১. নিজের চেহারা ও দৈহিক সৌন্দযের প্রদর্শনী।

২. পোশাক-আশাক, গয়না-গাটি এবং প্রসাধনী দেখিয়ে বেড়ানো।

৩. ঠাক ঠমকের সাথে চলাফেরা।

আর 'জাহিলিয়্যাত' বলতে ঐসব আচার-আচরণ, রীতি-নীতি ও চিন্তা-চেতনাকে বুঝায় যা ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি, আচার-আচরণ ও চিন্তা-চেতনার বিপরীত।

মোটকথা, অলংকারাদি, টুংটাং আওয়াজ ও আঁট-সাট ও ফিনফিনে পোশাক পরে শরীরের উঁচুনিচু জায়গাগুলোর প্রদর্শন পূর্বক পুরুষের দৃষ্টিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে তার যৌন অনুভূতিকে সুড়সুড়ি দেয়া,

এটিতো জাহিলী যুগের কাজ। ইসলামপূর্ব যুগে এরূপ করা হতো। ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। অন্যকথায় ইসলামী সমাজে এরূপ অর্ধনগ্ন ও বেহায়াপনার কথা চিন্তাও করা যায় না।

২.৪ পরপুরুষের সাথে সতর্কতা অবলম্বন করে কথা বলা

اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا ○ الاحزاب : ٣٢

"তোমরা অন্যায় থেকে বাঁচতে চাইলে (পরপুরুষের সাথে) এমন সুললিত কণ্ঠে কথা বলো না, যাতে অন্তরে ব্যধিগ্রস্ত ব্যক্তি প্রলুব্ধ হয়। বরং তোমরা সাদামাটাভাবে স্পষ্ট কথা বলবে।"–সূরা আহযাব ঃ ৩২

ইসলাম বিনা প্রয়োজনে পরপুরুষের সাথে মহিলাদের কথা বলা পসন্দ করে না। একান্ত প্রয়োজনে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলার অনুমতি রয়েছে। তবে তা যেন সুললিত সুরেলা কণ্ঠে না হয়। যাতে দুষ্ট প্রকৃতির লোক কুমতলবে প্রলুব্ধ হতে সাহস পায়। বরং সাদামাটাভাবে ও সংক্ষেপে তা বলে দেয়া উচিত।

পরপুরুষের সাথে নিষ্প্রয়োজনে খোশগল্প করা, মনের মাধুরী মিশিয়ে সুরেলা ভঙ্গিতে কথা বলা আর দুশ্চরিত্র পুরুষদের কুমতলব হাসিলের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া, ঐসব চরিত্রহীনা বেহায়া মহিলাদের কাজ যাদের মনে আল্লাহর ভয় নেই। যারা লজ্জা নামক চাদরকে ছিন্ন ভিন্ন করে বেরিয়ে এসেছে।

অন্যায়কে ঘৃণাকারী, লজ্জা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী, আল্লাহভীরু, ভদ্র ও মার্জিত স্বভাবের কোনো মহিলা কখনো নিজের কণ্ঠস্বর পরপুরুষকে শোনাতে চায় না। একান্ত প্রয়োজনে আল্লাহভীতি ও সতর্কতার সাথে স্বাভাবিক স্বরে স্পষ্টভাবে কথা বলে থাকেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাদের কণ্ঠস্বর অপ্রয়োজনে পরপুরুষকে শোনানো পসন্দ করতেন না। এজন্য তিনি মহিলাদেরকে আযানের অনুমতি দেননি। ইমামের পেছনে নামাযের সময় ইমাম যদি ভুল করেন 'সুবহানাল্লাহ' বলে ইমামকে সতর্ক করে দেয়ার অনুমতি মহিলাদেরকে দেননি। বরং তারা ইমামকে সতর্ক করার জন্য এক হাতের ওপর আরেক হাতের তালু দিয়ে আঘাত করে শব্দ করবেন।

২.৫ অলংকারাদির টুংটাং শব্দও শোনানো যাবে না

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ط ـ النور : ٣١

"মহিলারা এমনভাবে পা ফেলে চলবে না, যাতে যে সৌন্দর্য তারা গোপন করে রেখেছে (অলংকারের শব্দ) তা লোকেরা জেনে যায়।"
–সূরা আন নূর ঃ ৩১।।

আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে—কোনো ভদ্র মহিলা প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে যেতে পারবেন কিন্তু এমন সতর্কতা তিনি অবলম্বন করবেন, যেন তার কোনো আচরণ অন্য পুরুষের যৌন সুড়সুড়ির কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নিষেধাজ্ঞাকে শুধু অলংকারাদির আওয়াজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি বরং সুগন্ধিযুক্ত পারফিউম ও প্রসাধনীর ব্যাপারেও প্রযোজ্য করেছেন। তিনি বলেছেন—যে মহিলা সুগন্ধিযুক্ত পারফিউম বা প্রসাধনী ব্যবহার করে পথ চলবে এবং পুরুষরা সুখানুভব করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। হযরত আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—তিনি এ ধরনের মহিলাদের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন।

একবার হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন মহিলার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন যিনি মসজিদ থেকে বেরুচ্ছিলেন। মনে হলো তিনি খুশবু ব্যবহার করেছেন। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে গিয়ে তাকে লক্ষ্য করে বললেন—হে সর্বশক্তিমান আল্লাহর বাঁদী ! তুমি কি মসজিদ থেকে আসছো ? তিনি উত্তর দিলেন—'হা'। তখন বললেন—'আমি আমার বন্ধু আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করে মসজিদে আসবে, ততক্ষণ তার নামায হবে না যতক্ষণ সে বাড়িতে গিয়ে নাপাকী থেকে পবিত্রতার গোসল না করবে।'

২.৬ দৃষ্টি অবনত রাখা

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ ط ـ النور : ٣١

"মুমিন মহিলাদের বলুন, তারা যেন নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে রাখে।"–সূরা আন নূর ঃ ৩১।।

'নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে রাখা' অর্থ তারা এমনসব বস্তুর দিকে নজর দেবে না যেগুলোর দিকে তাকানো অবৈধ। হঠাৎ কোনো পরপুরুষের

সামনে পড়ে গেলে দৃষ্টি অবনত করে নেবে। কোনো নারী পুরুষের সতরের প্রতি দৃষ্টি পড়ে গেলে সাথে সাথে চোখ ফিরিয়ে নেবে।

দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য একই নির্দেশ। তবু হাদীস থেকে বুঝা যায়—মহিলাদের ব্যাপারে একটু শিথিল করা হয়েছে। যেমন মহিলারা যখন মসজিদে, শপিং সেন্টারে কিংবা সফরে যান তখন নেকাব দিয়ে তাদের চেহারাকে ঢেকে রাখতে বলা হয়েছে, যাতে পরপুরুষের দৃষ্টি তাদের ওপর না পড়ে। কিন্তু পুরুষকে এরূপ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি, যাতে মহিলাদের দৃষ্টি তাদের ওপর না পড়ে। তাই বলে মহিলারা পুরুষদের প্রাণ ভরে দেখে নেবে ব্যাপারটি এমন নয়। এরূপ করা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল। এ অনুমতি কেবল প্রয়োজনের মুহূর্তের জন্য।

২.৭ সতরের[১] হিফাযত করা

وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ - النور : ٣١

"তারা যেন নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে।"-সূরা নূর ঃ ৩১।।

লজ্জাস্থান বা সতরের হিফাযত শুধু কুকর্ম থেকে বেঁচে থাকা নয়, বরং সবদিক থেকে তার হিফাযত করাই এ আয়াতের দাবী।

হাত এবং মুখ ছাড়া বাকী পুরোটাই মহিলাদের সতর। স্বামী ছাড়া আর কারো সামনে এ অংশ খোলা নিষিদ্ধ। এমনকি নিজের পিতা এবং ভাইয়ের সামনেও না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাদেরকে এমন আঁটসাঁট ও পাতলা কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন, যে পোশাকে শরীরের কাঠামো ও ঔজ্জ্বল্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্যালিকা পাতলা কাপড় পরে তাঁর সামনে আসেন। তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন—'আসমা ! মেয়েরা যখন বালেগ হয়ে যায় তখন মুখ ও হাত ছাড়া শরীরের অন্য কোনো অংশ দেখা যায় এমন পোশাক পরা জায়েয নয়।' অবশ্য ঘরকন্যার সময় শরীরের যেসব অংশ খোলা রাখা অপরিহার্য যেমন—হাত-পায়ের কিছু অংশ, তা পিতা ও ভাইয়ের সামনে খোলা দোষের নয়।

---

১. শরীরের সেই অংশকে সতর বলা হয় যা অন্যকে দেখানো নিষিদ্ধ। মুখ এবং হাতের কব্জি পর্যন্ত অংশ ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত শরীরই মহিলাদের সতরের অন্তর্ভুক্ত। স্বামী ছাড়া আর কারো সামনে এ অংশ খোলা জায়েয নেই। পুরুষের সতর নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। স্ত্রী ছাড়া আর কারো সামনে এ অংশ খোলা জায়েয নেই।-লেখক

একবার তিনি মহিলাদেরকে সতর্ক করে বলেছেন—যেসব মহিলা কাপড় পরেও নগ্ন, অপরকে যৌন সুড়সুড়ি দিয়ে বেড়ায়, নিজেও অপরের দ্বারা প্রলুব্ধ হয় এবং ঠাক ঠমকের সাথে চলে, তারা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি জান্নাতের ঘ্রাণও তারা পাবে না।'

২.৮ সাজসজ্জা ঢেকে রাখা

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ـ النور : ٣١

"মুমিন মহিলাদের বলে দিন তারা যেন তাদের সাজসজ্জা অপরকে না দেখায়। কেবল সেইসব ছাড়া যা এমনিই প্রকাশিত হয়ে পড়ে।"

–সূরা আন নূর ঃ ৩১।।

'যীনাত' শব্দটি শরীরের সেইসব সৌন্দর্য বুঝাতে ব্যবহৃত হয় যা প্রকৃতিগতভাবেই বিদ্যমান। যেমন—মাথার চুল, চোখ, ভ্রূ, হাত, পা, গ্রীবা প্রভৃতি। সাজসজ্জার উপকরণ ও প্রসাধনীকেও 'যীনাত' বলা হয়। যেমন—নাক, কান, গলা, হাত ও পায়ের অলংকারাদি, সুন্দর পোশাক আশাক এবং বিভিন্ন ধরনের প্রসাধনী সামগ্রী।

সাজসজ্জা ও রূপসৌন্দর্য প্রদর্শনেচ্ছা মহিলাদের সহজাত প্রবৃত্তি। বাড়িতে অবস্থান করে মুহাররাম[২] আত্মীয় স্বজনকে সাজসজ্জা দেখালে কুরআন বাধা দেয় না। কিন্তু এটি বরদাশত করে না যে, কোনো মুসলিম মহিলা উগ্র সাজসজ্জা করে পুরুষদের বিভিন্ন প্রোগ্রামে ঘুরে বেড়াবে। তবে হঠাৎ কোনো সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে পড়লে, যেমন ঘোমটা খুলে মাথা উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া কিংবা হাত-পা উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া, তাতে কোনো দোষ নেই। কারণ এটি ইচ্ছেকৃত নয়, অনিচ্ছেকৃত।

২.৮ মাথা ও বুক ওড়না দিয়ে ঢেকে রাখা

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ـ النور : ٣١

"মহিলারা যেন নিজেদের বুকের ওপর ওড়নার আঁচল ফেলে রাখে।"

–সূরা আন নূর ঃ ৩১

২. যেসব মুহাররাম আত্মীয় স্বজনদের সামনে মহিলারা নিজেদের সাজসজ্জা প্রদর্শন করতে পারে তাদের বিস্তারিত বর্ণনা এ অধ্যায়ে 'মুহাররাম আত্মীয়-স্বজন' শিরোনামে করা হবে।–লেখক

মহিলাদেরকে তাদের সাজসজ্জা ও রূপসৌন্দর্য সাধারণভাবে প্রকাশ করতে নিষেধ করার পর বলা হচ্ছে, তারা যেন সর্বদা ওড়না দিয়ে মাথা ও বুক ঢেকে রাখেন, মাথার চুল, নাক, কান ও গলার অলংকারাদি এবং স্ফীত বক্ষদেশ কারো দৃষ্টিগোচর না হয়। কারণ নারীদের এসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিপরীত লিঙ্গের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। অসতর্কতার কারণে বিপর্যয়ের আশংকা বেড়ে যায় বিধায় মহিলাদেরকে বেশী সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে এবং বেপরওয়া হতে নিষেধ করা হয়েছে।

অতপর একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বলা হয়েছে—'নিজেদের 'যীনাত' প্রকাশ করো না।' সাথে সেইসব মুহাররাম আত্মীয়ের তালিকা দেয়া হয়েছে যাদের সামনে সাজসজ্জা প্রকাশ করার অবকাশ রয়েছে। বর্ণনার এ বিন্যাস ও ধারাবাহিকতায় যে জিনিসটি ইঙ্গিত করে তা হচ্ছে—মুহাররাম আত্মীয় স্বজনের সামনে মহিলাদের সাজসজ্জা ও রূপসৌন্দর্য প্রকাশ করার অনুমতি আছে, তাদেরকে সংকীর্ণতায় ফেলা হয়নি। তবু মাথা, গলা ও বুক যেন তারা ওড়না দিয়ে ঢেকে রাখে। স্বাভাবিক লজ্জা ও সৌজন্যের দাবীও তাই। অবশ্য প্রয়োজনে কিংবা ঘটনাক্রমে ওড়না সরে গিয়ে এসব স্থান হঠাৎ উন্মুক্ত হয়ে গেলে পেরেশানী বোধ করার কোনো কারণ নেই। তবে ইচ্ছে করে এরূপ খোলা রাখা সমীচীন নয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—'মহিলারা কেবল স্বামীর সামনে ওড়না খুলে রাখতে পারে।"—তাফসীরে খাযিন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৮।

জাহেলী যুগে মহিলারা মাথায় একটি কাপড় বেঁধে রাখতো পেছনে খোপার সাথে গিঁট দিয়ে। সামনের গলা বুক খোলা থাকতো। কামিস ছাড়া আর কিছু থাকতো না। অনেক সময় পেছনে দু তিনটে বেণী করে চুল ঝুলিয়ে রাখতো।

সূরা আন নূরের এ আয়াত অবতীর্ণের পর মুসলিম মহিলারা পর্দা মেনে চলতে শুরু করেন। যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে—রূপসৌন্দর্যের প্রদর্শন থেকে মহিলাদেরকে বিরত রাখা। তাফসীরে খাযিনে বলা হয়েছে—মহিলারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে মাথার চুল, গলা, অলংকার ও বুক ভালোভাবে ঢেকে রাখে। আজকাল মহিলারা পাতলা চিকন যে কাপড় গলায় পেঁচিয়ে রাখে তা প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়।

২.১০ অতি বৃদ্ধাদের জন্য শিথিলতা

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّتِيْ لَايَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ ـ النور : ٦٠

"যেসব মহিলা বিগত যৌবনা, বিয়ে করার ইচ্ছে যাদের নেই, তারা যদি চাদর খুলে রাখে, তাতে কোনো দোষ নেই।"-সূরা আন নূর ঃ ৬০

আয়াতে বর্ণিত 'আল কাওয়াইদু মিনান নিসা' দ্বারা সেইসব মহিলাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা বার্ধক্যে উপনীত, যৌন চাহিদা যাদের শেষ হয়ে গেছে, যাদের দেখে পুরুষরা যৌন সুড়সুড়ি অনুভব করেন না, সন্তান ধারণে অক্ষম ও বিয়েতে অনীহা, এরূপ মহিলারা যদি তাদের ওড়না খুলে রাখেন তাতে কোনো দোষ নেই। তবে তা যেন সাজ-সৌন্দর্য প্রকাশার্থে না হয়।

غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍ ـ النور : ٦٠

"তবে শর্ত হচ্ছে, তারা রূপ সৌন্দর্যের প্রদর্শনকারী হবে না।"
-সূরা আন নূর ঃ ৬০।।

মোটকথা ওড়না বা চাদর খুলে রাখার অনুমতি শুধু তাদের জন্য যাদের যৌন স্পৃহা শেষ হয়ে গেছে। সাজগোজ করার মানসিকতা যাদের নেই। অবশ্য যাদের এখনো সাজগোজের শখ রয়েছে এ সুযোগ তাদের জন্য নয়।

২.১১ চাদর ব্যবহার করা-ই উত্তম

وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ـ النور : ٦٠

"তবু যদি তারা নিজেদেরকে ঢেকে রাখে, তা তাদের জন্য উত্তম।"
-সূরা আন নূর ঃ ৬০।।

ওড়না বা চাদর পরিহার করার অনুমতি বৃদ্ধাদের জন্য রয়েছে। তবু যদি কেউ সেই সুযোগ গ্রহণ না করে নিজেকে ওড়না বা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখেন, লজ্জাশীলতার পরিচয় দেন, সেটি-ই উত্তম।

পর্দার বিধানের সাথে সাথে পুরুষের জন্যও কিছু নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যে নির্দেশগুলো মেনে চললে পর্দার নৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হতে পারে, যে জন্য পর্দা ফরয করা হয়েছে।

২.১২ পুরুষরাও তাদের দৃষ্টি অবনত রাখবে

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ ـ النور : ٣٠

"মুমিন পুরুষদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে।"–সূরা আন নূর ঃ ৩০।।

পুরুষদের দৃষ্টি অবনত রাখার তাৎপর্য হচ্ছে—নিজ স্ত্রী ও মুহাররাম মহিলা ছাড়া আর কোনো মহিলার প্রতি দৃষ্টি না দেয়া, কারো সতরের প্রতি না তাকানো এবং সব ধরনের কুদৃষ্টি থেকে দৃষ্টিকে সংযত রাখা।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—'কোনো মহিলার রূপ সৌন্দর্যের ওপর দৃষ্টি পড়া মাত্র যে মুসলমান সাথে সাথে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, আল্লাহ তাআলা তার ইবাদাত বন্দেগীতে আগ্রহ সৃষ্টি করে দেন।'–মুসনাদ-আহমদ ইবনু হাম্বল

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উপদেশ ছলে বলেছেন—'কোনো মহিলার দিকে তাকিয়ে থাকবে না। হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গেলে মাফ কিন্তু দ্বিতীয়বার (ইচ্ছেকৃত) দেখা মাফের অযোগ্য।'

হযরত জারীর ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ ! হঠাৎ নজর পড়ে গেলে কি করবো ? তিনি বললেন—'সাথে সাথে চোখ ফিরিয়ে নেবে।'

সত্যিকথা বলতে কি, অবাধ দৃষ্টিই লজ্জাহীনতা ও চরিত্রহীনতার উৎস। এজন্য আল কুরআন সকল মুসলিম পুরুষকে তাদের দৃষ্টি অনবত রাখার মৌলিক নির্দেশ দিয়েছে।

২.১৩ তারাও সতরের হিফাযত করবে

وَيَحْفَظُوْنَ فُرُوْجَهُمْ ـ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ـ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ○

"মুমিন পুরুষদেরকে বলুন, তারা যেন নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। এটি তাদের জন্য পবিত্রতম নীতি। তারা যা কিছু করে আল্লাহ সেসব বিষয় জানেন।"–সূরা আন নূর ঃ ৩০।।

অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপনের বেলায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করাই শুধু এ আয়াতের উদ্দেশ্য নয়, একে অপরের সামনে নিজেদের সতর উন্মুক্ত না করাও এ আয়াতের নির্দেশ।

একজন পুরুষ তার শরীরের নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশ স্ত্রী ছাড়া আর কারো সামনে উন্মুক্ত করবেন না। জায়েয নয়। লজ্জা শরম ও শালীনতার দাবীও হচ্ছে—সতরের হিফাযত করা। নগ্নতা ও উলংগপনা থেকে বিরত থাকা। এমন আচার আচরণ পরিহার করা, যা মানুষকে বেহায়াপনার দিকে নিয়ে যায়। পবিত্র কুরআন মুমিন নর-নারীর মৌলিক গুণাবলীর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছে—তারা তাদের সতরকে নগ্নতা ও যৌন উচ্ছৃংখলতা থেকে সংরক্ষণ করে।

وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ ..... اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا○ الاحزاب : ٣٥

"নিজেদের লজ্জাস্থান হিফাযতকারী পুরুষ ও মহিলা ..... এদের জন্য আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান।"

–সূরা আল আহযাব ঃ ৩৫।।

৩. আত্মীয় স্বজনের সাথে পর্দা

পর্দার নীতিমালা ও সীমা পরিসীমা জানার জন্য আত্মীয়-স্বজনের ধরন ও তাদের সাথে সম্পর্কের বিষয় অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

১. পরপুরুষ ঃ যার সাথে আত্মীয়তার কোনো সম্পর্ক নেই। এ শ্রেণীর পুরুষ থেকে মহিলাদেরকে পুরোপুরি পর্দা করতে হবে। শুধু শরীরকে আড়াল করলেই হবে না, কণ্ঠস্বরও শোনানো যাবে না।

২. মুহাররাম আত্মীয় স্বজন ঃ যাদের সাথে স্থায়ীভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম। এ ধরনের পুরুষের সামনে মহিলারা সাজসজ্জার সাথে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারেন। যেমন—পিতা, ভাই, ছেলে,

শ্বশুর, জামাই, দুধ পানের দ্বারা যাদের সাথে বিয়ে হারাম প্রমুখ। আর স্বামীর সাথে পর্দা করার তো কোনো প্রশ্নই উঠে না।

৩. গাইরি মুহাররাম আত্মীয় স্বজন ঃ যেসব পুরুষ, আত্মীয় বটে কিন্তু তাদের সাথে কুমারী বা বিধবা অবস্থায় বিয়ে অবৈধ নয়। এদের সাথে আচরণ পর পুরুষের মতোও নয় আবার মুহাররাম পুরুষের মতো অত খোলামেলাও নয়। এ দুটোর মাঝামাঝি। এ ধরনের পুরুষের সাথে কীভাবে পর্দা করতে হবে সে সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনী থেকে যে পথ নির্দেশনা পাওয়া যায়, তা হচ্ছে— এরূপ পুরুষের সাথে পর্দার নীতি নির্ধারণ হবে তাদের অবস্থা, বয়স আত্মীয়তার ধরন, পরিবেশ পরিস্থিতি ও বংশীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে।

হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্যালিকা। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে আসতেন। (সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুল হাজ্জ)। তদ্রূপ উম্মু হানী রাদিয়াল্লাহু আনহা যিনি আবু তালিবের কন্যা এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো বোন ছিলেন, সর্বদা তাঁর সামনে আসতেন।–সুনানু আবী দাউদ, রোযা অধ্যায়

আবার একই সময়ের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ছেলে ফযলকে এবং তাঁর চাচাতো ভাই রবীআ ইবনু হারিস তার ছেলে আবদুল মুত্তালিবকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একথা বলে পাঠান, তোমরা এখন যুবক হয়েছো, তোমাদের বিয়ে শাদী করা দরকার কিন্তু কোনো আয় রোযগার নেই। তাঁর কাছে গিয়ে বলো, তোমাদের কোনো কর্মসংস্থান যেন তিনি করে দেন। তারা উভয়ে গিয়ে যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করেন। হযরত যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা উভয়েরই ফুফাতো বোন ছিলেন। তথাপি তিনি তাদের সামনে আসেননি। বরং পর্দার আড়াল থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতে তাদের সাথে কথাবার্তা বলেন।–সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুল খারাজ

৩.১ মহিলাদের সাজসজ্জা যাদেরকে দেখানো যায় (মুহাররাম আত্মীয়-স্বজন)

চিরস্থায়ীভাবে যাদের সাথে বিয়ে শাদী নিষিদ্ধ তাদেরকে মুহাররাম আত্মীয় বলে। এ ধরনের আত্মীয় থেকে পর্দা না করার অনুমতি রয়েছে।

তাদের সামনে সাজসজ্জা করে চলাফেরা করা যাবে। পবিত্র কুরআন তাদের যে তালিকা প্রণয়ন করেছে, সেখানে চাচা, মামা, জামাতা ও রিযাঈ আত্মীয় স্বজনের উল্লেখ নেই। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতের আলোকে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং যে মূলনীতি বর্ণনা করেছেন তাতে বুঝা যায়, যাদের সাথে বিয়ে হারাম তারা সবাই এ তালিকার অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া মহিলারা আর কোনো পুরুষের সামনে চাই তিনি আত্মীয় হোন কিংবা অনাত্মীয়, সাজসজ্জা প্রকাশ করতে পারবেন না এবং নিজের শরীরও তাদেরকে স্পর্শ করতে দেবেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র হাত কোনো পর নারীকে স্পর্শ করেনি। তিনি মহিলাদের থেকে বাইয়াত নিতেন, তা হতো মৌখিক অংগীকার মাত্র।

মহিলাদের সাজসজ্জা যাদেরকে দেখানো যায় সূরা আন নূরের ৩১নং আয়াতে তাদের তালিকা দেয়া হয়েছে।

১. স্বামী

وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ ـ النور : ٣١

"মহিলারা তাদের সাজসজ্জা স্বামী ছাড়া আর কারো সামনে প্রকাশ করবে না।"–সূরা আন নূর ঃ ৩১।।

মহিলারা যাদের সামনে তাদের সাজসজ্জা প্রকাশ করতে পারবেন তার মধ্যে স্বামীর কথাও উল্লেখ রয়েছে। তাই বলে একথা মনে করার কোনো কারণ নেই, স্বামীও অন্যান্য মুহাররাম আত্মীয়ের মতোই। একজন মহিলা স্বামীর সামনে সবকিছু প্রকাশ করতে পারেন, অন্য কারো সামনেই তা পারেন না। এখানে স্বামীর উল্লেখ করে মহিলাদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে। অন্যান্য আত্মীয়ের যে তালিকার উল্লেখ করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য তাদের সামনে মহিলারা স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করতে পারবেন। কারণ শরীআহ মহিলাদেরকে কষ্টে ফেলতে চায় না। আবার তারা লজ্জাশরম খুইয়ে বসুক তাও চায় না। স্বভাবজাত যে লজ্জাবোধ মহিলাদের রয়েছে তাকে উদ্বুদ্ধ করে শালীনতার চাদরে জড়িয়ে দিতে চায়।

২. পিতা

"তবে পিতার সামনে (প্রকাশ করতে পারবে)।"-সূরা আন নূর ঃ ৩১।।
পিতার সাথে দাদা, পরদাদা, নানা এবং পর নানাও শামিল।

৩. শ্বশুর

اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ ـ النور : ٣١

"অথবা তাদের শ্বশুরের সামনে।"-সূরা আন নূর ঃ ৩১।।
শ্বশুরের সাথে স্বামীর দাদা, পরদাদা, নানা, পরনানা সবাই অন্তর্ভুক্ত।

৪. ছেলে

اَوْ اَبْنَآءِ هِنَّ ـ النور : ٣١

"অথবা নিজেদের ছেলের সামনে।"-সূরা আন নূর ঃ ৩১।।

ছেলের মধ্যে নাতি, পুতি, পুতির ছেলে প্রমুখ শামিল। এর মধ্যে আপন এবং সৎ সকলেই অন্তর্ভুক্ত। জামাই এর বেলায়ও একই হুকুম প্রযোজ্য।

৫. সৎ ছেলে

اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ ـ النور : ٣١

"অথবা স্বামীদের ছেলের সামনে।"-সূরা আন নূর ঃ ৩১।।

৬. ভাই

اَوْ اِخْوَانِهِنَّ ـ النور : ٣١

"অথবা নিজের ভাইদের সামনে।"-সূরা আন নূর ঃ ৩১।।

এখানে আপন ভাই, বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয় সকলেই শামিল।

৭. ভাই-পো

اَوْ بَنِىْٓ اِخْوَانِهِنَّ ـ النور : ٣١

"অথবা ভাইদের ছেলের সামনে।"-সূরা আন নূর ঃ ২১।।
ভাইয়ের ছেলের সাথে ভাইয়ের নাতি-পুতি সকলেই শামিল।

৮. বোন-পো

اَوْ بَنِىْٓ اَخَوَاتِهِنَّ ـ النور : ٣١

"বোনের ছেলে, নাতি-পুতি সবাই এর অন্তর্ভুক্ত।"–সূরা আন নূর ঃ ৩১।

ভাইবোন বলতে এখানে আপন, বৈপিত্রেয় এবং বৈমাত্রেয় সব ধরনের ভাই বোনকেই বুঝানো হয়েছে।

এ পর্যন্ত মুহাররাম আত্মীয় স্বজনের তালিকা পেশ করা হলো। এরপর এমন কতিপয় লোকের বর্ণনা করা হচ্ছে, যারা আত্মীয়স্বজন নয় ঠিকই কিন্তু পারিবারিক জীবনে তাদেরকে ছাড়া চলা মুশকিল। এজন্য তাদের সামনে সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য প্রকাশের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

৯. একত্রে বসবাসকারী মহিলা

اَوْ نِسَآءِ هِنَّ ـ النور : ٣١

"অথবা একত্রে বসবাসকারী মহিলাদের সামনে।"–সূরা আন নূর ঃ ৩১।

একত্রে বসবাসকারী মহিলা বলতে ঐসব মহিলাদের বুঝানো হয়েছে যারা ঘরের কাজকর্ম করে। লজ্জাশীলা ও সৎ স্বভাবের অধিকারিণী। নেককার ও পরহেযগার। এ ধরনের মহিলাদের সামনে মুসলিম মহিলারা অবাধে চলাফেরা করতে পারেন। তবে বেহায়া, অসৎ ও দুষ্ট প্রকৃতির মহিলাদের থেকে মুসলিম মহিলাকে অবশ্যই পর্দা করতে হবে। যেসব মহিলাদের স্বভাব-চরিত্র ও আচার-আচরণ সম্পর্কে জানা নেই তাদের সাথে গাইরি মুহাররাম পুরুষদের মতোই পর্দা করা উচিত। অর্থাৎ হাত ও মুখ ছাড়া অবশিষ্ট শরীর ঢেকে রাখা উচিত।

১০. মালিকানাভুক্ত দাসদাসী

اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ـ النور : ٣١

"অথবা মালিকানাধীন[১] দাসদাসীর সামনে।"–সূরা আন নূর ঃ ৩১

---

১. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা), মুজাহিদ (রহ), হাসান বসরী (রহ) এবং ইমাম আবূ হানিফা (রহ)-এর মতে এ আয়াত কেবলমাত্র দাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ মহিলাদের মালিকানাধীন দাস থেকে পর্দা করতে হবে। কিন্তু আয়িশা (রা), উম্মু সালমা (রা) এবং নবী পরিবারের কতিপয় ব্যক্তির মতে আলোচ্য আয়াতে দাস-দাসী উভয়কে বুঝিয়েছে। তাই মহিলারা তাদের মালিকানাধীন দাসের সামনেও সেজেগুজে বেরুতে পারবেন।–লেখক

১১. যৌন কামনামুক্ত পুরুষ কর্মচারী

اَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ اُوْلِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ـ النور : ٣١

"অথবা এমন পুরুষ কর্মচারীদের সামনে, মহিলাদের প্রতি যার কোনো আকর্ষণ নেই।"–সূরা আন নূর ঃ ৩১।।

বর্ণিত আয়াতের শব্দগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে বুঝা যায় মুহাররাম পুরুষ ছাড়া অন্য যেসব পুরুষের সামনে মহিলাদের সাজ সজ্জা প্রকাশের অনুমোদন রয়েছে সেখানে দুটো বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। প্রথমত সেই পুরুষ, মহিলার অধিনস্ত কর্মচারী হতে হবে। দ্বিতীয়ত তাকে মহিলাদের প্রতি যৌন আকর্ষণ মুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ সাদাসিদা ও হাবাগোবা ধরনের বৃদ্ধ, মহিলাদের প্রতি যার কোনো আকর্ষণ নেই। যৌনশক্তি কমে গেছে কিন্তু যৌন আবেগ অনুভূতি পুরোমাত্রায় আছে, মহিলাদের দেখলে আকর্ষণ অনুভব করে, এদের থেকে মহিলাদের অবশ্যই পর্দা করতে হবে।

মদীনায় এক হিজড়া ছিলো। সে প্রত্যেকের বাড়িতেই অবাধে যাতায়াত করতো। মহিলারা তাকে হিজড়া মনে করে যাতায়াতে বাধা দিতেন না। একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মু সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে অবস্থান করছিলেন। তখন হিজড়া ব্যক্তি উম্মু সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহার ভাই আবদুল্লাহ ইবনু উমাইয়ার সাথে কথাবার্তা বলছিলো। এক পর্যায়ে সে বললো—যদি তায়েফ বিজিত হয়, গায়লান ছাকাফীর কন্যা বাদিয়াকে লাভ করতে হবে। একথা বলে সে বাদিয়ার রূপ সৌন্দর্যের এমন বর্ণনা দিলো, গোপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কথা বাদ গেলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনে বললেন —'আল্লাহর দুশমন ! তুইতো মনে হয় তার দিকে তোর চোখ গেঁথে রেখেছিস্।' তারপর তিনি নির্দেশ দিলেন—'ভবিষ্যতে যেন সে কারো ঘরে প্রবেশ করতে না পারে। তার থেকে মহিলাদেরকে পর্দা করতে হবে।'

এ আলোচনার আলোকে চিন্তাভাবনা করলে বুঝা যায়—আধুনিক সভ্যতায় প্রভাবিত হয়ে যেসব মহিলা নিজের যুবক চাকর, মালী, বেয়ারা, বাবুর্চির সামনে অবাধে ঘোরাফেরা করেন তারা এ কুরআনী বিধানকে অবজ্ঞা ও অসম্মান করে চলছেন। তারা আল কুরআনের অনুসরণ না করে প্রবৃত্তির অনুসরণ করছেন।

১২. অবুঝ বালক

اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ص - النور : ٣١

"অথবা সেইসব বালক যারা মহিলাদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে এখনো অভিজ্ঞতা অর্জন করেনি।"-সূরা আন নূর ঃ ৩১।।

কম বয়সী সেইসব বালক, যাদের এখনো যৌন অভিজ্ঞতা লাভ হয়নি। এ বক্তব্যের আলোকে মহিলারা সাজসজ্জা করে শুধু সেসব বালকের সামনে চলাফেরা করতে পারেন যাদের বয়স ১০/১২ বছরের বেশী নয়। এর চেয়ে বেশী বয়সী বালক, যদিও বালেগ না হয় তবুও তাদের যৌন আবেগ অনুভূতি জাগ্রত হতে শুরু করে। এজন্য তাদের ব্যাপারেও সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

বাপ-মায়ের অধিকার

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ـ لقمن : ١٤

"আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার বাপ-মায়ের (অধিকার আদায়ের) ব্যাপারে।"–সূরা লুকমান ঃ ১৪।।

সমাজ জীবনে সবচেয়ে বেশী অধিকার মা-বাপের। আল কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহর অধিকারের সাথে সাথে মা-বাপের অধিকারের কথাও বলা হয়েছে। আল্লাহর শোকর গুজারীর সাথে পিতা মাতার শোকর গুজারীর জন্যও তাকিদ করা হয়েছে।

১. বাপ-মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা

اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ـ لقمن : ١٤

"(আমি উপদেশ দিয়েছি–) আমার প্রতি ও তোমার মা-বাপের প্রতি কৃতজ্ঞ হও।"–সূরা লুকমান ঃ ১৪।।

উপকারীর উপকার স্বীকার করা ভদ্রতা ও মানবতার প্রথম দাবী। মা-বাপের মাধ্যমে পৃথিবীতে মানুষের আগমন। তাদেরই আদর সোহাগে প্রতিপালিত। প্রতিটি চাহিদা পূরণে তাদের অসীম ত্যাগ ও কুরবানী। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বেড়ে উঠা। পরিশেষে সমাজে মর্যাদাবান ব্যক্তি হিসেবে নিজের জায়গা করে নেয়া। যে পিতা মাতার অস্বাভাবিক ত্যাগ ও কুরবানীতে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করা হয়। তাদের প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পোষণ করা-ই কৃতজ্ঞতার দাবী।

২. তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ـ بنى اسرئيل : ٢٣

"এবং বাপ-মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহার করো।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩।।

'সদ্ব্যবহার' কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক। যাবতীয় কল্যাণ কামনা এবং ভালো আচরণ বুঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

৩. তাদের আদব রক্ষা করা

وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا ـ بنى اسرئيل : ٢٣

"তাদের সাথে কোমল ভাষায় কথা বলো।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩।।

তাদের সাথে কথাবার্তা বলার সময় তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। নিজের মর্যাদা তাদের সন্তান ছাড়া আর কিছুই নয়, একথা মনে করা।

একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন—'আপনি কি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চান ?' তিনি বললেন—'কেন নয়, আল্লাহর কসম ! আমি অবশ্যই চাই।' ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—'আপনার কি পিতা মাতা জীবিত আছেন ?'—'হ্যাঁ, তারা জীবিত'—ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন। 'আপনি যদি তাদের সাথে নরম ভাষায় কথা বলেন, তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে খোঁজ খবর নেন, অবশ্যই আপনি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন। তবে আপনাকে কবীরা গুনাহ্ পরিত্যাগ করতে হবে।' —হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু দুজন লোক দেখতে পেলেন। তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করলেন—'উনি আপনার কে ?' তিনি বললেন—'উনি আমার পিতা।' তখন আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—'কখনো তাকে নাম ধরে ডাকবেন না, তার আগে পথ চলবেন না এবং তার আগে কোথাও গিয়ে বসবেন না।'

৪. বাপ-মায়ের জন্য খরচ করা

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ـ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ ـ البقرة : ٢١٥

"তারা কী ব্যয় করবে আপনাকে জিজ্ঞেস করে। বলুন তোমরা যাকিছু খরচ করো সেখানে বাপ-মায়ের অধিকার বেশী।'

–সূরা আল বাকারা ঃ ২১৫।।

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর পথে যাকিছু ব্যয় করা হয়, তিনি তা জানেন। প্রতিদানও অবশ্যই দেবেন। তবে যে ব্যাপারটি লক্ষ্যণীয়, তা

হচ্ছে—যাদের জন্য খরচ করা হয় তাদের মধ্যে বাপ-মায়ের অধিকার সবচেয়ে বেশী। খরচ বাপ-মা থেকে সর্বপ্রথম শুরু করতে হবে।

৫. তাদের ইচ্ছের গুরুত্ব দেয়া

اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا

"তোমাদের জীবদ্দশায় তাদের একজন কিংবা উভয়েই বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উহ্' বলো না এবং ধমক দিয়ো না।"

–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩।।

মা বাপের বয়স যা-ই হোক না কেন, তাদের শক্তি সামর্থ্য থাকুক বা না থাকুক সর্বাবস্থায় তাদের সাথে বিনয় ও নম্রতাসুলভ আচরণ করতে হবে। বিশেষ করে বুড়ো সময়ে তাদের প্রতি আরো বেশী যত্নশীল হতে হবে। কারণ তখন শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতার কারণে তাদের কথা সহ্য করার ক্ষমতা হ্রাস পায়, মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়, নিজের ব্যাপারটাই নিজের কাছে বড়ো বলে অনুভূত হয়। এজন্য কথা বলার সময় তাদের মন মেজাজের দিকে লক্ষ্য রেখে বিনয় ও নম্রতার সাথে বলতে হবে।

৬. তাদের সাথে বিনম্র আচরণ

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحمَةِ ـ بنى اسرائيل : ٢٤

"বিনয় ও নম্রতার সাথে তাদের প্রতি ঝুঁকে থাকো।"

–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৪।।

বিনয় ও নম্রতার সাথে ঝুঁকে থাকা মানে সর্বদা শ্রদ্ধা-ভক্তি, মায়া-মমতা ও আদব-আনুগত্য সহ তাদের হুকুম তামিল করে যাওয়া।

৭. বাপ-মায়ের জন্য দুআ করা

وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ـ بنى اسرائيل : ٢٤

"বলো, হে আমার প্রতিপালক তাদের দুজনের প্রতি সদয় হোন, যেভাবে তারা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছেন।"

–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৪।।

অর্থাৎ হে পরওয়ারদেগার ! শৈশবে চরম অসহায় অবস্থায় তারা আমাকে যেভাবে স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে, ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমে লালন পালন করেছেন, আপনি তাদেরকে এ দুর্বলতার সময় সেইভাবে দয়া-অনুগ্রহ দিয়ে প্রতিপালন করুন। কেননা আজ তারা বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণে আমার চেয়েও বেশী দয়া ও পৃষ্ঠপোষকতা পাবার মুখাপেক্ষী। অতএব আপনি তাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করুন।

৮. মায়ের অধিকার বেশী

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ ـ لقمن : ١٤

"আমি মানুষকে তার বাপ-মায়ের প্রতি সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়েছি। মা সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে (তাই বিশেষ করে মায়ের প্রতি)।"–সূরা লুকমান ঃ ১৪।।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ط حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط ـ

"মানুষকে তার বাপ-মায়ের প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। মা তাকে কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করে এবং প্রসবের সময়ও কষ্ট করে।"–সূরা আল আহকাফ ঃ ১৫।।

সন্তান লালন পালনে পিতা অবশ্যই কষ্ট করে থাকেন কিন্তু মায়ের কষ্টের সাথে তার কোনো তুলনা হয় না। আল কুরআন তাই উভয়ের সাথে ভালো ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে। বিশেষ করে মায়ের কষ্টের কথা উল্লেখ করে তার খেদমত ও আনুগত্য করার জন্য বিশেষভাবে তাকিদ দিয়েছে।

৯. মায়ের বিশেষ অনুগ্রহ

وَفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ ـ لقمن : ١٤

"দু বছর লাগে তার দুধ ছাড়াতে।"–সূরা লুকমান ঃ ১৪।।

وَحَمْلُهٗ وَفِصَالُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ط ـ الاحقاف : ١٥

"গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়াতে ত্রিশ মাস লেগে যায়।"

–সূরা আল আহকাফ ঃ ১৫।।

প্রথম আয়াতে দুধ পানের মেয়াদ দু বছর এবং দ্বিতীয় আয়াতে গর্ভধারণ ও দুধ পানের মোট সময় ত্রিশ মাস বলা হয়েছে। এতে কোনো বিরোধ বা বৈপরিত্য নেই। গর্ভের ন্যূনতম সময়কাল ছ' মাস বলা হয়েছে।

সন্তানকে দুধ পান করানো মায়ের এক বিরাট অনুগ্রহ। আল কুরআন এ বিশেষ অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আনুগত্য ও খেদমতে মায়ের যে অধিকার বেশী, সে কথা বুঝিয়েছে।

১০. বাপ-মায়ের আনুগত্যের সীমা

وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ط اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ○ عنكبوت : ٨

"তারা যদি তোমার ওপর বলপ্রয়োগ করে, আমার সাথে এমন কিছুকে অংশীদার বানাতে, যে সম্পর্কে তোমার জানা নেই। এ ক্ষেত্রে তুমি তাদেরকে মানবে না। আমার কাছে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। অতপর আমি জানিয়ে দেবো তোমরা কে কী করছিলে।"

–সূরা আল আনকাবুত ঃ ৮।।

আল্লাহর অধিকারের পরেই পিতা মাতার অধিকার। তাই বলে তারা যা বলবেন, তাই করতে হবে, ব্যাপারটি এমন নয়। বাপ-মায়ের আনুগত্য হবে আল্লাহর আনুগত্যের অধীন। যদি পিতা মাতার আনুগত্য করলে কিংবা তাদের কথা মানলে আল্লাহর সীমালংঘন হয়, এরূপ আনুগত্য করা যাবে না। আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে তারা বাধ্য করতে চাইলে কোনো অবস্থাতেই তা করা যাবে না। মোটকথা বাপ-মায়ের যতটুকু আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যের সম্পূরক শুধু ততটুকু আনুগত্যই করতে হবে।

১১. মুশরিক পিতা মাতার সাথে সদাচরণ

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ لا فَلَا تُطِعْهُمَا ط وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ز وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ○ لقمن : ١٥

"যদি তারা আমার সাথে কাউকে শরীক বানাতে তোমাকে বাধ্য করতে চায়, যে বিষয়ে তোমার জানা নেই, তুমি তাদের কথা মানবে না। অবশ্য তাদের সাথে পার্থিব জীবনে সদাচরণ করো। কেবল অনুসরণ করবে তার, যে আমার দিকে নিবিষ্ট। তোমাদের সবাইকে একদিন আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। সেদিন আমি বলে দেবো তোমরা কে কী করছিলে।"–সূরা লুকমান ঃ ১৫।।

আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে বাপ-মায়ের আনুগত্য করা যাবে না মানে এই নয় যে, সন্তানের ওপর তাদের কোনো অধিকারই আর থাকবে না। পার্থিব জীবনে তাদের সাথে ভালো আচরণ ও তাদের খায়-খেদমত করা সহ সব ধরনের প্রয়োজনের দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। একদিন তো সবাইকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। সকলের কার্যকলাপ অনুযায়ী তাদেরকে শাস্তি ও পুরস্কার প্রদান করা হবে।

১২. বাপ দাদার অন্ধ অনুকরণ জাহিলিয়্যাত

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَ نَا ـ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآءُ هُمْ لَايَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ○ البقرة : ١٧٠

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণের জন্য যখন তাদেরকে বলা হয়, তারা বলে—আমরাতো সেই সবের অনুসরণই করবো যার ওপর আমাদের বাপ-দাদারা ছিলেন। যদিও তাদের বাপ দাদারা কিছুই বুঝতো না এবং তারা হিদায়াতের পথেও ছিলো না।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ১৭০।।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَ نَا ـ وَلَوْ كَانَ اٰبَآءُ هُمْ لَايَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ○

"যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং তাঁর রাসূলের দিকে এসো। তারা জবাব দেয়—আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে যেভাবে পেয়েছি সেই (নীতি ও পথই) আমাদের জন্য যথেষ্ট। তারা কিছু না জানলে এবং সঠিক ও নির্ভুল পথ সম্পর্কে অবহিত না থাকলেও কি তাদের অনুসরণ করে চলতে থাকবে?"

–সূরা আল মায়িদা ঃ ১০৪।।

১৩. পিতা মাতার আনুগত্যে ত্রুটি বিচ্যুতি

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ نُفُوْسِكُمْ ط اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ○ بنى اسرائيل : ٢٥

"তোমাদের অন্তরে যাকিছু আছে, তোমাদের প্রতিপালক তা ভালোভাবে জানেন। যদি তোমরা সৎকর্ম পরায়ণ হয়ে জীবন যাপন করো তাহলে তিনি এমন লোকদের প্রতি ক্ষমাশীল, যারা নিজেদের ভুল বুঝে তাঁর পথে ফিরে আসে।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৫।।

যারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে সঠিক পথে ফিরে আসেন তাদেরকে 'আওয়াবিন' বলা হয়। আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে–আল্লাহ তোমাদের মনের অবস্থা ও অনুভূতি জানেন। তোমরা যদি সৎভাবে জীবন যাপন করতে চাও এবং কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে গেলে সাথে সাথে সঠিক পথে ফিরে এসো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ত্রুটির জন্য পাকড়াও করবেন না।

সন্তানের অধিকার

বাপ-মায়ের যেমন সন্তানের ওপর অধিকার আছে তেমনিভাবে বাপ-মায়ের ওপরও সন্তানের অধিকার রয়েছে। পারস্পরিক এসব অধিকার যথাযথভাবে আদায় না হওয়া পর্যন্ত একটি উন্নত সমাজ ও সভ্যতার ইমারাত নির্মিত হতে পারে না।

১. সন্তানের জন্ম অধিকার নিশ্চিত করা

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ط اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ○ بنى اسرائيل : ٣١

"খাওয়াতে পরাতে পারবে না এ আশংকায় নিজেদের সন্তান হত্যা করো না, আমিই তাদেরকে রিযিক দেবো, তোমাদেরকেও। তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩১

এ আয়াতে জন্ম নিয়ন্ত্রণের নামে সন্তান হত্যাকে বড়ো অপরাধ বলে অভিহিত করা হয়েছে। বর্তমানে এই লক্ষ্যে যেসব ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা

হয় তাও অবৈধ। যেমন—গর্ভপাত বা এম. আর ; লাইগেশন, ভ্যাসেকটমী ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা যেসব রূহকে শারীরিক অবয়বে দুনিয়ায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন তাদের জীবন জীবিকার উপকরণও তিনি জলে স্থলে ছড়িয়ে রেখেছেন। মানুষ তার অযোগ্যতা, দুর্বলতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে সেসবের অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা না করে অযথা দারিদ্র ও খাদ্য সংকটের অজুহাতে সন্তান হত্যার মতো জঘন্যতম অপরাধে লিপ্ত হয়। এভাবেই মানব সমাজের শিকড় কাটা শুরু হয়ে যায়। কেউ কি জানেন আগন্তুক সন্তানের কে কী সৌভাগ্য বয়ে নিয়ে আসবে। কার দ্বারা জাতীয় উন্নতি-সমৃদ্ধি ও কল্যাণের দ্বার উন্মোচিত হবে এবং কে খাদ্য সামগ্রীর অফুরন্ত সব গোপন ভাণ্ডার খুঁজে বের করে আনবে। মানুষ মূর্খতার কবলে পড়ে এভাবে সন্তান হত্যা করে নিজেদের অস্তিত্বের মরণ ঘণ্টা বাজিয়ে ছাড়বে, আল কুরআন এটি বরদাশত করে না।

আল কুরআনের বলিষ্ঠ শিক্ষা হচ্ছে—মানব শিশুর জন্ম অধিকার নিশ্চিত করো, রিযিকের জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা রাখো। তিনি তোমাদেরকে যেভাবে রিযিক দিচ্ছেন তাদেরকেও সেভাবেই রিযিকের ব্যবস্থা করবেন।

২. সন্তানকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا ط ـ تحريم : ٦

"ঈমানদারগণ ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।"–সূরা তাহরীম ঃ ৬।।

বাপ-মায়ের ওপর সন্তানের বড়ো অধিকার তাকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা। যেন সে তার জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য জানতে পারে। মনে যেন আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়। যাতে সে পরকালের শাস্তি থেকে বাঁচতে পারে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

"সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা-ই সন্তানের জন্য পিতার সবচেয়ে বড়ো উপহার।"

৩. সন্তানের জন্য দুআ করা

وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ط ـ احقاف : ١٥

"আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে সৎ ও নেককার বানিয়ে দিন।"-সূরা আল আহ্‌কাফ ঃ ১৫।।

সন্তান নেককার হয়ে গড়ে উঠুক। তার কল্যাণে দুনিয়ায় নেক কাজের বিস্তৃতি ঘটুক। এটি একজন মুমিনের আকাংখা। সে জন্য তিনি যথাসম্ভব চেষ্টাও করেন এবং আল্লাহর নিকট দুআ করেন। কারণ সবকিছুই আল্লাহর সাহায্য ও তাওফীকের ওপর নির্ভরশীল।

৪. সন্তান চোখ জুড়িয়ে দেয়

فَكُلِىْ وَاشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا ـ مريم : ٢٦

"(হে মারইয়াম!) তুমি তা খাও, পান করো এবং তোমার চোখ জুড়িয়ে নাও।"-সূরা মারইয়াম ঃ ২৬

এ হচ্ছে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের সময় তার মা মারইয়াম আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সান্ত্বনা।

৫. সন্তান কেন কামনা করা হয়

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْ بِدُعَاءِ كَ رَبِّ شَقِيًّا ○ وَاِنِّى خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَّرَائِىْ وَكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ○ يَّرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ص وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ○

"হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম বললেন— হে আমার প্রতিপালক! আমার হাড়গুলো বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে, মাথা বার্ধক্য চিহ্নে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, প্রভু ! আপনাকে ডেকে কখনো বিফল হইনি। আমি ভয় করি আমার পর স্বগোত্রকে, আমার স্ত্রীও বন্ধা, আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে একজন কর্তব্যপালনকারী দান করুন। সে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে ইয়াকুব বংশের। হে পরওয়ারদেগার ! তাকে একজন পসন্দনীয় মানুষ বানান।"

-সূরা মারইয়াম ঃ ৪-৬।।

একজন মুমিন কি জন্য সন্তান কামনা করেন, তা এখানে বলে দেয়া হয়েছে। এজন্য নয় যে, মৃত্যুর পর সন্তান তার যাবতীয় বিষয় সম্পত্তির

মালিক বনে যাবে। বরং তার আন্তরিক আশা থেকে, আমার পর আমার সন্তানরাও ঐ দীনি ঝাণ্ডা তুলে ধরবেন, যে জন্য আমি সারাটি জীবন কাটিয়ে দিলাম।

আত্মীয় স্বজনের অধিকার

বাপ-মায়ের পর মানুষের ওপর সবচেয়ে বড়ো অধিকার তার আত্মীয় স্বজনের। কারণ মানুষের লালন পালনে বাপ-মায়ের পর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে আত্মীয় স্বজনের। তাদের ভালোবাসা, সহানুভূতি ও সাহায্য সহযোগিতায় মানুষ স্বাবলম্বী হয়। তাই একজন সচেতন ব্যক্তি তাদের অধিকারের প্রশ্নে উদাসীন থাকতে পারে কি ? অথচ আল্লাহ্ তাআলা তাদের অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং তা মেনে চলার জন্য বারবার তাকিদ করেছেন। কাজেই তাদের অধিকারের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকা মানে আল্লাহর নির্দেশকে উপেক্ষা করা।

১. আত্মীয়তার সম্পর্ক

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ط ـ النساء : ١

"সেই আল্লাহকে ভয় করো, যার দোহাই দিয়ে পরস্পরের অধিকার দাবী করো। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বেঁচে থাকো।"–সূরা আন নিসা ঃ ১।।

পারিবারিক, সামাজিক ও নৈতিক প্রয়োজনে আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে একে অপরের মুখাপেক্ষী বানিয়ে দিয়েছেন। বিশেষ করে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার কারণে মানুষ আত্মীয় স্বজনের সাহায্য সহযোগিতার অধিকতর মুখাপেক্ষী। সেজন্য সর্বদা তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারেও সচেষ্ট হতে হবে। কোনোক্রমেই তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা কিংবা অসৌজন্যমূলক আচরণ করা উচিত নয়।

২. আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখা

وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ ـ الرعد : ٢١

"বিবেকবান লোকদের নীতি হচ্ছে, আল্লাহ যেসব সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলো তারা অক্ষুন্ন রাখে।"

–সূরা আর রা'দ ঃ ২১।।

আল্লাহর বিধানের ওপর বিশ্বাসী মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা আজীবন আত্মীয়তার সম্পর্ককে অটুট রাখার চেষ্টা করেন। যে সম্পর্ককে অক্ষুন্ন রাখার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, সেই সম্পর্ককে কখনো তারা নষ্ট করতে চান না।

৩. আত্মীয় স্বজনের অধিকার আদায় করা

وَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ ـ بنى اسرائيل : ٢٦

"আত্মীয়কে তার অধিকার দিয়ে দাও।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৬।।

অধিকার বলতে এখানে সব ধরনের অধিকারকে বুঝানো হয়েছে। বৈষয়িক, নৈতিক, সামাজিক অধিকারসহ যে কোনো ধরনের অধিকারই হোক না কেন, তা নষ্ট করা আল্লাহর বিধানের সুস্পষ্ট লংঘন।

৪. তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى ـ النحل : ٩٠

"অবশ্যই আল্লাহ আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং আত্মীয় স্বজনকে দান করার নির্দেশ দিয়েছেন।"–সূরা আন নাহল ঃ ৯০।।

প্রাপ্য অধিকার ভারসাম্যের সাথে যথাযথভাবে আদায় করাকে 'আদল' বলা হয়। আর নিজে অধিকারের চেয়ে কম গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হয়ে অন্যকে তার অধিকারের চেয়ে বেশী প্রদান করাকে ইহসান বলে।

আদল ইহসান এমন দুটো মৌলিক উপাদান যা মানব সমাজের সৌন্দর্যকে পরিবেষ্টন করে রাখে। তাই সামাজিক জীবনে যাবতীয় আচার আচরণে এ সৌন্দর্যের প্রতিফলন ঘটিয়ে প্রত্যেকের সাথেই আদল ইহসানের নীতি অবলম্বন করা উচিত। বিশেষ করে আত্মীয় স্বজনের সাথে। সাধারণের চেয়ে তারাই বেশী সাহায্য-সহযোগিতা ও সদ্ব্যবহার পাবার অধিকারী। এমনকি আমাদের সম্পদেও তাদের অধিকার রয়েছে।

তাদের প্রয়োজন পূরণে এবং তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে আমাদেরকে বাধ্য করেছেন।

৫. আত্মীয় স্বজনকে ভালোবাসা

قُلْ لاَّ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِىْ الْقُرْبٰى ـ شورى : ٢٣

"তাদেরকে বলে দিন, আমি আমার দাওয়াতী কাজের কোনো পারিশ্রমিক চাই না, আমি কেবল আত্মীয়তার ভালোবাসা চাই।"

–সূরা আশ শূরা ঃ ২৩।।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পার্থিব কোনো স্বার্থে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছানোর কাজ করেন না। যে কথা তোমরা ভালোভাবেই জানো। সেই দাওয়াত কবুল করার মধ্যে তোমাদেরই কল্যাণ। কারণ এ পয়গাম আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণে মনকে উদার করে। যারা এ পয়গাম গ্রহণ করেছে তাদের আচরণই তোমাদেরকে এর সত্যতা প্রমাণ করে দেয়।

৬. তোমাদের সম্পদে প্রথম হক আত্মীয়-স্বজনের

قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط ـ البقرة : ٢١٥

"আপনি বলে দিন, যে সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবী এবং মুসাফিরদের জন্য।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২১৫।।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় তোমরা যাকিছু খরচ করো তা আল্লাহ বর্ণিত ধারবাহিকতা অনুযায়ী খরচ করো। এমন যেন না হয় তোমরা আবেগের বশবর্তী হয়ে উল্টাপাল্টা খরচ করছো অথচ মা-বাপ ও আত্মীয় স্বজনের খবর নিচ্ছো না। প্রকৃতপক্ষে তারাই তোমার সম্পদের অধিক হকদার। প্রথমে তাদের জন্যই খরচ করতে হবে, তারপর অন্যদের জন্য। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকেরই অধিকার নিশ্চিত করেছেন।

৭. আত্মীয় স্বজনকে সাহায্য করা

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى ـ البقرة : ١٧٧

"তোমরা আল্লাহর ভালোবাসায় আত্মীয় স্বজনকে দান করো।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৭

কতিপয় আচার অনুষ্ঠান পালনের নাম নেকী নয় বরং আল্লাহর ওপর ঈমান এনে সেই ঈমানের দাবী পূরণের নাম নেকী। কষ্টার্জিত সম্পদ আল্লাহর মহব্বতে আত্মীয় স্বজনের জন্য ব্যয় করাও ঈমানের অন্যতম একটি দাবী।

৮. যারা ওয়ারিশ নয় এমন পরিজনের সাথে আচরণ

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُوْلُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا ○النساء : ٨

"ধন-সম্পত্তি বণ্টনের সময় আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীনরা এলে তাদেরকেও কিছু দাও এবং তাদের সাথে ভালোভাবে কথা বলো।"–সূরা আন নিসা ঃ ৮

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে যারা ওয়ারিশ তাদের প্রতি আল্লাহর হিদায়াত হচ্ছে, সম্পদ বণ্টনের সময় ওয়ারিশ নয় এমন গরীব আত্মীয়-স্বজন কিংবা ইয়াতীম মিসকীন এসে হাজির হলে তাদেরকে কিছু দিয়ে বিদায় করা। যদিও তাদের কোনো অংশ নেই, তবু তাদের সাথে উদারতা প্রদর্শন করে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করা উচিত। আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের কেউ বুভূক্ষু ও অসহায় থাকলে তাদের সুব্যবস্থা করাও দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। সংকীর্ণ হৃদয়ের মতো কথা বলে তাদের মনকে ভেঙ্গে দেয়া উচিত নয়। বরং আন্তরিকতা ও সুব্যবহারের সাথে তাদের কিছু দিয়ে স্বাবলম্বী হতে সহযোগিতা করা উচিত।

৯. আত্মীয় স্বজন অসদাচরণ করলে তবু তাদের অধিকার প্রদান করা

وَلاَ يَاْتَلِ اُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْٓا اُوْلِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ

وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ص وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ط اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ النور : ٢٢

"তোমাদের মধ্যে যারা সমর্থ ও অনুগ্রহপ্রাপ্ত তারা যেন শপথ করে না বসে যে, আত্মীয়, গরীব ও আল্লাহর পথের মুহাজিরদের সাহায্য করবে না। তাদের ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন করা উচিত। তোমরা কি চাও না আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করে দিন। আল্লাহতো ক্ষমাশীল, দয়ালু।"–সূরা আন নূর ঃ ২২

হযরত মুসতাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন সহায় সম্বলহীন একজন মুহাজির। তিনি ছিলেন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাতিজা অথবা খালাতো ভাই। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে সম্ভাব্য সকল প্রকার সহযোগিতা করতেন। তার প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। মুনাফিকরা হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ওপর যে অপবাদের ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত করেছিলো তাতে ভুলবশত কতিপয় মুসলিম জড়িয়ে পড়েন। হযরত মুসতাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের অন্যতম। এ ঘটনায় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ওপর বিরক্ত হয়ে শপথ করেন, ভবিষ্যতে তাকে কোনো সাহায্য সহযোগিতা আর তিনি করবেন না। আত্মীয় হিসেবে কোনো দায়-দায়িত্বও আর পালন করবেন না। তখন আল্লাহ এ হিদায়াত দিলেন—ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন করো, ধৈর্যশীলতার পরিচয় দাও। কোনো আত্মীয় যদি আত্মীয়তা সুলভ আচরণ না করে তবু তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করো তাহলে আল্লাহও তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করবেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন শুনলেন—'আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এটি কি তোমরা চাও না।' তখন তিনি বলে উঠলেন—'হে প্রভু! কেন নয়, অবশ্যই চাই। আমিতো চাই-ই আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"

সহীহ আল বুখারীতে আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—'তার সাথে সদ্ব্যবহার করবে এ আশায় যদি কেউ আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো আচরণ করে, এটি উঁচুস্তরের আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা নয়। বরং আত্মীয়তার সম্পর্ক যিনি ছিন্ন করতে চান তার সাথে আত্মীয়তার বলিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করা এবং তার যথাযথ অধিকার প্রদান করাই হচ্ছে উঁচুস্তরের আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা।'

ইয়াতীমের অধিকার

ইয়াতীমরা মানব সমাজের অক্ষম ও দুর্বল সদস্য। তারা জীবন যাপনে সমাজের অন্যের মুখাপেক্ষী। তাদের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করার জন্য কুরআন মুসলমানদের বাধ্য করেছে। তাই লক্ষ্য রাখতে হবে মানবতার এ দিকটি যেন কোনোভাবেই অবহেলিত বা লংঘিত না হয়।

১. ইয়াতীমের সাথে ভালো ব্যবহার

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى ـ النساء : ٣٦

"তোমরা পিতামাতা, আত্মীয় ও ইয়াতীমের সাথে সদ্ব্যবহার করো।"
–সূরা আন নিসা ঃ ৩৬।।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—"মুসলমানদের ঘরের মধ্যে ঐ ঘর সবচেয়ে ভালো, যে ঘরে ইয়াতীম থাকে এবং তার সাথে ভালো ব্যবহার করা হয়। নিকৃষ্ট ঘর হচ্ছে সেইটি যে ঘরে ইয়াতীম থাকে কিন্তু তার সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়।"–সুনানু ইবনু মাজা

২. ইয়াতীমকে সন্তানের মতো মনে করা

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ص فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا○ النساء : ٩

"লোকদের একথা মনে করে ভয় করা উচিত, যদি তারা অসহায় সন্তান রেখে যেত তাহলে মরার সময় তাদের জন্য কতইনা আশংকা হতো। কাজেই তাদের আল্লাহকে ভয় করা এবং ন্যায়সংগত কথা বলা উচিত।"–সূরা আন নিসা ঃ ৯।।

মৃত্যুর পর সন্তানদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা হবে কিনা সে জন্য দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না, অথচ একবারও ভেবে দেখে না, একজন ইয়াতীম সেও তো কারো না কারো সন্তান। কাজেই তুমি যদি তোমার সন্তানের সাথে অপরের খারাপ ব্যবহার আশা না করো তাহলে তুমি ইয়াতীমের সাথে সেইরূপ ব্যবহার করো। যেমনটি তুমি তোমার সন্তানের সাথে

অন্যের থেকে কামনা করো। সর্বদা ইয়াতীমের সাথে মমতা ও স্নেহমাখা কণ্ঠে কথা বলো। এমন কোনো কথা বলো না যাতে তার মনটা ভেঙে যায়।

৩. তাদেরকে ধমক না দেয়া

فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلاَ تَقْهَرْ ـ الضحى : ٩

"তুমি ইয়াতীমকে ধমক দিয়ো না।"–সূরা আদ দোহা ঃ ৯

৪. তাদের জন্য নিজের সম্পদ খরচ করা

قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى ـ البقرة : ٢١٥

"বলে দিন, তোমরা কল্যাণার্থে যাকিছু খরচ করো, তার অধিকতর হকদার বাপ-মা, আত্মীয় স্বজন ও ইয়াতীমগণ।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২১৫।।

মনে রাখতে হবে সম্পদে ইয়াতীমের অধিকার রয়েছে। তাছাড়া তাদের পেছনে খরচ করে খোটা দেয়া যাবে না। মনে করতে হবে, আমার ওপর তার যে অধিকার ছিলো আমি তা আদায় করার চেষ্টা করলাম মাত্র।

৫. ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ না করা

وَلاَ تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلاَّ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ج ـ

"তোমরা ইয়াতীমের সম্পদের ধারে কাছেও যাবে না। অবশ্য তারা জ্ঞানবুদ্ধি লাভের বয়সে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা ভালো ও উত্তম পন্থায় প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করা যাবে।"

–সূরা আল আনআম ঃ ১৫২।।

ইয়াতীমের সম্পদ থেকে ব্যক্তিগত সুবিধা লাভের চেষ্টা করা উচিত নয়। তবে ইয়াতীমের কল্যাণার্থে সৎ নিয়তে তাদের সম্পদ ব্যবহার করা যাবে।

৬. ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাতের পরিণাম

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ط

وسيصلَوْنَ سَعِيْرًا ○ النساء : ١٠

"যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের ধন-সম্পদ খায়, তারা আগুন দিয়ে নিজেদের পেট পূর্ণ করে। অবশ্যই তাদের পরিণাম জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুন।"–সূরা আন নিসা ঃ ১০।।

৭. ভালো সম্পদকে খারাপ সম্পদ দিয়ে বদল না করা

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوْا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ط ـ النساء : ٢

"ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ ফিরিয়ে দাও। ভালো সম্পদকে খারাপ সম্পদ দিয়ে বদল করো না।"–সূরা আন নিসা ঃ ২।।

ইয়াতীমের মাল তাদের উপকারে আসে এমন খাতে বিনিয়োগ করো। তোমার মন্দ মালের পরিবর্তে তাদের ভালো মাল আত্মসাৎ করার চেষ্টা করো না।

৮. তাদের সাথে প্রতারণা না করা

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا O النساء : ٢

"ইয়াতীমের সম্পদ তোমাদের সম্পদের সাথে মিলিয়ে গ্রাস করো না। তা মহাপাপ।"–সূরা আন নিসা ঃ ২।।

৯. প্রয়োজনে নিজের সম্পদের সাথে ইয়াতীমের সম্পদ মিলিয়ে রাখা যেতে পারে

وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ط وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ O البقرة : ٢٢٠

"আর যদি তাদের ব্যয়ভার নিজেদের সাথে মিলিয়ে নাও, মনে করবে তারাতো তোমাদের ভাই। আল্লাহ জানেন কে হিতকারী আর কে অনিষ্টকারী। আল্লাহ ইচ্ছে করলে এ বিষয়ে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, মহা বিজ্ঞানী।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২২০।।

১০. তাদের সম্পদ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যয়

وَلَا تَأْكُلُوْهَا اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ـ النساء : ٦

"ইয়াতীমরা বড়ো হয়ে তাদের সম্পদ বুঝে নেবে এ ভয়ে সীমালংঘন করে তাদের সম্পদ খেয়ে ফেলো না। (তবে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যয় করো)।"–সূরা আন নিসা ঃ ৬।।

১১. সচ্ছল ব্যক্তি তাদের সম্পদ থেকে নিজের জন্য ব্যয় করতে পারবেন না

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ـ النساء : ٦

"সচ্ছল ব্যক্তি যেন তাদের সম্পদ থেকে বেঁচে থাকে।"
–সূরা আন নিসা ঃ ৬।।

ইয়াতীমের সম্পদ সংরক্ষণ ও তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় অভিভাবকের সময় ও শ্রম দিতে হয়। অভিভাবক সচ্ছল হলে এজন্য তিনি কোনো বেতন ভাতা গ্রহণ করতে পারবেন না। আল্লাহর ওয়াস্তে তিনি এ সার্ভিস দিয়ে যাবেন।

১২. দরিদ্র অভিভাবক প্রয়োজনীয় ভাতা গ্রহণ করতে পারেন

وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ط ـ النساء : ٦

"অভিভাবক গরীব হলে প্রচলিত রীতিতে খাবে (অর্থাৎ বেতন ভাতা নেবে)।"–সূরা আন নিসা ঃ ৬।।

ইয়াতীমের অভিভাবক দরিদ্র হলে তিনি প্রয়োজনীয় পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারেন। তবে দুটো বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথমে দেখতে হবে তিনি আল্লাহ ও জনসাধারণের দৃষ্টিতে প্রকৃত অভাবী কিনা। দ্বিতীয়ত তিনি গোপনে কিছু আত্মসাৎ করতে পারবেন না। যা গ্রহণ করবেন তা খোলামেলাভাবে গ্রহণ করতে হবে এবং তার যথাযথ হিসেব রাখতে হবে।

১৩. ইয়াতীমের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করা

وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا○

"ইয়াতীমের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করো, যে কল্যাণ তোমরা করবে তা আল্লাহর অগোচরে থাকবে না।"–সূরা আন নিসা ঃ ১২৭।।

১৪. তাদেরকে সংশোধনের চেষ্টা করা

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ط ـ البقرة : ٢٢٠

"লোকেরা ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন তাদের সুব্যবস্থা করা উত্তম।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২০।।

ইয়াতীমদের ব্যাপারে তোমরা যে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করো না কেন তা যেন তাদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে হয়। তাদের সম্পদ নিজের সম্পদের সাথে মিলিয়ে রাখা হোক কিংবা পৃথক, সর্বাবস্থায় তাদের কল্যাণ ও সংশোধনের প্রচেষ্টা করতে হবে।

১৫. বুদ্ধির পরিপক্কতা না আসা পর্যন্ত সম্পদ নিজের দায়িত্বে রাখা

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا○ النساء : ٥

"আল্লাহ তোমাদের জীবন ধারণের উপকরণ হিসেবে যে সম্পদ দিয়েছেন তা তোমরা নির্বোধের হাতে তুলে দিয়ো না। তবে তাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করো এবং সদুপদেশ দিতে থাকো।"

–সূরা আন নিসা ঃ ৫।।

সম্পদ মানুষের জীবন ধারণের উপকরণ। একজন ইয়াতীম যতদিন পর্যন্ত তার সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে সক্ষম না হয় ততদিন পর্যন্ত তা তার হাতে অর্পণ করা যাবে না। বরং নিজ দায়িত্বে রেখে তার ভরণপোষণ চালিয়ে যেতে হবে। তাকে বুঝাতে হবে কীভাবে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করা যায়। সম্পদ থেকে ফায়দা ওঠানো যায়। এ সম্পদ তো তারই। অচিরেই তাকে বুঝিয়ে দেয়া হবে।

১৬. বয়সপ্রাপ্ত হলে তাদের সম্পদ তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ج فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ج - النساء : ٦

"ইয়াতীমদের পরীক্ষা করতে থাকো যতদিন না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছে। যদি তোমরা তাদের মধ্যে যোগ্যতার সন্ধান পাও তাহলে সম্পদ তাদের হাতে বুঝিয়ে দাও।"–সূরা আন নিসা ঃ ৬।।

অর্থাৎ জীবন পথের চড়াই উৎরাই বুঝতে পেরেছে কিনা, ইয়াতীমদের মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে জেনে নিতে হবে। যখন তারা পরিণত বয়সে পৌঁছে যাবে, ভালোমন্দ বুঝতে শিখবে, বিষয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে তখন নির্দ্বিধায় তাদের সম্পদ তাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে।

১৭. সাক্ষীদের উপস্থিতিতে সম্পদ হস্তান্তর করা

فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا O

"যখন তাদের সম্পদ হস্তান্তর করবে তখন সাক্ষীদের উপস্থিতিতেই করবে। আর হিসেব নেয়ার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।"

–সূরা আন নিসা ঃ ৬।।

ইয়াতীমের সম্পত্তি হস্তান্তরের সময় সাক্ষীদের উপস্থিতিতে হস্তান্তর করতে হবে। পরে যেন কোনো বিরোধ সৃষ্টি না হয়। তবু একটি কথা মনে রাখতে হবে, ইয়াতীম বা সাক্ষীদেরকে কোনো মতে বুঝ দিয়ে সন্তুষ্ট করে দেয়াই শেষ কথা নয়, আসল কথা হচ্ছে সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে আল্লাহর। যিনি প্রতিটি গোপন বিষয়ই জানেন। যিনি চুলচেরা হিসেব গ্রহণে সক্ষম এবং বড়ো যিম্মাদার।

১৮. ইনসাফ করতে না পারলে ইয়াতীমদেরকে বিয়ে না করা

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ -

"যদি তোমরা ইয়াতীম মেয়েদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না বলে ভয় করো, তাহলে তোমাদের পসন্দের মেয়েদের থেকে বিয়ে করে নাও।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩।।

অর্থাৎ ইয়াতীম মেয়েদেরকে যদি তোমাদের পসন্দ না হয়, তাদের সম্পত্তি দখল করবে, মোহরানা কম দেবে কিংবা তাদেরকে উত্যক্ত করলে কারো কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে না, এজন্য তাদেরকে বিয়ে করো না। এরূপ অবস্থায় তোমরা তাদেরকে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে দাও এবং তাদের সম্পত্তি তাদেরকে বুঝিয়ে দাও।

অভাবীদের সাথে আচরণ

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِىْ الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ ـ النساء : ٣٦

"তোমরা সবাই পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও অভাবীদের সাথে সদ্ব্যবহার করো।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩৬।।

সমাজের দুঃস্থ ও অভাবীদের সাহায্য সহযোগিতা করা, তাদের প্রয়োজনে এগিয়ে আসা প্রতিটি মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—'যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে, মহান আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের বিপদ দূর করে দেবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার বিপদ দূর করে দিবেন।'

১. মুমিনের সম্পদে দুঃস্থদের অধিকার

وَفِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ـ الذاريات : ١٩

"তাদের সম্পদে ভিক্ষুক ও (প্রার্থী) অভাবীদের অধিকার রয়েছে।"
–সূরা আয যারিয়াত ঃ ১৯।।

আলোচ্য আয়াতে 'মাহরুম' বলতে সেইসব অভাবীদের বুঝানো হয়েছে, যারা অভাবে অনটনে জর্জরিত, তাই বলে কারো কাছে হাত পেতে বেড়ান না।

২. ভিক্ষুক (প্রার্থী)-কে তাড়িয়ে না দেয়া

وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلاَ تَنْهَرْ ـ الضحى : ٩

"ভিক্ষুক (প্রার্থী)-কে ধমক (দিয়ে তাড়িয়ে) দিয়ো না।"
–সূরা আদ দোহা ঃ ৯।।

৩. মিসকীনকে না দেয়ার ভয়াবহ পরিণাম

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ۙ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ۙ ثُمَّ فِىْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا

فَاسْلُكُوْهُ ۝ اِنَّهٗ كَانَ لَايُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۝ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ۝ وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ۝ لَّا يَاْكُلُهٗٓ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ ۝ الحاقه : ٣٠ ـ ٣٧

"তাকে ধরো, গলায় ফাঁস লাগিয়ে দাও, তারপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। ফের তাকে সত্তর গজ শিকলে বেঁধে রাখো। সে মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করেনি, মিসকীনদেরকে খাওয়াতে উৎসাহিত করতো না। আজ তাকে সহানুভূতি দেখাতে পারে এমন কোনো বন্ধু নেই। কোনো খাদ্যও নেই, ক্ষতনিঃসৃত পূঁজ ছাড়া। একান্ত অপরাধী ছাড়া যা আর কেউই খায় না।"–সূরা আল হাক্কাহ ঃ ৩০-৩৭।।

৪. দরিদ্রকে ফাঁকি দেয়ার পরিণতি

اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ ۚ اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ ۝ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُوْنَ ۝ فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ۝ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ ۝ اَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِمِيْنَ فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ ۝ اَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ۝ وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قَادِرِيْنَ ۝ فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْٓا اِنَّا لَضَآلُّوْنَ ـ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ۝

"আমি এদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেমন পরীক্ষা করেছিলাম বাগান মালিকদেরকে। যখন তারা শপথ করে বলেছিলো—কাল অবশ্যই আমরা বাগানের ফল সংগ্রহ করবো। কিন্তু ব্যতিক্রমের কোনো সম্ভাবনাই রাখলো না। রাতে তারা ঘুমিয়েছিলো, এমন সময় বাগানে আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নেমে এলো বিপর্যয়। সকালে দেখা গেলো (সবকিছু লণ্ডভণ্ড) যেন তা কর্তিত ফসল। ভোরে তারা একে অপরকে ডেকে বললো—তোমরা ফল সংগ্রহ করতে চাইলে সকাল সকালেই বাগানে চলো। অতপর তারা ফিসফিসিয়ে কথা বলতে বলতে পথ চলতে লাগলো—'আজ যেন কোনো ভিখারী তোমাদের কাছে না আসতে পারে।' তারা সবাই লাফাতে লাফাতে পথ চলছিলো।

যখন তারা বাগানে পৌঁছুলো, বললো—আমরাতো পথ ভুলে বসেছি ! না হয় আমাদের কপাল পুড়েছে।"–সূরা আল কলম ঃ ১৭-২৭।।

তারা ইনশাআল্লাহ বলেনি অর্থাৎ তারা নিজেদের চেষ্টা তদবীরকেই যথেষ্ট মনে করেছিলো। আল্লাহর ইচ্ছের কোনো গুরুত্বই তাদের কাছে ছিলো না। অথচ আল্লাহর ইচ্ছে ছাড়া মানুষের কোনো চেষ্টা প্রচেষ্টাই সফল হতে পারে না।

৫. অভাবীদের সাহায্য না করা আখিরাতকে অস্বীকার করার নামান্তর

اَرَاَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝ الماعون : ١-٣

"আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে প্রতিদান দিবসকে মিথ্যে মনে করে? সে এমন দুনিয়া পূজারী, যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয় এবং মিসকীনকে খাওয়াতে উৎসাহিত করে না।"–সূরা আল মাউন ঃ ১-৩

অর্থাৎ নিজেও যেমন উৎসাহিত হয় না তেমনিভাবে সমাজের সচ্ছল কোনো লোককেও সে অনুপ্রাণিত করে না। এ লোকগুলো যেন তাদের এ কাজের মাধ্যমে পরকালকেই অস্বীকার করে।

৬. প্রতিবেশী ও সাথীদের সাথে সদাচরণ

وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ـ النساء : ٣٦

"তোমরা আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী এবং সাথী-অনুচরদের সাথে ভালো ব্যবহার করো।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩৬।।

প্রতিবেশী মুসলিম, অমুসলিম, আত্মীয়, অনাত্মীয় দূরের এবং কাছের সব ধরনেরই হতে পারে। নীতিগতভাবে সকলের সাথেই সদ্ব্যবহারের তাকিদ রয়েছে। কিন্তু হাদীসের ভাষ্য থেকে প্রতীয়মান হয়—তাদের প্রকার ভেদ অনুযায়ী অধিকারসমূহেও তারতম্য আছে। মুসলিম, অমুসলিম উভয়েই প্রতিবেশী, ভালো ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী সবাই। কিন্তু যিনি মুসলিম তার অধিকার বেশী। কারণ তিনি প্রতিবেশী হওয়ার সাথে সাথে দীনী বন্ধুও। তদ্রূপ আত্মীয় প্রতিবেশীর অধিকার অনাত্মীয় প্রতিবেশীর চেয়ে

একটু বেশী। কারণ তার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার তাকিদ রয়েছে। কাছাকাছি প্রতিবেশীর মধ্যে যার ঘরের দরোজা অপর প্রতিবেশীর চেয়ে নিকটতর তিনি অন্য প্রতিবেশীর তুলনায় সদ্ব্যবহার পাবার বেশী অধিকারী।

'সাহিবুল জাম্বি' বলতে একত্রে চলাফেরাকারী বন্ধু, সাময়িক সফর সঙ্গী, ব্যবসায়িক অংশীদার, সমসাময়িক ভদ্র ও মার্জিত ব্যক্তিবর্গ এবং অনুচরবৃন্দ সকলকেই বুঝায়। তাদের সাথে সদাচরণ করাও ইসলামের নির্দেশ। সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে তারা যেন কোনো কষ্ট না পান।

৭. মুসাফির ও মেহমানের সাথে সদ্ব্যবহার

وَابْنِ السَّبِيْلِ ـ النساء : ٣٦

"তোমরা মুসাফিরদের সাথে সদ্ব্যবহার করো।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩৬।।

মুসাফির বা মেহমান যারা দূর দূরান্ত থেকে এসে আমাদের বাড়িতে অবস্থান গ্রহণ করেন তাদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখা এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা কর্তব্য।

৮. চাকর চাকরানীর সাথে ভালো আচরণ

وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ـ النساء : ٣٦

"তোমাদের মালিকানাধীন গোলাম বাঁদীর সাথে ভালো আচরণ করো।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩৬।।

গোলাম বাঁদীর সাথে সদাচরণের যে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে তা সাধারণ চাকর চাকরানীর বেলায়ও প্রযোজ্য। তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করতে হবে, এই মর্মে হাদীসে রাসূলেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

আচরণ বিধি

আচরণ বিধি

মানুষের আচার আচরণে জায়েয না জায়েযের সীমা পরিসীমা নির্দিষ্ট করা এবং হালাল হারামের বিধান দেয়ার অধিকার আল্লাহর। আল্লাহর এ অধিকারে আর কেউ শরীক নেই। তাওহীদের একটি দিক হচ্ছে আল্লাহর জন্য ইবাদাতকে নিষ্কলুষ করা। আরেকটি হচ্ছে—তাঁর প্রদত্ত আচরণ বিধি মেনে চলা। কুরআন শুধু আইনের খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা প্রদান করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং তার অনুসরণকে ঈমানের মাপকাঠি বলে ঘোষণা দিয়েছে।

আচরণ বিধি

১. হালাল হারামের বিধান দেয়ার অধিকার আল্লাহর

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ط وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের ধর্মযাজক পাদ্রী পুরোহিতদেরকে 'রব' (প্রতিপালনকারী) বানিয়ে নিয়েছে। এমন কি মারইয়াম পুত্র ঈসাকেও। অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, একজন ইলাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত না করতে। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তারা যে শরীক করে, তা থেকে তিনি পবিত্র।"

–সূরা আত তাওবা ঃ ৩১।।

হযরত আদী ইবনু হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে খৃষ্টান ছিলেন। তিনি যখন মুসলমান হোন তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ প্রশ্নটিও করেছিলেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ ! খৃষ্টানদের ওপর অপবাদ দেয়া হয়, তারা তাদের পাদ্রী ও ধর্মযাজকদেরকে 'রব' বানিয়ে নিয়েছে, তা কীভাবে ? হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—তারা যা হালাল বলে তোমরা তাকে হালাল মনে করো, আর তারা যা হারাম বলে তোমরা তা হারাম মনে করো, ব্যস এটিই হচ্ছে, তাদেরকে রব বানিয়ে নেয়ার তাৎপর্য।

অর্থাৎ হালাল হারামের বিধান দেয়ার অধিকার রব বা প্রতিপালকের। কাউকে এরূপ মনে করা মূলত তাকে প্রতিপালকের মর্যাদা দেয়ারই নামান্তর।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ ـ المائدة : ٨٧

"হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহ যেসব জিনিস হালাল করেছেন তা তোমরা হারাম করে নিয়ো না।"–সূরা আল মায়িদা ঃ ৮৭।।

অর্থাৎ তোমরা নিজেরা হালাল হারাম নির্ধারণ করতে পারো না। শুধু তাই হালাল যা আল্লাহ হালাল করেছেন। আর হারামও কেবল তাই, যা আল্লাহ হারাম করেছেন।

২. হালাল হারামের কুরআনী দৃষ্টিকোণ

يَسْئَلُوْنَكَ مَا ذَآ اُحِلَّ لَهُمْ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ـ(المائدة : ٤)

"লোকেরা জিজ্ঞেস করে তাদের জন্য কি কি জিনিস হালাল ? বলে দিন তোমাদের জন্য সমস্ত পবিত্র জিনিসই হালাল।"

–সূরা আল মায়িদা ঃ ৪।।

আল্লাহ মানুষের জন্য সেইসব জিনিসই হালাল করেছেন, যা পবিত্র। মানুষের নৈতিক চরিত্রের ওপর যার ভালো প্রভাব পড়ে। আর নীতিগত-ভাবে মানুষ যেসব জিনিস অপসন্দ করে সেগুলোই হারাম, নাপাক। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিচিতি মূলক নিদর্শন বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—তিনি পবিত্র জিনিসগুলো হালাল এবং অপবিত্র জিনিসগুলো হারাম ঘোষণা করবেন।

৩. হারাম প্রাণী

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ـ(المائدة : ٣)

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে—মৃত প্রাণী, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবাহ করা হয়েছে, যা গলায় ফাঁস লেগে, আঘাত পেয়ে, ওপর থেকে পড়ে কিংবা শিঙের আঘাতে মারা যায় অথবা যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করে, অবশ্য যেগুলো জীবিত পেয়ে যবাহ করা যাবে সেগুলো ছাড়া। আর যেগুলো কোনো আস্তানায় বলি দেয়া হয়।"–সূরা আল মায়িদা ঃ ৩।।

৪. অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ـ الاعراف : ٣٣

"বলুন, আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন—অশ্লীলতা, তা প্রকাশ্যই হোক কিংবা গোপনীয়, গুনাহর কাজ এবং সত্যের বিরোধিতা।"

–সূরা আল আরাফ ঃ ৩৩।।

৫. ব্যভিচার

وَلَا تَقْرَبُوْا الزِّنَا اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ط وَّسَآءَ سَبِيْلًا ـ بنى اسرائيل : ٣٢

"তোমরা ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেয়ো না। তা অশ্লীল এবং খারাপ পথ।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩২।।

'ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেয়ো না' অর্থ—অশ্লীল যত কাজ আছে তা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করো, যা মানুষকে যৌন সুড়সুড়ি দেয় এবং পরিণামে যিনার দিকে দিয়ে যায়। যেমন—অশ্লীল সাহিত্য, পর্ণগ্রাফী, নাচ-গান, নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা, মাদকদ্রব্য সেবন, সিনেমা ইত্যাদি। এগুলো ব্যভিচারের উস্কানীদাতা, যৌনাচারের বাহন। যিনা থেকে বাঁচতে হলে মানুষকে এসব থেকেও দূরে থাকতে হবে।

এ নির্দেশ ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের প্রতি। সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে, শিক্ষা ও সামষ্টিক শক্তি বলে যিনার যাবতীয় উপায়-উপকরণ ও পথ বন্ধ করে দেবে। নৈতিকতা বিরোধী ও চারিত্রিক উচ্ছৃংখলতা সৃষ্টিকারী কোনো অপতৎপরতাই সে বরদাশত করবে না।

৫.১ ব্যভিচারের শাস্তি

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ص وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ج وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○ النور : ٢

"ব্যভিচারী মহিলা ও পুরুষ, প্রত্যেককে একশো ঘা চাবুক মারো। আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া ও অনুকম্পার ভাব যেন তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি না হয়। যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও। আর তাদেরকে শাস্তি দেয়ার সময় মুসলমানদের একটি দল যেন সেখানে থাকে।"[১]–সূরা আন নূর ঃ ২

---

১. হাদীস অধ্যয়নের মাধ্যমে জানা যায়–আল কুরআনে বর্ণিত এ শাস্তি অবিবাহিত পুরুষ-মহিলার জন্য প্রযোজ্য। বিবাহিত নারী-পুরুষের ব্যভিচারের শাস্তি রজম বা পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড। আরো বিস্তারিত জানার জন্য হাদীস ও নির্ভরযোগ্য ফিক্‌হী গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।–লেখক

৬. মাদক দ্রব্য ও জুয়া-লটারী

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○ المائدة : ٩٠

"হে ঈমানদারগণ ! মাদক দ্রব্য, জুয়া-লটারী, আস্তানা ও পাশা এগুলো শয়তানী কাজ, এসব থেকে বেঁচে থাকো, তাহলে আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করতে পারবে।"–সূরা আল মায়িদা ঃ ৯০

এটি হচ্ছে মাদক দ্রব্য সেবনের ব্যাপারে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নির্দেশ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—মাদক দ্রব্য এবং মাদক দ্রব্য সেবীদের প্রতি আল্লাহ অভিশম্পাত করেছেন। অনুরূপ অভিশম্পাত করেছেন তার ক্রেতা, বিক্রেতা, প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারীর ওপর।

৭. হত্যা ও লুট-তরাজ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ قف وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ○

"মুমিনগণ ! তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পত্তি অবৈধভাবে খেয়ে ফেলো না। ব্যবসায়িক লেনদেন হবে পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে। পরস্পর খুনাখুনি করো না। বিশ্বাস রেখো, আল্লাহ তোমাদের প্রতি মেহেরবান।"–সূরা আন নিসা ঃ ২৯।।

এখানে অবৈধভাবে বলতে চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা, সুদ, ঘুষ, লুট-তরাজ প্রভৃতিকে বুঝানো হয়েছে। পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সন্তুষ্টি ছাড়াই এসব উপায়ে অপরের মালামাল হস্তগত করা হয়, (যা সম্পূর্ণরূপে হারাম)।

খুনাখুনি না করা। পরস্পর খুনাখুনি করা মূলত নিজেকে নিজে হত্যা করারই নামান্তর। যার পরিণতিতে পৃথিবীতে মুসলিম জাতি-সত্তার ধ্বংস, তাদের কৃষ্টি ও সভ্যতার পতন এবং নৈতিক স্খলন অনিবার্য। পরকালে জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনতো আছেই।

৮. চুরির শাস্তি

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○ المائدة : ٣٨

"চোর মহিলা কিংবা পুরুষ যেই হোক না কেন তাদের হাত কেটে দাও। এটি তাদের কর্মফল, আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। তিনি পরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞানী।"–সূরা আল মায়িদা ঃ ৩৮।।

৮.১ তাওবার আহ্বান

فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

"যুলম করার পর যে ব্যক্তি তাওবা করবে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেবে, আল্লাহর অনুগ্রহের দৃষ্টি তার দিকে ফিরে আসবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মার্জনাকারী, অনুগ্রহ পরায়ণ।"–সূরা আল মায়িদা ঃ ৩৯।।

হাত কাটার শাস্তি, নিসন্দেহে বড়ো কঠিন ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। কিন্তু চুরির মতো ঘৃণ্য প্রবৃত্তি থেকে মনকে পবিত্র করার জন্য শধু হাত কাটার শাস্তিই যথেষ্ট নয়, সেই সাথে কৃত অপকর্মের জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে তাওবা করে, চিরদিনের জন্য ঘৃণিত এ অপরাধ থেকে নিজেকে বিরত রাখার দৃঢ় সংকল্প করতে হবে এবং পরবর্তী জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে হবে। তখন আল্লাহ তাকে অনুগ্রহের চাদরে ঢেকে নেবেন এবং নেকীর রাস্তা তার জন্য সহজতর করে দেবেন।

৯. খুন-খারাপী পরিহার করা

وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ ـ بنى اسرئيل : ٣٣

"আল্লাহ হারাম করেছেন এমন কাউকে হত্যা করো না। তবে যথার্থ কারণে হলে ভিন্ন কথা।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৩।।

আল্লাহ মানুষকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছেন। একে ধ্বংস করা কেবল তখনই বৈধ হতে পারে, যে প্রেক্ষাপটে তিনি ধ্বংস করার অনুমতি দিয়েছেন। তাছাড়া কেবল অন্যের প্রাণ সংহার করা-ই হারাম নয় বরং নিজের প্রাণের ধ্বংস বা আত্মহত্যাও জঘন্যতম অপরাধ, হারাম।

মানুষের জীবন আল্লাহর মালিকানাধীন, তিনি একে সম্মানিত করেছেন। একে নষ্ট করাতো দূরের কথা, এর সাথে যেনতেন আচরণ করাও জায়েয নয়। মোটকথা, জীবন ও জীবনী শক্তি মানুষের কাছে আল্লাহর এক আমানত।

৯.১ একজনকে হত্যা মানে গোটা মানব জাতিকে হত্যা

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ط وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ط ـ المائدة : ٣٢

"খুনের অপরাধী কিংবা সন্ত্রাসী ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য কাউকে হত্যা করলো, সে যেন গোটা মানব জাতিকেই হত্যা করলো। আর যদি কাউকে জীবন দান করলো, সে যেন সমস্ত মানুষকেই জীবন দান করলো।"–সূরা আল মায়িদা ঃ ৩২।।

যদি কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, সে মূলত একটি সম্মানার্হ জীবন এবং সেই সাথে পরস্পরের প্রেম ভালোবাসাকে পর্যন্ত হত্যা করে ফেলে, যা প্রকারান্তরে গোটা মানব সমাজকে হত্যারই নামান্তর। তদ্রূপ যদি কেউ কাউকে প্রাণে বাঁচিয়ে দেন, তিনি জীবনকে যেমন সম্মান প্রদর্শন করলেন, তেমনি মানব প্রেমকে জাগ্রত করে দিলেন, যা গোটা মানব জাতিরই জীবন স্বরূপ।

৯.২ খুন-খারাপী মুমিনের কাজ নয়

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا ـ المائدة : ٩٢

"কোনো মুমিনের কাজ নয়, সে আরেক মুমিনকে হত্যা করবে।"
–সূরা আন নিসা ঃ ৯২।।

৯.৩ কোনো মুমিনকে হত্যার ভয়াবহ পরিণতি

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ○ النساء : ٩٣

"যে ব্যক্তি ইচ্ছেকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করবে তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম। যেখানে সে অনন্তকাল থাকবে। তার ওপর আল্লাহর গযব ও অভিসম্পাত। তার জন্য আরো কঠিন শাস্তি রয়েছে।"

–সূরা আন নিসা ঃ ৯৩।।

৯.৪ কিসাস

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ـ البقرة : ١٧٨

"হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে, নিহত স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের পরিবর্তে ক্রীতদাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী থেকে 'কিসাস' নেয়া হবে।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৮।।

কিসাসের অর্থ রক্তের বদলে রক্ত, খুনের পরিবর্তে খুন। অর্থাৎ হত্যাকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। অবশ্য কিসাসে সামগ্রিকভাবে সমতা ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রতিশোধ গ্রহণের বেলায় সবার অধিকার সমান। একজনের পরিবর্তে মাত্র একজনকেই মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী সমাজের যত মর্যাদাবান বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিই হোন না কেন, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে।

৯.৫ কিসাস প্রত্যাহার

فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ط ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ط فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

"তার ভাই থেকে যদি হত্যাকারী কিছুটা মাফ পায়, প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করে সততার সাথে তা আদায় করতে হবে। এটি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ভার-লাঘব ও বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যে বাড়াবাড়ি করবে, তার জন্য রয়েছে প্রাণান্তকর শাস্তি।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৮।।

অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা চাইলে ঘাতককে ক্ষমা করে দিতে পারেন। তারা তার মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে দিয়াত (রক্তপণ) গ্রহণ করতে পারেন। এতে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের নৈতিক বিজয়সহ অন্যান্য কল্যাণও লাভ হয়ে থাকে। বুদ্ধিমত্তার পরিচায়কও বটে।

এরূপ সম্মতিকে আল কুরআন সমাজের জন্য 'রহমত' বলেছে। হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের একজন ভাই বলে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সুন্দরভাবে রাগ অবদমন ও নম্রতা প্রদর্শনের সুপারিশ করেছে।

৯.৬ কিসাসের যৌক্তিকতা

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ○ البقرة : ١٧٩

"হে জ্ঞানীগণ ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে। সম্ভবত তোমরা খুনাখুনি হতে বেঁচে থাকতে পারবে।"

—সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৯।।

খুনাখুনির মারাত্মক পরিণতি ও প্রতিশোধমূলক পাল্টা খুনের প্রবণতা থেকে সমাজকে রক্ষা করতে, মানুষের জীবনকে সম্মানার্হ করতে কিসাসের বিধান যৌক্তিক ও ইনসাফপূর্ণ। গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, এটি কোনো হত্যা নয় বরং সমাজের প্রতিটি মানুষের জীবনের রক্ষাকবজ।

১০. ব্যক্তি মালিকানার সংরক্ষণ

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ○ البقرة : ١٨٨

"তোমরা একে অন্যের সম্পদ জবর দখল করো না। অপরের ধন-সম্পদ জেনে শুনে অন্যায়ভাবে ভোগ দখলের জন্য তা বিচারকের নিকট পেশ করো না।"—সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৮।।

মানুষের মালিকানাধীন যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পদ সংরক্ষিত বলে আল কুরআন ঘোষণা দিয়েছে। সেগুলো থেকে তাদের ব্যক্তি মালিকানা হরণ করার অধিকার কারো নেই। ধোঁকা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, চুরি, ডাকাতি, সুদ, জুয়া প্রভৃতির মাধ্যমে কারো সম্পদ আত্মসাৎ করা, বিচারকদের ঘুষ

প্রদানের মাধ্যমে নিজের পক্ষে আদালতের রায় নেয়া, মিথ্যে সাক্ষী ও মিথ্যে মামলার মাধ্যমে পরের মাল-সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়া জঘন্যতম অপরাধ, হারাম। তদ্রূপ কোনো রাষ্ট্রশক্তিকেও এ অধিকার দেয়া হয়নি, সে শক্তি বলে কিংবা অবৈধ আইনের আশ্রয় নিয়ে ব্যক্তি মালিকানাভুক্ত কোনো সম্পদকে সরকারী মালিকানায় রূপান্তর করে নেবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন— 'আমি সর্বাবস্থায় একজন মানুষ। হয়তো তোমরা একটি মোকদ্দমা দায়ের করলে, এক পক্ষের ধূর্ততা ও বাকপটুতার কারণে আমি তার পক্ষে রায় দিয়ে দিলাম। তবে মনে রেখো, তোমরা যদি আমি রায় দিয়েছি এ দোহাই দিয়ে আরেক ভাইয়ের সম্পদ অবৈধভাবে গ্রহণ করো, তাহলে জাহান্নামের একটি টুকরাই তোমরা গ্রহণ করলে।"

১১. সুদ

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ـ البقرة : ٢٧٥

"আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৫।।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَاْكُلُوْا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ـ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ٥ ال عمارن : ١٣٠

"হে ঈমানদারগণ ! চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খাওয়া বন্ধ করো, আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করবে।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩০।।

একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋণ গ্রহণকারী থেকে ঋণদাতা আসলের অতিরিক্ত আদায় করলে অতিরিক্ত অংশ বা পরিমাণকে সুদ বলা হয়। আল কুরআন একে সুস্পষ্ট ভাষায় হারাম ঘোষণা করেছে এবং যারা একে হালাল মনে করে, তাদেরকে দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির সংবাদ দেয়া হয়েছে।

১১.১ যারা সুদকে বৈধ মনে করে তাদের পরিণতি

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَايَقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ

الْمَسِّ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا م وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ط ـ البقرة : ٢٧٥

"যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তির ন্যায় (কিয়ামতের দিন) দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়। কারণ তারা বলে— ব্যবসা তো সুদের মতো। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৫।।

শয়তানের স্পর্শের অর্থ–শয়তান তার বুদ্ধি-বিবেকের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে তাকে এমন করে ফেলেছে যেরূপ পাগল বা উন্মাদরা হয়ে থাকে। তার এ অনুভূতিটুকু থাকে না যে, তার এ বস্তুবাদী মানসিকতা কিভাবে সমাজকে ধ্বংস করছে এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আচরণের পরিণতিতে কিয়ামতের দিন কী ভয়ানক শাস্তির সম্মুখীন তাকে হতে হবে।

১১.২ যারা সুদে লেনদেন করে তাদের স্থায়ী ঠিকানা

وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ط هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ البقرة : ٢٧٥

"(হারাম ঘোষিত হবার পর) যারা পুনরায় সুদে লেনদেন করবে, তারাই জাহান্নামী। সেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৫।।

অর্থাৎ সুস্পষ্টভাবে সুদকে হারাম ঘোষণার পরও যারা সুদের কারবার অব্যাহত রাখবে, তো এমন বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ও বিদ্রোহীদের স্থায়ী ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

১১.৩ সুদখোরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ج ـ البقرة : ٢٧٨ـ٢٧٩

"মুমিনগণ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং বাকী-বকেয়া ছেড়ে দাও, যদি (সত্যিই) মুমিন হও। আর যদি বকেয়া সুদ না ছেড়ে দাও, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হলো।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৮-২৭৯।।

ইসলামী রাষ্ট্রের পরিসীমার মধ্যে যারা সুদী কারবার অব্যাহত রাখবে, তারা মূলত আল্লাহদ্রোহী। নিজেদের আচার আচরণের মাধ্যমে তারা আল্লাহর আইনকে চ্যালেঞ্জ করে। এটি ফৌজদারী অপরাধ। ইসলামী রাষ্ট্র কোনো অবস্থাতেই এসব লোকদের বরদাশত করবে না।

১২. ঋণ গ্রহণকারীদের সাথে কোমল আচরণ

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ط وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ البقرة : ٢٨٠

"যদি ঋণ গ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হয়, সচ্ছলতা না আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও। আর যদি ঋণকে সাদাকা হিসেবে দিয়ে দাও, সেটি আরো উত্তম। যদি তোমরা বুঝ।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৮০।।

যে ব্যক্তি সুদে ঋণ নিয়েছে, সে যদি অভাব অনটনে পড়ে যায়, সচ্ছলতা ফিরে না আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া উচিত। অবস্থা ফিরে গেলে শুধু আসল টাকাটা ফেরত নেবে। ঋণদাতা যদি প্রশস্ত মনের পরিচয় দিয়ে তার পাওনা পুরোটাই মাফ করে দেন, সেটি উত্তম। আখিরাতে অবশ্যই এর প্রতিদান তিনি পাবেন।

উপরের আয়াত থেকে আরেকটি কথা জানা যায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় শুধু দরিদ্র, অভাবী লোকেরা সুদে ঋণ গ্রহণ করতেন না। যারা ধনী সচ্ছল তারাও ব্যবসার জন্য সুদে ঋণ গ্রহণ করতেন।

বর্তমান সময়ের অন্যতম মুফাস্‌সির আল্লামা হামীদ উদ্দীন ফারাহী (রহ) আজ থেকে প্রায় ৬৫ বছর আগে এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন —এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, আরবরা সচ্ছল অবস্থায়ও সুদে ঋণ গ্রহণ করতেন। তাছাড়া কুরাইশরা ছিলেন ব্যবসায়ী, এজন্য সুদী লেনদেন তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে চালু ছিলো।

১২.১ ঋণের ডকুমেন্ট রাখা

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ـ

১২.২ ঋণপত্র লেখকের প্রতি নির্দেশ

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ - البقرة : ٢٨٢

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঋণের দলিল লিখবে, সে যেন ন্যায়নিষ্ঠার সাথে তা লিখে দেয়। যাকে আল্লাহ লিখার তাওফিক দিয়েছেন সে যেন অস্বীকার না করে বরং তা লিখে দেয়।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২৮২।।

১২.৩ ঋণপত্র লেখাবার দায়িত্ব ঋণ গ্রহীতার

وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ - البقرة : ٢٨٢

"ঋণগ্রহীতা যেন লিখার বিষয় বলে দেয়, সে যেন তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে এবং লিখার মধ্যে বেশকম না করে। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ কিংবা দুর্বল অথবা নিজে লিখার বিষয়টি বলে দিতে অক্ষম হয়, তাহলে তার অভিভাবক ন্যায়নিষ্ঠার সাথে তা লিখিয়ে নেবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৮২।।

১২.৪ ঋণপত্র ও লেনদেনের দলিলে সাক্ষ্য গ্রহণ

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ

"(ঋণপত্রের দলিলে) তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুজন সাক্ষী রাখবে। যদি দুজনই পুরুষ না হয় তাহলে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা সাক্ষ্য রাখবে যাদেরকে তোমাদের পসন্দ। যেন একজন ভুলে গেলে আরেকজন স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।"–সূরা বাকারা ঃ ২৮২।।

'তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে' অর্থাৎ তারা যেন মুসলমান হোন এবং নৈতিক চরিত্র ও বিশ্বস্ততায় মুসলিম সমাজে গ্রহণযোগ্য হোন।

১২.৫ সাক্ষ্যদের দায়িত্ব কর্তব্য

وَلاَ يَابَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوا ط ـ البقرة : ٢٨٢

"যখন তাদেরকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডাকা হয়, তখন যেন তারা অস্বীকার করে না বসে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৮২।।

কাউকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ডাকা হলে, অস্বীকার না করে সাক্ষ্য প্রদান করা তার জন্য ফরয। কেননা সত্যের সাক্ষ্যের জন্যই মূলত আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের নির্বাচন করেছেন।

১২.৬ দলিল লিখানোর যৌক্তিকতা

وَلاَ تَسْئَمُوْا اَنْ يَّكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلى اَجَلِه ط ذلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَادْنى اَلاَّ تَرْتَابُوْا ـ البقرة : ٢٨٢

"তোমরা মেয়াদসহ এটি লিখতে অলসতা করো না, তা ছোট হোক কিংবা বড়ো। এ লিখা আল্লাহর নিকট অধিকতর ন্যায়সঙ্গত। এতে সাক্ষ্যকে অধিক সুসংহত রাখে এবং তোমাদেরকে সন্দেহের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৮২।।

১৩. নগদ বেচাকেনায় দলিল লিখা জরুরী নয়

اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُنَوْهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلاَّ تَكْتُبُوْهَا ط

"যদি কাজ কারবার নগদ হয়, পরস্পর হাতে হাতে আদান প্রদান করো, তবে না লিখলে কোনো দোষ নেই।"-সূরা বাকারা ঃ ২৮২।।

অর্থাৎ দলিল প্রমাণ ছাড়াই নগদ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয।

১৩.১ সাক্ষ্য নির্ধারণের প্রয়োজন

وَاَشْهِدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ـ البقرة : ٢٨٢

"তবে তোমরা ক্রয় বিক্রয়ের সময় সাক্ষ্য রাখো।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ২৮২।।

১৩.২ সাক্ষী ও লেখকদেরকে কোনো চাপ প্রয়োগ করা যাবে না

وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلاَ شَهِيْدٌ ط وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّه فُسُوْقٌ م بِكُمْ ـ البقرة : ٢٨٢

"কোনো লেখক ও সাক্ষীকে বিরক্ত করো না। এরূপ করলে গুনাহ হবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৮২।।

অর্থাৎ লেখা ও সাক্ষ্যে কোনো জটিলতা সৃষ্টি করা যাবে না যাতে লেখকগণ লিখতে এবং সাক্ষীগণ সাক্ষ্য দিতে ঘাবড়ে যায়। ফলে তারা অস্বীকার করে বসে।

১৩.৩ সাক্ষ্য গোপন করা অপরাধ

وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ط وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّه اٰثِمٌ قَلْبُه ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

"তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। কেউ এরূপ করলে তার অন্তর কলুষিত হয়। তোমরা যাকিছু করো আল্লাহ তা অবহিত আছেন।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ২৮৩।।

১৪. বন্ধক বা রেহেন

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ط فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِىْ اؤْتُمِنَ اَمَانَتَه وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّه ط ـ البقرة : ٢٨٣

"যদি তোমরা প্রবাসে থাকো, কোনো লেখক না পাও, তবে বন্ধকী বস্তু নিজ করায়ত্তে রাখো। যদি একে অন্যকে বিশ্বাস করো, তাহলে যাকে বিশ্বাস করো, তার উচিত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করা। তোমরা স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৮৩।।

সফরে বা প্রবাসে কোনো লেখক কিংবা সাক্ষী না পাওয়া গেলে ঋণদাতার কাছে জামানত স্বরূপ কিছু বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ করা যেতে পারে। ঋণদাতা যদি ঋণগ্রহীতার প্রতি আস্থাশীল হোন তাহলে জামানতের জিনিস ফেরত দেয়াই ভালো। ইসলামী সমাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে—প্রতিটি ব্যক্তি একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল, কল্যাণকামী ও পরস্পরের প্রতি আস্থাশীল হবেন। সচ্ছল ও সামর্থ্যবান ব্যক্তিগণ, দুর্বল ও অসহায়দের সহায়ক হতে পেরে, তাদের খেদমত করে নিজেদের ধন্য মনে করবেন।

১৫. ওসিয়তের গুরুত্ব

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ـ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ○ البقرة : ١٨٠

"তোমাদের কেউ মুমূর্ষ অবস্থায় পৌছুলে এবং তার মাল সম্পদ থাকলে সে যেন ন্যায়নীতি অনুসারে তার পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের জন্য ওসিয়ত করে যায়। এটি মুত্তাকীদের কর্তব্য।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ১৮০।।

এ নির্দেশ উত্তরাধিকার আইন প্রদানের আগে দেয়া হয়েছিলো। উত্তরাধিকার আইন কার্যকরী হবার পর স্বতঃই ওসিয়তের ফরয দায়িত্ব মুলতবী হয়ে যায়। এখন উত্তরাধিকার লাভ করবেন, এমন কারো জন্য ওসিয়ত করা যাবে না। এমনকি গোটা সম্পদের সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী ওসিয়ত করা যাবে না। তাই বলে আল্লাহভীরুগণ ওসিয়ত প্রথাকেই পরিত্যাগ করবেন, তাও ঠিক নয়। আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যারা ওয়ারিস নয় কিংবা সমাজের গরীব ও দুঃস্থ লোক অথবা সমাজ কল্যাণমূলক কাজের জন্য সামান্য কিছু হলেও ওসিয়ত করে যাওয়া কর্তব্য।

১৬. শপথ

وَلاَ تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ ـ البقرة : ٢٢٤

"তোমরা শপথের জন্য আল্লাহর নামকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ো না।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৪।।

অর্থাৎ আল্লাহর নামের সম্মান করো এবং যেখানে সেখানে আল্লাহর নাম নিয়ে শপথ করো না।

১৬.১ কল্যাণমূলক কাজ না করার জন্য শপথ করো না

وَلاَ تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ البقرة : ٢٢٤

"তোমরা শপথের জন্য আল্লাহর নামকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ো না। এবং কল্যাণমূলক কোনো কাজ থেকে আত্মসংযম ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন থেকে বিরত থাকার উদ্দেশ্যে শপথ করো না। আল্লাহ সবকিছু শোনেন, জানেন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৪।।

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পবিত্র নামকে এমন শপথের জন্য ব্যবহার না করা, যা কল্যাণমূলক ও নেকীর কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য করা হয়। হাদীসে আছে—'যদি কেউ কোনো ভালো কাজ না করার ব্যাপারে শপথ করে, তাহলে তার উচিত শপথ ভঙ্গ করে কাফ্ফারা আদায় করা।"

১৬.২ শপথের কাফ্ফারা

لاَيُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ط فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ط فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ط ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ط وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

"অনর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। তবে পাকড়াও করবেন ঐ শপথের জন্য, জেনেবুঝে যা তোমরা করে থাকো। (এ ধরনের শপথ ভঙ্গের) কাফ্ফারা হচ্ছে—দশজন অভাবীকে খাদ্য বিতরণ, মধ্যম মানের, যা তোমরা পরিবারের সদস্যদের খাইয়ে থাকো। অথবা তাদেরকে কাপড় প্রদান করবে কিংবা একজন গোলাম বা বাঁদীকে মুক্ত করে দেবে। যে ব্যক্তি এগুলোর সামর্থ্য রাখে না, সে তিন দিন রোযা রাখবে। এটি হচ্ছে তোমাদের শপথ ভঙ্গের কাফফারা। তোমরা শপথের হিফাযত করো। আল্লাহ তার বিধানকে এভাবেই তোমাদের কাছে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো।"

–সূরা আল মায়িদা ঃ ৮৯।।

শপথের হিফাযত অর্থ–কথায় কথায় শপথ করে না বসা। তবু কোনো ব্যাপারে শপথ করেই ফেললে, সে যেন বেপরোয়া হয়ে না যায়। শপথের বিপরীত কাজ করে ফেললে দায়িত্ব সহকারে তার কাফফারা আদায় করা উচিত।

১৭. উত্তরাধিকার বা মীরাস

সমাজে সম্পদ বন্টনের পরিধি বিস্তৃত হোক, প্রতিটি ব্যক্তি তা থেকে কল্যাণ লাভ করুক, এটিই ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি। এজন্য মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদকে তার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বন্টন করে দেয়ার বিধান দেয়া হয়েছে। এবং যথাযথভাবে তা বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্বও প্রদান করা হয়েছে। এ আইন সেই আল্লাহ কর্তৃক প্রণীত, যিনি প্রতিটি মানুষের কল্যাণ তার নিজের চেয়ে বেশী জানেন। তিনি যেসব আইন কানুন প্রণয়ন করেছেন, তা মানুষের জন্য নিসন্দেহে সহজতর এবং কল্যাণকর।

১৭.১ উত্তরাধিকার আইনের দীনি গুরুত্ব

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ النساء : ١٤

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করবে এবং নির্দিষ্ট সীমালংঘন করবে তাকে আগুনে প্রবেশ করানো হবে, চিরদিনের জন্য। আরো থাকবে অপমানজনক শাস্তি।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৪।।

আইন অমান্যকারীদের জন্য জাহান্নামের কঠিন ও অপমানকর শাস্তির হুমকী দেয়া হয়েছে, উত্তরাধিকারী আইনের গুরুত্ব এর চেয়ে আর কী হতে পারে।

তবে আফসোসের বিষয় হচ্ছে—এরপরও মুসলমানগণ এ সম্পর্কে শিথিলতা প্রদর্শন করছে এবং উত্তরাধিকার আইন রদবদল করে আল্লাহর গযবে পতিত হচ্ছে।

১৭.২ এ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর

اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْ لَاتَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ط فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا النساء : ١١

"তোমাদের পিতামাতা ও ছেলে মেয়েদের মধ্যে, উপকারের দিক দিয়ে কে অধিকতর নিকটবর্তী, তা তোমরা জানো না। এ অংশগুলো তো আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট। আর আল্লাহ সকল কল্যাণমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কেই অবহিত।"-সূরা আন নিসা ঃ ১১।।

মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি অসম্পূর্ণ ও সীমাবদ্ধ। সে জানে না পূর্বসূরী কিংবা উত্তরসূরীর মধ্যে কে অধিকতর উপকারী। অবশ্য আল্লাহ জানেন, এর নিগূঢ় রহস্য কী। তিনি প্রতিটি মানুষের কল্যাণ অকল্যাণের ব্যাপারে পুরোপুরি অবহিত। এজন্য তাঁর প্রণীত বিধানও অধিকতর কল্যাণপ্রসূ ও যুক্তিযুক্ত।

১৭.৩ পুরুষ ও মহিলা প্রত্যেকেই মীরাসের অধিকারী

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ص وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ـ النساء : ٧

"পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজন যেসব সম্পদ রেখে গেছে তাতে পুরুষ ও মহিলা সকলেরই অংশ রয়েছে।"-সূরা আন নিসা ঃ ৭।।

উত্তরাধিকার আইনের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, মীরাস শুধু পুরুষদের অধিকার নয়, মহিলাদেরও। স্বয়ং আল্লাহ এদের অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মহিলাদেরকে তার নির্দিষ্ট অংশ থেকে বঞ্চিত করবে, এ অধিকার কারো নেই।

১৭.৪ ওয়ারিসীস্বত্ব (উত্তরাধিকার) অবশ্যই বণ্টন করতে হবে

وَلِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ط نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ـ النساء : ٧

"পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে ছেলেদের যেমন অংশ আছে তেমনিভাবে মেয়েদেরও অংশ রয়েছে। তা পরিমাণে সামান্য হোক কিংবা বেশী। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত।"

-সূরা আন নিসা ঃ ৭।।

মৃত ব্যক্তির পরিত্যাক্ত সম্পদ তা পরিমাণে যত কমই হোক, বণ্টন করতে হবে। পরিমাণে সামান্য হোক, তবু যেন তা সকলেই তার নির্দিষ্ট অংশ অনুযায়ী পেয়ে যান।

১৭.৫ বণ্টনের আগে ঋণ এবং ওসিয়ত পূর্ণ করতে হবে

مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَآ اَوْدَيْنٍ ط ـ النساء : ١١

"ওসিয়ত এবং ঋণ পরিশোধের পর (অবশিষ্ট সম্পদ বণ্টন করতে হবে)।"–সূরা আন নিসা ঃ ১১।।

মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টনের আগে প্রথমে তার ঋণ (যদি থাকে) পরিশোধ করতে হবে। তারপর ওসিয়ত পুরো করতে হবে। অতপর অবশিষ্ট যা থাকবে তা ওয়ারিশদের মধ্যে (তাদের নির্দিষ্ট অংশ অনুপাতে) ভাগ করে দিতে হবে।

১৭.৬ একজন পুরুষ পাবেন দুজন মহিলার সমান

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ج ـ النساء : ١١

"তোমাদের ছেলে মেয়েদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে—একজন পুরুষের অংশ দুজন মহিলার সমান।"–সূরা আন নিসা ঃ ১১।।

সম্পদ বণ্টনের মৌলিক নীতি হচ্ছে—একজন পুরুষ দুজন মহিলার সমান পাবেন। কারণ জীবিকার দায়-দায়িত্ব মহিলার চেয়ে পুরুষের বেশী।

১৭.৭ সন্তানের অংশ

ক. ছেলে মেয়ের অংশ

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ج ـ النساء : ١١

"তোমাদের সন্তানের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে—একজন ছেলে দুজন মেয়ের অংশের সমান পাবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১১।।

যখন ছেলে মেয়ে উভয়েই থাকবে তখন একজন ছেলে দুজন মেয়ের সমান অংশ পাবে।

খ. শুধু কন্যা সন্তান থাকলে সকলে মিলে ⅔ অংশ পাবে

فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ج ـ النساء : ١١

"যদি (মৃত ব্যক্তির) দুইয়ের অধিক (শুধু) মেয়ে থাকে, তাহলে পরিত্যক্ত সম্পদের তিন ভাগের দু ভাগ তারা (সকলে) পাবে।"
–সূরা আন নিসা ঃ ১১।।

শুধু দুজন মেয়ে থাকলেও একই হুকুম।

গ. শুধু একজন মেয়ে হলে সে অর্ধেক পাবে

وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ط ـ النساء : ١١

"আর যদি মেয়ে একজন হয় (ছেলে না থাকে) তাহলে সে সম্পত্তির অর্ধেক পাবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১১।।

১৭.৮ পিতামাতার অংশ

ক. মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে বাপ-মা ⅙ অংশ পাবেন

وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ط ـ

"যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে, তাহলে পিতামাতা প্রত্যেকে সম্পত্তির ⅙ অংশ পাবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১১।।

খ. মৃত ব্যক্তি নিঃসন্তান হলে মা ⅓ অংশ পাবেন

فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗۤ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ـ النساء : ١١

"মৃত ব্যক্তি নিঃসন্তান হলে মা ওয়ারিশ হিসেবে সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ (⅓) পাবে।"

ওয়ারিশ হিসেবে যদি শুধু মা বাপ থাকেন, আর কেউ না থাকেন; তাহলে মা পাবেন ⅓ অংশ এবং বাপ পাবেন ⅔ অংশ।

গ. মৃত ব্যক্তির ভাইবোন থাকলে মা ১/৬ অংশ পাবেন

فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ ـ النساء : ١١

"মৃত ব্যক্তির ভাইবোন থাকলে মা পাবেন সম্পত্তির ১/৬ অংশ।"
–সূরা আন নিসা ঃ ১১।।

১৭.৯ স্বামী স্ত্রীর অংশ

ক. মৃত স্ত্রী নিঃসন্তান হলে স্বামী ১/২ অংশ (বা অর্ধেক) পাবেন

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ج ـ النساء : ١٢

"তোমাদের স্ত্রীরা নিঃসন্তান হলে তাদের পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেক তোমরা পাবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১২।।

খ. স্ত্রীর সন্তান থাকলে স্বামী ১/৪ অংশ পাবেন

فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ـ النساء : ١٢

"তোমাদের মৃত স্ত্রীর সন্তান থাকলে তোমরা তার পরিত্যক্ত সম্পদের চার ভাগের এক ভাগ পাবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১২।।

গ. মৃত স্বামী নিঃসন্তান হলে স্ত্রী ১/৪ অংশ পাবেন

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ـ النساء : ١٢

"তোমরা নিঃসন্তান হলে তোমাদের স্ত্রীরা পরিত্যক্ত সম্পদের ১/৪ অংশ পাবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১২।।

ঘ. স্বামীর সন্তান থাকলে স্ত্রী ১/৮ অংশ পাবেন

فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ـ النساء : ١٢

"তোমাদের সন্তান থাকলে স্ত্রীরা তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পদের ১/৮ অংশ পাবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১২।।

১৭.১০ ভাইবোনের অংশ

ক. মৃত ব্যক্তির একজন ভাই কিংবা একজন বোন থাকলে

وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ـ النساء : ١٢

"যদি মৃত ব্যক্তি (পুরুষ কিংবা মহিলা) নিঃসন্তান হয়, আর তার মা বাপও জীবিত না থাকে। শুধু একজন ভাই কিংবা বোন থাকে, তারা প্রত্যেকেই ⅙ অংশ করে পাবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১২।।

খ. ভাই বোনের সংখ্যা একাধিক হলে

فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ ـ النساء : ١٢

"যদি ভাইবোনের সংখ্যা একাধিক হয়, তারা সকলে মিলে ⅓ অংশ পাবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১২।।

এখানে সেই ভাইবোনের কথা বলা হয়েছে যারা মৃত ব্যক্তির সাথে মায়ের দিক থেকে সম্পর্ক রাখে, পিতা ভিন্ন।

গ. মৃত ব্যক্তি নিঃসন্তান এবং একজন বোন থাকলে

يَسْتَفْتُوْنَكَ ط قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ط اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ج ـ النساء : ١٧٦

"আপনার কাছে পিতামাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তির ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। বলে দিন, আল্লাহ ফতোয়া দিচ্ছেন—যদি কোনো পিতামাতাহীন ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং একটি বোন থাকে, সে পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেক পাবে। আর যদি বোন এরূপ অবস্থায় একজন ভাই রেখে মারা যায়, তাহলে ভাই তার ওয়ারিস হবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৭৬।।

[গ.১] দু বোন ওয়ারিস হলে

فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ط ـ النساء : ١٧٦

"যদি মৃত ব্যক্তির দু বোন থাকে, তারা উভয়ে মিলে পরিত্যক্ত সম্পদের $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৭৬।।

[গ.২] ভাইবোন একাধিক হলে

وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالاً وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ط ـ النساء : ١٧٧

"আর যদি কয়েকজন ভাইবোন মিলে ওয়ারিশ হয়, তাহলে পুরুষরা মহিলাদের দ্বিগুণ হারে পাবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৭৬।।

এ আইন সৎ ভাই বোনদের বেলায়ও প্রযোজ্য। যারা বাপের সাথে সম্পর্ক রাখেন কিন্তু মা ভিন্ন।

চতুর্থ অধ্যায়

তাবলীগে দীন বা দীনের প্রচার

তাবলীগে দীন বা দীনের প্রচার

আল কুরআনের দাবী একাগ্রতার সাথে খালেসভাবে আল্লাহর দীনের অনুসরণ ও তার বাস্তবায়নকে মুসলিম উম্মাহর মৌল লক্ষ্য বানাতে হবে। যা মৌলিক আকীদা নৈতিক মূল্যবোধ সহ মানব জীবনের যাবতীয় হিদায়াতের পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের সার নির্যাস।

ইসলামে নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিদের, যে দৃঢ় প্রত্যয় তাদের অন্তরকে প্রশান্তি এনে দেয়, তা হচ্ছে— নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তেত্রিশ বছরের আলোকোজ্জ্বল সোনালী যুগ।

যে যুগে তিনি আকীদা ও আখলাকের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, ইবাদাতের পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন, কুরআনের আলোকে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়েছেন, যেখানে মানুষ সুশৃঙ্খলভাবে জীবন যাপন করেছেন।

১. মানুষের প্রকৃত জীবন ব্যবস্থা

ইসলাম হচ্ছে মানুষের প্রকৃত জীবন ব্যবস্থা বা দীন। আল্লাহর কাছে এটিই একমাত্র সত্য ও নির্ভরযোগ্য দীন। এছাড়া আর কোনো দীন বা জীবনব্যবস্থা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহর পাঠানো পয়গাম্বরগণ যুগে যুগে এ দীনের প্রচার করেছেন। সবশেষে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থাপন করেছেন।

২. সকল নবী একই দাওয়াত দিয়েছেন

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ ج-

"আমি প্রত্যেক উম্মাহর জন্য রাসূল পাঠিয়েছি এই বলে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাগুতকে পরিত্যাগ করো।"

–সূরা আন নাহল ঃ ৩৬।।

আল্লাহ ছাড়া আর যে-ই নিরংকুশ ক্ষমতা ও প্রভুত্বের দাবী করবে এবং আল্লাহর বান্দাকে তার আনুগত্য করার জন্য বলবে, সেই তাগুত। এ তাগুতের খপ্পর থেকে লোকদেরকে বাঁচিয়ে নিরংকুশভাবে আল্লাহর বন্দেগীতে লিপ্ত করার জন্যই সকল নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছিলেন। এই হচ্ছে ইসলামের মূল কাজ। এই হচ্ছে সেই কালিমার মর্মকথা, যার স্বীকৃতি দিয়ে একজন মানুষ ইসলামে প্রবেশ করে।

৩. সকল নবী-রাসূলই ইসলামের দিকে ডেকেছেন

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلاَمُ ط وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ اِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ هُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ـ ال عمران : ١٩

"ইসলাম-ই আল্লাহর কাছে একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিলো, তাদের কাছে প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও তারা পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ ও বাড়াবাড়ির কারণে মতবিরোধে লিপ্ত রয়েছে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯।।

অর্থাৎ আল্লাহ যেসব নবী-রাসূলকে পাঠিয়েছেন তারা সকলেই লোকদেরকে ইসলামের দিকে ডেকেছেন, তারা সেই যুগে যে জাতির মধ্যেই এসে থাকুন না কেন। পরবর্তীতে তাদের অনুসারীরা নিজেদের হীন স্বার্থ ও মনোবাসনা পূরণ করার লক্ষ্যে দীনের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করেছে এবং বিভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথের সৃষ্টি করে নিয়েছে।

৪. সকল মানুষ একই উম্মাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ط وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ط وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○ البقرة : ٢١٣

"সকল মানুষ একই উম্মাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত ছিলো। (কিন্তু তারা একই মত ও পথের মধ্যে থাকতে পারেনি)। অতপর আল্লাহ নবী পাঠালেন, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী হিসেবে। তাদের সাথে নাযিল করলেন সত্য কিতাব। যেন মানুষের মতবিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো মীমাংসা করতে পারেন। আর মতবিরোধ তারাই করেছিলো যাদেরকে সত্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিলো। তারা সুস্পষ্ট নির্দেশ আসার পর শুধু পরস্পর জেদ ও বাড়াবাড়ির কারণেই এরূপ করেছে। যারা ঈমান আনলো তাদেরকে আল্লাহ পথ দেখালেন, মতবিরোধের জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে। মূলত আল্লাহ যাকে চান তাকেই সরল পথের সন্ধান দেন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২১৩।।

প্রকৃতিগতভাবে সকল মানুষ একই উম্মাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাদের জন্য একই দীন বা জীবন বিধান পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তারা পরস্পর বাড়াবাড়ি ও একে অপরের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের জন্য নিজেরা মনগড়া-ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সৃষ্টি করে নিয়েছে। ফলে তারা বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

৫. জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম ছাড়া আর কিছু গ্রহণযোগ্য নয়

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ج وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ○

"জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম ছাড়া আর কিছু গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং আখিরাতে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৫।।

আল্লাহর কাছে শুধু সেই দীন-ই গ্রহণযোগ্য, যা তিনি তাঁর প্রেরিত নবী-রাসূলের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। একেই পূর্ণাঙ্গ রূপে আল্লাহর রাসূল (মুহাম্মাদ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেশ করেছেন। সত্য ও নির্ভরযোগ্য এ দীনকে ছেড়ে মানুষ নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত যেসব নিয়ম-নীতি বের করবে বা যেসব আচার অনুষ্ঠান আবিষ্কার করেছে, আল্লাহর কাছে তার কোনো মূল্যই নেই।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং ইসলাম

وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا ج وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ○ اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ○(البقرة : ١٣٠-١٣١)

"আমি পৃথিবীতে আমার কাজের জন্য ইবরাহীমকে বাছাই করে নিয়েছিলাম। আখিরাতে সে সৎলোকদের মধ্যে গণ হবে। যখন তাকে তার প্রতিপালক বললেন—'অনুগত হও।' তখনই সে বলে উঠলো—'আমি বিশ্ব প্রতিপালকের অনুগত হলাম।"–সূরা বাকারা ঃ ১৩০-১৩১

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দীন ছিলো ইসলাম। অথচ ইহুদী, খৃস্টান কিংবা আসমানী কিতাবের অনুসারী যারা, তারা সকলেই ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পথে আছেন বলে দাবী করছেন।

১. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও বিশ্ব নেতৃত্ব

وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ط قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ط

"যখন ইবরাহীমকে তার প্রতিপালক কয়েকটি ব্যাপারে পরীক্ষা নিলেন, সে উত্তীর্ণ হলো। তখন তিনি বললেন—আমি তোমাকে সকল মানুষের নেতা নিযুক্ত করলাম।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১২৪।।

অর্থাৎ তিনি যখন আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে উৎসর্গ করলেন তখন আল্লাহ তাকে বিশ্বমানবের নেতার মর্যাদায় সমাসীন করলেন। ফলে পৃথিবীর প্রতিটি জাতি-ই তাকে নেতা হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে।

২. ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ওসিয়ত

وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ط يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ البقرة : ١٣٢

"ইবরাহীম তার সন্তানকে এ দীনের অনুসরণের উপদেশ দিয়েছিলো। এবং ইয়াকুবও অনুরূপ দিয়েছে। সে বলেছে—হে আমার সন্তানগণ ! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য দীন মনোনীত করে দিয়েছেন। কাজেই তোমরা আমৃত্যু মুসলিম (অনুগত) হয়ে থাকবে।"-বাকারা ঃ ১৩২।।

৩. ইবরাহীমের দীন থেকে মুখ ফেরানো নির্বুদ্ধিতা

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ اِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ط ـ البقرة : ١٣٠

"এমন কে আছে, যে ইবরাহীমের দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা ছাড়া, যাদেরকে নিবুর্দ্ধিতায় পেয়ে বসেছে।"–সূরা বাকারা ঃ ১৩০।।

৪. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রত্যাশা

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِىْ وَبَنِىَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ط رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ ج فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ ج وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ رَبَّنَآ اِنِّىْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ لا رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْ اِلَيْهِمْ

وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ○ رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ط
وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ـ

"যখন ইবরাহীম দুআ করেছিলো—হে আমার প্রতিপালক ! একে নিরাপত্তার শহর বানিয়ে দিন। আর আমাকে এবং আমার সন্তানদের মূর্তিপূজা থেকে রক্ষা করুন। এ মূর্তিগুলো অনেককেই বিভ্রান্তিতে ফেলে দিয়েছে। (এমন যেন না হয় যে, আমার সন্তানদেরকেও বিভ্রান্ত করুক) যে আমার পথে চলবে সে আমারই। যে আমার বিপরীত পথে চলবে (তার ব্যাপারে আর আমি কি বলবো) আপনি মার্জনাকারী, মেহেরবান। হে আমার প্রতিপালক ! আমি নিজের এক সন্তানকে আপনার পবিত্র ঘরের কাছে বিরান উপত্যকায় বসবাসের ব্যবস্থা করেছি। হে আমার প্রভু! যেন তারা নামায কায়েম করে। আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন আর তাদেরকে ফলমূল দিয়ে আহার্য দান করুন। আশা করা যায় তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। হে আমাদের রব ! আপনিতো জানেন যা আমরা প্রকাশ করি এবং গোপন করি। পৃথিবী ও আকাশের কোনো কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নেই।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ৩৫-৩৮।।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রত্যাশা ছিলো, লতাপাতাহীন বিরান উপত্যকা, যেখানে তাঁর সন্তানকে রেখে গিয়েছিলেন, তা যেন শিরক ও কলুষতা মুক্ত থাকে এবং তাওহীদের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সন্তানগণ যেন শিরকের আবিলতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র থাকে। তাঁর অবর্তমানে যেন তারা পুনরায় শিরকে জড়িয়ে না যায়। যে উদ্দেশ্য নিয়ে কাবা ঘর নির্মাণ করেছেন তা যেন ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হয়। এজন্য তিনি দুআ করেছিলেন—হে পরওয়ারদেগার ! আমি যে দীনি অনুপ্রেরণায় এ ঘর নির্মাণ করেছি, তাতো আপনি জানেন। আজীবন আপনার পথে যে চেষ্টা মেহনত করেছি তাও আপনার অজানা নয়। আমার এ ঘর তৈরীর উদ্দেশ্য, আমার সন্তানেরা যেন নামায কায়েম করে। হে আমার প্রতিপালক! মানুষের মনকে আপনি আকৃষ্ট করে দিন এবং সকল নিয়ামত দিয়ে এদেরকে ধন্য করুন, যেন তারা আপনার শোকরগুজার বান্দা হয়। এই কেন্দ্র হতেই যেন তাওহীদের আলো সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

এটি হচ্ছে দীনের প্রতি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের অনুরাগ ও ভালোবাসার অভিব্যক্তি। ঈমানী জযবা। এ ঈমানী জযবা

নিয়েই তিনি শেষ নবী পাঠানোর জন্য দুআ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, তার মাধ্যমে যেন তাওহীদের শিক্ষা কিয়ামত পর্যন্ত বলবত থাকে, আর মানুষ সত্য দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।

শেষ নবীর আবির্ভাব

১. শেষ নবী প্রেরণের জন্য দুআ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ○ البقرة : ١٢٩

"হে আমাদের প্রতিপালক ! এদের মধ্যে এদের থেকে এমন একজন রাসূল পাঠান, যিনি তাদেরকে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে শোনাবেন। তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ[১] শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে গড়ে তুলবেন। নিশ্চয় আপনি মহাপরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞানী।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১২৯।।

২. মুমিনদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ দয়া

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ج ـ ال عمران : ١٦٤

"ঈমানদারদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়ে আল্লাহ তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে শোনান, তাদের (চিন্তা চেতনাকে) বিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ্ শিক্ষা দেন।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৪।।

---

১. অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এখানে 'হিকমাহ' বলতে আল কুরআনের ভাষ্য তথা হাদীসে রাসূলকে বুঝানো হয়েছে।–অনুবাদক

শেষ নবীর ওপর অর্পিত দায়িত্ব

১. দীনের প্রচার

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ط وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهٗ ط

"হে রাসূল ! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার ওপর যাকিছু অবতীর্ণ হয়েছে আপনি তার তাবলীগ (প্রচার) করুন। আপনি যদি তা না করেন, তাহলে (ধরে নেয়া হবে) রিসালাতের প্রচার আপনি করলেন না।"–সূরা আল মায়িদা ঃ ৬৭।।

আল্লাহর নির্দেশ তাঁর বান্দার নিকট পৌঁছে দেবেন, এজন্যই রাসূলের আবির্ভাব। তাই বলা হয়েছে, আপনি যদি তাবলীগের এ গুরুদায়িত্বে একটুও শিথিলতা প্রদর্শন করেন তাহলে ধরে নেয়া হবে আপনি নবুওয়াত ও রিসালাতের হক আদায় করলেন না।

২. সুসংবাদ ও ভীতি প্রদর্শন

اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ـ البقرة : ١١٩

"নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্য সহকারে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে পাঠিয়েছি।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১১৯।।

অর্থাৎ এ বিশ্বলোক, এর পরিণতি, হক ও বাতিল এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের যে জ্ঞান আপনাকে দেয়া হয়েছে, তার ভিত্তি নিছক আন্দাজ অনুমানের ওপর নয়। তা সত্য ও দৃঢ়তার ওপর। যাতে আপনি দৃঢ়তা ও সাহসের সাথে আল্লাহর বান্দাদের কুফরীর ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করতে পারেন এবং ঈমান ও কল্যাণের সুখকর পরিণতির সুসংবাদ দিতে পারেন।

৩. সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ

يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ الاعراف : ١٥٧

"রাসূল তাদেরকে সৎকাজের আদেশ করেন এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখেন।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১৫৭।।

৪. সত্যের সাক্ষ্য

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۝ وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ۝ الاحزاب : ٤٥

"হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী, আল্লাহর অনুমোদনপ্রাপ্ত আহ্বানকারী এবং উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে পাঠিয়েছি।"
–সূরা আল আহযাব ঃ ৪৫।।

অর্থাৎ আপনি কথা ও কাজের মাধ্যমে দীনে হকের সাক্ষ্যদাতা। আল্লাহর পথভোলা বান্দাকে আল্লাহর দিকে পথ প্রদর্শনকারী।

৫. সুবিচার প্রতিষ্ঠা

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰىكَ اللّٰهُ ـ

"আমি সত্য সহকারে এ কিতাব আপনার ওপর নাযিল করেছি। যেন আল্লাহ আপনাকে যে পথ দেখিয়েছেন সেই অনুযায়ী লোকদের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।"–সূরা আন নিসা ঃ ১০৫।।

আল্লাহর কিতাবের বিধান অনুযায়ী লোকদের মাঝে ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করাই নবীদের অন্যতম কাজ।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ـ

"আমি আমার রাসূলদেরকে সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়ে পাঠিয়েছি। সেই সাথে কিতাব ও মীযান নাযিল করেছি। যেন লোকেরা সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। লোহা অবতীর্ণ করেছি, তাতে বিপুল শক্তি ও লোকদের জন্য কল্যাণ নিহিত আছে।"–সূরা আল হাদীদ ঃ ২৫।।

'মীযান' শব্দের অর্থ ইনসাফ ও ভারসাম্যপূর্ণ বিধি বিধান। যা একটি বিজয়ী জাতির মাধ্যমে কার্যকরী হয়।

অর্থাৎ পৃথিবীতে আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে কিতাব ও গাইড লাইন দিয়েছেন, আরো দিয়েছেন ভারসাম্যপূর্ণ

বিধি বিধান। তিনি অস্ত্রশক্তিও নাযিল করেছেন, যা ঐ আইন কানুনকে কার্যকরী করা ও বহাল রাখার জন্য জরুরী।

৬. সত্য দীনের (দীনে হকের) বিজয়

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ـ

"তিনিই আল্লাহ, যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন। যেন তাকে অন্যান্য দীন বা জীবন ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী করতে পারেন।"-সূরা আত তাওবা ঃ ৩৩।।

সেই সব আসমানী বিধি বিধান বা জীবন ব্যবস্থাকে দীনে হক বলা হয়েছে, যার মূল কথা হচ্ছে—সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ, যিনি গোটা বিশ্বজাহানের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। যিনি আক্ষরিক অর্থে মানুষের মালিক, মাবুদ এবং ব্যবস্থাপক। ইবাদাত ও আনুগত্য পাবার অধিকারী একমাত্র তিনিই।

এটি সেই সত্য দীন যা প্রতিটি যুগে আল্লাহ তাআলা পয়গাম্বরদের মাধ্যমে মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন। পরিশেষে সর্বশেষ রাসূলকেও সেই একই দীন সহকারে পাঠানো হয়েছে।

যে মহান আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের একচ্ছত্র মালিক—তাঁর পাঠানো জীবন ব্যবস্থা সকল মতাদর্শ ও জীবন ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী থাকবে, সেটিই স্বাভাবিক। যা মানব সমাজের জন্য কিংবা প্রতিটি মানুষের জন্য অপরিহার্য। শেষ নবী পাঠানোর উদ্দেশ্যই ছিলো এ দীনের বিজয় সাধন করা। ২৩ বছরের পবিত্র জীবনে এ দায়িত্বই তিনি সুচারুরূপে পালন করে গেছেন। তখন শুধু এর কাল্পনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিজয়ই অর্জিত হয়নি বরং বৈষয়িক ও রাজনৈতিক বিজয়ও অর্জিত হয়েছিলো। এ বিজয় অর্জন করার জন্য তাঁর নিবেদিত প্রাণ সাহাবা কিরাম আল্লাহর সেই হিদায়াতের ওপর পুরোপুরি আমল করেছেন, যা সূরা আত তাওবায় বলা হয়েছে-

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ـ التوبة : ٣٦

"তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করো, যেভাবে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।"-সূরা তাওবা ঃ ৩৬

অর্থাৎ আল্লাহর দীন কায়েমের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যদি মুশরিকরা সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করে, তাহলে তোমরাও ঐক্যবদ্ধভাবে তাদেরকে

রুখে দাঁড়াও। জীবন বাজী রেখে আল্লাহর দীন কায়েমের জন্য লড়াই চালিয়ে যাও।

৭. দীন পূর্ণতার ঘোষণা

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

"আজ তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণ করে দিলাম। আর আমার নিয়ামতকেও। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে গ্রহণ করে নিলাম।"–সূরা আল মায়িদা ঃ ৩।।

'তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণ করে দিলাম। আর আমার নিয়ামতকেও।' একথা দ্বারা বুঝা যায়, প্রত্যেক যুগে তার চাহিদা মুতাবেক এ দীনকে নাযিল করা হচ্ছিলো এবং যুগোপযোগী করে তার সংস্কার, পরিবর্তন, পরিবর্ধন সাধিত হচ্ছিলো। পরিশেষে বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে মানুষ এতো উন্নতি ও উৎকর্ষতায় পৌছে গেছে, যে কারণে স্থায়ী বিধান বা শরীআহ দেয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তখন শেষ নবীর মাধ্যমে শ্বাশত ও চিরন্তন সেই বিধানকে পরিপূর্ণরূপে প্রদান করা হয়েছে। ফলে কিয়ামত পর্যন্ত যেমন আর কোনো নতুন দীন বা জীবনব্যবস্থার প্রয়োজন হবে না তেমনিভাবে আর কোনো নবী রাসূলেরও আবির্ভাবের প্রয়োজন পড়বে না।

৮. খতমে নবুওয়াত

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ـ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ○ الاحزاب : ٤٠

"মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী। আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ই জানেন।"
–সূরা আল আহযাব ঃ ৪০।।

অর্থাৎ নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য আর কোনো নবীর আগমন হবে না। শেষ নবীর মাধ্যমে এর ধারাবাহিকতার সমাপ্তি ঘটেছে। কিয়ামত পর্যন্ত যদি কেউ নবীদের পথ অনুসরণ করে চলতে চায় তাকে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান এনে তার অনুসরণ করেই চলতে হবে।

মুসলিম উম্মাহ্ ও তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য

১. মুসলিম উম্মাহর আবির্ভাবের দুআ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ص ـ البقرة : ١٢٨

"হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদেরকে আপনার অনুগত মুসলিম বানিয়ে দিন। আর আমার বংশধর থেকে এমন এক উম্মাহর আবির্ভাব ঘটান, যারা আপনার অনুগত হবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১২৮।।

এটি সেই দুআ, যা তাওহীদের কেন্দ্রস্থল নির্মাণের পর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর এ দুআ কবুল করেছেন। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে এমন উম্মাহর আবির্ভাব ঘটালেন, যারা কিয়ামত পর্যন্ত দীনের প্রচার ও শাহাদাতে হকের দায়িত্ব পালন করে যাবেন। যে কাজ ইতোপূর্বে বিভিন্ন নবী-রাসূলগণ করছিলেন।

২. রাসূলের প্রতিনিধিত্ব

هُوَاجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ط هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ج ـ(الحج : ٧٨)

"তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন। আর দীনের ব্যাপারে তোমাদেরকে কোনো সংকীর্ণতায় ফেলে দেননি। এটি তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দীন। তিনি আগেও তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছিলেন এবং এ কুরআনেও। যেন রাসূল তোমাদের সাক্ষী হন, আর তোমরা সাক্ষী হও সব মানুষের।"

–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৭৮।।

এ আয়াত নিয়ে চিন্তাভাবনা-গবেষণা করার সময় ইবরাহীম (আ)-এর সেই দুআর কথা সামনে রাখা দরকার, যা তিনি জীবন সায়াহ্নে কাবা ঘর নির্মাণের সময় আবেগ আপ্লুত হয়ে করেছিলেন।

"হে আমাদের প্রতিপালক ! আপনি আমাকে ও ইসমাঈলকে আপনার একান্ত অনুগত মুসলিম বানিয়ে দিন। আমার বংশধর থেকে এমন এক উম্মাহ সৃষ্টি করুন যারা আপনার অনুগত ও মুসলিম হবে।"

মনের আকুতিসহ আরো বলেছিলেন—"হে আমাদের পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্য থেকে এমন একজন রাসূল পাঠান, যে তাদেরকে আপনার আয়াত তিলাওয়াত করে শোনাবেন এবং কিতাব ও হিকমাহ্ শিক্ষা দেবেন। আর তাদের চিন্তা চেতনাকে পরিচ্ছন্ন করে গড়ে তুলবেন।"

আল্লাহ তাঁর বন্ধুর হৃদয় নিঃসৃত আবেদন কবুল করে নিলেন। পৃথিবীবাসীর পথ প্রদর্শনের জন্য শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্বাচন করলেন। সেই সাথে তাঁর নেতৃত্বে এমন এক উম্মাহ গড়ে তুললেন যারা পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত দীনের সাক্ষ্য প্রদান করতে থাকবেন। যে সাক্ষ্য আজীবন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছেন।

নবুওয়াতী দায়িত্ব পালনের জন্য এ উম্মাহ্কে নির্বাচন করার কুরআনী পরিভাষা হচ্ছে 'ইজতিবা'। 'ইজতিবা' কিংবা 'ইসতিফা' শব্দদ্বয় মূলত আল কুরআনে নবী রাসূল নির্বাচনকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, এ উম্মাহ নবী-রাসূল নন ঠিকই কিন্তু নবী-রাসূলের মতো গুরুদায়িত্বই তাদের কাঁধে চেপেছে। শেষ নবীর আগমন সংবাদ যেমন তাঁর আগমনের আগেই যুগ যুগ ধরে দেয়া হচ্ছিলো, তেমনিভাবে এ উম্মাহর আত্মপ্রকাশের আগেই তাদেরকে মুসলিম নামে অভিহিত করা হচ্ছিলো। এ যেন শত কোটি বছর আগেই প্রদত্ত এক সুসংবাদ—একটি উম্মাহ আসছে, যারা ইসলাম ও আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগীর মূর্তপ্রতীক হবেন। সে জন্যই বলা হয়েছে, বহু আগেই তোমাদের নাম মুসলিম রাখা হয়েছে। সেই সাথে এও বলা হয়েছে, তোমাদের নির্বাচনের পেছনে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। তারপর বলা হয়েছে—"যেন রাসূল তোমাদের সাক্ষী হন এবং তোমরা দুনিয়াবাসীর সাক্ষী হও।"এ উম্মাহ্র আসল পরিচয় তারা রাসূলের উত্তরসূরী, স্থলাভিষিক্ত। রাসূল যে দায়িত্ব পালন করেছেন তারাও সেই দায়িত্বই পালন করবেন। যেভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে দিনরাত আল্লাহর সত্য দীনের প্রচার করে বেরিয়েছেন। যেভাবে তার হক আদায় করেছেন। ঠিক সেইভাবেই এই উম্মাহ পৃথিবীবাসীর সামনে দীনে হকের দায়িত্ব পালন করে যাবেন।

৩. মুসলিম উম্মাহর বিশেষ মর্যাদা

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ○ البقرة : ١٤٣

"এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী একটি উম্মাহ্ বানিয়েছি। যেন তোমরা পৃথিবীবাসীর জন্য সাক্ষী হও আর রাসূল সাক্ষী হন তোমাদের ওপর।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৩।।

অর্থাৎ তোমাদের মর্যাদা সাধারণ উম্মাহর মতো নয়। তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মাহ্ বানিয়ে এক বিরল মর্যাদা দান করা হয়েছে। তোমরা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এক উম্মাহ্ গোটা বিশ্ববাসীর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রদানে তোমরা সক্ষম, প্রতিক্রিয়াশীলতা মুক্ত, সরল সোজা পথে ইনসাফের সাথে প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তোমাদেরকে 'মানুষের সাক্ষী' (শুহাদা আলান নাস)-এর মতো বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ আসনে সমাসীন করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদেরকে বিশেষ এ মর্যাদার ধারক ও বাহক হিসেবে থাকতে হবে।

৪. মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত দায়িত্ব

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ــ ال عمران : ١١٠

"তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মাহ, মানুষের জন্য তোমাদেরকে বের করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে আর আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখবে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০।।

চিন্তা ও কর্মের দিক থেকে মুসলিম উম্মাহ্ দুনিয়ার সকল জাতি থেকে স্বাতন্ত্র্য সৌন্দর্যের অধিকারী। এরা পৃথিবীতে উড়ে এসে জুড়ে বসেনি। এদেরকে মহান এক উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

'মানুষের জন্য তোমাদেরকে বের করা হয়েছে' বলতে বুঝানো হচ্ছে —সকল মানুষের হিদায়াত ও পথপ্রদর্শনের জন্য এ উম্মাহর আবির্ভাব। পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত সমস্ত মানুষের নেতৃত্বের এ গুরুদায়িত্ব তাদেরকে পালন করতে হবে।

'তোমরা সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে' অর্থাৎ শুধু ওয়ায-নসীহত, সুসংবাদ প্রদান ও সতর্ক করাই তোমাদের কাজ নয়। বরং তোমাদেরকে সৎকাজের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অন্য কথায় তোমাদেরকে একটি অপরাজেয় শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। যেন রাজনৈতিক শক্তি বলে সৎকাজের পরিবেশ সৃষ্টি এবং অন্যায়-অবিচারের মূলোচ্ছেদ করতে সক্ষম হও।

৫. উম্মাহ্‌র লক্ষ্য থাকবে ইকামাতে দীন বা দীনের প্রতিষ্ঠা

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوْا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ـ

"তিনি তোমাদের জন্য দীনের সেই বিধানকেই নির্ধারণ করেছেন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন নূহকে। এখন যা ওহীর মাধ্যমে আপনাকে জানাচ্ছি তার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে। আমি আরো নির্দেশ দিয়েছিলাম-তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত করো, পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত হয়ো না।"-সূরা আশ শূরা ঃ ১৩।।

এ আয়াতকে ভালোভাবে বুঝতে হলে কয়েকটি ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতে হবে।

১. পাঁচজন নবীর কথা উল্লেখের কারণ।

২. দীনের মর্ম অনুধাবন।

৩. ইকামাতের তাৎপর্য।

৪. উম্মাহর লক্ষ্য উদ্দেশ্য।

আয়াতে যে পাঁচজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নবীর কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে প্রথমে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের উল্লেখ করা হয়েছে। যিনি মহাপ্লাবনের পর মানব জাতির জন্য প্রথম নবী। তারপর শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা উল্লেখিত হয়েছে। পরে গুরুত্বপূর্ণ আরো তিনজন নবীর নাম এসেছে। একজন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। যার মহত্ব ও মর্যাদার ব্যাপারে সকলেই একমত। যেহেতু পৃথিবীর দুটো বিশাল জনগোষ্ঠী অর্থাৎ ইহুদী ও খৃস্টানগণ যথাক্রমে

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারী বলে দাবী করেন, তাই তারা উভয়ই বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

এ গুরুত্বপূর্ণ পাঁচজন নবীর উল্লেখের কারণ—পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল এসেছিলেন তাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য ছিলো এক, দীন প্রতিষ্ঠা করা। প্রথম নবীকেও এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো এবং শেষ নবীকেও একই নির্দেশ দিয়ে পাঠানো হয়েছে। মধ্যবর্তী তিনজন নবীকেও অনুরূপ উপদেশ দিয়ে পাঠানো হয়েছিলো, প্রায় পুরো দুনিয়া যাদের নবুওয়াতের স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। তাই এ উম্মাহর অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে—দৃঢ় বিশ্বাস ও পূর্ণ উদ্যমে একে নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বানিয়ে নেয়া।

দীনের মর্ম অনুধাবন বলতে কি বুঝায় ? দীন হচ্ছে–তাওহীদ রিসালত ও আখিরাত সংক্রান্ত মৌলিক বিশ্বাসের নাম। যে শিক্ষা যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ দিয়ে গেছেন। আবার বিভিন্ন নবীর সময়ে স্থান, কাল ও অবস্থাভেদে যেসব ভিন্ন ভিন্ন বিধি বিধান বা শরীআহ প্রবর্তিত হয়েছে তাকেও দীন বলা হয়।

আল কুরআনের ভাষ্যমতে দীন মূলত ঐ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের নাম, যেখানে আকীদা বিশ্বাস, ইবাদাত বন্দেগী, নৈতিক চারিত্রিক, কৃষ্টি-সভ্যতা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ, আইন-কানুন, রাষ্ট্র ও রাজনীতি মোটকথা জীবনের সকল দিক ও বিভাগই অন্তর্ভুক্ত। অন্য কথায় জীবনের এমন একটি দিকও নেই যা তার আওতাভুক্ত নয়।

তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে 'ইকামাত'। 'ইকামাত' শব্দটি কোনো বস্তুর সাথে ব্যবহৃত হলে তার অর্থ হয়—ঐ বস্তুটি দাঁড় করানো। আর যদি অবস্তুর সাথে শব্দটি সম্পৃক্ত হয় তাহলে তার অর্থ হয় যথাযথভাবে তা কার্যকরী করা এবং তার পুরো চাহিদা পূর্ণ করা। ইকামাতে দীনের তাৎপর্য হচ্ছে—যথাযথভাবে দীনের ওপর আমল করা এবং তার পুরো চাহিদা পূর্ণ করা।

উম্মাহ্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত ? আয়াতে উম্মাহ্ শব্দটির সাথে মুসলিম শব্দটি জুড়ে দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে তোমাদেরকে দীন প্রতিষ্ঠার সেই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, যে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিলো নবী রাসূলদেরকে। আল কুরআনের ভাষ্যমতে দীন প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ্র লক্ষ্য। পূর্ণ খুলুসিয়াতের সাথে সার্বিক জীবনে পুরো দীন যেমন মেনে চলতে হবে, সেই সাথে সমাজে একে প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকরী করার চেষ্টাও করতে হবে। যেই দীন আকীদা-বিশ্বাস থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ আসমানী হিদায়াতের সাথে সম্পৃক্ত।

ইসলামে নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিদের যে দৃঢ় প্রত্যয় তাদের অন্তরকে প্রশান্তি এনে দেয়, তা হচ্ছে—নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তেত্রিশ বছরের আলোকোজ্জ্বল সোনালী যুগ। যে যুগে তিনি আকীদা ও আখলাকের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, ইবাদাতের পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন, কুরআনের আলোকে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়েছেন, যেখানে মানুষ সুশৃঙ্খলভাবে জীবন যাপন করেছেন।

ইসলামী দাওয়াত ও রাষ্ট্র ক্ষমতা

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। জীবনের কোনো একটি দিক ও বিভাগও এর থেকে পৃথক নয়। সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ইসলাম কেবল নীতিমালাই প্রণয়ন করেনি বরং রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনার ব্যাপারটি ইসলাম বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। ইসলামের বিপরীত কোনো নীতিমালা বা ব্যবস্থা প্রবর্তনকে ঈমানের পরিপন্থী ব্যাপার বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

আল কুরআনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও সার্বভৌম ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহর। তাই তিনি শুধু সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই অনুমোদন করেন, যে ব্যবস্থাপনায় তাকেই সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিপতি মেনে নেয়া হয়। ইসলামের এমন কিছু নীতি ও বিষয় আছে যেগুলো কার্যকরী করার জন্য সর্বোচ্চ ক্ষমতা হাতে থাকা প্রয়োজন। রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়া এসব নীতিমালা কার্যকরী করা সম্ভব নয়।

সত্যিকথা বলতে কি, ইসলামে রাষ্ট্র ক্ষমতা শুধু সমাজ সংস্কার এবং মানব সমস্যা সমাধানের জন্য নয় বরং তা দীনি প্রয়োজন এবং ঈমানের দাবী।

১. সার্বভৌমত্ব

لَايُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ ـ الانبياء : ٢٣

"তিনি তাঁর কাজের ব্যাপারে কারো কাছে দায়বদ্ধ নন, বরং অন্য সবাই তার নিকট দায়বদ্ধ।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ২৩

যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী তাকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না বরং অন্যকে তাঁর নিকট জবাবদিহি করতে হয়। এ অধিকার কেবল বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা ও মালিকেরই আছে।

২. সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ

قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَآ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ط قُلْ اَفَلَا

تَذَكَّرُوْنَ ○ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ○ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ط قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ○ قُلْ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ط قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ○

"বলো তো পৃথিবী ও তার মধ্যস্থিত সবকিছু কার ? যদি তোমরা জানো। তারা অকপটে বলে দেবে—আল্লাহর। বলুন—তাহলে সেই কথাটি মনে রাখছো না কেন ? জিজ্ঞেস করুন—সাত আসমান ও মহান আরশের অধিপতি কে ? তখনি তারা বলবে—আল্লাহ। বলুন—তাহলে তাকে ভয় করছো না কেন ? তোমরা যদি জানো তাহলে বলো তো—সবকিছুর ওপর কার কর্তৃত্ব চলছে ? তিনি কে যিনি আশ্রয় দেন, তিনি ছাড়া আর কে আশ্রয় দিতে পারে ? তারা বলবে-তিনি তো আল্লাহ। বলুন—তাহলে তোমরা প্রতারিত হয়ে কোথায় যাচ্ছো?"-সূরা আল মুমিনুন ঃ ৮৪-৮৯।।

৩. আল্লাহর সার্বভৌমত্বে আর কেউ অংশীদার নেই

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ـ

"তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতায় আর কেউ অংশীদার নেই। আর তিনি এমন দুর্বলও নন যে, তাঁর সাহায্যকারী লাগবে। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দাও, চূড়ান্ত পর্যায়ের শ্রেষ্ঠত্ব।"-সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১১১।।

৪. আল্লাহ সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ○

"যাকিছু পৃথিবী ও আসমানে আছে, সবাই তার তাসবীহ করছে। তিনি রাজাধিরাজ, পবিত্রতম সত্তা, মহাপরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞানী।"
-সূরা আল জুমআ ঃ ১।।

সবকিছু যার পবিত্রতা বর্ণনা করে তিনিই তো তাদের প্রকৃত শাসক। প্রশাসকের মৌলিক যেসব গুণাবলীর প্রয়োজন, তিনি তো সব গুণাবলীরই আধার। এমন কেউ নেই, যে তার কোনো গুণকে ধারণ করতে পারে। মানুষের ওপর শাসন কর্তৃত্ব করার এবং তাদের জীবন বিধান প্রণয়নের

ক্ষমতা সেই সত্তার-ই আছে, যিনি যাবতীয় দুর্বলতা ও ত্রুটি মুক্ত। যিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আধার, সবার ওপর বিজয়ী, সবকিছু যার আয়ত্ত্বের মধ্যে।

৫. হুকুমাত আল্লাহর

اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ ط اَمَرَ اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلاَّ اِيَّاهُ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ -

"শাসন কর্তৃত্ব আল্লাহ ছাড়া আর কারো নয়। তোমরা তাঁর ইবাদাত বন্দেগী ছাড়া আর কারো ইবাদাত বন্দেগী করো না। এটিই হচ্ছে সত্যিকারের দীন বা জীবন পদ্ধতি।"–সূরা ইউসুফ ঃ ৪০।।

৬. দীনের প্রয়োজনেই রাষ্ট্রক্ষমতা আবশ্যক

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا○ بنى اسرائيل : ٨٠

"বলুন, হে আমার প্রতিপালক ! আপনি যেখানেই আমাকে নিয়ে যাবেন সত্যের সাথে নিয়ে যাবেন আর যেখান থেকে বের করেন সত্যের সাথে বের করুন। আর আপনার সাহায্যপুষ্ট একটি রাষ্ট্র ক্ষমতা আমাকে দান করুন।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮০।।

অর্থাৎ আল্লাহর পৃথিবীতে যেখানেই আমি থাকি না কেন, ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠাই যেন আমার জীবনের লক্ষ্য হয়। কোথাও থেকে যদি হিজরত করতে হয় তা যেন আল্লাহ্‌র দীনের জন্যই হয় এবং কোথাও গিয়ে স্থিতি লাভ করলেও যেন তা আল্লাহ্‌র দীনের জন্য হয়। এই লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য আমাকে একটি রাষ্ট্র শক্তি দান করুন।

সত্যিকথা বলতে কি, সত্যের প্রতিষ্ঠা ও মিথ্যার অপসারণের জন্য রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

اِنَّ اللّٰهَ لَيَزَعُ بِالسُّلْطَانِ وَمَا لاَيَزَعُ بِالْقُرْاٰنِ -

"আল্লাহ রাষ্ট্রক্ষমতা দিয়ে এমন সব জিনিসের উচ্ছেদ করেন যা শুধু আল কুরআনের দ্বারা উচ্ছেদ সম্ভব নয়।"

৭. ইসলামী শক্তির গুরুত্ব

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ط وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ -

"তারা কি তবে জাহেলী যুগের বিচার ফায়সালা কামনা করে ? কিন্তু যারা আল্লাহতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে তাদের নিকট আল্লাহর চেয়ে উত্তম ফায়সালাকারী আর কেউ নেই।"-সূরা আল মায়িদা ঃ ৫০।।

আল্লাহর বিধান ও ফায়সালার বিপরীত যত বিধান বা ফায়সালা আছে সবই জাহেলিয়াত। যার ভিত্তি শুধু অনুমান, কল্পনা ও সাদৃশ্য। অথচ আল্লাহর বিধান মানুষের প্রতিটি দিক ও বিভাগে সঠিক পথনির্দেশ প্রদান করে। সেই পথনির্দেশ হয় যথাযথ, কেননা আল্লাহ হচ্ছেন যাবতীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উৎস।

৮. ইসলামকে ক্ষমতাসীন করার লক্ষ্যেই রাসূলের আবির্ভাব

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ -

"তিনিই আল্লাহ যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন, যেন তা যাবতীয় ব্যবস্থা ও মতাদর্শের ওপর বিজয়ী করতে পারেন।"-সূরা আত তাওবা ঃ ৩৩।।

অর্থাৎ শেষ নবী পাঠানোর উদ্দেশ্যই হচ্ছে, ইসলাম যেন একটি অপরাজেয় শক্তি হিসেবে বলবত থাকে। জীবনের প্রতিটি দিকেই যেন তার প্রতিফলন ঘটে।

হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ○ لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّآ ق اِنْ كُنَّا فَاعِلِيْنَ○ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ○ الانبياء : ١٦-١٨

"আমি আকাশ, পৃথিবী এবং তার মধ্যস্থিত কোনো জিনিসই খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি যদি কোনো খেলনা বানাতেই চাইতাম তাহলে আমার কাছে যা আছে তা দিয়েই বানাতে পারতাম। বরং আমি সত্যকে মিথ্যার ওপর নিক্ষেপ করি, সত্য মিথ্যার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়, তখন মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।"

–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১৭-১৮।।

এ বিশাল সৃষ্টিজগত কোনো অবুঝ শিশুর খেলাঘর নয়। এটি হচ্ছে মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞানী আল্লাহর এক উদ্দেশ্য প্রণোদিত সৃষ্টি। তিনি নিজেই বলেছেন—খেলাধুলা করাই যদি আমার উদ্দেশ্য হতো তাহলে আমি খেলনা বানিয়ে খেলে নিতাম। হক ও বাতিলের চিরন্তনী দ্বন্দ্ব, ভালো ও মন্দের সংঘাত, অজ্ঞ ও জ্ঞানীদের বিপরীতধর্মী অবস্থান এগুলো কিছুই হতো না। সত্যিকথা বলতে কি, হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব অবসান না হওয়াটাই মানুষের পরীক্ষার উপকরণ।

وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ط ـ

"আমি ভালো ও মন্দ সৃষ্টি করেই তোমাদের পরীক্ষা করতে চাই।"

বাতিল শক্তির ইচ্ছা এবং আবদার

১. দীনের প্রদীপকে নিভিয়ে দেয়া

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِؤُا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ○

"তারা চায় ফুঁ দিয়ে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে। আর আল্লাহর সিদ্ধান্ত হচ্ছে–তাঁর নূরকে পরিপূর্ণ করবেন। কাফিরদের কাছে তা যতই অসহনীয় হোক না কেন।"–সূরা আস সফ ঃ ৮।।

২. হকপন্থীদেরকে বাতিলের দিকে ফিরিয়ে নেবার প্রচেষ্টা

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلاَ النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ـ البقرة : ١٢٠

"আপনি যদি তাদের ইহুদী কিংবা খৃস্টান ধর্মে দীক্ষা না নেন, তাহলে তারা আপনাকে পসন্দ করবে না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১২০।।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ○ ال عمران : ١٠٠

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা যদি আহলে কিতাবদের কোনো দলের কথা মেনে নাও, তাহলে তারা তোমাদেরকে ঈমান থেকে কুফরীর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০০।।

অর্থাৎ সত্য মিথ্যার সংঘাত নিরবধি চলছে এবং চলবে। সত্যের প্রকৃতি হচ্ছে—সে বাতিলের ওপর বিজয়ী হয়ে থাকবে। আর বাতিল শক্তি চায় সত্য যেন কোনো মতে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে।

৩. সত্য দীনে রদবদলের আবদার

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَايَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ ج اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَايُوْحٰٓى اِلَيَّ ج – يونس : ١٥

"আমাদের স্পষ্ট কথাগুলো যখন তাদেরকে শোনানো হয়, যারা আমার সাথে তাদের সাক্ষাতের ব্যাপারে আশা পোষণ করে না, তারা বলে—এর পরিবর্তে অন্য কোনো 'কুরআন' নিয়ে এসো কিংবা এতে কিছু পরিবর্তন করে দাও। আপনি বলুন—এতে কোনো রদবদল করা আমার কাজ নয়। আমিতো শুধু সেই ওহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে পাঠানো হয়।"–সূরা ইউনুস ঃ ১৫।।

অর্থাৎ এ কিতাব আমার রচনাতো দূরের কথা, এতে সামান্য পরিবর্তন পরিবর্ধন করার ক্ষমতাও আমার নেই। এটি আল্লাহ প্রদত্ত আসমানী কিতাব। আমি তোমাদেরকে শুধু এর অনুসরণের দাওয়াত দেই না, আমি নিজেও এর অনুসরণ করি।

চিরন্তনী এ দ্বন্দ্বে হকপন্থীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. হকের ওপর অবিচল থাকা

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ج وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ط وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ط – الشورى : ١٥

"হক ও বাতিলের এ সংঘাতময় পরিস্থিতিতে আপনি এ দীনের প্রতিই দাওয়াত দিন এবং আপনাকে যেভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেইভাবে একে আঁকড়ে ধরুন। আপনি তাদের খেয়াল খুশি মতো চলতে চেষ্টা করবেন না। বলুন—আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তার ওপর ঈমান এনেছি। আর আমি তোমাদের মাঝে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।"–সূরা আশ শূরা ঃ ১৫।।

বাতিল শক্তির ইচ্ছে বাসনা যাই হোক না কেন, সত্যপন্থীদের হকের দাওয়াত অব্যাহত রাখতে হবে। সত্যের ওপর অবিচল থাকতে হবে। বাতিল শক্তিকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে হবে, আমি আল্লাহর কিতাবে বিশ্বাসী। আমাদের দায়িত্ব আমরা মানব সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করবো। কোনো শক্তিই আমাদেরকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারবে না।

২. আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা

وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ط وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ○ ال عمران : ١٠١

"তোমরা আর কিভাবে কুফরী করবে, তোমাদেরকে আল্লাহর আয়াত পড়ে শোনানো হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে রাসূল আছেন, কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোভাবে ধরবে তাকে 'সিরাতুল মুসতাকীমের' দিকে পথ দেখানো হবে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০১।।

ঈমান আনার পর পুনরায় কুফরীর ফাঁদে পা দেয়ার কী প্রয়োজন আছে? আল্লাহর রাসূল তোমাদের মাঝে বর্তমান। তিনি তোমাদেরকে আল্লাহর আয়াত পড়ে শোনাচ্ছেন। সংঘাতের মুহূর্তে সত্য আঁকড়ে ধরে আল্লাহর দীনের ওপর অবিচল থাকো। একে সত্যিকার আশ্রয়স্থল মনে করো। একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র বিধানের অনুসরণ করো। তাঁর নাফরমানী থেকে বাঁচো এবং তাঁর কাছে দুআ করতে থাকো।

৩. কুফরীর প্রতি কোনো দুর্বলতা প্রকাশ না করা

وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ لا وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَاتُنْصَرُوْنَ○ هود : ١١٣

"এসব যালিমদের প্রতি ঝুকে পড়ো না, তাহলে জাহান্নামের করাল গ্রাসে পতিত হবে। সেখানে আল্লাহ ছাড়া এমন কাউকে অভিভাবক হিসেবে পাবে না যে তোমাকে তা থেকে বাঁচাতে কিংবা সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে।"–সূরা হুদ ঃ ১১৩।।

৪. কুফরী শক্তির ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক থাকা

وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ط ـ المائدة : ٤٩

"সর্বদা সতর্ক থেকো, তারা যেন তোমাকে কোনো বিপর্যয়ে ফেলে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা থেকে বিচ্যুত করতে না পারে।"

–সূরা আল মায়িদা ঃ ৪৯

৫. কাফিরদেরকে বন্ধু মনে না করা

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

"হে ঈমানদারগণ ! মুমিন ছাড়া কাফিরদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৪৪।।

প্রতিটি মুমিন মানব কল্যাণে উদার ও নিবেদিত হয় কিন্তু তাদের বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা কেবল ঈমানদারদের সাথেই হয়ে থাকে।

৬. ফিতনার মূলোৎপাটন

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ج ـ الانفال : ٣٩

"তাদের সাথে লড়াই চালিয়ে যাও, যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল এবং দীন পুরোপুরি আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।"–সূরা আনফাল ঃ ৩৯।।

ফিতনা অর্থ–যুলম নির্যাতন ও ঔদ্ধত্য এমন অবস্থায় পৌঁছে যাওয়া যাতে জনসাধারণ আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদের আনুগত্য অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। আল্লাহর বান্দারা নিষ্কলুষভাবে আল্লাহর ইবাদাত করতে ব্যর্থ হয়। সত্যপন্থীদের কর্তব্য বাতিলকে উৎখাত করে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লড়াই অব্যাহত রাখা। তখনই কেবল লড়াই বন্ধ করা যাবে যখন আল্লাহর ইবাদাতের পরিবেশ সৃষ্টি হবে। ফিতনা-ফাসাদ এবং যুলম-নির্যাতন থেকে মানুষ মুক্তি পেয়ে এক আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগীতে লিপ্ত হবে।

ইকামাতে দীনের পদ্ধতি ও মূলনীতি

ইকামাতে দীনের যে মহান দায়িত্ব পালনের জন্য এ উম্মাহকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আল কুরআনে সুন্দরভাবে তার পদ্ধতি ও মূলনীতি বলে দেয়া হয়েছে। নবীদের ইতিহাস থেকে পর্যায়ক্রমে সে পথের ধারা বর্ণনাও বিবৃত হয়েছে।

চরিত্র গঠন

যারা দীন কায়েমের লক্ষ্য নিয়ে ময়দানে নামবে তাদের প্রতি কুরআনের প্রথম নির্দেশ হচ্ছে—সবার আগে নিজের মধ্যে দীনের প্রতিষ্ঠা তথা বাস্তবায়ন করতে হবে। যাতে তার যাবতীয় কাজকর্ম ও আচার আচরণে ইসলামের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে।

১. পরিপূর্ণ ঈমান

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ○ الحجرت : ١٥

"প্রকৃত মুমিনতো তারাই যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান এনেছে নির্দ্বিধায়। তারপর জিহাদ করেছে, আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে। তারাই সত্যবাদী।"–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৫।।

আল্লাহর পথের আসল পুঁজি হচ্ছে পরিপূর্ণ ঈমান। ঈমান ছাড়া আল্লাহর পথে চলার তো কোনো প্রশ্নই উঠে না। এমনকি তা কল্পনাও করা যায় না। পরিপূর্ণ ঈমানতো তাকেই বলে, যার মধ্যে কোনো সন্দেহ কিংবা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে না। ঈমানের মাত্রা এরূপ পর্যায়ে পৌঁছলেই কেবল একজন লোক তার জীবন ও যাবতীয় সম্পদ আল্লাহর জন্য দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

২. নিষ্কলুষ ইবাদাত

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ط ـ البينه : ٥

"তাদেরকে এছাড়া আর কোনো নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা নিজেদের দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদাত করবে, নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে। এটিই হচ্ছে যথার্থ ও সঠিক দীন।"–সূরা আল বাইয়্যিনাহ ঃ ৫।।

ঈমানের পর মুমিনের প্রিয় কাজ হচ্ছে নিষ্কলুষভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা। নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদাত ছাড়া একজন মুমিন দীনের পথে প্রতিষ্ঠিত থাকতে এবং সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারেন না। ইবাদাতের মাধ্যমে যেমন ঈমানের প্রকাশ ঘটে তদ্রূপ ইবাদাতই ঈমানকে সঞ্জিবনী শক্তিদান করে।

৩. নামায প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ততা

هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ط ـ الحج : ٧٨

"আল্লাহ আগেও তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছিলেন এবং কুরআনেও। যেন রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় আর তোমরা সাক্ষী হও সকল মানুষের। অতএব নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে ধরার মতো ধরো।"–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৭৮।।

মুসলিমতো তিনি, যিনি আল্লাহর দীনকে মেনে নিয়ে পুরোপুরি আনুগত্যে নিজেকে বিলিয়ে দেন। অর্থাৎ চিন্তা-চেতনা, আকীদা-বিশ্বাস, কাজ-কর্ম, নৈতিক-চরিত্র, আচার-আচরণ ও লেনদেনে আল্লাহর আইনকে শ্রদ্ধার সাথে মেনে নেবেন এবং তার অনুসরণ করবেন, আক্ষরিক অর্থে তিনিই মুসলিম। এ অর্থে তারা সকলেই মুসলিম ছিলেন, যারা কোনো নবীকে মেনে নিয়ে তাঁর আনীত শরীআহ্‌কে পালন করেছেন। কিন্তু শেষ নবীর উম্মতকে বিশেষ করে 'উম্মতে মুসলিমা' এবং তার অনুসারীকে মুসলিম বলে অভিহিত করার কারণ ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে পাওয়া যায়। তাদেরকে ঐ দীনের বাহক বানানো হয়েছে, যে দীন গোটা মানব সমাজের প্রতি আবেদন রাখে, যা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। যে দীনের প্রয়োজন থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।

এমন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যে উম্মাহ্‌র ওপর পড়েছে এবং যারা 'উম্মতে মুসলিমা' নামক মহান উপাধিতে ভূষিত, তাদের ওপর তিনটি মৌলিক ও

বিশেষ কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। মনে করতে হবে এ কাজ তিনটি তাদের মর্যাদার সাথে সংশ্লিষ্ট। ১. নামায কায়েম করা। ২. যাকাত আদায় করা। ৩. আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ককে গভীরতর করা।

আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ককে গভীরতর করার অর্থ-আল্লাহকে মাবুদ মনে করে তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ করা, তাঁর কাছে দুআ করা, তাঁর আশ্রয় কামনা করা, তাঁর নির্দেশ অমান্য না করা, তাঁর নাফরমানী থেকে দূরে থাকা এবং সর্বাবস্থায় তাঁর ওপর ভরসা রাখা। একে বলা হয় 'ইতিসাম বিল্লাহ'। নামায ছাড়া মানসিক এ অবস্থা আর কিছুতেই অর্জিত হতে পারে না। নামায মানুষকে আল্লাহর নিকটতর করে দেয়। তাঁর ওপর ভরসা করার সাহস যোগায়। তার জন্যে সবকিছুকে হাসিমুখে ত্যাগ করার স্পৃহা সৃষ্টি করে।

কোনো ব্যক্তি তখনই মানুষের সাক্ষী হতে পারেন যখন এ দায়িত্বসমূহ পালন করে আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হোন। নামায 'শাহাদাতু আলান নাস' বা মানুষের সাক্ষী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যেমন কার্যকরী আমল তেমনিভাবে দীনের নমুনা হিসেবে তৈরীর জন্যও। এ মৌলিক কাজগুলো না করে কেউ মানুষের সাক্ষী হিসেবে আবির্ভূত হবে একথা কল্পনাও করা যায় না। তাছাড়া নামায ও যাকাত ছাড়া আর এমন কী আমল আছে, যা দিয়ে তাঁর প্রতিপালকের হক আদায় করবে এবং অন্যকে আল্লাহর দাসত্বের জন্য তৈরি করবে ?

৪. পূর্ণ আনুগত্য

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○ البقرة : ٢٠٨

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।"-সূরা আল বাকারা ঃ ২০৮।।

অর্থাৎ প্রতিটি ব্যাপারেই ইসলামের পুরোপুরি অনুসরণ করো। কেবল ইসলামই শান্তি ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি। জীবনের কোনো ক্ষেত্রে শয়তানের অনুসরণ করো না।

৫. তাকওয়া

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যেভাবে ভয় করা উচিত। আর আনুগত্য বিহীন অবস্থায় তোমরা মৃত্যুবরণ করো না।"-সূরা আলে ইমরান ঃ ১০২।।

অর্থাৎ তোমরা যখন ঈমানদার উপাধিতে ভূষিত হয়েছো তখন আমৃত্যু তাকওয়া ও আনুগত্যের মানকে পর্যায়ক্রমে উন্নত থেকে উন্নতর করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখো। প্রতিনিয়ত নিজেকে পবিত্র থেকে পবিত্রতর করার চেষ্টা করো।

৬. পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ط وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ○ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ط قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ○ البقرة : ١٥٥-١٥٦

"আমি অবশ্যই ভয়-ভীতি, ক্ষুধা-দারিদ্র, জান-মালের ক্ষতি এবং ফল-ফসল বিনাশের মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করবো। যারা ধৈর্যধারণ করবে তাদের জন্য সুসংবাদ। বিপদাপদ এলেই তারা বলে-ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। (আমরা আল্লাহর, আর আল্লাহর কাছেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে)।"-সূরা বাকারা ঃ ১৫৫-১৫৬।

৭. পরীক্ষার উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ○ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ○

"মানুষ কি ধারণা করে বসে আছে-'আমরা ঈমান এনেছি' একথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, কোনো পরীক্ষা করা হবে না ? অথচ আমি আগের সকল মানুষকেই পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে তো দেখে নিতে হবে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যেবাদী।"

-সূরা আল আনকাবূত ঃ ১-২।।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ○ ال عمران : ١٤٢

"তোমরা কি ভেবে নিয়েছো, এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে ? অথচ আল্লাহ এখনো দেখেননি কে তাঁর পথে জিহাদ করতে প্রস্তুত আর কে ধৈর্যশীল।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪২।।

অর্থাৎ যারা ঈমানের দাবী করবেন এবং নিজেকে আল্লাহর কাছে উৎসর্গ করবেন তাদেরকে আল্লাহ নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখবেন, তারা সত্যিই তাদের দাবীতে অটল কিনা। নাকি মিথ্যে ও অসার তাদের দাবী।

৮. কথা ও কাজের মিল

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ ـ الصف : ٢

"মুমিনগণ ! তোমরা এরূপ কথা কেন বলো, যা তোমরা করো না।"
–সূরা আস সফ ঃ ২।।

অর্থাৎ যে কথাগুলো তোমরা অন্যদেরকে বলো, তোমাদের আমলও সেইরূপ হওয়া উচিত। তখন তোমার কথার গুরুত্ব ও মূল্য বাড়বে, ফলে তারাও গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে যাবে।

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ ـ البقرة : ٤٤

"তোমরা লোকদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দিচ্ছো আর নিজেদের ব্যাপারে ভুলে বসে আছো ?"–সূরা আল বাকারা ঃ ৪৪।।

যিনি অন্যকে সৎকাজের কথা বলেন কিন্তু নিজে করেন না, তিনি মূর্খ ও বোকা। তিনি তার নিজের এবং দীনের শত্রু। একদিকে যেমন তিনি দীনের কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত অন্যদিকে তার কথার প্রভাবও কারো ওপর পড়বে না।

৯. আমলের দৃষ্টান্ত স্থাপন

وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰكُمْ عَنْهُ ـ هود : ٨٨

"যেসব বিষয়ে আমি তোমাদের বিরত রাখতে চাই, আমি নিজে সেগুলো করবো, তাতো হতে পারে না।"–সূরা হুদ ঃ ৮৮।।

অর্থাৎ আমার দাওয়াত যে সত্য ও নির্ভুল, তার বড়ো প্রমাণ হচ্ছে আমি নিজেই সেগুলো মেনে চলি। মানুষ অপরের কল্যাণ কামনা করুক বা না করুক কিন্তু নিজের কল্যাণ তো সে অবশ্যই চায়।

১০. যিকির ও ফিকির

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً ـ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

"আসমান জমিনের সৃষ্টি এবং রাত দিনের আবর্তনে অবশ্যই জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে আল্লাহ্‌র যিকির করে, আসমান জমিন সৃষ্টি রহস্য নিয়ে চিন্তাভাবনা করে (তারা স্বতঃই বলে উঠে) হে আমাদের প্রতিপালক ! এগুলো আপনি অনর্থক সৃষ্টি করেননি। আপনি পবিত্রতম সত্তা। আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে বাঁচান।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০-১৯১।।

যারা লোকদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকবেন, সর্বপ্রথম তাদের চরিত্র গঠন প্রয়োজন। তারা উদ্দেশ্যহীন ব্যক্তিদের মতো জীবন যাপন করবেন, তা হতে পারে না। তাদের বিশ্বপ্রকৃতি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা এবং তার নিগূঢ় রহস্য অনুসন্ধানে লিপ্ত থাকা উচিত। সর্বদা আল্লাহ্‌র স্মরণ করতে হবে, যিনি বিশ্বপ্রকৃতির স্রষ্টা। আল্লাহ্‌র স্মরণ ছাড়া চিন্তা গবেষণা নিরর্থক। আবার গভীর চিন্তাভাবনা ছাড়া আল্লাহর যিকির বা স্মরণেও মনোযোগ সৃষ্টি হয় না। তাই যিনি আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করবেন তাকে যিকির ও ফিকির দুটোই অব্যাহত রাখতে হবে।

১১. আল কুরআন অধ্যয়ন এবং গভীরভাবে চিন্তাভাবনা

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ـ ص : ٢٩

"এ কিতাব, যা আপনার কাছে পাঠিয়েছি। লোকেরা যেন এর আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করে এবং যারা বুদ্ধিমান তারা যেন এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে।"–সূরা সাদ ঃ ২৯।।

হিদায়াত ও শিক্ষালাভের একমাত্র উৎস, আল্লাহর কিতাব। জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা যেন গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতে এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের জীবন গড়ে তুলতে পারেন, এজন্য একে নাযিল করা হয়েছে। আল্লাহর দীনকে তারাই প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, যাদের চিন্তা চেতনা জুড়ে আছে এ কিতাব, যারা একে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেন।

সংগঠন

১. দীনি সংগঠনের গুরুত্ব

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لاَتَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ط وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○ التوبة : ٢٣

"হে লোকেরা যারা ঈমান এনেছো ! নিজেদের পিতা ও ভাইকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যদি তারা ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী ভালোবাসে। তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করবে তারাই যালিম।"
–সূরা আত তাওবা ঃ ২৩।।

নিসন্দেহে পিতা ও ভাই মানুষের নিকটতম আত্মীয়। তাদের সাথে মানুষের আত্মার টান অনুভব করা সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু দীনের ভিত্তিতে যে সংগঠন গড়ে উঠে সেখানে আত্মীয়তা ও ভালোবাসার ভিত্তি হচ্ছে—ঈমান ও ইসলাম। তাই বলে দেয়া হয়েছে, তোমাদের পিতা ও ভাই যদি ইসলামের চেয়ে কুফরকে বেশী ভালোবাসেন তাহলে তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করাটা তোমাদের উচিত হবে না। এটিতো একটি স্ব-বিরোধী কাজ—একদিকে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে আবার অন্যদিকে আল্লাহর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে।

لاَتَجِدُوْا قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ـ مجادله : ٢٢

"তোমরা এমন কাউকে দেখতে পাবে না, যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করেছে আবার যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে তাদেরকেও ভালোবেসেছে। তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা পরিবারের যেই হোক না কেন।"–সূরা আল মুজাদালা ঃ ২২।।

২. সংগঠনের ভিত্তি

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُوْا ص وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ

كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا ط وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ط ـ ال عمران : ١٠٣

"তোমরা আল্লাহর রশিকে মযবুতভাবে ধরো, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আল্লাহ তোমাদের ওপর যে অনুগ্রহ করেছেন সে কথাও স্মরণ রেখো, তোমরা ছিলে পরস্পরের দুশমন, তিনি তোমাদের অন্তরগুলোকে একত্রে জুড়ে দিয়েছেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়েছো। তোমরা আগুনের একটি গর্তের কিনারায় ছিলে, আল্লাহ সেখান থেকে তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৩।

'আল্লাহর রশি' বলতে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। ইসলাম আল্লাহর এমন এক অনুগ্রহ, যার কল্যাণে শত বছরের চলে আসা যুদ্ধ, পরস্পরের প্রতি রক্ত লোলুপতা বিদূরিত হয়ে একে অপরের সাথে দুধ চিনির মতো মিলেমিশে গেছে। অনুপম দীনি ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আল কুরআনের দৃষ্টিতে মুসলিমদের মধ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির মূল ভিত্তি হচ্ছে ইসলাম। এজন্য মুসলমানদের কেবলমাত্র ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য বলা হয়নি বরং সেই ঐক্যের ভিত্তি যেন ইসলাম হয় সেজন্য তাকিদ করেছে। ইসলাম ছাড়া আর কিছু মুসলমানদের ঐক্য সৃষ্টিতে সহায়তা করবে না বরং ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেবে।

৩. আদর্শ সংগঠন

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ـ

"নিসন্দেহে আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে সীসা গলানো প্রাচীরের ন্যায় কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে।"

–সূরা আস সফ ঃ ৪।।

৪. পারস্পরিক সম্পর্ক

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ـ الفتح : ٢٩

"তারা পরস্পর সহানুভূতিশীল।"–সূরা আল ফাতহ ঃ ২৯।।

اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ـ المائدة : ٥٤

"মুমিনদের প্রতি বিনয়ী ও নম্র।"–সূরা আল মায়িদা ঃ ৫৪।।

অর্থাৎ ইসলামী সংগঠনের প্রতিটি সদস্য অপর ভাইয়ের জন্য সহমর্মী ও সহানুভূতিশীল হয়ে থাকেন।

৫. পারস্পরিক হিতোপদেশ

وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ۝ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوا بِالصَّبْرِ ۝ العصر

"শপথ কালের। মানুষ ভীষণ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করে, আর একে অপরকে সত্য দীনের ওপর থাকা এবং ধৈর্যধারণের উপদেশ দেয়।"-সূরা আল আসর।।

৬. পারস্পরিক সহযোগিতা

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ـ المائدة : ٢

"কল্যাণ ও তাকওয়ামূলক কাজে তোমরা একে অপরের সহযোগিতা করো।"-সূরা আল মায়িদা ঃ ২।।

ইসলামী সংগঠনের সদস্যগণ স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক হয় না বরং তারা সৎকাজে একে অপরের সহযোগিতা করে থাকেন।

৭. সংশোধনীমূলক মনোভাব

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ـ الانفال : ١

"আল্লাহকে ভয় করো এবং পরস্পর সংশোধনীমূলক মনোভাব পোষণ করো।"-সূরা আল আনফাল ঃ ১।।

৮. দলাদলি নিষিদ্ধ

وَلاَ تَفَرَّقُوْا ـ ال عمران : ١٠٣

"তোমরা দলাদলিতে লিপ্ত হয়ো না।"-সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৩।।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلاَ تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ ـ

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, নিজেরা পরস্পর ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়ো না, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রতিপত্তি নষ্ট হয়ে যাবে।"–সূরা আল আনফাল ঃ ৪৬।।

৯. আমীরের আনুগত্য

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। আর যারা তোমাদের দায়িত্বশীল তাদের আনুগত্য করো।"

–সূরা আন নিসা ঃ ৫৯।।

আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের পর তৃতীয়ত যে আনুগত্য ইসলামী সংগঠনের প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরয তা হচ্ছে, যাকে সংগঠনের কোনো পর্যায়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে তার আনুগত্য করা। তার কোনো নির্দেশ পসন্দ হোক কিংবা না হোক, স্বতস্ফূর্তভাবে তার আনুগত্য করা মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক (ফরয)।

অবশ্য কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে নেতৃবৃন্দের আনুগত্য করতে হবে। 'প্রথম শর্ত—নেতাকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে। যে কথাটি আয়াতে 'মিনকুম' (তোমাদের মধ্য থেকে) শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় শর্ত—নেতাকে অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করতে হবে। যেমন বলা হয়েছে—'ঈমানদারগণ ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো'—অবশ্যই এ নির্দেশের মধ্যে তারাও অন্তর্ভুক্ত যারা মুসলমানদের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল।

আনুগত্যের সীমা হচ্ছে–শুধু সেইসব নির্দেশের আনুগত্য করতে হবে, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের অনুকূলে। প্রতিকূল কোনো নির্দেশের আনুগত্য তিনি পেতে পারেন না। অন্য কথায় শুধু সৎকাজে তার আনুগত্য করতে হবে, অসৎকাজ কিংবা নাফরমানীমূলক কাজে তার আনুগত্য করা যাবে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

"দায়িত্বশীলের নির্দেশ মেনে চলা প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য। তা তাদের মনোপুত হোক বা না হোক। যদি সেই নির্দেশ নাফরমানীমূলক কাজের না হয়। যদি আল্লাহর নাফরমানীমূলক কোনো কাজের নির্দেশ নেতা দেন, তা শোনাও যাবে না এবং মানাও যাবে না।'

১০. নেতা ও কর্মীর বিরোধ মীমাংসা

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاوِيْلاً ○ النساء : ٥٩

"তবু যদি কোনো ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও। এটিই সঠিক পদ্ধতি এবং পরিণতির দিক থেকেও এটিই উত্তম।"–সূরা আন নিসা ঃ ৫৯।।

মুসলমানের মধ্যে যদি কখনো ঝগড়া-বিবাদ কিংবা মনোমালিন্য সৃষ্টি হয় অথবা নেতা ও কর্মীদের মাঝে মতবিরোধ হয়, তার সমাধান হচ্ছে উভয়কেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরে আসতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব এবং সুন্নাতে রাসূলের আলোকে তার মীমাংসা করতে হবে। হিদায়াতের এ উৎস থেকে যে ফায়সালাই বেরিয়ে আসুক, নিসংকোচে সবাইকে তা মেনে নিতে হবে।

১১. সংগঠিত জীবনের দীনি মর্যাদা

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰٓى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ج ـ النور : ٦٢

"মুমিন মূলত তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মন থেকে মেনে নেয়। সামাজিক সামষ্টিক কোনো কাজে রাসূলের সাথে মিলিত হলে তার অনুমতি না নিয়ে চলে যায় না। হে রাসূল ! যেসব লোক আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মানে।"–সূরা আন নূর ঃ ৬২।।

সাধারণ নিয়মানুযায়ী আল কুরআন এখানেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে একটি মৌলিক ও স্থায়ী মূলনীতি বর্ণনা করেছে। দীনের সামষ্টিক বিষয়াদিতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে হিদায়াত দেয়া হয়েছে তা পরবর্তী সময়ে

তাঁর উত্তরসূরীদের বেলায়ও প্রযোজ্য। আর এ নির্দেশ তাদের জন্যও, যারা ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্ব পালন করবেন।

ইসলামী সংগঠনের নিয়ম-শৃংখলা মেনে চলা এবং আমীরের আনুগত্য করাকে সাধারণ একটি আইনের আওতায় ফেলা হয়নি বরং কুরআন একে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দীনি বিষয়ের মর্যাদা দিয়েছে। আল কুরআন তাদের ঈমানের সার্টিফিকেট দিচ্ছে, যারা সংগঠনের কোনো দায়িত্ব থেকে নেতার অনুমতি নিয়েই কেবল অনুপস্থিত থাকেন।

ইসলামী সংগঠনের আমীর

১. আমীর নির্বাচনের মাপকাঠি

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط ـ الحجرت : ١٣

"হে মানুষ ! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর তোমাদেরকে জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে দিয়েছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। তোমাদের মধ্যে সে-ই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত যে সবচেয়ে বেশী তাকওয়ার অধিকারী।"–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৩।।

পৃথিবীর সকল মানুষ একই পিতামাতার সন্তান। সবাই সমান। মানুষ হিসেবে কারো ওপর কারো প্রাধান্য নেই। বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হয়েছে পরস্পর চেনা জানার জন্য। বুজুর্গী বা শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হচ্ছে 'তাকওয়া'। ইসলামী সংগঠনেও যিনি বেশী তাকওয়ার অধিকারী তিনিই সবচেয়ে বেশী সম্মানিত।

২. নির্বাচনের দীনি গুরুত্ব

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ـ النساء : ٥٨

"আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, আমানত যথাযথ ব্যক্তির হাতে অর্পণের জন্য।"–সূরা আন নিসা ঃ ৫৮।।

এটি একটি মৌলিক নির্দেশ। কিন্তু এখানে বর্ণনার স্টাইলে বুঝা যায়, 'আমানত' শব্দটি দ্বারা ইসলামী সংগঠনের দায়িত্বশীলকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ইসলামী সংগঠনের দায়িত্বশীল নির্বাচনের সময় এমন যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্বাচন করতে হবে যিনি এ গুরুদায়িত্ব বহন করতে পারেন।

ইসলামী সংগঠনের নেতৃত্বের জন্য যোগ্য নেতা নির্বাচন করা ফরয। কুরআন এজন্য জোর দিয়েছে। বলা হয়েছে—'যোগ্য ব্যক্তির হাতে আমানত (দায়িত্ব) তুলে দেয়ার জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন।'

৩. পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ـ ال عمران : ١٥٩

"দীনি ব্যাপারে আপনি তাদের সাথে পরামর্শ করুন।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯।।

এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে যে পরামর্শ দেয়া হয়েছে, তা সকল যুগে সকল ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলদের বেলাই প্রযোজ্য। আল কুরআনের তাকিদ হচ্ছে ইসলামী সংগঠনের ব্যবস্থাপনা পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। তাই সংগঠনের কর্মীদের সাথে পরামর্শ করে সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য দায়িত্বশীলদেরকে বাধ্য করেছে।

৪. প্রত্যেক মুমিনই সম্মানার্হ

وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ـ الانعام : ٥٤

"আমার আয়াতের প্রতি বিশ্বাস করেছে এমন লোক যখন আপনার কাছে আসে, তাদেরকে বলুন—তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।"

–সূরা আল আনআম ঃ ৫৪।।

অর্থাৎ সংগঠনের কোনো ব্যক্তি যখন তার দায়িত্বশীলদের কাছে যাবেন তখন তিনি উদার মনে এবং প্রসন্নচিত্তে তাকে অভ্যর্থনা জানাবেন এবং তার কল্যাণ কামনা করে দুআ করবেন।

৫. দলীয় কর্মীদের গুরুত্ব অনুধাবন

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ج تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج ـ الكهف : ٢٨

"যারা তাদের রবের সন্তুষ্টির জন্য সকাল সাঁঝে তাঁকে ডাকে আপনি নিজের মনকে তাদের সাথে লাগিয়ে নিশ্চিত হোন। কখনো তাদের থেকে চোখ ফেরাবেন না। দুনিয়ার চাকচিক্যের দিকে আপনি প্রলুব্ধ হবেন না।"–সূরা আল কাহ্ফ ঃ ২৮।।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধনের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের তাবৎ নেতাকে একটি মৌলিক বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে—আপনার আসল পুঁজি ও মনযোগের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সেইসব লোক যারা ঈমানের সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে আপনার সঙ্গী হয়েছেন। পার্থিব দৃষ্টিতে এসব দুর্বল লোকদের কোনো মর্যাদা না থাকুক কিন্তু আল্লাহর কাছে এদের মর্যাদা বড়ো বড়ো সরদার ও গোত্রপতিদের চেয়েও অনেক বেশী। কারণ তাদের দুনিয়ার শান-শওকত থাকলেও তারা ঈমানের মতো মহামূল্যবান সম্পদ থেকে বঞ্চিত।

৬. অধিনস্তদের সাথে কোমল আচরণ

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ج ـ الشعراى : ٢١٥

"ঈমানদার লোকদের মধ্যে যারা আপনার অনুসরণ করে তাদের সাথে কোমল আচরণ করুন।"–সূরা আশ শুআরা ঃ ২১৫।।

৭. নম্রতা ও ভালোবাসা প্রদর্শন

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ج وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا انْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ـ ال عمران : ١٥٩

"আল্লাহর বড়ো অনুগ্রহ যে, আপনার ব্যবহার তাদের প্রতি বড়োই কোমল। নইলে আপনি যদি রুক্ষ্ম স্বভাব বা কঠোর চিত্ত হতেন, তারা সবাই আপনার চারপাশ থেকে দূরে সরে যেত।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯।।

৮. বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط ـ ال عمران : ١٥٩

"দীনি বিষয়ে আপনি তাদের সাথে পরামর্শ করুন। কোনো বিষয়ে আপনি দৃঢ়চিত্ত হলে, আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯।।

অর্থাৎ কোনো দীনি বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের পর আপনি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুলে আল্লাহর ওপর ভরসা করে কাজে নেমে পড়ুন। যারা আল্লাহর ওপর ভরসা করেন তারা কখনো নিরাশ হন না।

৯. সাংগঠনিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা

فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَانِهِمْ فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهُ ط ـ

"যখন তারা বিশেষ কোনো কারণে আপনার অনুমতি চাইবে, আপনি যাকে ইচ্ছে দিয়ে দেবেন। আর তাদের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করবেন।"–সূরা আন নূর ঃ ৬২।।

যখন সাংগঠনিক কাজে লোকজন জড়ো হবে, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অনেকে আপনার কাছে ছুটি চাইবে, আপনি যাকে ইচ্ছে ছুটি দেবেন। কিন্তু সংগঠনের শৃঙ্খলার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। কেবল তাদেরকেই অনুমতি দেয়া যেতে পারে যাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন সাংগঠনিক প্রয়োজনের চেয়েও বেশী। যাদের ওজর যথার্থ ও গ্রহণযোগ্য।

দাওয়াতী কাজ

১. ইসলামী সংগঠনের উদ্দেশ্য

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ال عمران : ١٠٤

"তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা কল্যাণ ও সৎকাজের দিকে লোকদেরকে আহ্বান করবে এবং অন্যায়

কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা এ দায়িত্ব পালন করবে তারাই সফলতা লাভ করবে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৪।।

আয়াতে 'খাইর' শব্দটি দ্বারা ঐসব ভালো কাজকে বুঝানো হয়েছে যা আবহমান কাল থেকে মানুষের নিকট ভালো কাজ বলে স্বীকৃতি লাভ করে আসছে এবং আল্লাহর কিতাবও যেগুলোকে ভালো কাজ বলে সাক্ষ্য দিয়েছে। ঐসব ভালো কাজসমূহের সমন্বিত রূপ হচ্ছে আল্লাহর পাঠানো দীন, যুগে যুগে আম্বিয়া কিরাম নিয়ে এসেছেন। যা সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গরূপে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন এবং সুন্নাহরূপে উম্মাহর কাছে রেখে গিয়েছেন।

ইসলামী সংগঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে–সেই দীনের দাওয়াত সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং এমন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে দীন বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। ভালো কাজগুলোকে আইন ও শক্তি বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এবং অন্যায় ও মন্দের মূলোৎপাটন করতে পারে।

দাওয়াতের কুরআনী পদ্ধতি

১. ইসলামের মৌলিক দাওয়াত

وَاِبْرَاهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ○اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا ط اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَايَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْ لَهٗ ط اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ○العنكبوت : ١٦–١٧

"ইবরাহীমের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো, যখন তিনি তার জাতিকে বললেন—আল্লাহর ইবাদাত করো, তাঁকে ভয় করে চলো, এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা বুঝো। তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের পূজা অর্চনা করছো সেগুলো তো নিরেট মূর্তি। একে তোমরা মনগড়াভাবে বানিয়ে নিয়েছো। আল্লাহ ছাড়া যাদের পূজা-উপাসনা করছো, তারা তোমাদেরকে রিযিক দেয়ার ক্ষমতা রাখে না।

আল্লাহর কাছে রিযিক চাও, তার ইবাদাত করো, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও, তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।"–সূরা আল আনকাবুত ঃ ১৬-১৭।।

শির্ক ভিত্তিহীন বিষয়। বিশ্ব প্রকৃতিতে এর কোনো গ্রহণযোগ্য ভিত্তি নেই। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সংক্ষিপ্তভাবে এ কয়টি আয়াতে অত্যন্ত বিজ্ঞচিতভাবে সেইসব দলিল-প্রমাণের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যা থেকে প্রমাণিত হয়, যার ভেতর সামান্য মাত্রায়ও বুদ্ধিশুদ্ধি আছে তিনি কখনো এরূপ অনর্থক জিনিসের ওপর জীবনের ভিত্তি স্থাপন করতে পারেন না। কারো বন্দেগীর জন্য অবশ্যই কিছু যুক্তিসংগত কারণ থাকতে হবে। এ মূর্তিগুলো তো প্রাণহীন, পাথর। কাজেই এগুলোর পূজা করার পেছনে কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। এগুলো না মানুষকে সৃষ্টি করেছে, যে কারণে মানুষ তার মুখাপেক্ষী হবে, আর না মানুষকে জীবিকা প্রদান করে, যে কারণে মানুষ তার অস্তিত্ব রক্ষার্থে তাদের কাছে ধরণা দেবে। তাছাড়া মানুষের সাথে এমন কোনো সম্পর্কও নেই যে, তাদের থেকে কোনো ক্ষতির আশংকা করে তাদেরকে খুশী রাখার চেষ্টা করবে। তাহলে কেন তাদের পূজা-অর্চনা করতে হবে ? সামান্য বুদ্ধি-বিবেক খরচ করে একটু চিন্তা করলেই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারবে, ইবাদাত বন্দেগী ও পূজা -অর্চনা পাবার অধিকারী কেবলমাত্র সেই আল্লাহ, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, যথাযথভাবে প্রতিপালন করেছেন এবং যার কাছে মানুষকে ফিরে যেতে হবে।

২. চিন্তামূলক দাওয়াত

وَقَالَ الَّذِىْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ۝ يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ز وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِىَ دَارُ الْقَرَارِ ۝ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ وَيٰقَوْمِ مَا لِىْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِىْٓ اِلَى النَّارِ ۝ تَدْعُوْنَنِىْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ ز وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ۝ لَاجَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِىْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ

لَهٗ دَعْوَةٌ فِى الدُّنْيَا وَلاَ فِى الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ○ المؤمن : ٣٨_٤٣

"যিনি ঈমান এনেছিলেন তিনি তার জাতিকে বললেন, হে আমার জাতি! তোমরা আমার অনুসরণ করো, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিচ্ছি। জাতি ভাইয়েরা আমার ! দুনিয়ার জীবনটাতো মাত্র কদিনের জন্য। আখিরাত হচ্ছে স্থায়ী নিবাস। যে অন্যায় করবে তাকে ততটুকু বিনিময়ই দেয়া হবে যতটুকু অন্যায় সে করেছে। আর যে নেক আমল করবে সে পুরুষই হোক কিংবা মহিলা—যদি ঈমানদার হয় তাহলে জান্নাতে যাবে এবং তাকে অঢেল জীবিকা প্রদান করা হবে। হে আমার জাতির ভাইয়েরা ! আমি তোমাদেরকে মুক্তির পথে ডাকছি আর তোমরা আমাকে জাহান্নামের পথে ডাকছো ! তোমরা বলছো-আমি যেন আল্লাহর সাথে কুফরী করি এবং এমন জিনিসকে তাঁর অংশীদার মনে করি যেগুলোকে আমি চিনিও না। অথচ আমি তোমাদেরকে তাঁর দিকে ডাকছি যিনি মহাপরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল। এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। আর তোমরা যে পথে আমাকে ডাকছো দুনিয়া ও আখিরাতে সে পথের কোনো দাওয়াত নেই। অবশ্যই আমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। যারা বিরুদ্ধাচরণ করবে তাদের জন্য জাহান্নাম।"-সূরা আল মুমিন ঃ ৩৮-৪৩।।

৩. চিন্তার বিশুদ্ধিকরণ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرَاهِيْمَ○ اِذْ قَالَ لاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ○قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا○فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِيْنَ○ قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ○ اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ○قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَآ اٰبَآءَ نَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ○قَالَ اَفَرَاَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ○ اَنْتُمْ وَاٰبَآءُ كُمُ الْاَقْدَمُوْنَ○فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىْ اِلاَّ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ○الَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ○وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ○وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ○ الَّذِىْ يُمِيْتُنِىْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ○وَالَّذِىْٓ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَلِىْ خَطِيْٓئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ_ الشعراء : ٦٩_٨٢

"তাদেরকে ইবরাহীমের কথা শুনিয়ে দাও। যখন তিনি তার পিতা ও জাতিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—এগুলো কী, তোমরা যার পূজা করছো? তারা বললো—এগুলো মূর্তি, আমরা যার পূজা করি এবং এদের জন্য আমরা আমাদের জীবনকে উৎসর্গ করেছি।

–'এগুলো কি শুনতে পায়, যখন তোমরা ডাকো ? কিংবা এরা তোমাদের কোনো উপকার অথবা ক্ষতি করতে পারে কি ?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

–'না, তা নয়। তবে আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষকে এরূপ করতে দেখেছি।' তারা বললো।

–তোমরা কি বিষয়টি ভেবে দেখেছো, যাদের পূজা-অর্চনা তোমরা করছো ? এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা করেছে ?

আল্লাহ ছাড়া এরা সবাই আমার দুশমন। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, সরল পথ দেখিয়েছেন এবং আমাকে খাওয়া পরার ব্যবস্থা করেছেন। আমি অসুস্থ হয়ে গেলে তিনি আমাকে সুস্থ করে তুলেন। তিনি আমাকে মৃত্যু দেবেন আবার জীবিত করবেন। আমি আরো আশা করি বিচারের দিনে তিনি আমার ভুলত্রুটি মাফ করে দেবেন।"–সূরা আশ শুআরা ঃ ৬৯-৮২।।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সুকৌশলে শির্কের বিরোধিতা করেছেন। শির্কের কোনো ভিত্তি নেই একথা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। তারাও নীতিগতভাবে স্বীকার করে নিয়েছে, আমাদের কাছেও কোনো ভিত্তি নেই। কেবল পূর্বপুরুষকে এরূপ করতে দেখেছি, তাই আমরাও এরূপ করি। অতপর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আরো বলিষ্ঠভাবে এবং কৌশলের সাথে বললেন—কেবল আল্লাহ পূজা ও উপাসনা পাবার অধিকারী। কারণ তিনি সৃষ্টি করেছেন, জীবন চলার পথ দেখিয়েছেন, মানবিক প্রয়োজন পুরো করেছেন, বিপদাপদে আমাদেরকে রক্ষা করেন, তাঁরই ইচ্ছেয় জীবন-মৃত্যু সংঘটিত হয়, বিচার দিনের মালিক এবং মানুষের যাবতীয় অপরাধ মার্জনাকারীও কেবলমাত্র তিনি।

৪. দাওয়াতী কাজের কলা কৌশল

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ط ـ النحل : ١٢٥

"উত্তম ভাষণ ও কলাকৌশলের সাথে আপনি আপনার প্রতিপালকের পথে লোকদেরকে ডাকুন। তাদের সাথে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক করুন (যদি প্রয়োজন হয়)।"–সূরা আন নাহল ঃ ১২৫।

দাওয়াতী কাজের হিকমাত বা কলাকৌশল সম্পর্কে আল কুরআন তিনটি মূলনীতি বর্ণনা করেছে।

ক. হিকমাতের সাথে দাওয়াত প্রদান।

খ. উত্তম ভাষণ বা সুন্দর ভঙ্গীতে উপস্থাপন।

গ. বিতর্কের সময়ও সৌজন্যবোধ, শালীনতা ও ভদ্রতা বজায় রাখা।

হিকমাতের সাথে দাওয়াত দেয়ার অর্থ—দাওয়াতদানকারী তার দাওয়াতের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন থাকবেন। এ মহামূল্যবান সম্পদকে যেন যেখানে সেখানে ছুড়ে ফেলা না হয়। স্থান-কাল ও পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তার যোগ্যতা, মর্যাদা ও অবস্থার কথা বিবেচনায় রেখে দাওয়াত দিতে হবে।[১]

উত্তম ভাষণে দাওয়াত প্রদানের অর্থ দাওয়াত দাতা শ্রোতার কল্যাণ কামনা করে এবং নেক নিয়াতে এমনভাবে দাওয়াতী কথাগুলোকে উপস্থাপন করবেন যাতে শ্রোতার আগ্রহ ও ঔৎসুক্য বেড়ে যায়। ফলে তিনি জ্ঞানগত তৃপ্তি লাভের সাথে সাথে সত্যের প্রতিও প্রবলভাবে আকর্ষণ অনুভব করেন।[২]

সর্বোত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক অর্থ—দাওয়াতী কাজের সময় যদি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সহজ-সরল ভাষায় সৌজন্যবোধ ও শালীনতা বজায় রেখে কথা বলতে হবে। রাগ, ঘৃণা, হঠকারিতা, উত্তেজনা কিংবা বোকামী প্রদর্শন করা যাবে না। এমন যুক্তিযুক্ত কথা বলতে হবে যেন সে চিন্তাভাবনা করার অবকাশ পায় এবং তার মধ্যে সত্যকে জানার স্পৃহা বৃদ্ধি হয়। যদি পরিবেশ এরূপ না থাকে, তাহলে দাওয়াতদানকারী চুপ থাকবেন কিংবা সেখান থেকে উঠে ভদ্রতার সাথে চলে যাবেন।

---

১. দাওয়াতের হিকমাত বা কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে পবিত্র কুরআনের সেই অংশটুকু ভালোভাবে অধ্যয়ন করতে হবে, যে অংশে নবীদের কর্মপদ্ধতি বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।–লেখক

২. বিস্তারিত জানার জন্য আল কুরআনের সেসব জায়গা অধ্যয়ন করা প্রয়োজন যেসব জায়গায় আমলে সালেহ এর সীমাহীন পুরস্কার, অন্যায়ের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, জান্নাতের চিরন্তনী নিয়ামত, জাহান্নামের চিরস্থায়ী মর্মান্তিক আযাব এবং নবী-রাসূলদের ও তাদের সঙ্গী সাথীদের পুরস্কার আর দীনের বিরোধীদের করুণ পরিণতির কথা বর্ণিত হয়েছে।–লেখক

দাওয়াত দানকারীর গুণাবলী

১. দীনের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বুঝা

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ○ لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَابِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ ـ الحجر : ٨٧ـ٨٨

"আমি আপনাকে সাতটি আয়াত দিয়েছি, বারবার পড়ার মতো এবং মহান এক কিতাব কুরআন প্রদান করেছি। বিভিন্ন লোকদেরকে আমি যে সম্পদ দিয়েছি আপনি সেদিকে তাকাবেন না।"

–সূরা আল হিজর ঃ ৮৭-৮৮।।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে মুসলমানদের বলা হয়েছে তোমরা অত্যাচারিত, তোমাদের সহায়-সম্বল না থাকতে পারে কিন্তু তোমাদেরকে কুরআনের মতো এক অমূল্য সম্পদ দান করা হয়েছে। এ মহামূল্যবান সম্পদের মুকাবিলায় কদিনের শান-শওকত কি আর বেশী গুরুত্ব পেতে পারে ? তোমরা যা কিছু পেয়েছো, তা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ইজ্জত ও মর্যাদার আধার। তাই তোমরা নশ্বর ও মূল্যহীন সম্পদের দিকে তাকিয়ো না।

২. দায়িত্বের পূর্ণ অনুভূতি

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ ـ

"বলুন, হে কিতাবধারীরা ! তোমরা কোনো পথেই নও, যে পর্যন্ত না তোমরা তাওরাত, ইনজিল এবং যে কিতাব তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে সেগুলো পুরোপুরি পালন না করো।"

–সূরা আল মায়িদা ঃ ৬৮।।

আয়াতে যদিও আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, তোমাদেরকে এতো সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে এবং তোমাদেরকে সৃষ্টিই করা হয়েছে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে। কাজেই তোমরা সেই উদ্দেশ্য সাধনে সচেষ্ট হও। কিন্তু একথাগুলো মূলত তাদের জন্য, যাদেরকে বিশ্বমানবের হিদায়াত এবং দীন কায়েমের জন্য বাছাই করা হয়েছে।

৩. সমাজ সংস্কারের পেরেশানী

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ـ

"হে রাসূল ! এরা যদি এ শিক্ষার ওপর ঈমান না আনে, তাহলে মনে হয় আপনি দুশ্চিন্তায় নিজের জীবনটা শেষ করে ফেলবেন।"
—সূরা আল কাহ্ফ ঃ ৬।।

৪. সত্যের উপলব্ধি

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ قف عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ ـ

"হে রাসূল ! আপনি বলে দিন—আমি আল্লাহর দিকে ডাকি, এটিই আমার পথ। আমি এবং আমরা সাথীরা পূর্ণ আলোকে নিজেদের পথ দেখছি।"—সূরা ইউসুফ ঃ ১০৮।।

৫. ধৈর্য ও দৃঢ়তা

وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ط اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ـ لقمن : ١٧

"সৎকাজের নির্দেশ দাও। পাপকাজ থেকে নিষেধ করো। আর যে বিপদই আসুক ধৈর্যধারণ করো। নিসন্দেহে এটি বড়ো সাহসী কাজ।"
—সূরা লুকমান ঃ ১৭।।

৬. বিনিময় প্রত্যাশী না হওয়া

قُلْ مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ○

"তাদেরকে বলে দিন—আমি এ কাজে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না। শুধু চাই, যার মন চায় সে যেন তার প্রতিপালকের পথে আসে।"—সূরা আল ফুরকান ঃ ৫৭।।

অর্থাৎ আমার দাওয়াতী কাজের যে কষ্ট বা শ্রম আমি তার বিনিময় চাই না। আমি চাই আল্লাহর বান্দাগণ তাঁর পথে চলে আসুক।

৭. আল্লাহর সাহায্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

"যারা আমার জন্য চেষ্টা সাধনা করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথ দেখাবো। সৎলোকদের সাথে নিশ্চয়ই আল্লাহ রয়েছেন।"
–সূরা আল আনকাবুত ঃ ৬৯।।

যারা আল্লাহর পথে চেষ্টা-সাধনা করেন আল্লাহ তাদের জীবনের প্রতিটি বাঁকে দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকেন এবং সাহায্য সহযোগিতা করেন।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ـ

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা যদি আল্লাহর সাহায্য করো, তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন। আর তোমাদের পদক্ষেপকে দৃঢ় রাখবেন।"–সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৭।।

আল্লাহকে সাহায্য করা অর্থ–তাঁর দীনকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা প্রচেষ্টা করা।

সত্যের আহ্বানকারী ও বিরোধী মহল

সত্যের আহ্বানকারী আপদমস্তক আল্লাহর রহমতে ডুবে থাকেন। ফলে যারা বিরোধী মহল তাদের সাথেও তারা ইনসাফ ও সততাপূর্ণ আচরণ করেন।

১. বিরোধী মহলের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ط اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ○ وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ○ حم سجدة : ٣٤ ـ ٣٥

"ভালো ও মন্দ সমান নয়। উত্তম আচরণ দ্বারা মন্দের অপনোদন করুন। দেখবেন যার সাথে শত্রুতা ছিলো সে আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেছে। ধৈর্যশীল ছাড়া এ মর্যাদা আর কেউ লাভ করতে পারে না।"–সূরা হা-মীম আস সাজদা ঃ ৩৪-৩৫।।

অর্থাৎ সত্যের আহ্বানকারী ধীরস্থির ও অত্যন্ত প্রশস্ত মনের অধিকারী হয়ে থাকেন। নিজের শত্রুর বেলায়ও তিনি মনে প্রতিশোধ স্পৃহা পোষণ করেন না। তাদের খারাপ আচরণ ও বাড়াবাড়ির জবাবেও তিনি সহানুভূতিপূর্ণ ও কল্যাণকর আচরণই করে থাকেন। ফলে বিরোধী মহলেও তিনি প্রিয় ও মর্যাদাশীল হিসেবে বিবেচিত হন, পরিণামে তাকে বন্ধু ও প্রিয়জনে পরিণত করে দেয়।

২. উচ্চকণ্ঠে ইসলামের ঘোষণা

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صٰلِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ○ حم سجدة : ٣٣

"তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে যিনি লোকদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন, সৎকাজ অব্যাহত রাখেন এবং ঘোষণা দেন আমি মুসলমান।"–সূরা হা-মীম আস সাজদা ঃ ৩৩।।

পৃথিবীতে সর্বোত্তম বক্তা তিনি, যিনি লোকদের আল্লাহর পথে আহ্বান করেন। যার জীবনের পলে পলে জড়িয়ে আছে সৎকাজ। যিনি তার দাওয়াতের বাস্তব নমুনা। সংগীন অবস্থায়ও যার চেহারা জুড়ে লেগে থাকে প্রশান্তির হাসি। গর্ব ও অহংকারের সাথে যিনি নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দেন।

৩. বিরোধিতায় অকুতোভয় হওয়া

يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ـ المائدة : ٥٤

"তারা অকুতোভয় হয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে পরওয়া করে না।"–সূরা আল মায়িদা ঃ ৫৪।।

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ـ اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ ـ

"আপনাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করুন। মুশরিকদেরকে কোনো পরওয়াই আপনি করবেন না। বিদ্রূপকারীদের ব্যাপারে আমিই যথেষ্ট।"–সূরা আল হিজর ঃ ৯৪।।

অর্থাৎ আপনি বিরোধিদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ, তিরস্কার-ভৎর্সনাকে পরওয়া করবেন না। আপনি নির্দ্বিধায় সত্যের দাওয়াত দিতে থাকুন। তাদের ব্যাপারটি আমার কাছে ছেড়ে দিন। তাদের মুকাবেলা করার জন্য আমিই যথেষ্ট।

৪. আপোষহীন মনোবৃত্তি

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۚ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۚ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۚ -

"সুতরাং আপনি এর প্রতি দাওয়াত দিন এবং যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার ওপর অবিচল থাকুন। আপনি তাদের খেয়ালি মনের অনুসরণ করবেন না। বলুন, আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আমি তাতে বিশ্বাসস্থাপন করেছি। আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের পালনকর্তা। আমাদের কর্ম আমাদের জন্য আর তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য। আমাদের ও তোমাদের মাঝে কোনো বিবাদ নেই। আল্লাহ আমাদেরকে সমবেত করবেন, একদিন তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"–সূরা আশ শুরা ঃ ১৫।।

অর্থাৎ আপনি পরিষ্কার বলে দিন তোমাদের ভয়ে কিংবা তোমাদের খুশী করার জন্য আমরা এমন কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করবো না যা দীনি চেতনা বিরোধী। আমাদের থেকে তেমন কিছু আশা করো না। আমরা আল্লাহর কিতাবে বিশ্বাস করেছি এবং সর্বাবস্থায় তার ওপর দৃঢ় থাকবো।

اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ ـ الفتح : ٢٩

"মুসলমানগণ কাফিরদের প্রতি শক্ত ও কঠোর।"
–সূরা আল ফাতহ ঃ ২৯।।

অর্থাৎ তারা নিজেদের নীতির ওপর এমন অটল ও প্রত্যয়ী যে, বাতিল শক্তি তাদের থেকে সামান্য সুযোগ সুবিধাও লাভ করতে পারে না।

৫. দৃঢ় ও অটল থাকা

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝ الاحزاب : ١

"হে নবী ! আল্লাহকে ভয় করুন। কাফির ও মুনাফিকদের অনুসরণ করবেন না। আল্লাহতো সবই জানেন, মহাবিজ্ঞ।"

–সূরা আল আহযাব ঃ ১।।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে সকল মানুষকে হিদায়াত দেয়া হচ্ছে, শুধু আল্লাহকে ভয় করো। তাঁর দীনের অনুসরণ করো। কাফির মুনাফিকদের ভয় করা দীনি চেতনার পরিপন্থী বিষয়। তাদের অন্যায় আবদারের কাছেও নতি স্বীকার করো না। ঈমানের দাবী হচ্ছে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা এবং তাঁর আনুগত্য করা।

৬. সর্বাবস্থায় পূর্ণাঙ্গ দীনের দাওয়াত দিতে হবে

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ ط قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ ج اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَيَّ ج اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝

"আমার স্পষ্ট কথাগুলো যখন তাদেরকে শোনানো হয়, যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা করে না তারা বলে–এর পরিবর্তে অন্য কোনো কুরআন নিয়ে এসো কিংবা এতে কিছু রদবদল করে দাও। আপনি বলে দিন, এতে কোনো পরিবর্তন করার অধিকার আমার নেই। আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি, যা আমার কাছে ওহী করা হয়। আমি যদি আমার প্রতিপালকের বিরুদ্ধাচরণ করি তাহলে বিভীষিকাময় দিনের শাস্তির ভয় আছে।"–সূরা ইউনুস ঃ ১৫।।

৭. বাতিলের উৎপীড়নে ধৈর্যধারণ করা

وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا ط ـ ابراهيم : ١٢

"তোমরা আমাদেরকে যে কষ্ট দিচ্ছো সে জন্য আমরা অবশ্যই ধৈর্যধারণ করবো।"-সূরা ইবরাহীম ঃ ১২।।

৮. নরম সুরে দাওয়াত দেয়া

فَقُوْلاَ لَهُ قَوْلاً لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ـ طه : ٤٤

"আপনারা দুজন তার সাথে নরম সুরে কথা বলবেন। সম্ভবত সে নসীহত কবুল করবে কিংবা ভীত হবে।"-সূরা ত্ব-হা ঃ ৪৪।।

৯. শালীনতার সীমা অতিক্রম না করা

وَقُلْ لِّعِبَادِىْ يَقُوْلُوْا الَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ـ بنى اسرائيل : ٥٣

"আপনি আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন এমন কথা বলে, যা সর্বোত্তম।"-সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৫৩।।

অর্থাৎ বিরোধী মহল যদি তাদের বোকামী ও নির্বুদ্ধিতার কারণে উত্তেজিত হয়ে অশালীন কিছু বলে বসে, তবু আপনারা মাথা ঠাণ্ডা রেখে উত্তম কথাই বলুন। প্রশান্ত মনে দীনে হকের দাওয়াত দিতে থাকুন।

১০. অপরের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কথা বলা

وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدعُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ـ

"এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকেই ডাকুক না কেন তাদেরকে গালি দিয়ো না। হতে পারে মূর্খতা হেতু তারা সীমালংঘন করে আল্লাহকেই গালি দিয়ে বসবে।"-সূরা আল আনআম ঃ ১০৮।।

যারা দাওয়াতী কাজ করবেন, তাদেরকে অপরের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কথা বলতে হবে। আবেগের বশবর্তী হয়ে তাদের বাতিল মাবুদদের মন্দ বলা যাবে না। এ ধরনের আবেগের পরিণতিতে তারা দাওয়াত কবুল করাতো দূরের কথা, উল্টো মূর্খতাবশত আল্লাহকেই গালি দিয়ে বসতে পারে।

১১. জোর জবরদস্তি না করা

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ق : ٤٥

"এরা যেসব কথাবার্তা বলে তা আমি ভালো করেই জানি। আপনি তাদেরকে জোরজবরদস্তি করবেন না। আপনি শুধু কুরআন দিয়ে তাদেরকে উপদেশ দিন যারা আমার ভয় দেখালে ভয় পায়।"

–সূরা ক্বাফ ঃ ৪৫।।

আল কুরআনের দাওয়াত জোর করে কাউকে গ্রহণ করানো যাবে না। আর এ দায়িত্বও আপনার নয়। আপনি শুধু তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকুন। যার মন নরম হয়ে আসবে সে-ই আপনার দাওয়াত কবুল করবে।

১২. দীনে কোনো জবরদস্তি নেই

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ـ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ج فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ق لَاانْفِصَامَ لَهَا ـ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ البقرة : ٢٥٦

"দীনে কোনো জবরদস্তি নেই। সত্য পথ ভ্রান্তি থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। যে তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করবে, সে এমন একটি মযবুত হাতল ধরলো যা কখনো ভাংবে না। আল্লাহতো সবকিছু জানেন, শোনেন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৬।।

মুসলমান যে দীনের অনুসরণ করেন, দাওয়াত দেন, যে দীন কায়েমের দায়িত্ব তাদেরকে অর্পণ করা হয়েছে, তার অর্থ এই নয় যে, জোর করে মানুষের মনে তা ঢুকিয়ে দেবে। মানুষের মন পরিবর্তনের ক্ষমতা আল্লাহর। আল্লাহ তার দিলকেই হিদায়াতের আলোতে ঝলমলিয়ে দেন, যে তা কামনা করে। যে মুক্ত মনে চিন্তাভাবনা করে তা গ্রহণ করার জন্য তৈরী হয়ে যায়।

১৩. ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি রাখা

قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوا لِلَّذِيْنَ لَايَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ ـ جاثيه : ١٤

"মুমিনদেরকে বলুন ! তারা যেন তাদেরকে মাফ করে দেয়, যারা আল্লাহর সেই দিনগুলোর ব্যাপারে বিশ্বাস রাখে না।"

–সূরা আল জাসিয়া ঃ ১৪।।

'আল্লাহর সেই দিনগুলো' বলতে বুঝানো হয়েছে, যেসব দিনে আল্লাহ কোনো কোনো জাতিকে সৌভাগ্যবান করেছেন আবার কোনো কোনো জাতিকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করেছেন। কাজেই যারা আল্লাহর রহমত ও শাস্তি সম্পর্কে উদাসীন, চিন্তাভাবনা করে না, দাওয়াতদানকারীদের সাথে হঠকারিতা প্রদর্শন করে, তাদের প্রতি অনুগ্রহ ছাড়া আর কী-ইবা করা যায়। তাদেরকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা-ই ভালো।

১৪. আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রাখা

لَايَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ○

"দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের সাথে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদাচারণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। অবশ্যই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।"–সূরা আল মুমতাহিনা ঃ ৮।।

সত্য বিরোধী কিছু লোক যদি তোমাদের ওপর যুলম নির্যাতন করে থাকে এবং তোমাদেরকে বাড়িঘর থেকে বের করে দিয়ে থাকে, তাদের নির্যাতনের কারণে সকলের প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করা ঠিক নয়, এমন কি তাদের সাথে সম্পর্কও ছিন্ন করা যাবে না। বরং অন্যান্য অমুসলিমের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করো। কারো প্রাপ্য শাস্তি অন্য কোনো নিরাপরাধ লোককে দেয়া যাবে না। যার প্রাপ্য শাস্তি, তাকেই দিতে হবে।

হিজরত

يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِىْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّاىَ فَاعْبُدُوْنِ ـ العنكبوت : ٥٦

"হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ ! আমার জমিন বেশ প্রশস্ত। কাজেই তোমরা আমার-ই ইবাদাত করো।"–সূরা আল আনকাবুত ঃ ৫৬।।

মুমিনের কাজ সর্বদা সে আল্লাহর ইবাদাত করবে। যদি কোনো জায়গায় আল্লাহর ইবাদাত করার সুযোগ না পাওয়া যায়, হিজরত করবে। হিজরত অর্থ আল্লাহ্র জন্য সম্পর্কহীন হয়ে যাওয়া। ঐসব জিনিস থেকে

মুমিনের সম্পর্কচ্ছেদ করা উচিত যেগুলো আল্লাহ্‌র ভালোবাসার পথে অন্তরায়। চাই মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ কিংবা জন্মভূমিই হোক না কেন।

১. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের হিজরত

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ط اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّاo اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَالَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْئًاo يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَالَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْٓ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّاo يٰٓاَبَتِ لَاتَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ط اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّاo يٰٓاَبَتِ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّاo قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ط لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّاo قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ط سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّاo وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّيْ ز عَسٰٓى اَلَّآ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّيْ شَقِيًّاo مريم : ٤١ ـ ٤٨

"আপনি এ কিতাবে ইবরাহীমের কথা বলে দিন। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন একজন সত্যবাদী নবী। যখন তিনি তার পিতাকে বললেন-হে আমার পিতা ! যে শোনে না, দেখে না, এমনকি আপনার কোনো উপকারও করতে পারে না, তার পূজা করেন কেন ? হে আমার পিতা ! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে যা আপনার কাছে আসেনি, তাই আমার অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে সরল পথ দেখাবো। পিতা ! শয়তানের বন্দেগী করবেন না। অবশ্যই শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা ! আমার ভয় হয় দয়াময়ের কোনো শাস্তি না আপনার ওপর এসে পড়ে। তখন আপনি শয়তানের দলে পড়ে যাবেন। পিতা বললো—হে ইবরাহীম ! তুমি কি আমার উপাস্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো ? যদি তুমি বিরত না হও, পাথর নিক্ষেপে তোমাকে হত্যা করবো। তুমি আমার সামনে থেকে চিরদিনের জন্য দূর হয়ে যাও। ইবরাহীম বললেন-আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, আমি আমার পালনকর্তার কাছে আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো।

অবশ্যই তিনি আমার প্রতি বড়োই অনুগ্রহশীল। আমি আপনাদের এবং আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে ডাকেন তাদেরকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আমি আমার প্রতিপালককেই ডাকবো। আশা করি আমার প্রতিপালকের ইবাদাত করে আমি বঞ্চিত হবো না।"–সূরা মারইয়াম ঃ ৪১-৪৮।।

আল্লাহর পথে জিহাদ

বিরোধী শক্তির মুকাবেলায় সত্যের দাওয়াতের জন্য মুমিনগণ যে চেষ্টা সাধনা করেন, তা জিহাদ। এর চূড়ান্ত পর্যায় হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন বাজী রেখে যুদ্ধের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়া।

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ ـ الانفال : ٦٠

"তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য সাধ্য অনুযায়ী যুদ্ধ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করে রাখো। নিজের শক্তি ও পালিত ঘোড়া থেকে। যেন আল্লাহর ও তোমাদের দুশমনেরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যায়।"–সূরা আল আনফাল ঃ ৬০।।

১. জিহাদ ঈমানের মাপকাঠি

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ○ التوبة : ٢٤

"আপনি বলে দিন, তোমাদের কাছে যদি পিতা, ভাই, স্ত্রী, আত্মীয় স্বজন, অর্জিত ধন-সম্পদ, সেই ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় করো এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা খুবই পসন্দ করো, আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদের চেয়ে অধিক প্রিয় হয়, তাহলে অপেক্ষা করো আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা আসা পর্যন্ত। আল্লাহ ফাসিকদের কখনো হিদায়াত নসীব করেন না।"

–সূরা আত তাওবা ঃ ২৪।।

অর্থাৎ আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে ধন-সম্পদ এবং পার্থিব আত্মীয়-স্বজনকে প্রাধান্য দেয়া আল্লাহর সুস্পষ্ট নাফরমানী। আর এ ধরনের নাফরমান আল্লাহর হিদায়াত থেকে বঞ্চিতই রয়ে যায়।

২. আল্লাহর পথে বেরুনোর পেরেশানী

وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآاَجِدُ مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ص تَوَلَّوْ وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ـ التوبه : ٩٢

"তাদের সম্পর্কে আপত্তি করার কিছু নেই। যারা এসে আপনাকে যানবাহনের ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলো, আপনি বলেছিলেন—আমিতো তোমাদেরকে যানবাহনের ব্যবস্থা করে দিতে পারবো না। অগত্যা তারা ফিরে যেতে বাধ্য হলো। অথচ তাদের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিলো। তাদের একটিই কষ্ট ছিলো, নিজেদের খরচে জিহাদে অংশগ্রহণের ক্ষমতা তাদের নেই।"

—সূরা আত তাওবা ঃ ৯২।।

আল্লাহর কাছে সত্যিকার মর্যাদা ও মূল্য ঐ আবেগ বা পেরেশানীর যা সত্যের দাওয়াত দানকারীকে দীনি খেদমত ও দীন কায়েমের জন্য সদা ব্যতিব্যস্ত রাখে। দীনের জন্য পাগল এ লোকগুলো যদি জিহাদের উপকরণ সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে না পারেন, ঈমানী শক্তি প্রদর্শনের সুযোগ না পান, তারা অপারগ বা অক্ষম হিসেবে গণ্য। তারা ঐসব মুজাহিদের সম মর্যাদাবান, যারা আল্লাহর পথে জান মাল দিয়ে জিহাদ করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

তাবুক অভিযান থেকে ফিরে এসে তিনি সাথীদের বলেছিলেন—'মদীনায় এমন কিছু ব্যক্তি রয়েছেন, তোমরা যেসব উপত্যকা অতিক্রম করেছো, তোমাদের প্রতিটি পদক্ষেপের সাথেই তারা ছিলো।' সাহাবাগণ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'তারা মদীনায় অবস্থান করেই এরূপ মর্যাদা লাভ করলেন ?' বললেন—"হ্যাঁ, তারা মদীনায় থেকেই সেই মর্যাদা লাভ করেছে। কারণ তাদের অক্ষমতাই তাদেরকে বিরত রেখেছে। আসলে তারা বিরত থাকার লোক নয়।'

৩. জিহাদে অংশগ্রহণ না করা মুমিনদের কাহিনী

وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ط حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْٓا اَنْ لاَّ مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلاَّ اِلَيْهِ ط ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○ التوبه : ١١٨

"সেই তিনজন যাদের ব্যাপারটি মুলতবী রাখা হয়েছিলো। বিশাল ও বিস্তৃত পৃথিবী তাদের কাছে সংকোচিত হয়ে গেলো এবং তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠলো। তারা বুঝতে পারলো, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই। অতপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি, যেন তারা ফিরে আসে। নিসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।"

–সূরা আত তাওবা ঃ ১১৮।।

এ আয়াতে যে তিনজনের কথা বলা হয়েছে, তারা হচ্ছেন—কা'ব ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু, মুরারা ইবনু রবী' রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হিলাল ইবনু উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু। এরা ছিলেন খাঁটি মুমিন এবং নিবেদিত প্রাণ। ইতোপূর্বে তারা নিষ্ঠা ও সততার বহু প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু তাবুক অভিযানের সময় এরা শৈথিল্য প্রদর্শন করে জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন।

হযরত কা'ব ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমার পিতা বলেছেন—তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছিলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বারবার আবেদন করছিলেন। আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম—অবশ্যই আমি যাবো। কিন্তু অবসাদ এসে জেকে বসলো। সব মুসলমান যুদ্ধে চলে গেলেন। যাবার ইচ্ছে নিয়ে আমি মদীনায় বসে রইলাম।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাবুক থেকে মদীনায় ফিরে এলেন, মুনাফিকরা বড়ো বড়ো শপথ করে নিজেদের অজুহাত পেশ করতে লাগলো। তিনি তাদের বাহ্যিক শপথ ও বক্তব্য শুনে মেনে নিলেন এবং প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিলেন। বললেন—আল্লাহ তোমাদের মাফ করুন।

যখন আমার পালা এলো, আমি পরিষ্কার বলে দিলাম—হে আল্লাহর রাসূল ! আমার কোনো ওজর ছিলো না। আমার গাফলতি ও শৈথিল্য

আমাকে এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করেছে। আমার দু সাথীও এরূপ সত্য কথা বলে দিলেন।

অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবাইকে নির্দেশ দিলেন—কেউ যেন আমাদের তিনজনের সাথে কথা না বলেন। ঘোষণা দেয়া মাত্র মদীনার ভূমি আমার জন্য পাল্টে গেলো। সঙ্গী সাথীহীন অবস্থায় স্বদেশে প্রবাসী হয়ে রইলাম। কেউ আমার সাথে সালামও বিনিময় করেন না। একদিন আমি হতাশাগ্রস্ত হয়ে আমার বাল্য বন্ধু আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট গেলাম। সালাম দিলাম। তিনি কোনো প্রতি উত্তর দিলেন না। পুনরায় আমি জিজ্ঞেস করলাম—আবু কাতাদা ! আমার ভেতর কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত নেই ? তিনি চুপ করে রইলেন। তৃতীয়বার আমি এরূপ বললাম, তিনি শুধু বললেন—আল্লাহই ভালো জানেন।' আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে গেলো, চোখ বেয়ে নেমে এলো অঝোর ধারা।

একদিন বাজারে এক ব্যক্তি আমাকে একটি পত্র দিলেন, গাসসান বাদশাহ্‌র। তাতে লেখা ছিলো—

'আমি শুনলাম আপনার সাথী নাকি আপনাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। আপনি তো আর ফেলনা নন। আমার কাছে আসুন, যথাযথ মর্যাদা দেবো।'—বললাম, আরেক বিপদে জড়িয়ে গেলাম।

এভাবে চল্লিশ দিন গেলো। এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের এ ঘোষণা নিয়ে এলেন—স্ত্রী থেকেও আপনাকে পৃথক থাকতে হবে।' আমি স্ত্রীকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম এবং বললাম—আল্লাহর ফায়সালার অপেক্ষা করো।

পঞ্চাশতম দিন ফজর নামাযের পর জীবন থেকে নিরাশ হয়ে বাড়ির ছাদে বসেছিলাম। এমন সময় কে যেন চিৎকার করে বললেন—'কা'ব ! আপনার কল্যাণ হোক।' একথা শুনেই আমি সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম। দলে দলে লোক এলেন, আমাকে মুবারকবাদ জানাতে। আমি উঠে সোজা মসজিদে নববীতে চলে গেলাম। দেখলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা খুশীতে ঝলমল করছে। বললেন—'কা'ব ! সুসংবাদ, আজ তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন।' জিজ্ঞেস করলাম—'জনাব ! এ মাফ কি আপনার থেকে, না আল্লাহর পক্ষ থেকে ? জবাব দিলেন—'আল্লাহর পক্ষ থেকে।' সেই সাথে সূরা তাওবার এ আয়াতটি পড়ে শুনালেন।'

আল্লাহ তাআলা এ মনীষীদের শিক্ষামূলক ঘটনাটি চিরদিনের জন্য পবিত্র কুরআনে সংরক্ষণ করে দিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত যত মুসলমান আসবেন, এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন। সেই সাথে এটিও লক্ষ্য রাখবেন—দীন ও জাতির সংকট মুহূর্তে তারা যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, ময়দানে নেমে পড়বেন এবং যথাসর্বস্ব দীন ও জাতির জন্য কুরবানী করে দেবেন। এরূপ নাজুক মুহূর্তে নিজেদের সামান্যতম অবহেলা ও অলসতা যুগ যুগান্তরের দীনদারী ও ঈমানকে বরবাদ করে দিতে পারে।

সমাপ্ত

গ্রন্থ নির্দেশিকা

'আল কুরআনের শিক্ষা'-২ পুস্তকাকারে রূপ দিতে যেসব বইয়ের সাহায্য নেয়া হয়েছে—

১. মজমু'আয়ে তাফাসীর—ফারাহী (র), ভাষান্তর ঃ মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী।

২. তাফহীমুল কুরআন—মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)

৩. তরজুমানুল কুরআন—মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (র)

৪. তাফসীরে বয়ানুল কুরআন—মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র)

৫. তাফসীরে মাওজুহুল কুরআন—শাহ আবদুল কাদের দেহলভী (র)

৬. তরজুমায়ে কুরআন—মাওলানা ফতেহ মুহাম্মদ খান (র)

৭. আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাবীল (তাফসীরে বায়যাবী) —কাজী বায়যাবী

৮. লুবাবুত তাবীল ফী মাআনিত্ তানযীল (তাফসীরে খাজেন) —আলাউদ্দিন বুগদাদী (র)

৯. তাফসীরুন নুফুসী—আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ (র)

১০. তাফসীর ওয়া তরজুমা—শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র) ও মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (র)

১১. সহীহ আল বুখারী—মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আবু বুখারী (র)

১২. সহীহ আল মুসলিম—মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ নিশাপুরী (র)

১৩. জামিউত তিরমিযি—মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা আত তিরমিযি (র)

১৪. সুনানু আবী দাউদ-আবু দাউদ সুলাইমান ইবন আল আছ (র)

এছাড়াও জরুরী নির্ভরযোগ্য অনেক গ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে। আল্লাহর নিকট দু'আ করছি তিনি যেন এসব গ্রন্থের লেখকদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করেন। আমীন।।

আল কুরআন মানব সমাজের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা এবং যাবতীয় সমস্যার সমাধান ক্ষেত্র। তা একদিকে যেমন পার্থিব কল্যাণের আকর অন্যদিকে পরকালিন মুক্তি ও সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। মানুষের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় নেই যার সমস্যার সমাধান আল কুরআন দিতে পারে না।

'আল কুরআনের শিক্ষা'র মধ্যে সেইসব সমস্যার সমাধান ও প্রয়োজনীয় হিদায়াত সম্বলিত আয়াতগুলো সাজিয়ে- গুছিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। নির্দিষ্ট শিরোনামের নিচে সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোকে একত্রিত করা হয়েছে এবং তা সহজে বুঝানোর লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করা হয়েছে।

- সহজ ও সরল অনুবাদ।
- প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।
- কোথাও কোথাও ব্যাখ্যাটি আরো সুস্পষ্ট করার জন্য হাদীসে রাসূল আনা হয়েছে।
- ভাষার দুর্বোধ্যতা পরিহার করে সহজ-সরল ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।
- ফিক্‌হী ও ইলমী বির্তককে এড়িয়ে চলা হয়েছে।
- কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা কুরআনের আয়াত দিয়েই করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আশা করি যারা সঠিকভাবে আল কুরআনকে অনুবাদ করতে ব্যর্থ হয়েছেন তারাও গ্রন্থখানা পড়ার পর কুরআনের প্রতি উৎসুক হয়ে ওঠবেন। আল-কুরআনের দাওয়াত ও তা'লীমের সাথে পরিচিত হতে পারবেন। তাছাড়া আয়াতগুলো বিষয়ভিত্তিক সাজানোর ফলে প্রতিটি হুকুম-আহকাম তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে। তারা বুঝতে পারবেন কোন্ বিষয়ের আয়াত আল কুরআনের কোথায় কোথায় আছে।

সব ধরনের লোক-ই (মুসলিম কিংবা অমুসলিম) এ গ্রন্থখানা থেকে উপকৃত হতে পারবেন এবং আল কুরআনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি তা জানতে পারবেন। বিশেষ করে যারা লেখক, চিন্তাবিদ, বক্তা, শিক্ষক কিংবা ছাত্র তারা সবাই সমানভাবে উপকৃত হবেন।